ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী

(কবিতা ও গান)

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫৩

মূল্য দশ টাকা

কাগজে বাঁধাই

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

১১'০—২।১০।১৯৪৬

ভূমিকা

অসংখ্য বাধা-বিপত্তির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমগ্র গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা সমুদয় কাব্যগ্রন্থ স্থান পাইয়াছে। এই খণ্ডটিকে দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলীর "কাব্যখণ্ড" নামে অভিহিত করা চলিবে।

এই খণ্ডে নানা কারণে বিস্তৃত ভূমিকা যোজনা সম্ভব হইল না; দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জীর কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করারও ইচ্ছা ছিল, তাহাও দ্বিতীয় বা শেষ খণ্ডের জন্য রাখিয়া দিতে হইল। জবাবদিহির প্রয়োজন নাই; কারণ সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন।

বাংলা দেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভা যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই। প্রথম ও প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বর-দীপ্তিতে সকলের চক্ষু এমনই ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে, আশেপাশের অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধদীপ্তি জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দলের প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং; তিনি স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্পর্কে যাহা অনুভব করিয়াছেন, অকপটে তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছেন। অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, কাহারও সহিত আপোষ-মীমাংসায়ও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি ঋজু-মেরুদণ্ডের লোক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা ন্যাকামি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না; কঠোর হস্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের চাবুক চালাইয়াছেন, ফলে তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী অপবাদ দিয়া প্রায় একঘরে করিয়াছে। 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' ও 'হাসির গানে'র কবি প্রায় অপঠিত থাকিয়াই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন। বাংলা দেশ ও সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এ যুগের পাঠক-সম্প্রদায়ের হাতে তাঁহার যাবতীয় রচনার একটি সুষ্ঠু সহজলভ্য সংস্করণ তুলিয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার রচনা পঠিত হইলেই তিনি যথার্থ মর্য্যাদা লাভ করিবেন, ইহার জন্য

গুরুগম্ভীর বিতর্কমূলক আলোচনা বা মুখবন্ধের কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহার বিপুল সাহিত্য-কীর্ত্তির এই নিদর্শনগুলিই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় ও গানে ছন্দের, ভঙ্গির ও সুরের বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যৎ কাব্যকার ও গীতিকার এগুলির মধ্যে বহু সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইবেন। অনেক বিষয়ে প্রথম-পথপ্রদর্শকের গৌরব তাঁহার। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্যগাথা', 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' কাব্যের অন্তর্নিহিত রসধারা বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালী পাঠককে এক দিন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার পর দলাদলির কুজ্ঝটিকায় দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা সাময়িকভাবে ঢাকা পড়িয়াছিল। যাহা চিরন্তন এবং শাশ্বত, তাহা পরিণামে মেঘমুক্ত মহিমায় প্রকাশ পাইতে বাধ্য। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় 'মন্দ্র' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ উক্তি স্মরণ করিতেছি। 'মন্দ্র' সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, মোটামুটিভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্বন্ধেই তাহা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> 'মন্দ্র' কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।
>
> সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মনকে শেষ পর্য্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।
>
> কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য্য বিস্ময়, কখন্ কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।
>
> এইরূপে 'মন্দ্র' কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই ;—ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলঙ্কারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু নর্ত্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে 'মন্দ্র' কাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রূপ, বিস্ময়, সমস্তই পুরুষের—তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোন নজর নাই।

বরং উপমা দিতে হইলে শ্রাবণের পূর্ণিমারাত্রির কথা পাড়া যাইতে পারে। আলোক এবং অন্ধকার, গতি এবং স্তব্ধতা, মাধুর্য্য ও বিরাট্ ভাব আকাশ জুড়িয়া অনায়াসে মিলিত হইয়াছে। আবার মাঝে মাঝে এক-এক-পসলা বৃষ্টিও বাতাসকে আর্দ্র করিয়া ঝর ঝর শব্দে ঝরিয়া পড়ে। মেঘেরও বিচিত্র ভঙ্গী ;—তাহা কখনো চাঁদকে অর্দ্ধেক ঢাকিতেছে, কখন পুরা ঢাকিতেছে, কখনো বা হঠাৎ একেবারে মুক্ত করিয়া দিতেছে—কখনো বা ঘোর ঘটায় বিদ্যুতে স্ফুরিত ও গর্জ্জনে স্তনিত হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন—পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই, তাহাই তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা কাব্য-ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবল মাত্র মৃদুমন্থর আবেশ-ভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।

ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "আশীর্বাদ" ও "উদ্বোধন" কবিতায় ছন্দকে একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া উড়াইয়া দিয়া ছন্দোরচনা করা হইয়াছে। তিনি যেন সাংঘাতিক সঙ্কটের পাশ দিয়া গেছেন—কোথাও যে কিছু বিপদ্ ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই দুঃসাহস কোন ক্ষমতাহীন কবিকে আদৌ শোভা পাইত না।
—'বঙ্গদর্শন', কার্ত্তিক, ১৩০৯

দ্বিজেন্দ্রলালের একান্ত বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরুষ। "কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।" ইহাই প্রধানতঃ বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট বাঙালী সমাজে তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়াছে। বাঙালীর প্রকৃতি এখন অনেক বদলাইয়াছে ; মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালকে এ যুগের বাঙালী সমাদর করিতে পারিবেন। সেই ভরসাতেই তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইল।

'এই গ্রন্থ-প্রকাশে কবিপুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় আমাদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি, পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের বিবিধ সাময়িক বাধা অচিরাৎ তিরোহিত হইবে এবং আমরা শীঘ্রই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব।

কবি ও কবি-জায়া

আর্য্যগাথা

[১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]
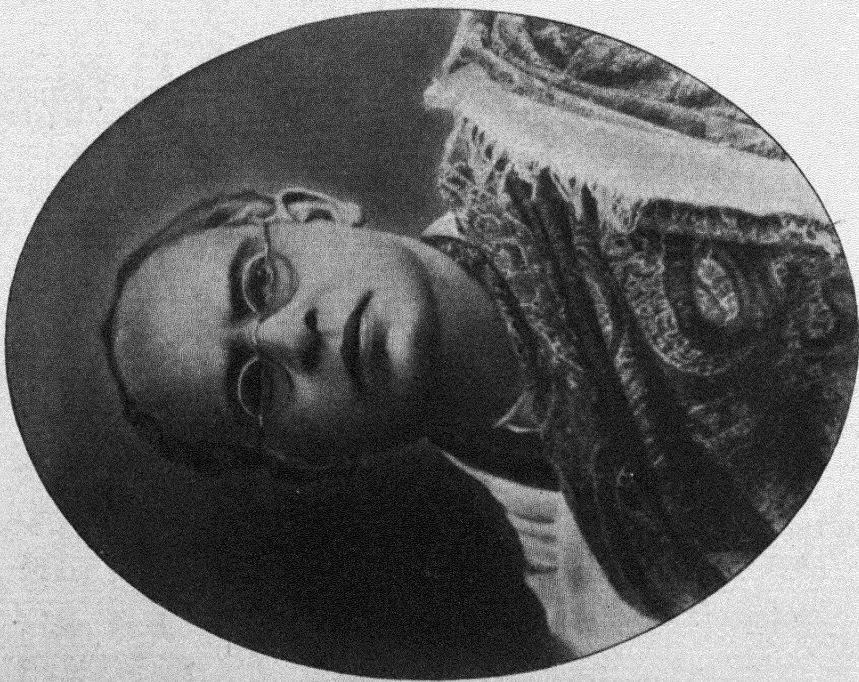
উপহার

সহোদরে !

চাহিতে যে সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত কুসুমে
গুটিকত ফুল তুলি চিত্তবন-ভূমে,
রচিয়া এনেছি হার, শোভা নাহি থাকে তার,
ধর কণ্ঠে শোভা পাবে—আনিয়াছি যতনে,
কি তোমার কণ্ঠ'পরে, পূর্ণশোভা নাহি ধরে,
কি নাহি কোকিলস্বরে, ঢালে সুধা শ্রবণে,
কি বা নাহি ধরে শোভা পূর্ণবিধু কিরণে।

গাছ হতে ফুলগণে যদিও এনেছি তুলি,
আমার নয়ননীরে বেঁচে আছে ফুলগুলি,
ভগিনি ! অন্তিমে যবে, শেষ অশ্রু শুষ্ক হবে,
না পেয়ে নয়নবারি, নিমীলিত হবে হার ;
তখন কি ফুলদলে, দিবে বিন্দু আঁখিজলে ?
জাগিবে কুসুমগুলি পেয়ে তব অশ্রুধার।

সামান্য বলিয়ে হারে, ফেলিয়ে দিও না তারে,
কি দিব তোমারে ভগ্নি ! কি আছে আমার ;
কি দিবে কিছুই নাই, দরিদ্র কাঙ্গাল ভাই,
অসীম স্নেহের এই তুচ্ছ উপহার,
ধর তায়—হৃদয়ের ভগিনি আমার।

দ্বিজেন্দ্র

ভূমিকা

বঙ্গভাষায় গীতের অভাব পূরণার্থে 'আর্য্যগাথা' রচিত হয় নাই। শৈশব হইতেই গীতি রচনায় আমার আসক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া গীতি রচনা করিয়া দেবীকে উপহার দিতাম। সে সব গীত তখন কোন শাস্ত্রতঃ সুরে গীত হইত না। যখন যে সুর ভাল লাগিত, তখন সেই সুরেই গাইতাম। আশৈশব আমার হৃদয়কাননে সময়ে সময়ে সেই প্রস্ফুটিত ভাব-কুসুমরাজি চয়ন করিয়া 'আর্য্যগাথা' রচিত হইল।

আমার শৈশবরচিত গীতগুলির কোন কোনটি পরে অংশতঃ পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমার অধুনাতন রচিত গীতের কতকগুলি কিছু প্রচলিত গীত-নিয়ম-বিরুদ্ধ বোধ হইতে পারে। কারণ, মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশার্থে সেগুলি কিছু দীর্ঘ করিতে হইয়াছে। উদাহরণতঃ সূর্য্যের গীতটি গাওয়া কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য হইতে পারে। এই জন্য আমার অন্যান্য অধুনাতন রচিত দীর্ঘ গীতগুলি দুই কিম্বা তিন ক্ষুদ্র গীতে পরিণত করিয়াছি।

'আর্য্যগাথা'র সকল গীতগুলি কবিতার ছন্দোবন্ধেই প্রায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতি গীতই সম্পূর্ণ শাস্ত্রতঃ সুরে গেয়। সঙ্গীত স্বরে, কবিতা ভাষায়, এ কথা সম্পুর্ণ সত্য। কিন্তু আমরা গাইবার সময় প্রায়ই ভাষা ও স্বর মিলিত করি। আমি যদি গীতগুলি প্রতি পাঠকের নিকট গাইয়া বেড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে গীতের সৌন্দর্য্য, অসৌন্দর্য্য স্বরের উপরই অধিক নির্ভর করিত। কিন্তু গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে। সে জন্য ইহাদের ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে এত দৃষ্টি বোধ হয় আপত্তিকর হইবে না। যাহা হউক, ইহার জন্য গীতগুলি গাইবার কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

'আর্য্যগাথা'র ভিন্ন ভিন্ন গীতে, মধ্যে মধ্যে বিরোধী ভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ থাকা কর্ত্তব্য যে, 'আর্য্যগাথা' কাব্য নহে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনের সমুদ্ভূত ভাবরাজি ভাষায় সংগ্রহ।

প্রকৃতিবিষয়িণী গীতি এ দেশে তত প্রচলিত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বোধ হয় ইহা নিন্দনীয় হইবে না। সঙ্গীতের কবিতা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়। প্রকৃতি-মাধুর্য্যে উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তবে সঙ্গীতের কবিতা বলিয়া গণ্য হইবে না কেন?

আমার উপলক্ষ রচিত গীতগুলি কোন কারণে পরিত্যক্ত হইল।

দুই চারিটি গীতে সংস্কৃত বা ইংরাজি কোন কোন পুস্তকের ভাব থাকিতে পারে।

প্রণয়-গীত ইহাতে কেন সন্নিবেশিত নাই, তাহা বলার আবশ্যকতা নাই। আর্য্যবীণার দ্বিতীয়সংখ্যক গীতে তাহার কারণ কতক উক্ত হইয়াছে।

গানের রাগরাগিণী সূচিপত্রে দৃষ্ট হইবে।

যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, 'আর্য্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাঁহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি-রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সঙ্কুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করেন, যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্য্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে। আদর পায়, আবার নূতন গীত শুনাইবে। না পায়, যথার্থই হতাশ হইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কৃষ্ণনগর

উদ্বোধন

Blest pair of sirens, pledges of Heaven's joy
Sphere born harmonious sisters, Voice and Verse
Wed your divine sounds—

J. MILTON.

সঙ্গীত

আইস সঙ্গীত আজ বসি মোরা দুই জনে,
গাইব প্রমত্ত কভু—বিষণ্ণ—বিমুগ্ধ মনে।
নবীন ঝঙ্কারে আজ, গাইব ভারত মাঝ,
উঠিবে সঙ্গীতধ্বনি উন্মত্ত পবনভরে ;
শুনি সে সঙ্গীত, সবে, মাতিবে—বিমুগ্ধ হবে,
কভু বা বিষণ্ণ হয়ে শুনিবে সে সমস্বরে।
অথবা হাসিবে বিশ্ব ?—ভাবি না তাহার তরে।

বিপদ তুফান মোর আলোড়ি হৃদয়-নদী,
মাঝে মাঝে হৃদি দিয়া হুঙ্কারিয়া যায় যদি।
তোমারে নিকটে হেরি, সে বিপদ তুচ্ছ করি,
চলে যাব মৃত্যু পাশে আনন্দে—নির্ভীক প্রাণ ;
তুফান মাঝার দিয়া, যাবে নদী কল্লোলিয়া,
আলিঙ্গিবে নীল সিন্ধু গাইতে গাইতে গান।
—আকুল নদীর সেই সাধের বিরামস্থান।

গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সঙ্গীত মোর,
ঘুমায়েছে আর্য্যজাতি ভাঙ্গিব সে ঘুমঘোর।
জাতীয় অমৃত গানে, ঢালিব আর্য্যের কানে,
উঠিবে অর্ব্বুদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহরি।
তৃণ পত্র নিদ্রা যায়, ঢালিব স্ফুলিঙ্গ তায়,
প্রজ্বলিবে দাবানল অমনি হুঙ্কার করি।
—সে ভীম অনলদৃশ্য হেরিব নয়ন ভরি।

বিষণ্ণ হইয়ে কভু গাইব করুণ তানে
পূজিব বিষাদ দেবে অশ্রুজল ফুল দানে।
ক্ষতি নাই, হাসে কেহ, চাই না মৌখিক স্নেহ,
ভাল বাসি নরে—তার এই যদি পরিণাম ;
গায় সঙ্গে নদীগণ, দীর্ঘশ্বাসে সমীরণ,
তা হলেই তুষ্ট রব—পূর্ণ হবে মনস্কাম।
চাই না কাপট্য করি সহ বেদনার নাম।

প্রকৃতি জননী, আসি প্রতিসন্ধ্যা একবার,
তাঁহারি শিক্ষিত গীত গাইব নিকটে তাঁর,
সাগর জীমূত বন, পিকরাজি, সমীরণ,
গাইলে নিস্তব্ধ হয়ে শুনিব সে সমস্বর ;
শুনিতে শুনিতে গান, আমিও ধরিব তান,
দেবীর গীতের সনে ঈশগীত উচ্চতর।
—দেবীস্তুতি—ঈশস্তুতি—যে প্রকৃতি সে ঈশ্বর।

আর্য্যগাথা

প্রকৃতিপূজা

বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন।

বীণা

গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।
শুনি জননীর স্তুতি ভাসুক—ভরুক প্রাণ।
এত স্নেহভরে মার
কি দিব কি আছে আর
বিনা এই কণ্ঠস্বর, বিনা অশ্রু প্রতিদান।
গাও, সে মদিরা পানে
সানন্দ—উন্মত্ত প্রাণে
প্রেমাশ্রুনয়নে সঙ্গে আমিও ধরিব তান।
গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান।
যেমতি ঝিল্লীর স্বরে
কোলাহল দূর করে,
বসুধার তাপ জ্বালা হয় অবসান ;
সেই অপার্থিব রবে
এ তুফান স্থির হবে,
হৃদয়ের চিতা-বহ্নি হইবে নির্ব্বাণ।
গাও রে গাও রে বীণা প্রকৃতির স্তুতিগান। ১ ॥

প্রকৃতি-স্তোত্র

বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন,
তোমার মহিমাময় রচনা মনোরঞ্জন।

যে দিকে ফিরাই আঁখি, তথায় নিস্পন্দ রাখি
মুগ্ধভাবে শোভাময়ি করি শোভা নিরীক্ষণ।
উর্দ্ধে চন্দ্র রবি তারা নীল নভস্থলে, (দেবি)
বিপুলা বসুধা পৃথ্বী পড়ি পদতলে ;
সিন্ধু গম্ভীর সুন্দর, ব্যাপি যুগ যুগান্তর
রহে প্রতি উর্ম্মিঘায় করি ফেন উগিরণ।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন।

রবিতপ্ত মরুস্থল ঘোর ভয়ঙ্কর, (দেবি)
নির্জ্জন গহনরাজি, বিরল প্রান্তর,
তুঙ্গ শৈলরাজি তায়, রহে ব্যাপি মেঘপ্রায়
ঈশ্বর চিন্তায় স্তব্ধ তাঁর ধ্যানে নিমগন।
নদনদী বসুধার হৃদয়-রতন (দেবি)
তরুলতা, তৃণ শ্যাম কান্ত উপবন ;
সুন্দর কুসুমরাজি, কোমল সৌন্দর্য্যে সাজি
পবিত্র নীহার-জলে শোভে হৃদয় মোহন।

গম্ভীর সুন্দর ভাবে ভূষিত করিয়ে (দেবি)
রাখিয়াছ সকলি হে ব্রহ্মাণ্ড শোভিয়ে ;
এই সবে নিরখিয়ে, আনন্দে ভরিত হয়ে,
বিস্ময়ে স্তম্ভিত, মুগ্ধ হয় ক্ষুদ্র নর মন।
বিমোহিত হই দেবি করি বিশ্ব দরশন। ২ ॥

আকাশ

হে সুনীল নভঃ অনন্ত অপার !
কত কাল আছ, কত কাল রবে
অসীম বিস্তার !

আনে উষা হৃদে নব প্রভাকর,
ফুটায় সন্ধ্যায় কুসুম সুন্দর,

প্রশান্ত হৃদয়ে লয়ে আসে নিশি
নিশীথ রতন বিধু সুকুমার।
হে আকাশ তুমি নীলিমা জলধি,
লহরী সমীর খেলে নিরবধি,
রতন তারকা,—তরণী নীরদ,
দেবতা অপ্সরা নাবিক তাহার।

কত বার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আঁখি,
তুলি নীলিমায় স্পন্দহীন রাখি,
ধরে না এ মনে ও বিস্তার তব ;
যোগ্য প্রতিনিধি তুমি বিধাতার ;
নিস্পন্দ নয়নে, অই জ্যোতির্ম্ময়ে
নিশীথে রতন-খচিত হৃদয়ে
নিরখি নিরখি স্তব্ধ হয়ে থাকি,
চাহি না হেরিতে ক্ষুদ্র বিশ্বে আর। ৩ ॥

দিনমণি

জ্বলন্ত গৌরব! মহান্ সুন্দর!
জীবন্ত বিস্ময়! দেব প্রভাকর!
মৃত্তিকায় বদ্ধ বিস্মিত মানব,
পূজে জানু পাতি ক্ষুদ্র নেত্র তুলি।
জাগাও প্রত্যহ, কোথা হতে আসি,
ঘুমন্ত জগতে ঢালি কররাশি,
পুনঃ নিদ্রামগ্ন করিয়ে বসুধা
মধুর সন্ধ্যায় কোথা যাও চলি।

কোটি গ্রহ তারা তোমার আদেশে,
ছুটিছে অশ্রান্ত নীল নভোদেশে,

তুমি দীপ্ত রবি ভ্রমিছ অবাধে,
প্রান্ত হতে প্রান্ত উজলি অম্বরে।
গৌরবে আসিয়া যাও সগৌরবে
বিষণ্ণ তিমিরে ডুবাইয়ে ভবে,
জ্বালি দিয়া নভে নভোদীপরাজি
যাও চলি দেব বিশ্রামের তরে।

মানবের ক্রীড়া কি ছার বিজ্ঞান,
বর্ণিবে তোমার শক্তি সুমহান্!
প্রতিদিন আসি যাবে প্রতিদিন
বিমল জ্যোতিতে ভাসায়ে সংসার।
শৈশবে যেমতি আনন্দে বিস্ময়ে
হেরিতাম, হেরি আজো স্তব্ধ হয়ে,
শেষ দিন দেব বিস্মিত নয়নে
হেরিব জ্বলন্ত মাধুর্য্য তোমার। ৪ ॥

একটি নক্ষত্র

নক্ষত্র কে বল সৃজিল তোমারে।
কে বল সৃজিয়া, দিল রে রাখিয়া
সুদূর অম্বরে।
নিশীথে নীরবে পড়ে যে নীহার,
পবিত্র সলিলে ভিজায় সংসার;
তুমি কি তারকে কাঁদ অনিবার
ভাসি নেত্রধারে।

মুদিলে কুসুম সুরভি কাননে,
ফোট ফুল সম আকাশ উদ্যানে,
অপরূপ রূপে ভাসাও গগনে,
ভাসাও সংসারে।

চাই না বিজ্ঞান, চাই না জ্যোতিষী,
জানিতে কি দ্রব্য ওই রূপরাশি,
কেবল তারকে বড় ভালবাসি
ও জ্যোতি আঁধারে। ৫ ॥

চন্দ্র

গগন-ভূষণ তুমি জনগণ-মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীলনভোবিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি যাও কোন্ দেশে,
চারি ধারে তারাহারে রহে ঘেরে সারি সারি।
হেলে দুলে, ঢলে ঢলে,
পড়িছ গগনতলে,—
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি। ৬ ॥

নীহার

সুন্দর নীহারবিন্দু পবিত্র কোমল।
নীরবে নিশীথে ঝর মধুর নির্ম্মল।
প্রতি নিশি প্রেমজলে, ভাসাও রে ধরাতলে,
ভিজাও রে পত্রাবলি নব দূর্ব্বাদল।

নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল ;
সদা মানব-রোদন, শুনি কিম্বা তারাগণ,
নর-দুখে সমদুখী ফেলে অশ্রুজল।

কিম্বা তপ্তা রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনেন রজনী দেবী বারি সুশীতল ;

কিম্বা বিভু-প্রেমরাশি, তরল হইয়ে আসি
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল। ৭॥

নক্ষত্র

গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া,
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভঃ শোভিয়া।
তপন নির্ব্বাণ হলে,
ভাস রে গগনতলে,
নিশীথ আঁধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া।
কাঁদ রে আঁধারে বসি
কেন নিরজনে আসি,
প্রভাত না হতে নিশি কোথা যাও চলিয়া।
আঁধারে ও শোভারাশি
সখে বড় ভালবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নয়নোপরে
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
অবারিত চখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া। ৮॥

সপ্তমীর শশী

গভীর গভীর নিশীথে আসি,
সুদূর সুনীল গগনে ভাসি,
কে নীরবে তুমি জীবন্ত মাধুরি
নিশীথ আঁধারে উদিত হও হে।
মধুর মধুর নবীন করে,
আকাশ প্লাবিয়া হরষ-ভরে,
দূর প্রান্ত হতে স্তবধ জগতে
কোমল কিরণ ঢালিয়ে দেও হে।

বুঝিবা নিদ্রিত হেরিয়ে ধরা,
স্নিগধ স্বর্গীয় মাধুরি ভরা
অমরার দীপ নভ চন্দ্রাতপে
জ্বালি ঝিলীরবে সঙ্গীত গাও হে।
অথবা নন্দন কুসুম কলি
পূরব পবনে পড়েছ ঢলি,
নভোবনে ক্ষুদ্র তারা পুষ্প মাঝে
কিরণ সৌরভে গগন ছাও হে।

অথবা তাপিত ধরায় হেরি
আন সুশীতল কিরণ বারি,
অমল শীতল স্নিগধ কিরণে
নিশীথে সখীরে স্নান করাও হে।
অতুল কোমল মাধুরি লয়ে,
গৌরবে পূরবে উদিত হয়ে,
তারাদল সনে স্তবধ গগনে
নীরব রাজত্ব করিয়ে যাও হে। ৯॥

জ্যোৎস্নাস্নাত গগনে মেঘখণ্ড

কে গগনে বিহর রে সমীরণ-ভরে,
শশিমাখা সুনীল অম্বরে।
চলিছ ধীরে, মৃদু সমীরে,
নির্ম্মল শশিকর নীরে,
রে গগন তরি গগন মাধুরি,—
বিমল গগন সাগরে।

মধুর হাসি, আনন্দে ভাসি,
ছড়ায়ে তব রূপরাশি,
একাকী সুন্দর, গগনে বিহর,

রূপে মোহিয়ে নারী নরে।
কে গগনে বিহর রে সমীরণ-ভরে। ১০ ॥

মেঘ

পবিত্র সলিলভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে,
আসিছ কি কাদম্বিনি আনন্দে ভরিত হয়ে।

সুনীল অম্বরতলে, উড়ায়ে কাদম্বকুলে,
আনন্দে নাচায়ে শিখী, মন্দ মন্দ গরজিয়ে।
যেন সিন্ধু হৃদি পরে, সিন্ধু যান ক্রীড়া করে,
তরঙ্গ তরঙ্গ যায় হেলি দুলি উছলিয়ে।
কেমন সুন্দর ছায়, ছাইল ধরণী কায়,
হাসিল পৃথিবী যেন নব বাস পরিধিয়ে।
আইস সলিলভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে।

হেরিলে ও রূপ তব, শুনিলে গম্ভীর রব,
বিগত শৈশব কাল আসে হৃদি আলোড়িয়ে ;
তখন তোমায় হেরি, হৃদয় আনন্দে ভরি—
বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে উল্লাসি যেতেম ধেয়ে,
স্বর্গীয় দূত কি তুমি, উল্লাসিয়ে মর্ত্ত্য ভূমি,
আস নভে মাঝে মাঝে সুনীল সৌন্দর্য্য লয়ে
পবিত্র সলিলভরে ভরিত পূর্ণ হৃদয়ে। ১১ ॥

গিরি-নির্ঝরিণী

ঝর ঝর স্বরে, কে উচ্চ অম্বরে,
গিরিশৃঙ্গ হতে পড় গিরিশিরে।

স্বর্গদূত ভাবি নিয়ত তোমারে
ভ্রমর-সেবিত জড়িত নীহারে

সধূপ চন্দন, লয়ে ফুলগণ,
পূজে তরুরাজি আসি তব তীরে।
বিমল তটিনি! বিমল গগনে
কেন না ভাসিলে গ্রহ তারা সনে,
কেন মর্ত্ত্যে আসি, পবিত্রতা নাশি
মাখিলে কলুষে বিমল শরীরে। ১২॥

———

তরুপত্র

ধীর মৃদু বায়ুভরে দোল ঘন পত্রাবলি।
বিটপীর রুক্ষদেহে মাধুর্য্য-তরঙ্গ তুলি।
পোহাইলে বিভাবরী, কেন দেহে অশ্রু হেরি,
নিজে দুখী, কোলে লয়ে সহাস কুসুমকলি।

গাও কি মর্ম্মরতানে, সন্ধ্যায় বিষণ্ণ প্রাণে,
কি ভাব লুকায়ে মুখ সকল নিশীথ কালি।
ভাব কি ঝরিলে পরে, পড়ে রবে অনাদরে,
যাবে অহঙ্কারী নর তোমারে চরণে দলি। ১৩॥

———

কাননকুসুম

কে আছ রে শোভি এই বিজন কাননে।
উদ্যান ত্যজিয়ে কি গো এসেছ এ নিরজনে ?

তোমারে নিষ্ঠুর নরে, ছিঁড়ে নিজ সুখ তরে,
এসেছ সে দুখে, কিম্বা ভ্রমরের জ্বালাতনে।
নরের নিশ্বাস ঘায়, সংসারের শুষ্ক বায়,
কলুষিবে দেহ তাই এসেছ এ তপোবনে।

হেরিলে পবিত্র প্রাত, হইয়ে শিশির-স্নাত
পূজ দেব সবিতারে প্রেমপূর্ণ দরশনে ;

নিষ্পাপ! ঝরিবে যবে, কান্ত দেহ পড়ে রবে,
যাবে প্রাণ মকরন্দ চলে পুণ্য নিকেতনে। ১৪ ॥

—

কুসুম মধুময়

কুসুম মধুময়।
আপন গৌরবে কিবা শোভিছ তরুশাখায়।
সতী প্রেম, শিশু হাসি,
ভুবন সৌন্দর্য্যরাশি,
একত্রিয়ে কে শোভিল তরুবর সমুদয়।
প্রতি সমীর লহরে,
স্বর্গীয় মাধুর্য্য ঝরে ;
কভু মেঘে স্থির বিধু যেন সুধা ঢেলে দেয়।
ফুল! ও মধুর হাসি
নিরখিতে ভালবাসি,
হেরিলে ও রূপরাশি এ হৃদয় মত্ত হয়।
কুসুম মধুময়। ১৫ ॥

—

কানন অশোক

রে দুখী কাননতরু লোকালয় ত্যজিয়ে।
কাঁদিছ একাকী কেন নিরজনে আসিয়ে।
ছড়ায়ে মাধুরীরাশি
অধোমুখে দিবানিশি
বিষাদ-প্রতিমে! আছ বিষাদেতে ভাসিয়ে।

বুঝি শাপে দেবসুত
হইয়ে অমরা-চ্যুত
আছে তরু-বেশ ধরি নিরজন শোভিয়ে।

ভুলিতে পার না তায়
স্মরি সেই অমরায়
কাঁদ তাই দেবভাষে দুখ-গীত গাইয়ে। ১৬॥

তরু

আনন্দে হাসিছ সদা হে শ্যামল তরুবর।
দোলাইয়ে শাখাবাহু প্রীতিভরে নিরন্তর।
প্রভাতে শিশির-জলে, করি স্নান ফুলদলে,
কর বে অঞ্জলি দান বিভুরে প্রসারি কর।

সন্ধ্যায় কুসুমগণে, ক্রোড়ে লয়ে সযতনে,
গাও রে নিদ্রার গীত সনসনে মনোহর।
নিশীথে অনন্য প্রাণে, শুন ঝিল্লীরব গানে,
কি আনন্দে শুন তরু বিহগের কলস্বর। ১৭॥

কোকিল

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি।
এ দুখ মরতভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশে নি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব, গাও রে পিক উল্লাসি।

নরের মধুর গীত, বিষাদ তানে মিশ্রিত
নির্ম্মল সুখ-সংগীত শুনিতে তা' অভিলাষী।
হয়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর,
শুনিতে ও মধুস্বর, তাই এ বিজনে আসি। ১৮॥

কে গহন বনে

কে গহন বনে
(বসি) প্রকৃতি শোভায়, হয়ে বিমোহিত
তুষে বনরাজি গীতি প্রতিদানে।
বুঝি দুখী কেহ, ত্যজি নিজ গেহ,
সংসারের শঠ দ্বেষের ভয়ে,
আসিয়ে কাননে, গায় নিজ মনে,
সকরুণ তানে ব্যথিত হয়ে।
কিম্বা বনদেবী ডাকে নরগণে
লভিতে বিশ্রাম পশিয়ে কাননে। ১৯ ॥

তমসা

স্তব্ধ হয় মন হেরি প্রকৃতি তোমার।
তমসে! শমনস্বসা যবে ঢাক রে সংসার।
আসি নরে সমুদায়, রাখ রাত্রে মৃতপ্রায়,
ঢাক বিশ্ব নীলাম্বর—অনন্ত বিস্তার।
অগম্য গিরিগহ্বরে, গভীরোদধি কন্দরে,
নিবিড় গহন বনে কর রে বিহার।
মৃত্যুর অপর পারে, ও ভীম রূপ বিহরে,
অজানিত ভবিষ্যতে ভ্রম অনিবার।
স্তব্ধ হই তম! হেরি প্রকৃতি তোমার। ২০ ॥

সলিল

পবিত্র সলিল! ত্যজি ত্রিদিব কাহার তরে
এসেছ মরত-ভূমে ধরণী পবিত্র করে।
ঘোর গভীর সাগরে, নদনদী হ্রদিপরে,
বিহর নবীন নীল প্রাবৃটের জলধরে।

প্রভাতের শতদলে, তরুপত্রে, তৃণদলে,
প্রতিভাত রবিকরে নাচ রে পবন-ভরে।
হও নরস্পর্শে আসি, কলুষিত অশ্রুরাশি,
করে তার দুখোচ্ছ্বাস তোমারে সে নীচ নরে

হে সলিল পার যদি, নিবাতে অনল হৃদি
নিবাও আসিয়া তবে চিতানল এ অন্তরে। ২১

বনবিহঙ্গ

বনপিক গাইছ কি মধুতান ধরি।
তুই কি রে দেশত্যাগী আছ বন মুগ্ধ করি।
সংসার-বিরাগী পাখী,
ভ্রম কি বনে একাকী,
কুঞ্জবন মাঝে থাকি, ঢাল রে স্বর-লহরী।
আমিও রে তোর মত
সংসারের দুখ যত
ত্যজেছি জন্মের মত, একা আজি বনে ফিরি।

সাধ হয় তব সনে
রহিব এ নিরজনে,
শুনিব স্বর্গীয় গানে, নিয়ত হৃদয় ভরি।
এ জীবন অবসানে
গেও মম মৃত্যু গানে,
তু' আগে ত্যজিলে প্রাণে আমি দিব অশ্রুবারি
বনপিক গাইছ কি মধুতান ধরি। ২২ ॥

বনের তাপস আমি

বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে।
বিসর্জ্জি সংসার-দুখ, শান্তি-নদীজীবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী, কুঞ্জবন মাঝে থাকি,
জাগায় আমারে, ঢালি স্বর-সুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর তলে, শুয়ে থাকি যায় চলে
নাচিয়ে গাইয়ে নদী সুমধুর স্বননে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে।

প্রকৃতি সায়াহ্নে আসি, লইয়ে কুসুমরাশি,
দেখান ভাণ্ডার খুলি নানাবিধ রতনে।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ঘুমাই সকল ভুলে
প্রকৃতি নিদ্রার গীত গান মম কারণে।
আহরিয়ে ফুল ফলে, ভ্রমি বনে কুতূহলে,
হেরিয়ে গহন শোভা জুড়াই এ নয়নে।
বনের তাপস আমি ভ্রমি সুখে কাননে। ২৩॥

কানন-সুখ

চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।
জীবনের যত জ্বালা জুড়াব বিজনে।
আহরিব বন-ফলে, বল্কল পরিয়ে হে,
স্বভাবের শোভা যত হেরিব নয়নে।
কভু নির্ঝরিণী-কূলে, কভু বা নিকুঞ্জে হে,
ভ্রমিব দুজনে সুখে হরষিত মনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

শ্যামল প্রান্তরে, কভু ভূধর উপরে হে,
কভু বা গহন বনে ভ্রমিব দুজনে।

কৌমুদী নিশীথে, প্রাতে, ললিত প্রদোষে হে,
বেড়াব দুজনে সুখে সুন্দর কাননে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বেড়ায়ে বেড়ায়ে মোরা গাব একতানে হে,
তুলি তার প্রতিধ্বনি সেই নিরজনে।
পবনের সনস্বন নদী কুলুরবে হে,
বিহঙ্গের কলস্বরে শুনিব শ্রবণে!
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।

বনে বনে ফুল তুলি গাঁথি ফুলমালা হে,
পরস্পর গলদেশে পরাব যতনে।
হেরিব হরষে কত, রবি তারা চন্দ্রে হে,
কভু ঘন কাদম্বিনী সুনীল গগনে।
এস মোরা দুই জনে রচিয়ে কুটীর হে,
রব সুখে ভাই-ভগ্নী-তরু-লতা সনে।
চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে। ২৪ ॥

নীল গগন

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকগণ রে।
হের নয়ন, হর্ষমগন, চারু ভুবন রে।
নিদ্রিত সব, মানব-রব, নীরব ভব রে।
সুন্দর নব, হেরি বিভব, মেদিনি তব রে।
ধীর পবন, বাহিত ঘন, প্লাবিত বন রে।
নন্দন বন, তুল্য গহন, মোহিত মন রে। ২৫ ॥

তটিনী

তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে।
ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য আনি জগতে মিশাও রে।
অমরা হইতে আসি, আনি স্বর্গ-সুধারাশি,
দুখী মহী-দুখ কি গো ঘুচাইতে চাও রে!

কি প্রভাতে, কি সন্ধ্যায়, নিশার তিমিরে,
গীতের লহরী তুলি যাও কলস্বরে;
তরল সঙ্গীত দিয়ে, নরপ্রাণে মাখাইয়ে,
শ্রবণেতে স্বপ্নময়ী সুধা ঢেলে দাও রে।
তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে।

একই সান্ধ্য সমীরণ ধীরে যায় লয়ে,
উপরে অরুণ রক্ত কান্ত মেঘচয়ে;
নিম্নে সুরঞ্জিত তায়, লহরী কাঞ্চন প্রায়,
যে লহরে হে নীলাঙ্গে! ভুবন ভাসাও রে।

যখন তারকা বিধু নীলাকাশ হতে
কিরণলহরী দিয়ে ভাসায় জগতে,
ঝিল্লীরবে গায় গান, তুমিও ভরিয়ে প্রাণ,
কি মধুর কল্লোলিনি! মৃদু গীত গাও রে।
তরঙ্গিণি! হেলে দুলে কোথা চলে যাও রে। ২৬॥

বন-প্রবাহিণী নদী

কোথায় হেলি দুলিয়া নদি! নাচিয়া চলি যাও রে।
ললিত মৃদু মধুর রবে কাহার গুণ গাও রে।
হেরিয়া বুঝি কানন-শোভা মোহিত তুমি হও রে;
তাই কি নদি বিভুর প্রেমে মগন হয়ে রও রে।

বিজন বনে বাহিয়া তুমি তুষ রে বনবাসী ;
বিতর সবে বিমল তব সলিল সুধারাশি।
যাও রে পুববাহিনী-নদী-সখী সন্নিধানে ;
শুনাতে তায় বিজন বনবাসী সুখ-গানে। ২৭ ॥

হ্রদ

দিবানিশি কেন হ্রদ! কাঁদ দুখভরে।
একাকী বিরলে তুমি বল কার তরে।
তুলি ক্ষুদ্র বীচি তব, কবি মৃদু কলরব,
কেন গাও শোকগীত,—কি ব্যথা অন্তরে।
পিঞ্জরের পিক মত, থাক বদ্ধ অবিরত,
তাই কি গাও রে দুখে মৃদু কলস্বরে ?
তাই দিবানিশি হ্রদ কাঁদ দুখভরে ?

অথবা সংসার ত্যজি, তুমি কি তাপস সাজি,
সলিল-কুটীর রচি ডাক রে ঈশ্বরে।
বিজন কুটীরে তব, আসে ক্ষুদ্র নদী সব,
ত্যজি কোলাহলপূর্ণ দূষিত নগরে ;
তাহাদিগে দয়া করে, ধর হৃদে স্নেহভরে,
দেও রে আশ্রয় ক্ষুদ্র কুটীর ভিতরে।
কিন্তু দিবানিশি কেন কাঁদ দুখভরে। ২৮ ॥

সাগর

রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি!
আনন্দে কল্লোলি যাও রে মৃদু-গম্ভীরনাদী!
অযুত যোজন ব্যাপি, অযুত বরষ যাপি,
আছ রবে কত কাল বিস্তারি বিপুল হৃদি ?

জলজীবপূর্ণ হয়ে, ধর হৃদে রত্নচয়ে,
তোমারে ভীষণ করি, রত্নসূ করিল বিধি।

সুনীল গগন সঙ্গে, মিশাও সুনীল অঙ্গে,
উত্তাল লহরীকুলে খেলাও রে নিরবধি।
গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে, চলি যাও কলরবে,
নিরুদ্দেশে অবারিত অবিশ্রান্ত রে বারিধি।
রে বিশাল পারাবার রে গভীর পয়োনিধি। ২৯ ॥

সাগর—যাও রে কল্লোলি

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার!
আনন্দে অশ্রান্ত তুমি হে অতল হে অপার!
স্বাধীন তরঙ্গদলে, তুলিয়ে চলিছ তুমি,
গরজি গম্ভীর সিন্ধু চলি যাও অনিবার।
বিস্তারি স্বাধীন বক্ষ, স্বাধীন চিন্তার সম,
সহ না নরের দর্প তার বীর্য্য অহঙ্কার।

যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার।
বাত্যা প্রভঞ্জন সনে, কর ঘোর রণ তুমি,
একা সম প্রতিপক্ষ তুমি ভীম ঝটিকার।
কাল-বাহু বিশ্বজয়ী ভাঙ্গিবে চুরিবে সবে,
বিজয়ী তোমার কাছে সিন্ধু! পরাজয় তার।
যেমতি সৃষ্টির দিনে কল্লোলিতে হে বারিধি!
কল্লোলিবে শেষ দিন—যোগ্য সৃষ্টি বিধাতার।
যাও রে কল্লোলি সদা ঘননীল পারাবার। ৩০ ॥

প্রভাত

উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্ব্বরী অবসান !
গেল কৃষ্ণবাস নিশা, দেখা দিল উষা
লোহিত বসন পরিধান।
হীনভাতি হেরি শশী ভাতিল দিনেশ,
ভুবনে জীবন করি দান।
নিমীলিত নিবখিয়ে তারকা-কুসুমে,
জাগিল ধরায় ফুল-প্রাণ।
নীরব ঝিল্লীর রব, তাই কুঞ্জে কুঞ্জে
বিহগ ধরিল মধুগান।
হাস্যময়ী উষা দিল মুছায়ে ধরার
অশ্রুসিক্ত কোমল বয়ান।
উঠ উঠ বিশ্ববাসী, দেখ মেলি আঁখি
হইল শর্ব্বরী অবসান। ৩১ ॥

সন্ধ্যা

কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে।
অশ্রুসিক্ত মুখ মহী তিমিরে লুকায় রে।
দোলে তরু বায়ুভরে, মেঘখণ্ড দোলে ধীরে,
দোলে তার সনে হৃদি মৃদুস্মৃতি বায় রে।
উথলে তটিনী ধীরে, সঙ্গে উথলে অন্তরে,
কেন রে চিন্তার নদী নিরখিয়া তায় রে।
হেরি সবে কেন মনে, স্মরি দূর প্রিয়জনে,
কেন সবে করে চিত্ত উদাসের প্রায় রে।
কাঁদাইয়ে বসুমতী দিনমণি যায় রে। ৩২ ॥

তরী প্রবাহিয়ে

তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে।
কি সুন্দর নিশি, কে যাবি আয় রে।
ভাসে সুধাকর নীল গগনে রে,
নাচে নদী-হৃদি-মাঝারে—আয় রে।
বহে সমীরণ তুলি লহরী রে,
নাচে মৃদু তরুবল্লরী—আয় রে।
সব সনে নাচে প্রাণ আমার রে,
শান্ত ধরাতল হেরিয়ে—আয় রে।
তরী প্রবাহিয়ে নাচিয়ে যায় রে। ৩৩॥

সমীরণ

ধীরে অবিরত তুমি বহ মৃদু সমীরণ;
অদৃশ্য মানব-নেত্রে বহ বায়ু অনুক্ষণ।
নিশীথে আন রে কানে,
কি মধু মুরলী-গানে,
সঙ্গীতে মাখায়ে নিশি করি মনোহরতর;
করিয়ে প্রবাসী প্রাণে সুখস্মৃতি জাগরণ।
লয়ে যাও বিধুকরে,
মেঘখণ্ড ধীরে ধীরে,
চুম্বি চুম্বি ধীরে বায়ু! ফুটন্ত বাসন্ত ফুলে;
মধুর সুরভিশ্বাসে ভাসাও কুসুম বন।
হে সমীর বহ তবে
ভারতে এ কণ্ঠরবে,
থাকে ভস্মে অগ্নিকণা রবে না পড়িয়ে তৃণ;
তুমি আছ আসিবে না কেন সখা হুতাশন। ৩৪॥

জন্মভূমি

কি মাধুর্য্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে ;
অভূষণ শোভারাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি ;
চাই না স্বরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার। ৩৫ ॥

ঐ—প্রাণে প্রাণে মিশি

প্রাণে প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ি যার।
পারে পাসরিতে সে কি ও মূরতি আর।
যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার।
আসিলাম যেই দিন ত্যজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মম আসিতে কি চায় ;

যেন বিপরীত বায়
তটিনী বহিয়ে যায়
প্রতিকূল উর্ম্মিমালা খেলে বার বার।

ধনী বা কাঙ্গাল থাকি, এ বিশ্ব সংসারে
যথা যাই ভুলিব না জীবনে তোমারে ;
যথা যাই রবে মম
সাগর-লহরী সম
হৃদয়ে অঙ্কিত বিধু মূরতি তোমার।
হৃদয়ের আছে এক প্রিয় মনস্কাম ;
যেই দিন পরিহরি যাব ভব ধাম,
সে দিন ও প্রেমমুখে,
হেরিতে হেরিতে সুখে,
পাই ও চরণতলে ত্যজিতে সংসার। ৩৬ ॥

শিশুহাসি

শিশু সুধাময় হাসি হাস আর বার।
মুহূর্ত্তের তরে শোক ভুলি একবার।
শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট—কপোল দিয়ে ;
ভ্রমর-নয়ন দুটি, হাসিপূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়াক নলিনমুখে কান্তশোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্তনীরে প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারু ফুল হাস আর বার। ৩৭ ॥

হাস রে স্বর্গীয় ফুল

হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস রে আবার
ক্ষণতরে ভুলে যাই দুখ আপনার।
আকাশে হাসিলে ইন্দু, আনন্দে উথলে সিন্ধু
গম্ভীর হৃদয়ে খেলে লহরী তাহার।

যখনি হাস রে শিশু তখনি সুন্দর ;
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে যবে হাস মনোহর
যেন ফুল্ল রবিকরে, ঊষায় সরসীনীরে
হাসে পদ্ম বিকাশিয়ে মধুরিমা তার ;
আবার রোদন পরে হাস রে যখন
কি নব সুন্দর শোভা ধরে ও আনন !
যেন কাঁদি ঘনরাশি, হাসে ইন্দ্রধনু-হাসি
নবীন মাধুর্য্যে তার হাসায় সংসার
হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস আর বার।

হাস তবে মৃদু হাসি, স্বর্গকান্তি পরকাশি,
পবিত্র সুন্দর তুমি নন্দন-কুসুমকলি ;
হৃদয় বিমুগ্ধ হবে, সুধাহাস্য নিরখিবে,
হৃদি দিয়া সুধা বর্ষি সুধাকর যাক চলি ;
সুধার সুরভি শ্বাসে ভাসুক সংসার।
হাস রে স্বর্গীয় ফুল হাস আর বার। ৩৮॥

শিশু (নির্ম্মল কুসুম)

নির্ম্মল কুসুম হাস অনিবার।
স্বাধীন পবনে দোল অবিরত,
ঢালিয়ে সুরভি-ভার।

পবিত্র নীহারে, প্রাত রবিকরে,
স্নাত হয়ে সুকুমার,
ও স্বর্গীয় শোভা লহরে লহরে,
ঢাল ঢাল রে আবার।

যত দিন ফুল কোমল হৃদয়ে
নাহি পশে কীট সব,
হাস তত দিন বিমল হরষে,
বিকাশি মাধুরি তব।

আমাদের হাসি মুখের কেবল,
মিশ্রিত বিষাদে দুখে;
স্বরগ-সম্ভব শোভা পায় হাসি
তোমার সুন্দর মুখে।

হাস রে কুসুম, দাঁড়ায়ে অদূরে,
দেখি আমি সেই হাসি।
ও পবিত্র তব সহাস বদন,
ফুল বড় ভালবাসি। ৩৯ ॥

জানি না জননি কেন

জানি না জননি কেন এত ভালবাসি।
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে,
জানি না তোমারি কাছে কেন ধেয়ে আসি।
চাহিলে ও মুখ পানে, কেন সব ভুলে যাই,
দূরে যায় কেন তাপ-দুখ-তমোরাশি।
জানি না আননে তব কি মধু সান্ত্বনা আছে,
জানি না কি মোহমন্ত্রে জড়িত ও হাসি।
জানি না জননি কেন এত ভালবাসি। ৪০ ॥

একটী বাসনা

না চাই সম্পদ ধনজনমান।
দাস দাসী শত, সেবিতে নিয়ত
গৃহমালা প্রাসাদ সমান।
প্রকৃতি জননী যার, কিসের অভাব তার,
রেখেছেন শত পরিজন ;
আমার সন্তোষ তরে, সবে প্রাণপণ করে,
—আমারি এ নিখিল ভুবন।

প্রকৃতি আমার তরে, রেখেছেন শির'পরে
নিরমল সুনীল আকাশ ;
সুন্দর উজল রবি, কোমল চন্দ্রমা ছবি,
তারাদল গগনে প্রকাশ।

আমারি কারণে ঘন, নির্ঝরিণী, গিরি, বন,
ছুটে মত্ত নীল পারাবার ;
তরুলতা, ফুলগণ, পিককুল, সমীরণ,
সাধিতেছে নিয়োগ আমার।

বিজন কুটীরে রব, বন-শোভা নিরখিব,
মাতৃকোলে হইয়ে শয়ান।
বিষাদিত হলে প্রাণ, নিজ মনে গাব গান,
পাব শেষে বিরামের স্থান। ৪১ ॥

এত ভালবাস

এত ভালবাস বলি প্রকৃতি আমায়
তাই কি তোমার পানে সদা মন ধায় ?
যে ভালবাসে আমারে ভালবাসি তারে ;
প্রাণ সহ ভালবাসি তাই কি তোমারে।

না, নিঃস্বার্থ ভালবাসা জানিও আমার,
ভালবাসি, নাহি চাই প্রতিদান তার। ৪২॥

প্রকৃতি অন্তিম দিনে

প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।
তাপিত সন্তানে মাতঃ লোয়ো তব ক্রোড়ে ধরি।
শান্তিময় দীপ সম,
ধরিও মা ক্লান্ত মম
তরঙ্গ-তাড়িত দেহ ডুবিলে এ ভব-তরি।
তায় শত ক্লেশ ভুলি,
যাব হর্ষে পক্ষ তুলি,
নির্ভয়ে মৃত্যুর পাশে তোমারে নিকটে হেরি।

সেই দিন মা তোমার
সাশ্রুনেত্রে একবার,
—শেষ দিন—প্রেমময়ি নিরখিব প্রাণ ভরি।
চাহি তব মুখ পানে
ধীরে মুদিব নয়নে,
রহিবে নয়নে শেষ বিয়োগের অশ্রুবারি।
সেই দিন শুইয়ে কোলে,
—স্থিরনেত্রে—পদতলে,
স্নেহের সন্তান তব যাবে বিশ্ব পরিহরি।
প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি। ৪৩॥

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি জননি আমার ;
পূজক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার।

যে ভালবাসিত এত,
পূজিত মা অবিরত,
দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার ;
শেষ দিন যে তোমারে
বিদাইল নেত্রধারে,
তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রাসার ?
স্থির পাণ্ডু মুখ পানে
চাহিয়ে স্থির নয়নে,
হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার ?
কাঁদিবে কি সেই দিন জননি আমার ?
অথবা মা গুণযুত
হেরিয়ে অপর স্নুত
এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর।
না মা, এ পুত্রেরও তরে,
তরু পত্র মরমরে,
গাবে অধোমুখে মৃত্যু সঙ্গীত তাহার!
সান্ধ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননি আমার। ৪৪ ॥

ঈশ্বর-স্তুতি

"These, as they change, Almighty Father, these
Are but the varied God"————

Thomson.

মন ভাব তাঁরে

মন ভাব তাঁরে।
বিরাজিত যিনি আকাশে, ভুবনে,
বিশাল বিশাল নীল পারাবারে।

তেজস্বী যাঁহার তেজে প্রভাকর,
যাঁহার সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক সুন্দর,
মধুরতা যাঁর, রয়েছে বিস্তার,
অযুত অযুত তারকার হারে।

যাঁর অপারতা অনন্ত গগনে,
গাম্ভীর্য্য যাঁহার জলধি-জীবনে,
করুণা যাঁহার, নিত্য অনিবার,
নিরখি নিরখি অখিল সংসারে।
কোমল কুসুমে যাঁর কোমলতা,
নির্ম্মল নীহারে যাঁর নির্ম্মলতা,
পবিত্র নির্ঝরে, যাঁর প্রেম ঝরে
মহিমা যাঁহার জীমূত প্রচারে।

অপার অগম্য গম্ভীর তাঁহার
গাও রে মহিমা প্রাণ অনিবার,
দুখ দূরে যাবে, মনে শান্তি পাবে,
গাও রে গাও রে অন্তর তাঁহারে,
ক্ষণতরে যাবে শোক তাপ ভুলি,
দুঃসহ যন্ত্রণা ভুলিবে সকলি,
বিশ্ব মধুময় হবে সমুদয়,
প্রকাশিবে রবি হৃদি-অন্ধকারে। ১ ॥

আহা কি মধুর

আহা কি মধুর দরশন।
অরুণ-কিরণময় হাসিছে ভুবন।
প্রকৃতি-সন্তানগুলি
তরু লতা হেলি দুলি,
পূজিছে বিভুরে ফুলে মাখায়ে চন্দন।

গায়ক বিহগ সবে
মিলিত ললিত রবে,
তাঁহার মহিমা-গান করিছে কীর্ত্তন।
এস মোরা সব সনে,
মিলিয়ে পবিত্র মনে,
প্রীতি উপহার তাঁরে করি রে অর্পণ। ২ ॥

এস এস এস নাথ

এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি।
ডাকে প্রেমময় পিতা তুলি ক্ষুদ্র স্বরে হে,
সন্তান তোমারি।
ভাসিল আকাশ রবি পরকাশে,
উর হৃদি-ভানু হৃদয়-আকাশে ;
গাইল বিহগকুল নব অনুরাগে,
গাউক এ চিত্ত তব করুণা প্রচারি।

ফুটিল প্রসূন সুরভি কাননে,
ফুটুক আনন্দ হৃদে তার সনে ;
ভাসায় সুরভি বন নবীন নীহারে,
ভাসাক্ হৃদয় মম তব প্রেম-বারি।

সুমন্দ প্রভাত-সমীরণ বয়,
কি সুন্দর বিশ্ব পবিত্রতাময়,
বহুক হৃদয়ে নাথ শান্তি-সমীরণ
পবিত্র হউক চিত্ত পাপতাপহারি !

নিবিড় অরণ্য এ ঘোর সংসারে,
শ্রান্ত পথিক এসেছি তব দ্বারে,

দেও হে আশ্রয় নাথ তোমার কুটীরে,
এসেছে সন্তান তব শরণ-ভিখারী।
এস এস এস নাথ হৃদয়ে আমারি। ৩ ॥

গাও রে আনন্দে সবে

গাও রে আনন্দে সবে মহিমা তাঁহারি।
পূরিয়ে সে রবে বিশ্ব মিলি নর নারী।
প্রকাশিছে তেজ তপন যাঁহার,
কোমলতা শশী তারকার হার,
গায় যাঁর গুণ মেদিনী অপার
মহিমা প্রচারি।
ঘোষে সিন্ধু যাঁর মহিমার গানে
গায় জলধর ব্যাপিয়া গগনে,
গায় তরঙ্গিণী সুমধুর তানে,
করুণা যাঁহারি ;
পূজে পুষ্পে যাঁরে নিত্য তরুগণ,
মাখায়ে কুসুমে নীহার চন্দন ;
যাঁর গুণগান করিছে কীর্ত্তন,
আকাশ-বিহারী।
যাঁহার মহিমা অসীম অম্বরে,
জলধি-বিস্তারে, অচল-শিখরে,
ঘোর মরুভূমে গহনভিতরে,
সতত নেহারি। ৪ ॥

ভাবিলে রচনা

ভাবিলে রচনা এই নাথ তব অতুলিত,
হয় প্রাণ মন মম তব প্রেমে পুলকিত।
হৃদয়-জলধি-নীরে, উথলে লহরী ধীরে,
আনন্দে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয় হে ভকত-চিত।

হৃদি-কুঞ্জবন হয় নন্দন-সুরভিময়,
নয়নে হয় হে নাথ প্রেম-অশ্রু বিগলিত।
যথায় ফিরাই আঁখি, সেখানে তোমারে দেখি,
সাগরে ভুবনে নীল নভে তুমি বিরাজিত। ৫ ॥

এস হে হৃদয়বন্ধু

এস হে হৃদয়বন্ধু! দরশন দাও দাসে।
ভাসুক হৃদয়োদ্যান স্বর্গীয় সুরভি-শ্বাসে।
শোক তাপে জর জর, ব্যাকুলিত এ অন্তর,
হাসুক ক্ষণেক তরে পূর্ণ প্রেম পরকাশে।
অভেদ্য তিমিররাশি, ফেলেছে হৃদয় গ্রাসি,
বিরাজ হে পূর্ণবিধু তামস হৃদয়াকাশে।
দেও শান্তি দেও প্রীতি, দেও জ্ঞান শুদ্ধমতি,
তব প্রেম যাচি নাথ! পূরাও এ অভিলাষে।
এস হে হৃদয়বন্ধু দরশন দাও দাসে। ৬ ॥

কত আর প্রেমময়

কত আর প্রেমময় করুণানিধান!
কাঁদিবে তাপিত তব মানব-সন্তান।
সুখ বিনা কি উদ্দেশে,
আসি নাথ এই দেশে,
কিসের পরীক্ষা—যদি পরীক্ষার স্থান।
সংসারে আসিয়ে পিতঃ সহি এত ক্লেশ,
পুনঃ শাস্তিভয়ে কেন থাকি পরমেশ;
করি যা এখানে এসে,
করি সব তবাদেশে,
পাপ পুণ্য সকলি ত তোমার বিধান।

আছে জানি আমাদের শত অপরাধ,
তার তরে পিতা পুত্রে হয় কি বিবাদ ;
সন্তানে যাতনা দিতে,
বাসনা কি হয় চিতে,
বুঝি না এ সব মোরা শিশুর সমান।
স্নেহ করে আমাদের মুছ আঁখিধার,
স্নেহবাক্যে হাসিমুখে বল একবার,
শেষ দিন দোষ ভুলে,
লবে তবে কোলে তুলে,
হৃদয়ের ভয় ভীতি হ'ক্ অবসান। ৭ ॥

বিষাদোচ্ছ্বাস

"But hail, thou goddess sage and holy
Hail divinest Melancholy."

IL. Penseroso.

সঙ্গীত

এস সখে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার।
দুখেতে সান্ত্বনা একা তুমি অভাগার।

যে তুফানে হৃদি-নদী
আলোড়িত নিরবধি,
এ ভীষণ বেগ তুমি কি জানিবে তার।
তুমি বিনা বল আর
কেবা আছে আপনার
—অহো কি কঠোরতম বিধি বিধাতার।

জীবন আঁধারে মম
উজ্জ্বল নক্ষত্র সম,
এস গাই দুই জনে দুখ দুজনার।

সংসার না শুনে তাই
হাসে বিশ্ব ক্ষতি নাই
আপনি মোহিত হব গীতে আপনার।
এস তবে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার। ১ ॥

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি

ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হল না।
নিভে মোর প্রাণদীপ হৃদে চিতা নিভিল না।
জীবন আকাশে মম,
প্রভাত-তারকা সম
প্রতিদণ্ড চলে যায় উষা কিন্তু আসিল না।
ফুরায় রে লালা ভবে,
তবু কি কাঁদিতে হবে,
শুকায় জীবন-সিন্ধু শোক-নদী শুকাল না।
ঝরিয়ে ঝরিয়ে আঁখি ব্যথিত কি হল না। ২ ॥

নিশীথে গান শুনিয়া

নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান।
মাতিল হৃদয় করি গীতি-সুধা পান।
গায় কি তারকা সবে, মিলিত করুণ রবে,
ভাসায়ে সঙ্গীত-স্রোতে নরনারী-প্রাণ।
স্বর্গচ্যুতা দেবী আসি, বিষাদে বিজনে বসি,
ঢালেন কি দুখপূর্ণ সুমধুর তান।
পাপেতে ব্যথিত প্রাণে, ধরণী করুণ তানে,
গান কি এ গীত দেখি দিবা অবসান ;
বিধি কি স্বর্গীয় স্বরে, পাঠালেন দয়া করে,
জুড়াতে নিদ্রিত শ্রান্ত মানব-সন্তান।
নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান। ৩ ॥

দুঃখশোক-পরিপূর্ণ

দুখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল।
আসে নরগণ হেথা কাঁদিতে কেবল।
প্রতি পদে দুখরাশি, আবরে জীবন আসি,
—রোদনের জন্মভূমি এ মহীমণ্ডল।
আজি মৃত পিতা কার আজি কার মাতা,
আজি কার প্রিয়ভগ্নী আজি কার ভ্রাতা,
এইরূপ হাহাকারে, শুনি সদা এ সংসারে,
মানব-জীবনময় আঁধার কেবল।
দুখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল।
না উঠিতে সুখ-ভানু জীবন আঁধারে।
অমনি নিবিড় মেঘে আবরে তাহারে।
না উঠিতে তৃণচয়, চরণে দলিত হয়,
না ফুটিতে শুকায় রে সুখ-শতদল।
রহে না একটি ফুল এ কণ্টকবনে,
ভাসে না একটি তারা আঁধার গগনে;
কাঁদিতে জনম লব, কাঁদিয়া চলিয়া যাব,
অশ্রুবারি মানবের জীবন-সম্বল।
দুখশোক-পরিপূর্ণ এই ধরাতল। ৪ ॥

নিরাশা

দুখেতে যাপিত মম হল চিরকাল।
নাহি জানিলাম সুখ—হায় রে কপাল।
সন্তরিনু সরোবরে সুখ-সরোজ আশে,
দেখি কমলহীন শৈবাল।
পেতে দ্বীপ শান্তিময় ভ্রমিলাম সাগরে,
দেখি সব তরঙ্গ বিশাল।

অন্বেষিতে সুখোদ্যানে আসিলাম শ্মশানে,
হায় বিধি মোর কি করাল।
স্থান দিও পরমেশ নাথ তব চরণে,
যবে আসিবে হে পরকাল। ৫ ॥

বিষাদ-সঙ্গীত

আহা কে গাইল এই সুমধুর গান।
লহরে ভাসায়ে লয়ে যায় যে এ প্রাণ।
হৃদিতল আলোড়িয়ে, সুখ-স্মৃতি জাগরিয়ে,
আকুল করিয়ে চিত্ত কে ধরিল তান।
কে যেন চিরিয়ে বক্ষে, খুলিয়ে স্মৃতির চক্ষে,
আনিল শৈশব-দৃশ্য স্বপন সমান।
কে গাইল কে গাইল, অমৃত ঢালিয়ে দিল,
ভাসাল সুরভিশ্বাসে হৃদয়-উদ্যান।
আহা কে গাইল এই সুমধুর গান। ৬ ॥

জীবন বিসর্জ্জন

রহিব কাহার তরে কে বল আছে আমার।
নিশা সম হেরি মহী সুনিবিড় অন্ধকার।
আর এ কণ্টকবনে, থাকি বল কি কারণে,
কিবা কাজ এ জীবনে চিরদুখী অভাগার।
কোথা আজ পিতামাতা, কোথা ভগ্নী কোথা ভ্রাতা,
দেখ চিরদুখী হেথা ত্যজিল দুখ-সংসার।
ডুব রে জীবন তবে, কাল-সাগরে নীরবে,
নাহি তোর কেহ ভবে ফেলিবে যে অশ্রুধার।
থাকিব কাহার তরে কে বল আছে আমার। ৭ ॥

সান্ধ্য-চিন্তা

ওই যায় দিনমণি হ'ল দিবা অবসান।
আসিছেন নিশাদেবী ঢাকিতে বিশ্ব-উদ্যান।
জীবনের এক দিন
কাল-জলে হ'ল লীন,
পৃথিবীর কোলাহলে কেটে গেল দিনমান।
আবার কাল আসিবে,
আবার চলিয়া যাবে,
আবার আসিবে নিশি জাগায়ে তারকা-প্রাণ।
এইরূপে ধীরি ধীরি
বহিবে জীবন-তরি,
ডুবিবে একদা শেষে সাগরে অর্ণবযান।
জীবনের সে সন্ধ্যায়,
বহিবে না মৃদু বায়,
বিহঙ্গ ললিত তানে গাবে না মধুর গান।
আসিবে গভীর নিশি,
আঁধারিয়ে দশ দিশি,
সে ব্যোমে তারকা চন্দ্র রহিবে না ভাসমান।
হ'ল দিবা অবসান। ৮ ॥

সুখ বিসর্জ্জন

কেন আর ধরি এ জীবন।
বিগত সকল সুখ জীবনে মরণ।
মনোহর এ সংসার, সুন্দর না হেরি আর,
বহিয়ে শোকের ভার অবসন্ন মন।
গগনে চন্দ্রমা হেরি, ভাসে সুখে নরনারী,
কিন্তু কেন অশ্রুবারি ঝরে এ নয়ন।

দেখি নিশা অবসান, পাপিয়া গায় রে গান,
কাঁদে কেন মম প্রাণ, শুনি তা এখন।
কেন বৃথা ধরি এ জীবন। ৯ ॥

নিশীথ

এস তারাময়ি নিশি! এস দেবী ধরাতলে,
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।
হয় যে সমর হৃদে, বুকেতে যে শেল বিঁধে,
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে,
হুহু করি হৃদিতলে, দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি নিবাও গো তাহারে।
কোলাহলে রবি-করে, হৃদয় ব্যথিত করে,
ভালবাসি এ নির্জ্জনে স্বপ্নময় আঁধারে।
ভরিয়ে ব্যথিত প্রাণ, ক্ষণেক করিব পান,
অশ্রান্ত স্বর্গীয় তব মৃদু ঝিল্লী ঝঙ্কারে।
অশ্রুভরা আঁখি দিয়ে, ভবি প্রাণ নিরখিয়ে,
প্রিয়কান্ত তাবাগুলি নভোবন মাঝারে। ১০ ॥

স্মৃতি

এস স্মৃতি প্রিয়সখি এস রে আমার।
মিশায়ে চিন্তার সনে মূরতি তোমার।
উঘাটি হৃদয়দ্বারে, লয়ে বাতি ধীরে ধীরে,
ভাসাও মধুরালোকে হৃদয়-আগার।
কভু নাহি পাব যাহা, একবার হেরি তাহা,
অস্পৃশ্য শৈশব ছবি মুকুর মাঝার।
এস এস প্রিয়সখি এস রে আমার। ১১ ॥

চিন্তা

এস এস প্রিয় সহচরি।
খেলাও হৃদয়ে মোর ভাবের লহরী।
প্রতি সমীর লহরে, প্রতি পত্র মরমরে,
প্রতি জলধররাগে নব বেশ ধরি।
নিদ্রিত জীবনে মম, সুখময় স্বপ্নসম,
আন সেই বাল্যছবি চিত্তমুগ্ধকরী।
বড় ভাল লাগে মোর, স্বপ্নময় ঘোর ঘোর,
বিষাদে জড়িত ওই বদন তোমারি।
এস এস প্রিয় সহচরি। ১২॥

বিগত শৈশব

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে।
লভিব কি সেই সুখ জীবনে আবার রে।
আহা—কত সুখে সঙ্গী সনে, বেড়াতাম ফুল্ল মনে,
হেরিতাম প্রতি দিন নবীন সংসার রে।

হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ,
অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে।
হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি,
দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বার বার রে।
আহা—আর কি ফিরিবে হায়, সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে।
গিয়াছে কি সুখকাল শৈশব আমার রে। ১৩॥

নিদ্রা

এস শান্তিময়ি দেবি ! দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।

কে জগতে তুমি বিনা, দুখেতে দিবে সান্ত্বনা,
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবনসম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি,
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।

যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ,
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল উর্ম্মিদল।
বায়ূর্ম্মি-তাড়িত মম, অন্তিমে মা পোত সম,
তুমি পোতাশয় দেবি ধরিও এ বক্ষস্থল।
এস শান্তিময়ি দেবি দেও ক্রোড় সুকোমল। ১৪ ॥

বয়ে যাও বয়ে যাও

বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম ;
নাহি পাও যত দিন সেই দ্বীপ—শান্তিধাম।
বহুক ভীষণ বাত্যা, গর্জ্জুক তরঙ্গরাশি,
ভয় নাই—বয়ে যাও সে দ্বীপ উদ্দেশে ;
আকুল এ সিন্ধু-বক্ষে কভু পাবে না বিরাম।
এ ভীম ঝটিকা মাঝে ডুব তায় ক্ষতি নাই,
অনুকূল বায়ু আশে রহিও না কভু ;
নিষ্ঠুর পবন উর্ম্মি কখন হবে না বাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও অবিশ্রান্ত—অবিরত,
পাও সে অন্তিম দ্বীপ, থামিও সে স্থানে,
—সে দিন পাইবে শান্তি পূর্ণ হবে মনস্কাম।
বয়ে যাও বয়ে যাও তরি মোর অবিশ্রাম। ১৫ ॥

মুরলী

গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার।
কলকণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া উঠ আর বার।
আর বার সুধাস্বরে, ভুবন প্লাবিত করে,
চন্দ্রসুধা সনে গীত মিশাও তোমার।
কাঁপি বায়ু মধুস্বরে, মিশাইবে নীলাম্বরে,
কাঁপি পরশিবে মম হৃদিযন্ত্র তার।
অমনি সে গীত সনে, অমনি প্রমত্ত মনে,
উঠিবে স্মৃতির তন্ত্রী করিয়ে ঝঙ্কার।
গাও রে মুরলী আজ গাও রে আবার। ১৬॥

পূর্ণিমা-নিশীথে দূরাগত মুরলীধ্বনি শুনিয়া

কে গায় রে সুমধুর স্বরে ;
হৃদয় আকুল করে, প্রাণ মন হরে।
সুদূর আকাশে বসি, গায় কি রে পূর্ণশশী,
তা না হলে এত সুধা কোথা হতে ঝরে।
এ জ্যোৎস্নায় ঢালে কাণে, কিবা জ্যোৎস্নাময় গানে,
আনে রে কি মধু প্রতি সমীরলহরে।
ঘুমন্ত জগত দিয়া, যায় স্বপ্ন বরষিয়া,
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায়ে অন্তরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৭॥

ঐ—কে গায় রে সুমধুর স্বরে

কে গায় রে সুমধুর স্বরে ;
মাখায়ে স্বর্গীয় সুধা চন্দ্রসুধাকরে।
মোহি মন্ত্রে দশ দিশি, দূর শূন্যে যায় মিশি,
—প্লাবিল—ভরিল গীত অবনী অম্বরে।

কিবা বিষাদিত স্বর, কিবা প্রাণমুগ্ধকর,
বিষাদের তান বিনা কি মোহে অন্তরে।
—আবার সে উচ্চ তান—মাতিল—ভরিল প্রাণ,
জানি না উথলে কি যে প্রাণের ভিতরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে। ১৮॥

—

অশ্রুজল

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল!
আকুল জীবনে সখে তুমি মানবসম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হলে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল। ১৯॥

—

ঐ—শৈশব বসন্ত যবে

শৈশব বসন্ত যবে ফুরায়েছে জীবোদ্যানে।
প্রাণের সুহৃদ্ আছে মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে।
আমার জীবনে হায়, কিবা আর শোভা পায়,
কি শোভে তামসী নিশি নীহার সলিল বিনে।
নাহি শোভে হাসি আর, আজ দিন কাঁদিবার,
হেসেছি হৃদয় ভরি সুখের হাসির দিনে।

শিশুদের শোভে হাসি, আমাদের অশ্রুরাশি,
রহিও নয়নে যবে গাইব বিষাদগানে।
লয়ে ও সম্বল সাথে, চলিব জীবন-পথে,
রহিও নয়নে অশ্রু! ভবলীলা অবসানে। ২০॥

—

আর্য্যবীণা

"স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেবাপেক্ষ ইব স্থিতঃ"

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

বীণা বাজিবে কি আর

বীণা বাজিবে কি আর।
অথবা নিদ্রিত আর্য্য হিন্দু সনে,
রহিবে বিষণ্ণ প্রাণ কি তাহার।
ঘুমাবে কি বীণা চিরদিন তরে,
জাগিবে না আর সুমধুর স্বরে,
শুনি যার স্বর, স্তম্ভিত সাগর,
ভাসিত আকাশ মোহিত সংসার।
সেই বীণা আজ বিষণ্ণ কি রবে,
সেই বীণা আজ ঘুমাবে নীরবে,
যার সুধা-স্বরে, ভারত ভিতরে,
হইত একদা জীবন সঞ্চার।
কভু না কভু না উচ্চতর স্বরে,
বাজ বীণে আজ ভারত ভিতরে,
গাও উচ্চ তানে, সে নীরব গানে,
নবীন ঝঙ্কারে বাজ রে আবার।
আজি এ ভারত মহান্ শ্মশান,
মহানিদ্রাগত কোটি কোটি প্রাণ,
ভারত সংসার, স্তব্ধ চারি ধার,
গভীর গভীর অভেদ্য আঁধার।
এই অন্ধকারে বীণা একবার,
বাজ রে গম্ভীর বাজ রে আবার,
দৈববশে তায়, যদি পুনরায়,
জাগে আর্য্য শুনি জানিত ঝঙ্কার।
বীণা বাজ একবার। ১ ॥

——

রেখে দেও রেখে দেও

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদু গীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
শুনিয়া মুরলী-গান, জাগিবে না আর্য্যপ্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণকুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তূরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

শঙ্কর-গৌতম-কথা, প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।
মিলি আর্য্যকবিগণে, গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ-গীত সানন্দ অন্তরে রে।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে। ২ ॥

স্বদেশ-স্তোত্র

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়নরঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসাবে নেত্র,
তটিনার মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণছটা সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্তকরে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,

কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন ?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধবরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

হায় মা আসিয়ে যত নিষ্ঠুর যবন,
হরিয়াছে ও দেহের সকল ভূষণ ;
কিন্তু তব হিমগিরি, জাহ্নবীর নীল বারি,
পারিবে না পারিবে না করিতে লুণ্ঠন।
অতুল স্বর্গীয় শোভা জননী তোমার,
মিশিবে মা অশ্রু সনে নয়নে আমার ;
যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি
ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন। ৩ ॥

প্রভাত-শশী

হে সুধাংশু কেন পাংশু বদন তোমার,
বিষাদের রেখা কেন বা আননে।
নিরখি অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবি পানে, চাহিয়ে বিষন্ন প্রাণে,
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে।

এই ছিলে হাসি হাসি, ঢালি করসুধারাশি,
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে।
লুকাল সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে। ৪ ॥

প্রতিমা বিসর্জ্জন

আয় রে অভাগা আজি আয় রে ভারতবাসী।
চিরপ্রিয় গৃহলক্ষ্মী আয় বিসর্জ্জিয়ে আসি।
ভাসাই সাগরে আনি, সোনার প্রতিমাখানি,
লুকাইবে সিন্ধুজলে সে অনন্ত রূপরাশি।
আমরা দাঁড়ায়ে তীরে, বিসর্জ্জিয়ে নেত্রনীরে,
হেরিব মজ্জতী মূর্ত্তি স্বর্গশোভা-পরকাশী।
ডুবিবে সে কান্তি যবে, বিষাদে ফিরিব তবে,
হেরি শূন্য সিন্ধুহৃদি একবার দীর্ঘশ্বাসি।
পারি যদি পুনরায়, আদরে তুলিব তায়,
নহে বিসর্জ্জিব সঙ্গে আনন্দ—সুখের হাসি। ৫ ॥

প্রভাত-কুসুম

কোমল কুসুম রত্ন উঠ উঠ ত্বরা করি।
সমুদিত সুখভানু পোহাইল বিভাবরী।
বহে স্বাধীন পবন,
নাচাইয়ে ফুলগণ,
তুমি না সেবিলে তায় বিষাদে দেহ আবরি।
সকলের অশ্রুজল, রবিকরে শুকাইল,
কেন তব নেত্রনীর ঝরে অনিবার ;
বুঝি বা কোরকে তব
পশিয়াছে কীট সব
নীরবে দংশন-ব্যথা সহ ফেলি অশ্রুবারি।
সব পুষ্প হাসে সুখে, তুমি কেন অধোমুখে,
পত্রাঞ্চলে ঢাকি তব কোমল বয়ান ;
অতুল প্রসূন আর
ফেলিও না আঁখিধার

উঠ রে কানন-রত্ন এ বিষাদ পরিহরি।
কোমল কুসুমকলি উঠ উঠ ত্বরা করি। ৬॥

মেল রে নয়ন

মেল রে নয়ন ;
ভারতসন্তান উঠ—উঠ রে এখন।
শতাব্দী শতাব্দী পরে,
আবার সে রবিকরে
ভাসুক ভুবন।
দেখ সকলেই হাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
তুমি কেন রবে আর্য্য বিষাদে মগন ;
বিভাবরী অবসানে
উঠ রে প্রফুল্ল প্রাণে—
প্রিয় ভ্রাতৃগণ।
ইতিহাস মধুস্বরে, তব জাগরণ তরে,
ভারত-গৌরব-গান করেন কীর্ত্তন ;
শুনি তাহা কোন্ প্রাণে
আছ পড়ি এই স্থানে
করিয়ে শয়ন। ৭॥

কেন মা তোমারি

কেন মা তোমারি—
সহাস বদন আজ মলিন নেহারি।
আলুলিত কেশপাশ,
তব এ মলিন বাস ;
হেরিতে না পারি।

নীরবে সজল আঁখি, ঊর্দ্ধভাবে স্থির রাখি,
ডাকিছ কাহারে বদ্ধ বাহুযুগ প্রসারি ;
কেমনে সন্তানগণ
করিছে মা দরশন
তব অশ্রুবারি। ৮ ॥

ভারতমাতা

কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান ?
দেখিয়ে তোমার দুখ কাঁদে যে আমার প্রাণ।
বল মাতঃ কি কারণে, বসি আছ ধরাসনে,
কেন বা এ নিরজনে গাইতেছ দুখ-গান ?

কত বর্ষ হ'ল গত, আর মা কাঁদিবে কত ?
হবে না কি এ জীবনে দুখনিশি অবসান ?
ধরেছ যে নিজোদরে, বিংশতি কোটি নরে,
সে কি কাঁদিবারি তরে রহিতে দাসী সমান ?
কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান ? । ৯ ॥

কি লয়ে কর রে গর্ব্ব ?

কি লয়ে কর রে গর্ব্ব কি বল আছে তোমার ?
সকলি পরের লয়ে কেন বৃথা অহঙ্কার।
বিধু যথা রবিকরে, মহী আলোকিত করে,
না পায় কিরণ যদি সব হয় অন্ধকার।
বিদেশীর পদতরি, আছ রে আশ্রয় করি
অপরের ছায়া তুমি কিবা তব আছে আর ? । ১০ ॥

বিষণ্ণা ভারতী

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর।
কেন মা আজ নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে একধার ?

নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার ?
পর ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর ?

তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার !
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার। ১১ ॥

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য

কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবননদী শুকাবে না আঁখিজল।
এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি একদিন যবে প্রাণভরে,
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত ভিতরে,
সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,
নিবিবে জীবনদীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল। ১২ ॥

কেন রে ভারতবাসি

কেন রে ভারতবাসী ঘুমঘোরে অচেতন !
দেখ আঁখি মেলি, গিয়াছে সকলি,
ভারতের বল কি আছে এখন।
ভারতগৌরব-সুখ-দিনমণি
ঢেকেছে গভীর আঁধার রজনী,
হবে কি প্রভাত সে দুখ-যামিনী,
হইবে ভারত আবার তেমন।
ভারতনিবাসী প্রফুল্ল অন্তরে
গাইবে কি পুনঃ সুললিত স্বরে,
ভারতমহিমা ভারত ভিতরে,
স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসায়ে ভুবন।
উঠ রে প্রাণের ভ্রাতৃগণ সবে,
উঠিবে দিনেশ আবার পূরবে,
অরুণকিরণে ভারত ভাসিবে,
রবিকরে নিশি হবে নিমগন। ১৩ ॥

——

করো না করো না তার অপমান

আর্য্য !
যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান।
ছিল এ একদা দেবলীলা-ভূমি ;—
করো না করো না তার অপমান।

আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী,
যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি ;—
করো না করো না তার অপমান।

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান ?
নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা ?—
করো না করো না তার অপমান।

এ অমরাবতী, প্রতি পদে যায়
দলিছ চরণে ভারতসন্তান !
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত ;—
করো না করো না তার অপমান।

আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে সেথায়—আর্য্য সাবধান !!
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,
"করো না করো না তার অপমান"। ১৪ ॥

জ্বালাও ভারত

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।
কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল।
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনাবারি, আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেন হীনবল।
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল,
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল। ১৫ ॥

গাও আর্য্যসুতচয়

গাও আর্য্যসুতচয়।
মিলিয়া গাও রে বৃটন-মহিমা
ভাস রে হরষে ভারত-হৃদয়।
গাও ভাসি সবে সুখের সাগরে,
বৃটন-মহিমা প্রফুল্ল অন্তরে,
সঘন গরজে সুগভীর স্বরে,
গাও আর্য্যসুত বৃট্যানিয়া জয়।
কি আনন্দ নাচ ভারত অন্তর,
জয়ের নিনাদে ফাটুক অম্বর,
তোল রে মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বর,
গাও রে অবাধে নাহি কারে ভয়।
কারে কর ভয় কেবা নাহি জানে
বৃটনের বীর্য্য এ তিন ভুবনে,
কি ভয় যখন বৃটন-চরণে,
স্পর্শে কেশ তব সাধ্য কার হয়।
ঘোর রবে ভেরী বাজুক সঘনে,
গর্জ্জুক কামান মেঘগরজনে,
ঘুষুক সকলে তোমাদের সনে

বৃটন-মহিমা আর্য্যভূমিময়।
গাও আর্য্যসুতচয়। ১৬ ॥

কত কাল দুখ-ঝড়

কত কাল দুখ-ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে।
অভাগা ভারতবাসী কত দুখ সহিবে।
ত্যজি গর্ব্ব মান ত্যজি,
পথের ভিখারী সাজি,
কত দিন আর্য্য আর দ্বারে দ্বারে ফিরিবে।
হায় রে ব্যথিত হয়ে
বিষাদের ভার বয়ে,
কত দিন পথে পথে শোকগান গাইবে।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধন
পরহস্তে সমর্পণ,
করিয়ে ভারত কত অনাহারে কাঁদিবে।
কত কাল দুখ-ঝড় এ হৃদয়ে বহিবে। ১৭ ॥

আজ আয় আয় ভাই

আজ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশহিত আয় রে সকলে।
চিরদিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হ'লে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে;
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুখনিশি দূরে যাবে চলে। ১৮ ॥

কেন উষে

কেন উষে কেন আজ তুমি ভারত মাঝার।
পার না করিতে দূর যদি তমোরাশি তার।
কেন উষে মৃদু হাসি,
আস তবে উপহাসি,
তোমার মধুরালোকে তার ঘোর অন্ধকার।
দিবস দাসত্ব পরে,
দেখ ক্ষণকাল তরে,
ঘুমায় নিবারি আর্য্য অবারিত আঁখিধার।
তুমি তারে ব্যথা দিতে
নব দুখে জাগরিতে
কেন তবে—কেন তবে—কেন তবে আস আর। ১৯॥

কেন ভাগীরথি

কেন ভাগীরথি হাসিয়ে হাসিয়ে,
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে, সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো।

নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।

অধীন ভারতে বহ না মা আর,
এ কলঙ্করেখা মুছায়ে দাও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে,
সমুত ভারত-হৃদয় ছাও গো। ২০॥

আর্য্যবিধবা

কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না কেঁদ না আর।
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার।
সহ অবনত মুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
ভাসিত ত্রিদিবজ্যোতি যে যুগল লোচনে;
বিষণ্ণ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি মম যায় শোকপারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দে, যতনে;
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ,
পারে না হেরিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমার।
কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না কেঁদ না আর। ২১ ॥

কে কাঁদিছ

কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থানে;
কেন বা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গানে।
এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছ প্রাণ,
প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছ কানে।
নিশীথে ঝরিলে অশ্রু বিষাদ কমল,
মুছান অরুণ আসি তার নেত্রজল;
বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে,
মুছাবে না কি ও অশ্রু তপনকিরণ দানে।
হেরিয়া দুখিনি আজ এ দশা তোমার,
বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার,
বল কোন্ জন্মফলে, আসিলে এ পাপ স্থলে,
যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে। ২২ ॥

ভারতমাতা

কত কাঁদ দুখানলদগ্ধ হয়ে,
বল মাত বিষাদের ভার বয়ে।
পারি না হেরিতে তব নেত্রজলে,
তাই দুর্ব্বল কাঁদি দুখে বিরলে।

কত দীর্ঘ নিশীথে তোমার তরে,
করি অশ্রু বিসর্জ্জন শোকভরে,
কত কাঁদিব পিঞ্জরবদ্ধ হয়ে
ঝটিকার অনন্ত আঘাত সয়ে;

তবে কাঁদিব না শুধু মাত সনে
এই জীবন অর্পিব ও চরণে;
এস ভাই তবে মিলি এক হয়ে,
করে সাহস শান কৃপাণ লয়ে। ২৩॥

আয় ভারতসন্তান

আয় ভারতসন্তান হয়ে একপ্রাণ।
কত আর দুখে একা গাবি ভাই দুখগান।
এক বার সবে মিলে,
জাতিভেদ যাও ভুলে,
এ হীন দশায় আর কেন জাতি-অভিমান।
নিরন্তর যার তরে,
ফেলিতেছে অশ্রুধারে,
হৃদে সে দারুণ চিন্তা হবে রে তোর নির্ব্বাণ।
আয় ভারত-সন্তান হয়ে একপ্রাণ। ২৪॥

প্রতাপসিংহ

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি।
ভেব না কঠিন যদি নাহি তাহে পরকাশি।
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—
অন্তরে অন্তরে জ্বলে জান কি অনলরাশি।
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী।
জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে।
তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়,
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে,
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি।
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি। ২৫ ॥

গুরুগোবিন্দ

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়।
কাঁদেন জননী দেখ অন্ধকারাগৃহে হায়।
কুপ্রথা বৃশ্চিক শত
দংশে তাঁয় অবিরত ;
দেখ রে কাঁদেন কত দারুণ ব্যথায়।
—আয় রে উদ্ধারি সবে চির স্নেহময়ী মায়।
দেখ বসি বাতায়নে
চাহেন সাশ্রুনয়নে,
ডাকেন সন্তানগণে উদ্ধারিতে তাঁয় ;
আয় রে ঘুচাই সবে তাঁর মনোবেদনায়।
এ দুখ দেখিয়া মার,
কেমনেতে থাকি আর ;
আমরা সন্তান তাঁর ধাই রে সবায়।
আয় রে আনিব তাঁরে যাক যদি প্রাণ যায়।
মিলিয়ে সবে আয় আয় আয় রে। ২৬ ॥

চাঁদ কবি

ঘুমাস্ নে ঘুমাস্ নে রে আর।
দেখ্ রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোনার।
নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে,
পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণপ্রতিমার।
দেখ্ রে নয়ন মেলি দেখ্ দেখ্ একবার।
যাদিগে প্রহরীবেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে,
কলহে প্রমত্ত হয়ে ছেড়ে দিল দ্বার;
দেখ্ রে হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীনতার।
যাহারে ভকতিভরে, পূজিতিস্ সমাদরে,
হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর।
হায় রে প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার। ২৭॥

আজো নৃত্যগীত

আজো নৃত্যগীত ভারত ভিতরে,
আজিও উন্মত্ত ভারতসন্তান।
আজো দীপমালা প্রতি ঘরে ঘরে,
মহার্ঘ ভূষায় আর্য্য শোভমান!!
নাহি কি ভারতে আর আর্ত্তনাদ?
হয় নি ভারত বিশাল শ্মশান?
আজো প্রতি পুরী শোভিত যে তাঁর?
আজো যে উঠিছে উল্লাসের গান?

দেখ রে চাহিয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
ফিরাইয়ে আঁখি পদতল পানে;
এ কি?—জননীর বিমূর্চ্ছিত দেহ,
ছুটিছে রুধির প্রতি ক্ষতস্থানে।
আর্য্য-নয়নে কি অশ্রুবিন্দু নাই?
বক্ষের ভিতর নাই কি হৃদয়?

শিরায় আর্য্যের শোণিত কি নাই ?
এখনো উল্লাসে মত্ত সমুদয় !!

উঠ আর্য্য তবে কেন বৃথোল্লাসে,
কর কলঙ্কিত পুণ্য আর্য্য নামে ?
উঠ তবে আজ নবীন উৎসাহে,
চল জীবনের ভীষণ সংগ্রামে।
যায় যদি প্রাণ যাক সে উদ্দেশে,
নহেক অমূল্য আজ আর্য্য-প্রাণ ;
অনাহারে, শোকে, যায় যে জীবন,
কে স্বদেশ-পায়ে না করিবে দান।

হয়ো না হতাশ ব'ল না বিষাদে,
'বিধির লিখন রহিব এমনি' ;
এখনো আসিতে পারে সেই দিন ;
এখনো ফিরিতে পারে দিনমণি।
আজিও তেমনি তপন উজ্জ্বল,
তেমনি প্রশান্ত নির্ম্মল গগন,
বিধুর কিরণ তেমনি কোমল,
বরষে মাধুর্য্য আজো তারাগণ।

আজো ফুলবনে ফোটে ফুলগণ,
আজো গায় পিক সুমধুর স্বরে,
আজিও স্নিগধ বয় সমীরণ,
আজো শ্যামলতা বিরাজে প্রান্তরে।
সবই আছে আর্য্য হয়ো না হতাশ,
কর রে সাধনা এ মহাশ্মশান,
সন্ন্যাসীর ব্রত লও প্রতি জনে
তবে অমানিশা হবে অবসান। ২৮ ॥

———

কত কাল প্রিয় ভাই

কত কাল প্রিয় ভাই ধনমদে মত্ত রবে ?
কাঁদে না কি প্রাণ তব মায়ের রোদনরবে ?
নিজ গৃহে করি বাস,
হইয়ে পরের দাস,
কি লাজে উজ্জল বেশে বিরাজিছ সগৌরবে।
সাজে কি এ বেশ আজ
পর ভিখারীর সাজ,
পরিও এ বেশ যবে এ দশা মোচন হবে।
করি ধনজনমান
বাড়া'ও না অপমান,
পথের ভিখারী কেন বৃথা ধনমত্ত সবে।
কত আর প্রিয় ভাই ধনমদে মত্ত রবে ? ২৯ ॥

গিয়াছে সে দিন

গিয়াছে সে দিন গিয়াছে সে দিন,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
উজ্জল ভারত আঁধার রে আজি,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।

ছিল এ ভারত বসুধা-উদ্যান,
জগতের তীর্থ—পুণ্যময় স্থান,
আজ সে ভারত আঁধার শ্মশান ;
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
আজ উল্লাসিত থাকা রে তোমার
এ দুখের দিনে শোভে না রে আর,
আসিয়াছে দিন আজ কাঁদিবার,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।

থাকে যদি অশ্রু চক্ষের ভিতরে,
দে রে ঢালি আজ সে দিনের তরে ;
থাকে ত হৃদয় কাঁদ প্রাণ ভরে,
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।
পার রে কাঁদিতে যদি প্রাণ ভরি,
এখনো আসিতে পারে রবি ফিরি,
কাঁদিলে বসুধা হায় বিভাবরি—
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী। ৩০ ॥

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ

তবে চিরমনোদুখে কাঁদ আজ কারাগারে।
অশ্রুবারি দীর্ঘশ্বাস মিশাউক অন্ধকারে।
বড় করেছিলে আশ, পূরিল না অভিলাষ,
পরিতে কুসুমহার পরিল গলায় ফাঁস।
বল আর্য্য নামে কেন,
কলঙ্ক লেপিলে হেন,
আর্য্যের লজ্জার কথা ঘুষিলে বিশ্ব সংসারে।
হায় জীবনে তোমার, কভু ফুরাবে কি আর,
এ অনন্ত পরিতাপ এই দুখপারাবার।
তবে কাঁদ অধোমুখে,
চিরদিন মনোদুখে,
নিবাও এ শোকানল অবিরল অশ্রুধারে। ৩১ ॥

বৃটন দেখিও আর্য্যে

বৃটন! দেখিও আর্য্যে—পড়ে আছে পদতলে।
করো না করো না ঘৃণা অধীন কাঙ্গাল বলে।
আজ দুখী এ ভারত, বিদেশীর পদানত,
সহেছে সহিবে আরো পদাঘাত কত শত ;

ছিল এক দিন ভবে,
ভারত স্বাধীন যবে,
মেদিনী কাঁপায়ে আর্য্য বীরদর্পে যেত চলে।
হেরিত যে আর্য্যে সবে, সভীতি ভকতিভরে,
সে ভিখারী, তব কাছে কাঁদে মুষ্টিভিক্ষা তরে,
মহত পতন দেখি
সিক্ত যদি হয় আঁখি,
করো না প্রকাশ বীর্য্য পতিতে চরণদলে।
বৃটন! দেখিও আর্য্যে পড়ে আছে পদতলে। ৩২॥

বুদ্ধ

ত্যজেছি হৃদয়রত্ন অন্তরের প্রিয়ধন।
সংসারের মায়ামোহ করিয়াছি বিসর্জ্জন॥
ত্যজেছি স্নেহের আশা, ত্যজিয়াছি ভালবাসা,
ত্যজিয়াছি ত্যজিয়াছি সবই হে গহন বন।
পিতা মাতা ত্যজি মম, ত্যজি শিশু প্রিয়তম,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন রত্ন পরিজন;
ত্যজি মোর ঘর দ্বার, প্রাণপত্নী প্রেমাধার,
—কেন আঁখি—কেন আঁখি কর অশ্রুবরিষণ;
শান্তির—সত্যের তরে আসিয়াছি তব দ্বারে,
উদ্ধারিব অভিলাষ মোহভ্রান্ত নরগণ।
হে অরণ্য কৃপা করি, লও মোরে ক্রোড়ে ধরি,
যাও চলি ভূত স্মৃতি—উদাস হও না মন। ৩৩॥

প্রতাপ (স্বাধীনতা-বিদায়)

যাবে কি পারিবে যেতে—ত্যজি চির বাসস্থান?
তোমার সাধের কুঞ্জ—চির প্রিয় লীলোদ্যান।

চিরকাল উযাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়ে,
কাঁদিবে না হৃদয় কি ব্যথিত হবে না প্রাণ।
আজি হতে ঘর দ্বার, হ'ল আহা অন্ধকার,
গৃহের উজল আলো হ'ল আজ নিরবাণ।
তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্ব্বার,
আবার হাসিবে গৃহ—তমঃ হবে অবসান। ৩৪ ॥

আর্য্য ইতিহাস

কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার।
সুদূর সুখের স্মৃতি কেন পুনঃ আন আর।
মানস নয়ন তায়
নিরখিলে পুনরায়,
হাসে রে হরষে কিন্তু চর্ম্মচখে অশ্রুধার।
স্বর্গীয় কিরণময়
সমুজ্জ্বল দৃশ্যচয়
অনিলে কি পারে দূর করিতে রে এ আঁধার।
সে আনন্দ সেই প্রীতি,
আসে সেই সুখস্মৃতি,
করিতে রে উপহাস দুখ আর্য্য অভাগার।
লয়ে যাও লয়ে যাও
সাগরে ডুবায়ে দেও,
—হা সজ্যোতি স্বাধীনতা—হা তামস কারাগার।
কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার। ৩৫ ॥

চাহি না শুনিতে বীণা

চাহি না শুনিতে বীণা ও মধুর স্বরে আর।
শুনিলে ঝরে নয়নে অবিরল অশ্রুধার।

এই বীণা ধরি করে,
মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাইতেন আর্য্যগণ মোহিত হ'ত সংসার।
(ওরে বীণা)
স্মরিলে সে সব কথা
মনে যদি পাই ব্যথা,
কি কাজ জাগায়ে তবে সুখস্মৃতি পুনর্ব্বার।
(ওরে বীণা)
সে সুখের দিন হায়
ফেরে যদি পুনরায়,
বাজিও তখন বীণে ঝঙ্কারিয়ে আর বার।
(ওরে বীণে)
তখন তোমার গানে
শুনিব সানন্দ প্রাণে,
কি কাজ ধ্বনিয়া আজ এ নীরব কারাগার।
চাহি না শুনিতে বীণে ও মধুর স্বরে আর। ৩৬ ॥

ঘুমাও ঘুমাও বীণা

ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়াছে তোর।
—কেন জাগালাম আহা ভাঙ্গিলাম ঘুমঘোর।
ছিল এক দিন যবে,
ললিত গম্ভীর রবে,
গাইতিস্ আর্য্যভূমে, সে দিন নাহি রে আর ;
—আজি এ ভারতভূমে বিরাজে আঁধার ঘোর।
আর এ ভারতে আজ গাইবি কি গান রে
কেমনে ভুলিবি বীণে সেই বীরতান রে ;
যবে বীণে লয়ে করে
জাগানু করুণ স্বরে,

মাতিল শ্রোতার চিত্ত সে সঙ্গীত করে পান ;
কিন্তু হায় অশ্রুবিন্দু ঝরিল নয়নে মোর ;
কেন জাগালাম আহা, জাগাব না আর,
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সুখে আর বার ;
যবে পড়ি পদতলে
আমি ভাসি অশ্রুজলে,
কাজ নাই কাঁদি আজ হেরিয়া ভারত আর ;
জাগাব না বীণে তোরে এ নিশি না হলে ভোর।
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়েছে তোর। ৩৭ ॥

সমাপ্ত

আর্য্যগাথা, ২য় ভাগ

[১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

দশ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-গাথা প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, 'যদি সে আদর পায় ত আবার নূতন গীত শুনাইবে'। কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, সে আশাতীত আদর পাইয়াছিল। তাই আবার সে নূতন গীত শুনাইতে আসিয়াছে।

দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরস্থ-পরিদর্শক বিস্মিত বালক নাই।—

'আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো'।

মলয়ানিলস্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুহুধ্বনি।

এই দশ বৎসরে বঙ্গভাষাও কত অমূল্য রত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যখন আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গভাষায় অধিক নূতন সঙ্গীত-গ্রন্থ ছিল না। তাই বুঝি সে আদর পাইয়াছিল। আজ দেশে গীতের ছড়াছড়ি। এই বিচিত্র উজ্জ্বল নাট্যমন্দিরে, শত প্রাণোন্মাদী গীতধ্বনির, শত কোমল বেণুবীণাঝঙ্কারের ভিতর, আজ এই পুরাণ সুর কি কেহ শুনিতে চাহিবে?—

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজি, স্কচ্ ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ দেওয়া গেল। সে অনুবাদ যাঁহারা ইংরাজি ভাষা জানেন না, শুদ্ধ তাঁহাদিগের জন্য। ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেন তাহাদের মূল পড়েন, আমার ইহাই প্রার্থনা। যাঁহারা ইংরাজি গানগুলির সুর জানেন, তাঁহারা অনুবাদগুলিও সেই সুরে গাহিতে পারিবেন।

গ্রন্থে গুটিকতক ছাপার ভুল আছে, তাহা পাঠক নিজেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

কুঞ্জ

উৎসর্গ

১

এসেছ তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছ তুমি
শুধু উজলিতে ; স্বর্গীয়,
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোন সূর্য্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির ;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে ;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি ?
মর্ম্মরপ্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু ;—সে কি তুমি ?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী"-বয়ানে ?

কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময়কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি ?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে।
আস নি আজি সে বেশ পরি ;—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়।
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে ;—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম ;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

৪

আরো ;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি ;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,—
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে ;
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।—
কিন্তু আজি যৌবন সোদ্যম ;
প্রভাত-শিশির
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনি সম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাস সম স্থির ;
গাঢ়, নীল আকাশের মত ;—
সে দৃঢ়নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত।

৫

ছিলে বা তখন
পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল ;
ছিলে বা তখন
প্রাতঃস্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল ;
ছিলে নক্ষত্রের সম অর্দ্ধ রজনীর—
শান্ত, দিব্য, স্থির ;—
কিন্তু দূরস্থায়ী।
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

৬

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশ নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত ; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত ;
হইত আশ্চর্য্য তাহা।
কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুরসংগীত ও
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

———

আৰ্য্যগাথা

খট্—ঢিমে তেতালা

১

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি আজ তোদের কাছে,
হৃদয়ভরা গান লয়ে আজ—এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ গানগুলি তোদের দিব, আর কিছু করি নে আশা,
কেবল তোদের প্রাণের হাসি—কেবল তোদের ভালবাসা।

২

নাহিক আর বিরস হৃদয়, নাহিক আর অশ্রুরাশি,
হৃদয়ে জড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে গড়ায় হাসি ;
ভাঙ্গা ঘরের শূন্য ভিতে শুনবি নে আর দীর্ঘশ্বাসে,
কি দুখেতে কাঁদবে সে জন প্রাণ ভ'রে যে ভালবাসে।

৩

আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো ;
উঠেছে আজ মলয় বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।

ধানেশ্রী—মধ্যমান

১

জানিস্ ত তোরা বল্
কোথা সে কোথা সে,
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মতন ভালবাসে।
হৃদয়ের ঘর আলো করি,
স্বপনের মালা পরি,
মাঝে মাঝে গানের মত
প্রাণের কাছে ভেসে আসে।

২

কে সে—আসে রে হৃদয়ে মম—
স্বপনে পরীর সম,
প্রেমের সুরভির মতন মলয় বাতাসে ;
মাঝে মাঝে প্রাণে এসে
কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় গো মিশে
চাঁদের কোণে, ফুলের পাশে।

কীর্ত্তন

১

ছিল বসি সে কুসুমকাননে ;
আর অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়া সম হে,)
ছিল, ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি, অতুল গরিমা ভাসি ;
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

২

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো,)
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা, ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।—

৩

তার সরল সুঠাম দেহ (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো ;)
যেন যা কিছু কোমল, ললিত, তা দিয়ে রচিয়াছে তাহে কেহ ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ, সরম, স্নেহ।

৪

যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে,)
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি সুমিলিত, সমতান
যেন সজীব—সুরভি, মধুর মলয়,
কোকিলকুজিত গান।

৫

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো ;)
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী, অমনি অধীর প্রাণে ;
সে—গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে, কে জানে।

পূরবী—একতালা

১

আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।
মধুর মিলনে আজ মিলি দুজনে—আয়।
আয় লো ফুলফুল্ল নিকুঞ্জবনে,—
ধ্বনিত কানন পিকগণে
চুম্বি চুম্বি কুসুম প্রাণ বহিছে প্রদোষ-বায়।
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

২

মধুর যৌবনে মধুর জীবন,
মধুর বসন্তে মধুময় বন,
মধুর মলয়স্রোতে সুরভি ভাসিয়ে যায় ;—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

৩

মোদের প্রেমের পথে পাহাড় বন নাই,
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি সাগরে আয় লো ধাই ;

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি মিশিব লো নীলিমায় ;—
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়।

বেহাগ—একতালা

১

আয় রে প্রাণের আলো, আয় লো হৃদয়ে মোর।—
রজনীর দু নয়নে লেগেছে ঘুমের ঘোর ;
অধীর হৃদয় পড়ে
মূরছি জ্যোছনা-পায় ;
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

২

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎ-পাশে চাঁদের অলস প্রাণ ;—
আয় লো স্বপনখানি,—
যামিনী বহিয়ে যায় ;—
অধরে মধুর হাসি
আয়—আয়—আয়।

৩

যেমতি ভাসিয়ে আসে নিশীথে বাঁশীর স্বর,
মেঘখানি হতে নামে তরুণ রবির কর,
সাঁজের তারার মত,
বসন্তে মলয় প্রায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

গৌরী—কাওয়ালি

১

বসি শ্যাম উপবনে,
শত ফুল্ল ফুল সনে,
শুনি নদীকুলুস্বরে শুনি সান্ধ্য সমীরণে ;
শূন্য পানে চেয়ে থাকি,—
আকাশেতে উড়ে পাখী,—
আকাশেতে ভাসে মেঘ সোনার কিরণে,—
একা একা ব'সে তাই হেরি লো আপন মনে।

২

কে দাঁড়ালে কাছে এসে কুসুমের রাণী,
কে দাঁড়ালে ভেসে এসে স্বর্ণমেঘখানি,
কে কথা কহিলে কাণে,
কে চাহিলে মোর পানে,
চাহিয়ে কাহার মুখে স্তব্ধ হয়ে রই ;—
প্রেমের প্রতিমা কাছে, আর আমি একা নই।

——

ভৈরবী—আড়া

১

ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হ'ল ভোর ;
ঢুলে পড়ে তারাগুলি চখে ঘুমঘোর।

শোন্ লো বকুল কাণে
গোপনে কি কহে বায়ু,
কি কহে কমলে ভৃঙ্গ তার মনোচোর,
ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

২

যায় লো আকাশ দিয়া
পাপিয়া ঝঙ্কারি ওই—
নীরব কেন ও কণ্ঠ বিহগিনি মোর
ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

৩

অরুণপরশে জাগে
ফুলকুল দেখ্ ওই—
কেন লো মুদিত রবে কমল-আঁখি তোর :
ওঠ্ লো ওঠ্ লো, দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

——

কীর্ত্তন

১

চাহি, অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
অবাক্ হইয়ে থাকি।

ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন
রহি লো তোমারি কাছে ;
ওই মুখ পানে চাই ; ও মুখকমলে
জানি না কি মধু আছে।

২

আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি ;
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে,
নিরখি তোমার হাসি ;—

সখি তোমারি কারণে দুখময় ধরা
সুখভরা সম দেখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
তোমারে হৃদয়ে রাখি ।

বাউলের সুর

১

ও কি কাব্যমাখা সে আঁখি দুটি, হায় !
তারে কে এঁকেছে পদ্মপত্রে প্রেম-তুলিকায় ।
জানি না কত আশা,
জানি না কি পিপাসা,
ভেসে তার ভাসা ভাসা আঁখি দিয়ে যায় ;
ওরে, কত জ্ঞান, কত শক্তি,
কত, স্নেহ দয়া অনুরক্তি,
কত ঘৃণা, কত ভক্তি প্রকাশে গো তায় ।

২

এই দুখে ছল ছল,
এই সুখে ঢল ঢল,
এই স্থির, এই চঞ্চল, চপলাপ্রভায়,
এই, লাজভাবে ঢলে পড়ে,
এই, নিজ মনে স্বপ্ন গড়ে,
এই সে রোষভরে, মানভরে চায় ।

৩

কত যে বিরহব্যথা,
কত যে মিলনকথা,
নিরাশার কাতরতা, মাখান তথায় ;
লেখা—শকুন্তলার প্রেমের গান,
সীতার ধর্ম্ম, রাধার অভিমান,
সতী সাবিত্রীর প্রাণ, বীণার ভাষায় ।

জয়জয়ন্তী—একতালা

১

(মোর) হৃদয়ের আলো তুই রে সতত থাকিস্ হৃদয়ে ভাসি রে ;
(মোর) বিরাগে বাসনা, ব্যথায় বিস্মৃতি, অশ্রুতে উজল হাসি রে ;
লোকালয় বন, বিহনে লো তোর ;
গৃহে আমি রে উদাসী ;
তোরে সাথে লয়ে সংসার ছাড়িয়ে
বনে আমি গৃহবাসী রে।

২

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটীর-রাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নির্ঝর, আশার প্রতিমাখানি ;
মলয়ের মত কি মধু ঢালিয়ে
দিস্ রে পরাণে আসি ;
কোথা চলে যাস্ উদাস করিয়ে
কাড়ি কি রতনরাশি রে।

৩

দিনু তোরে প্রাণ, দিনু তোরে মন, নে' রে যাহা কিছু চাস্ নে' ;—
কুটীর আমার আঁধার করিয়ে শুধু কোথা চলে যাস্ নে।
পরিহাস সখী, সচিব আমার,
গুরু, শিষ্যা, প্রভু, দাসী ;
সকলি আমার ;—তুই এ প্রাণের
সব আশা অভিলাষই রে।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

১

কেন লো পরাণ মম সদা তোমারেই চায়।
সিন্ধু পানে নদী সম তোর পানে সদা ধায়।

তোমাতে মগন হয়ে
তোমা পানে চেয়ে আছে,
দূরে বা নিকটে রহি রহি লো তোমারি কাছে।

২

আলোকি হৃদয়ে ভাসি সতত থাক লো তুমি ;
স্বপনে হেরি ও হাসি স্বপনে ও মুখ চুমি।
কি বিরলে, কোলাহলে,
শুনি তব প্রিয় স্বরে ;
যখন তখন হৃদে আস তুমি চুরি ক'রে।

বাহার—ঝাঁপতাল

দিয়াছি হৃদয় তবু পূরে না কি আশা ?
সাগর সমান প্রেমে মিটে না পিয়াসা,
বিঁধে বা এ ফুলহার, চরণে তোমার
নন্দনকুসুম যার কাছে কি ছার,
ঢেলেছি চরণে প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা,
(মোর) হৃদি সুখ, দুখ, বুকভরা ভালবাসা।

বসন্তবাহার—আড়া

আমার প্রাণ কি আমার আছে
দিব তোমায় নূতন ক'রে।
যা ছিল এ প্রাণেতে মোর
সবই দিয়া দিছি তোরে।

তোমারি নিঠুর প্রাণে
চাও না তাহারি পানে,
দেখবে তারে পায়ের কাছে
বারেক চাহিলে পরে।

কেদারা—মধ্যমান

১

চেও না, চেও না হেন নিঠুর নয়ানে।
চেও না বিরাগে মাখি, হিম আঁখি তুলি মোর পানে।
অভিমান ভরে চাহ, ভৎর্স মোরে,
বুঝিব শুধু এ প্রেম লুকান রে,
বিঁধো না ও উদাসীন, রোষহীন চাহনি পরাণে।

২

ভানুমুখ'পরে ঢাকে মেঘ আসি,
হাসে ভানু পুনঃ সে পুরাণ হাসি ;—
ঘৃণার তুহিন দিয়ে, সে ত প্রিয়ে, ঢাকে না বয়ানে।

দেওকিরী—সুর ফাক

দু দিনের হাসিটুকু আর
রোষ দিয়ে করো না আঁধার ;—
বসন্ত রয় না চিরদিন,
—ক্ষীণ অবসর হাসিবার।
না জানি কখন হায় স্বপন মিলায়ে যায় ;—
এস আজ যত পারি হাসি ;
না জানি বা কাল ফুটি রবে কি না ফুল দুটি ;
আজ যত পারি ভালবাসি।

দেশ—ঝাঁপতাল

তোমারি আমি সুখে, দুখে, বিপদে, কি সম্পদে
তোমারি আমি গৃহে, প্রবাসে।
তুমি মোর মিলনে জ্ঞান, প্রাণ ; তুমি বিরহে
ধ্যান মোরি স্মরণে।

তোমারি সুখ মোরি সুখ,
তোমারি দুখ দুখ মে,
সঁপিছি সব প্রেম, পুণ্য ও প্রীতি,
তোমারি ও চরণে।
তুমি পূজা ভকতি মে, তুমি দেবী, তুমি রাণী,—
সিদ্ধি মে তোমারি প্রসাদবাণী—
দেখিব শুধু—হাসি মুখে,
রাখিব শুধু সুখে হে,
সাধনা মোরি এই, করম মোরি জীবনে,
ধরম মোরি মরণে।

———

আশোয়ারি—একতালা

১

কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি,
কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে ?
কঠিন হীরা হেম রজতে
সাজায়ে পুরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত কনক কিরণে
অতুল উজ্জল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলি ঘন হ'তে পাড়ি
গাথি হার গলে দি' পরায়ে।

২

জলধিনীলে অঞ্জন করি দি' ও আঁখি অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারাহীরাভাতি চারু কর্ণে দুল দি' দুলায়ে ;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত
কোমল করে বলয় রাজিবে ;
বিহগ-কূজন-গঠিত নূপুর
চুম্বি যুগল চরণে বাজিবে।

৩

মেখলা দিব ভানুলেখা আনি নবঘনস্নেহে সিনায়ে ;
দিব রে বসন সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে ;
চরণের তলে দিব অলক্তক
কবির গীত ভকতিরাশি ;
দিব ও অধরে অধররাগ
কিশোরপ্রেমস্বপনহাসি।

শঙ্করা—ঝাঁপতাল

১

অলক্ষিতে রূপে তোর খেলে আলো জ্যোৎস্নার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
তুই যবে র'স পাশে, ধরণী কেমন হাসে ;
চলি যাস অমনি সে দুখে মলিন, আঁধার।

২

এ রহস্য গূঢ়তর ;—যায় যদি শশিকর,
যায় না মলয়গাথা, যায় না·ক কুহুস্বর ;
বিহনে লো তোর, প্রাণ হারায় মলয়, গান ;
ফুলের সুরভি ঝরে, যায় মধু রে সুধার।

সোহিনী—পোস্তা

সব চেয়ে মুখে তোর কি প্রকৃতি হাসে ?
হাসে মুখ দিয়া তোর সব চেয়ে অথবা সে ?
সব চেয়ে ও বরণে খেলে রবিকর ;
সব চেয়ে তোরই কেশে নবঘন পরকাশে ;
সব চেয়ে তোরই ভাষে ভাষে' কুহুস্বর,
সব চেয়ে নীলাকাশ তোরই আঁখিনীলে ভাসে।

সব চেয়ে গণ্ডে তোরই কুসুম ঘুমায়,
সব চেয়ে মধু' তোর পরশে শিহরি আসে ;
কেন ইন্দ্রধনু আসি ধরে তোরি পায়,
জ্যোৎস্না ধরিয়া হাতে শুধু তোরে ভালবাসে ?

আলেয়া—আড়া

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে।
—না জানি কেন এত সুধা মলয়বাতাসে,
কেন, ফুলভরা বসুন্ধরা এত হাসি হাসে ;
প্রেমের কথা মলয় সনে পাঠায় সে কাহার পাশে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভরে কারে ভালবাসে।

গৌরসারঙ্গ—মধ্যমান

কি জানি কোয়েলা কেন এত মধুর বোলে ;
যেন প্রকৃতির প্রাণ হ'তে এ গান উথলে ;
অথবা এ প্রতিধ্বনি এ প্রাণেরি গানেরি, যা
মূরছি পড়িছে সদা প্রিয়া-পদতলে।

কালিঙ্গড়া—খেমটা

কেন তুই সুধাকর এত হাসি হাসিস্ ?
নিতি নিশি ফুলবনে কার কাছে আসিস্ ?
কোন্ সুখে তুই ভোর,
কে দেখিছে হাসি তোর,
কার পানে চেয়ে চেয়ে এত সুখে ভাসিস্ ?
বুঝেছি কেন ও হাসি,
—আমিও যে ভালবাসি,
বুঝেছি নবীন প্রাণে কারে ভালবাসিস্।

সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালী

১

শোন্ রে—শোন্ রে ঐ করুণ স্বরে বাজে বাঁশি ;
সে কেন রুক্ষ কেশে
মলিন বেশে,
কাঁদে মোদের কাছে আসি ?

২

লয়ে তার প্রাণের কথা,
প্রাণের ব্যথা,
গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে ;
কভু বা মনের দুখে,
অধোমুখে,
ভাসে নীরব অশ্রুধারে।

৩

সে যে মোর প্রাণের পাশে
ভেসে আসে,
কি যেন তার বুকে লয়ে ;
দেখে তায় ফুটে ফুটে
কেঁদে উঠে—
আকুল প্রাণে অধীর হ'য়ে।

৪

জানি না, কি শেল বিঁধে
বাঁশির হৃদে,
ভেঙ্গেছে কি সুখের আশা,
যারে সে ভালবাসে,
বুঝি বা সে—
ফিরে দেয় নি ভালবাসা।

———

মেঘমল্লার—একতালা

১

এ কি ভীম শোভা নিরখি মনোহরা রে ;
নব নীল নীরদ ছাইল নীল ছায় শ্যাম ধরারে।
ঘনস্নিগ্ধ পবন উথলে, উছলে সিন্ধু, চমকে চপলা ;
(শোভে) বসুধা ছবি সম, সুমধুর কালো রূপে ভরা রে।

২

যায় অযুতবিটপিপ্রহত গীত অপার্থিব উচ্ছ্বাসি রে ;
কল্লোলে জলরাশি ; মেঘমন্দ্রে মুরজভাষী রে ;
সহসা দশ দিক্ গম্ভীর মধুরস্বরমুখরা রে।

৩

(এ) মধুর আধ অন্ধকারে আ' রে সখি হৃদিসন্নিধ এ ;
দুরদিন শুধু বাঁধে দৃঢ়তর প্রকৃত যুগলপ্রণয়িহৃদয়ে ;
গরজুক ঘন, পবন ঈর্ষী ; হাসি হেরিব মোরা রে।

বসন্ত—একতালা

বহিতেছিল সুমৃদুল মলয় ;—
চেয়ে ছিল চাঁদ, সে তোরই লাগি ;
আয়াসে খুলিয়ে ঘুমন্ত নয়ন
কুসুমের কুল ছিল লো জাগি।
এলি না দেখিয়ে শশী মোর চেয়ে
হতাশ, পশ্চিমে পড়িল ঢলি,
ঘুমায়ে পড়িল চেয়ে চেয়ে ফুল,
মলয়ও ফিরিয়ে গেল লো চলি।

বেলাবলী—রূপক

১

পুণ্য মূরতি ; প্রেম দেবতা ;
নীতা মরতে ত্রিদিববারতা ;
নিতি ঘরে সীতা,
সতী অভিনীতা ;
নিতি ঘরে গীতা পুরাণের কথা।

২

কেন পূজ ভাই শত দেবী গড়ি,
যবে ঘরে ঘরে প্রকৃত ঈশ্বরী ;
পূজ তারে গিয়া
প্রাণ মন দিয়া,
ঘুচিবে পশুতা, ভীরুতা, নীচতা।

৩

দেখ নি স্বরগ কিম্বা অবিশ্বাসী ?
—মুছ সতী-অশ্রু, দেখ তার হাসি ;
চাহ কি ধরম,
নীতি উচ্চতম ?
—ঘুচাও ব্যথীর ব্যথা, মলিনতা।

——

কুকব—ঝাঁপতাল

যে আমারে বাসে ভাল ছাড়িয়ে সংসার,
সে নহে প্রণয়বশ প্রণয় বশ তার ;
ধন মাত্র দানের প্রণয় তারি প্রাণের,
দিতে পারে সে যারে তারে সম রবিকিরণধার।
প্রেম ধরম তার, আমি শুধু সে প্রেমাধার,
আমি শুধু প্রতিমাখানি তার প্রিয় দেবতার।

——

পরজ—ধামার

১

আমারি তরে মলিন যার মুখ ;
আমারি তরে জাগে যাহারি হাসি ;
আমারি লাগি পাষাণে বাঁধি বুক,
নীরবে সহে যাতনা রাশি রাশি ;
আমারি ছবি নয়নে যার ভাসে ;
আমারি কথা জাগে হৃদয়পাশে ;
জগত ছাড়ি আমারে ভালবাসে ;
—শুধাও, কেন তাহারে ভালবাসি ?

২

অকুণ্ঠিত যে জীবন, মন দেহ—
বিভব তার করিতে সবে দান ;
তারে যে হেলে হৃদয় তার হেয়,
তারে না পূজে পাষাণ তার প্রাণ ;
পারিতাম ত সেই প্রতিমাখানি-
পায়ে দিতাম দেবের প্রীতি আনি,
করিয়ে তায় অমরসুখরাণী,
দিতাম বাঁধি ধরারে তার দাসী।

সারঙ্গ—কাওয়ালী

নিতি নব মুখ তারি যখনই নিহারি রে,
নিতি প্রাণ জাগে
তারি অনুরাগে ;
অতৃপ্ত পিয়াসভরা আনন পিয়ারি রে।

মূলতানী—একতালা

১

তোর, কি মোহ কুহক এ খেলাস্ পলকে নয়নে বিজলি হাসি ;
রাখিস্ কোন্ মায়াবলে, অধরযুগলে লুকায়ে অমিয়রাশি।
তুই দিস্ মায়াময়ি, বিরাগিণী রহি
দিনকে করিয়ে রাতি ;
পুন হাসিরাশি দিয়ে, আঁধার দলিয়ে,
আনিস্ অরুণভাতি।

২

তুই এ হৃদয়ে জাগি, র'স্ দূরে থাকি ; নিকটে রহিয়া দূরে ;
সদা খেলিস্ চাতুরীময় লুকাচুরী হৃদয়ের অন্তঃপুরে।
তুই করিস্ দিবায় গতিহীন প্রায়,
যখন বিরহী আমি ;
তোর মিলন হরষে, করিস্ বরষে
পল সম দ্রুতগামী।

৩

তোর করস্পর্শে চিনি মলয় কাহিনী, ভাষায় কূজনরাশি ;
তোর নিঃশ্বাসের কাছে কত শুয়ে আছে মন্দারসুরভি আসি ;
হেরি বসিয়ে একেলা, তোর মায়াখেলা ;
অবুঝ সমান সব এ ;
মানি প্রেমের পাশায়, নিতি তোর পায়
সুমধুর পরাভবে।

কীর্ত্তন

১

সে কে ? এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;

সে কে ? অধীন হইয়ে, তবু রহে যে আমার প্রভু ;
প্রভু হ'য়ে আমি যার দাস ;

২

সে কে ? দূর হ'তে দূরাত্মীয়, প্রিয়তম হ'তে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন ;
সে কে ?—লতা হ'তে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারি না আজীবন ;

৩

সে কে ? দুর্ব্বলতা যার বল ; মর্ম্মভেদী অশ্রুজল ;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যাব ;
সে কে ? যার পরিতোষ, মম সফল জনম সম ;
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার ;

৪

সে কে ?—হ'লেও কঠিনচিত শিশু সম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নু'য়ে ;
সে কে ?—বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার ; অপমান নাই
শত বার পাদুখানি ছুঁয়ে ;

৫

সে কে ?—মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ;
শৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বাজে ;
সে কে ?—হৃদয় খুঁজিতে গিয়া, নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদিপ্রহেলিকামাঝে ।

হাম্বীর—একতালা

১

তোমায় রাখিব নয়নে নয়নে ;
পলকে হারাই যেন রে সদাই মনে হয় যেই ধনে ।

স্বর্ণের সমান কৃপণ মতন, এ
রাখিব তুলিয়া অতুল রতনে,
মরমমরমে বাঁধিয়া যতনে
রাখিব রে প্রাণপণে।

২

প্রাণের অধিক! দিব না ত ছাড়ি
সর্ব্বস্বে আমার কে লইবে কাড়ি?
যে ল'বে,—নিঠুর—লইবে উপাড়ি
এ হৃদয় তারি সনে।

৩

প্রেমের নিগড়ে বাঁধিব চরণ;
দেখিব এ ধন কে করে হরণ;
ভুলি হাসি ভাল বাসিবে মরণ,
কি ছার অপর জনে।

——

ভৈরবী—কাওয়ালী

একা রেখে যেতেছি না তোরে;
যেতেছি রাখিয়ে অর্দ্ধ মোরে;
রাখি উষানবপ্রাণ; সান্ধ্য উপকথা গান;
নৈশ শান্তি বঁধু;
শরতের প্রিয় হাসি, বরিষার স্নেহরাশি,
মলয়ের মধু।

——

যোগিয়া—একতালা

তুই, বাঁধিয়ে, কি দিয়ে, রেখেছিস্ হৃদি এ
(আমি) পারি না যে যে'তে ছাড়ায়ে;

এ কি, বিচিত্র, নিগূঢ়, নিগড় মধুর ;
(কি) প্রিয়বাঞ্ছিত কারা এ ?
এ যে চলে' যেতে বাধে চরণে ;
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে ;
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনেব হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

২

এ কি অদৃশ্যেও মোরে তোর বাহুপাশ
(আছে), মধুর ভীতিতে জড়ায়ে ?
তোর ক্ষমা, প্রীতি, পুণ্য, নির্ভর, বিশ্বাস,
(তোর) প্রাণ অনুনয়ভরা এ ;
এ কি তোর জীবনের কাহিনী
—তোর কথা, হাসি, তোর চাহনি,
তোর রোষ, অভিমান, তুহিন সমান
বিগলিত অশ্রুধারায় এ ?

খট্—মধ্যমান

১

বিদায়-চুম্বন দেও লো যামিনী পোহায়,
তরুণ অরুণ-আভা লেগেছে মেঘের গায় ;—বিদায়।
দেখ জাগি সারা নিশি ক্লান্ত অবশ শশী,
নিমীলিত তারাকুল ঢুলে পড়ে নীলিমায় ;—বিদায়।

২

সখি রে কঠিন নয় হৃদয় আমার ;
সখি রে কঠিন বড় বিধি বিধাতার ;
না উঠিতে সুখগান রোদনেতে অবসান,
ফুটন্ত মিলন হাসি বিরহে মিলায়ে যায় ;—বিদায়।

ভীমপলাশী—একতালা

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে খালি বুকে ;
কেমনে রহিবে প্রাণ না হেরে ও হাসি মুখে।
নরক আঁধার ভাল,
যদি থাকে ক'রে আলো ও মুখখানি রে ;
তোমায় ছেড়ে স্বর্গে গেলেও রব না ক সুখে।
বিলাসে, নন্দনবনে,
যখন পড়িবে মনে ও মুখখানি রে,
সঙ্গীতও নীরস হবে, স্বর্গও আঁধারিবে দুখে ;
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব লয়ে আমার খালি বুকে।

—

বাগেশ্রী—আড়া

মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর,
মধুমাখা, হাসিমাখা, স্বপনে বিভোর।
একই সে মুখ প্রিয়
আলো করি রহে গৃহ ;
সে মুখ বিহনে শূন্য ঘরখানি মোর ;
মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর।

—

ঝিঁঝিট—আড়া

১

আজ তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার ;
আজ সহসা ঝরিল চ'খে কেন বারিধার ;
কত গান, হাসি দিয়া,
তারা ফুল শশী দিয়া।
অশ্রুতে উজলি আসে স্মৃতি লো তোমার ;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার।

২

হেরিলে আনন তব উথলে হৃদয় মম
পূর্ণিমা-হসিত-চন্দ্র-চুমিত-সাগর সম ;
আজ না হেরে আনন তোর
উথলে এ প্রাণ মোর
অমানিশি উথলিত সম পারাবার ;
তোরই কাছে ভেসে যায় লো হৃদয় আমার।

ইমনকল্যাণ—আড়া

১

এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা ;
সেই সে চাঁদের আলো ঢেউ সনে করে খেলা।
মনে কি পড়ে গো, মোরা হৃদয়ে হৃদয় লীন,
হেরিয়াছি এই শোভা কত রাতি কত দিন ;—
আয় লো হৃদয়-রাণী, প্রেমের স্বপনখানি,
একবার—একবার ধরি হৃদে
জুড়াই প্রাণের জ্বালা।
এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা।

২

সেই সে মাধুরী মেলা তেমনি ছড়ায়ে আছে,
শুধু রে মাধুরী প্রাণ তুই লো নাহিক কাছে ;
এ শোভা যা আছে ঘেরে, আয় লো জাগায়ে দে রে ;—
একবার—একবার ধরি হৃদে
আয় নেমে সুরবালা।
এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাড়মালা।

হিন্দোল—চৌতাল

শত-ফুল-ফুল্ল উপবন মনহারী ;—
মৃদুল মৃদুল মধুময় মলয়বাহী ;—
কূজে মৃদু কোয়েলিয়া ; হাসিভরা ধরণী ;—
কিন্তু সবে পিয়া বিনা কি যেন নাহি।

———

বাহার—আড়া

আজি গাইব কি গান,
উদায়স চিত মোর অবশ পরাণ।
আজি কভু সে মুখ
আসে রে মলিন,
বিরহগীত সম স্মরণে আমারি ;
—গাইতে চাহে রে চিত বরিখে নয়ান।

———

বিহগড়া—মধ্যমান

১

কত ভালবাসি
বুঝি রে, বুঝি রে শুধু বিরহে।
কত যে লুকায়ে, সুখ ও আনন ভরি
রেখেছিস্ প্রাণেশ্বরি ;
বুঝি না যবে সে নিকটে রহে।

২

যখন ও প্রেমময় হাসি আঁধারে হারাই মোর,
বুঝি কত প্রিয় কতই মধুর হাসি মুখখানি তোর ;
বুঝি রে তখন, অদৃশ্যে কি প্রেমডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে ;
বুঝি রে তখন এ প্রেম-নদী কত গভীর বহে।

———

কানেড়া—কাওয়ালী

১

হরষে বরষ পরে যখন ফিরি রে ঘরে,
সে কে রে আমারি তরে আশা করে' রহে বল;
স্বজন সুহৃদ সবে উজলনয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজল।

২

তখন কার সঙ্গোপনে, কপোলে সরম সনে
জাগে রে মরম হাসি প্রভাময়, নিরমল;
উদ্ভ্রান্ত অধর'পর কহিতে কাঁপে রে স্বর,
চলিতে কার পায়ে সদা বাধে,—কে গতিবিহ্বল।

৩

ঘোমটা ভিতরে থেকে কত যে লুকায়ে দেখে,
কাছ দিয়া যায় সে কে সদা করি নানা ছল;
বিরলে কার বাহু দুটি, গলে মোর জড়ায় উঠি,
অধরে হৃদয় ফুটি কার কথা কহে বল।

৪

রাখিয়া আসিলে চলে, আঁখি কার ভাসে জলে,
সব চেয়ে কার প্রাণ দহে রে বিরহে বল।—
সে রে সেই জন, ঘরে যাই রে যাহারি তরে,
যাহার কিরণে হাসে জীবনের অশ্রুজল।

আড়ানা—যৎ

১

আমি আস্‌চি—আস্‌চি—আস্‌চি—প্রিয়ে;
আবার তোর বাহুবাঁধে—আস্‌চি ফিরিয়ে।
ব্যাকুল, বিভ্রমগতি, মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি,—
দৌড়িয়ে দাঁড়া এসে—দেখ্ জানালা দিয়ে,—আমি আস্‌চি—

২

নিয়ে,—মোর বাহুহার দিতে গলে তোর জড়ায়ে,
চুম্বনের রাশি দিতে অধরে তোর ছড়ায়ে,
কত, নীরব চাহনি-কথা, হৃদয়মিলন ব্যথা,
(কত) কুহুময় রাতি দিন তোর লাগি নিয়ে, আমি আস্‌চি—

৩

—বিহগ, কি সমীরণ—যা রে আগে যা, গিয়ে
বল্‌ তারে আমি ত্বরা আস্‌চি তার লাগিয়ে ;
অতি ধীরগতি রথ, অতি বা দীরঘ পথ,—
অথবা তৃষিত প্রাণ অধীর অতি এ।—আমি আস্‌চি।—

———

স্বরট—তেওট

১

হাসো উপবন সুমধুর হাসি,
জাগ রে কুসুম কোমলতম ও নয়ন বিকাশি ;—
ঢাল শশী তারা,—এ মিলনরাতি ;—
তোমাদের যাহা স্নিগ্ধতম ভাতি ;
দেও আজি ঋণ ও দিব্য কররাশি।

২

জাগো রে বিহঙ্গ ;—শিহরি কানন
তব ধীরতম বহ সমীরণ,—
গাথাময়ী নদী, যাও রে উচ্ছ্বাসি।

———

II

পাহাড়ী—দাদ্‌রা

১

আয় রে বসন্ত তোর ও
কিরণ-মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির
গানের পাতা গানের ফুলে।
বলে—পড়ি প্রেমফাঁদে
তারা সব হাসে কাঁদে ;—
আমি শুধু কুড়ই হাসি—
সুখনদীর উপকূলে।

২

জানি না ত দুখ কিসে,
চাহি না প্রেমের বিষে,
আমি বনে বেড়িয়ে বেড়াই,
নাচি গাই রে প্রাণ খুলে।

৩

নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়
উড়িয়ে দে মোর এলোচুলে।

——

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী

১

কেন, দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা ;
কেন মানব হইয়ে চাহি পিইতে অমিয়ধারা ;

অবোধ কুমুদ কাঁদে
কেন লো চুমিতে চাঁদে,
যখন তারকা শত তার প্রেমে মাতোয়ারা ;
কেন দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

২

সমানে সমানে হয়
প্রণয়ের বিনিময় ;
মেঘ কি বিজলি ছাড়ি ধরে হৃদে দীপজ্বালা ;
রাজা কে কিসের আশে
ভিখারী দুয়ারে আসে ;
জোনাকির প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা।
কেন দুরাশা ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা।

রামকেলী—কাওয়ালী

মনে কত ভালবাসা
আঁধারে লুকায়ে আছে ;
ফুটিতে পারে না ভয়ে
হিমে ঝরে যায় পাছে ;
হৃদয় গোপন ক'রে
রহে নিজ মানভরে,
ভালবেসে সুখী রহে
প্রতিদান নাহি যাচে।

খাম্বাজ—মধ্যমান

১

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।

এ অখিল স্বরমাঝে তারি স্বর কাণে বাজে,
ভাসে শুধু সেই মুখ স্বপনে কি জাগরণে।

২

মোহের মদিরাঘোর ভেঙ্গেছে—ভেঙ্গেছে মোর ;
কেন রহে পিছে পড়ি পাপবাঞ্ছা পরধনে।
চলে যা নিঠুর স্মৃতি,—শুকায়ে যা পাপপ্রীতি—
রহ বা ভকতি হ'য়ে—বাসনায় পুড়িস্ নে।

———

মল্লার—আড়া

১

তোমায় ভালবাসি বলে'
বাসি না বাসি না ভাল ভাসিতে নয়নজলে ;
দিবে না হৃদয় যদি, বহিবে এ প্রেমনদী
গোপনে আপন মনে আঁধারে, বিরলে।

২

এ দেহে থাকিতে প্রাণ না ছাড়িব অভিমান,
রাখিব চাপিয়ে বহ্নি বক্ষের ভিতর ;
হৃদয় ফাটিতে চায়, ভেঙ্গে যাক যাতনায়,—
নীরবে পুড়িয়ে যাব আপন অনলে।

———

কীর্ত্তন

১

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে
আমি চিরদিন তারি,
চরণের রেণু ধুয়ে দিতে তার
দিব নয়নের বারি ;

তারে দেবতা করিয়া রাখিব হৃদয়ে
সদা তার অনুরাগী ;
মরুভূমে জলে, কাননে, অনলে,
পশিব তাহারি লাগি।

২

ভালবাসি যারে, সে না বাসে যদি
তাহে দুখ রোষ নাই রে ;
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু
হবে দুজনার ঠাঁই রে ;

নিরবধি কাল, হয়ত কভুও
ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ, হয়ত কোথাও
মিটিবে আমার আশা।

মিশ্র খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

১

হীরা কি আঁধারে জ্বলে হিমে ফুল কি ফোটে হায়
ঘৃণার তুহিন পাশে প্রেম লো শুকায়ে যায়।
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা ;
কুহরে কোকিল কি লো বিনা সে মলয় বায় ?

২

পেলে শুধু প্রতিদান রহে লো প্রেমের প্রাণ
বিয়োগে, মিলনে সম, কি আশা কি নিরাশায়।
নিরাশা, বিয়োগ, দুখ প্রেমের মরণ নয়,
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা-অবহেলা যাতনায়।

মিশ্র বাম্বোয়া—একতালা

প্রেম যে কি মাখা বিষে জানিতাম কি তায় !
তা হ'লে কি পান করি মরি যাতনায়।
প্রেমের সুখ সে সখি পলকে ফুরায়,
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয় ;
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

——

সিন্ধু—ঢিমেতেতালা

সে কি সখি তা জানে,
যে দিবা নিশি সেই জাগে আমারি প্রাণে।—
সেই যাগ, সেই কর্ম্ম,
সেই যোগ, সেই ধর্ম্ম,
(আমি) তারি ভক্ত রহি সদা তাহারি ধ্যানে ;
পুণ্য ভালবাসা তারে,
স্বর্গ ভালবাসা তার হে,
তাও ভাবি কভু কি লো আমারে সে মনে আনে।

——

সাহানা—ঝাঁপতাল

১

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।
কি দৈবগুণে, কে জানে, তারি পায়ে বাঁধা প্রাণ এ ;
দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন আশে ;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

২

ফিরে কি লো যায় উল্কা ধরণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী ;

প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাঁধা কারো আদেশ কি অভিলাষে ;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে।

গান্ধারীতোড়ী—মধ্যমান

জাগে মহী চাহি' তার ভানু পানে ;
জাগে ফুলহাসি ধীরে ধীরে কোয়েলিয়াগানে।
প্রিয়া ঘরে নাহি নাহি রে, কার পানে চাহি—
কার স্বরে জাগিবে—বিরহী প্রাণ এ।

সিন্ধুকাফী—ঠুংরি

জান কি কঠিন তুঁয়া লাগি
হেথা, কেহ অতি দীন
রহে—নিশি নিশি আঁখি-নীরে জাগি—।
সুখী রহ ভুলে রহি', সুখে সহি ;—
শুধু কভু মনে করে, এ বিরহী—
জানায়ে সে সুখ করো তার ভাগী।

হেমখেম—আড়া

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি, কাঁদুক মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনা হীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি' তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ।
বুঝিব পুরুষ কত জানে কঠোরতা ছল,
হৃদয়পাষাণে লাগি' ভাঙ্গিবে সে অসিবল ;
নিদয়ে অশ্রুর ভাষা ত্বরা নাহি হয় বোধ ;—
নির্ম্মম, গরব ঘৃণা—শুধু তার প্রতিশোধ।

সফর্দ্দা—আড়কাওয়ালী

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
আগে গিয়ে মন তার চরণে লুটায়।
থাকিবে কি রোষ, মান ; থাকে না রোষের ভাণ—
তাহার দরশে সব আপন হারায়।

———

কামোদ—ঝাঁপতাল

কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা—
সে বিনে নিজকরে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে বারে যে তারে গ্যাছে এ প্রাণে ঘিরি সে বিনে।
মলয়মধু রে মধুর অধরে,
কুহু স্বর—অচেনা পথিক সম আসি' যায় ;
হাসে কি আকাশ, ঘন ঘন যবে ছায় তারে ;
বিফলে সূরয চন্দ্র তারা ভায় তায় রে।

———

ইমনকল্যাণ—পঞ্চমসোয়ারি

কত ভাল বাসি তায়—বলা হ'ল না,—
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না—
—হৃদয়ে বহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর ;
প্রাণের কথা প্রাণে রৈল—বলা হ'ল না।
কত হাত ধ'রে সে মোরে সাধিল,
যেন মোর কাছে কত অপরাধী লো ;—
—যদি ফুটিল না মুখ, কেন ভাঙ্গিলি না বুক
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হ'ল না।

———

সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালী

কি ঘোরে মোর এ ঢুলিছে নয়ন।
নিরখি জগত—এক প্রেমের স্বপন।
হেরি জগত শুষ্কতা শোভাপ্লাবন সমান,
শুনি জগতের কোলাহল মধুময় গান ;
হেরি নীলাম্বর, ঘননীলতর,
ঢুলে মদিরাবিভোরতর বিধুর কিরণ।
জ্বলে, ঋষিবর ভানু ;—তার প্রাণ সুমহান্
করে জগতের হিত তরে অকাতরে দান—
জ্বলে কোটী তারা প্রেমে আত্মহারা,
যায় হইয়ে আকাশ এক কাব্যের ভবন।
আসি গড়ায়ে পড়িছে বুকে পৃথিবীর প্রাণ ;
আসি কাঁদিছে চরণ ধরি' রোষ অভিমান ;
ঘৃণা দুখ ভয়ে দূরে চেয়ে রহে,
দেখি আপনি বিহ্বল ভালবাসিছে মরণ।
আহা কি মোহমদিরা মোরে করায়েছ পান,
যাহে অবশ অলস মম শিথিল পরাণ।
যেন ভেসে চলি ঢেউ অঙ্গে ঢলি,—
প্রাণ আধ জাগরিত—আধ মোহে অচেতন।

———

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে ননীর ছবি,
আয় রে নিশার সোণার চাঁদ আয় রে উষার রবি ;—
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস্ বনের পাখী,—
যাস্ নে ওরে, আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।

উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্ রে চ'লে,
পাষাণ ভাঙ্গা নির্ঝরিণী—ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে ;—

ঘাড়ের কাছে সোণার বরণ—চুলগুলি তোর দোলে ;
—যাস্ রে কোথা—আয় রে যাদু, ঘুমা আমার কোলে।

তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিস্ না ক কাছে,
ভাবিস্ কি রে অশ্রুনীরে ভিজে যাস্ রে পাছে ?
না যাদু তোর, হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর চাঁদের আলো এ আঁধার পুরে।

তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু ঝরে,
—আমার স্বভাব কেঁদে ফেলি রে হাসতে হৃদয় ভরে'—
চোখের নীচে হাসিস্ শিশু জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।

ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যেবেলা আসিস্ আমার বুকে ;
এমনি করে' পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোণা আমার, মাণিক আমার, যাদু আমার ঘুমো।

কাফী—একতালা

দেখ্ রে কেমন খেলা করে আমার প্রাণের শিশুগুলি,
তোরা শুনলি নে ত প্রতিবেশী তাদের মধুর বুলি।
তারা, বেড়ায় মাঠে ছুটে ছুটে, যেথা কত কুসুম ফুটে,—
দৌড়য়, নাচে, পড়ে, উঠে, চলে হেলি' দুলি'।
তারা, একটি কাঠির তরে, এখনি কলহ করে,
এখনই গলাটি ধরে' করে কোলাকুলি।
তারা যখন আমার কাছে আসে, মা বলিয়ে মধুর ভাষে,
গলাটি জড়িয়ে হাসে—শোকতাপ ভুলি।

পিলু—যৎ

একি রে তার ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখবে বলবে "ওমা এনে দে ওমা দে।"
'নেবো নেবো' সদাই কি এ ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে, হাসতে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,—
বলে কি না দিতে পেড়ে,—
—অসম্ভব যা—তারায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।
শুন্‌লো কারো হবে বিয়ে,
ধর্‌ল ধুয়ো অমনি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে কর্‌ব"—কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধর্‌ল আসি—
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

খাম্বাজ—যৎ

কেন রে ঝরিলি আজি প্রাণের গোলাপ তুই,
দেখ্, এখনও হাসিছে বেল, বকুল, মালতি, জুঁই।
দেখ্, এখনও কোকিল ডাকে, বহিছে মলয় বায়,
দেখ্, এখনও বসন্ত আছে, প্রাণের গোলাপ, আয়।
আজি, মাটিতে পড়িয়ে কেন মলিন বদন তোর,
একবার চাও রে বদন তুলে, হৃদয়ের নিধি মোর ;
ডাকি হাত দুইখানি ধরে' ওঠ্ রে প্রাণের ফুল,
আয়, মুছায়ে দি' মুখখানি, বেঁধে দি' তোর এলো চুল।

ঝিঁঝিট—একতালা

ও তা'রা কা'রা নাই ;

তা'রা চলে গেছে এসে দুদিনের তরে একা পড়ে' কাঁদি তাই।

একাকী কুটীরখানি পতিত জলার গায়,—

বাহিরে বহিতেছিল শীতের প্রখর বায় ;

ভিতরে ছিল না বাতি,—গভীর আঁধার রাতি ;

আইল পথিক দু'টি হেসে, মা বলি' ডাকিল এসে ;—

পরদিন খড় আনি' ছাইনু কুটীরখানি ;

করিনু সুন্দর ঠাঁই—কেন বা করিনু ছাই।

করিনু সুন্দর ঘর তাহাদের তরে

চলে গেল এসে তা'রা দুদিনের পরে ;—

নীরব সে নিতি নব হরষের কলরব

কলহ-নালিশ সব হায় ;—নীরব কুটীর পুনরায় ;—

আবার প্রখর বায় তেমতি বহিয়ে যায়,

আবার, গভীরতর আঁধার বিজন ঠাঁই।

কীর্ত্তন

১

একবার

দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবানিশি,—

তোমা বিহনে, বঁধু হে ;—

তোমা বিনে তপন আভাহীন, উদাস মলয় ;

তোমা বিনে শূন্য ভুবন অন্ধকারময় ;

তোমা বিনে শুষ্ক ফুলমেলা, নীরস সাঁঝের মেঘের খেলা,

তোমা বিনে, পূর্ণ চাঁদ ম্লান মুখে চায় ;

তোমা বিনে শিথিল জীবন, এক ধারে পড়ে' কাঁদে মন,

ছিন্নতার আশা বীণা করে হায় হায় ;

তোমা বিনে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী হৃদয় ;

তোমা বিনে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

কত সাধ করেছিনু হে—
তোমায় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি, (মনে ছিল)
তোমায়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণ ভরি, (মনে ছিল)
খুঁজি, জীবন-নদীর পুণ্যতম তীর
বসাইব সেথা তোমার মন্দির, (মনে ছিল)
দিয়া ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব, (মনে ছিল)
দিয়া পায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব, (মনে ছিল)
তাহে উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
প্রবাহিবে শান্তিভরা গন্ধবহ (মনে ছিল) ;—
মনের সাধ মনে রইল হে।

৩

বড় সাধে নিরাশ কৈলে নাথ,
বড় আশায় নিরাশ কৈলে নাথ—
প্রাণনাথ হে, বঁধু হে,
বড় সাধে—
প্রাণের সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
নিভে গেল, দীপ নিভে গেল, আশার
দীপ নিভে গেল ; বিনা তৈল হে নাথ ;
অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ ;
একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়াছলে হব আমি রাজা তব,
উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—
বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় ল'ব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ'পরি ;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব্ব মধুর—
নিভৃত মলয়কুহুময় অন্তঃপুর ;

সেথা ল'ব তোমায় দিয়া পরাইয়ে বালা,
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা ;
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া,
শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া ;
ভাঙ্গাব বুকের তব পাষাণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—
সুখের স্বপন দেখিতেছিলাম—জাগিলাম ;
শতবীণাধ্বনি শুনিতেছিলাম—জাগিলাম ;
চাঁদের হাসিতে ভাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
প্রেমের চরণে হাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
মলয় পরশে শিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
নন্দনকাননে বিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
আঁধারে কেন জাগিলাম, অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রদাহী আঁধারে কেন জাগিলাম হে।
একবার দেখে যাও—

৬

মনে ছিল—খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বুঝে ল'ব তৃষিত চুম্বনে ;
নীরব হৃদয়ভাষা তাহে র'বে পণ,
র'বে পণ—কণ্ঠমালা বাহু আলিঙ্গন ;
খেলায় তোমার যদি পরাজয় ঘটে,
বুঝে ল'ব প্রতি কড়া তোমার নিকটে ;—
দিব বাঁধি করতল করতল দিয়া,
সহস্র পুষ্পের ভাষা রহিব চাহিয়া,
দেখাব জগতে আছে নিভৃত হৃদয়,
দেখাব জগত নহে শুধু বিনিময়,

তার রাজ্যে—গীতভরা ধরণী আকাশ ;
—দেখাব সে রাজ্যে আমি প্রভু তুমি দাস—

৭

মনে ছিল, সাজাব তোমারে মোর প্রেমিক সন্ন্যাসী ;
সাজিব আপনি তব সন্ন্যাসিনী দাসী ;—
বিহরিব কুঞ্জে কুঞ্জে তপোবন ছলে ;
করিব প্রেমের তপ আমরা বিরলে ;
দেখিব মিলিত বক্ষ সে কাননে বসি'—
মলয়ের উপদ্রব, শরতের শশী ;
দেখিব বিজলি শ্যাম বরিষা অধরে ;
দেখিব বর্ণের খেলা নিদাঘের ঘরে ;
বিশ্বদুঃখ ভেদ করি চলি যাব, হাসি
ছড়াতে ছড়াতে পায়ে পুষ্প রাশি রাশি ;
উথলিবে যুগ্ম বক্ষে কাকলীর ভাষা ;
বুঝিব—জগৎ এক মহা ভালবাসা।

৮

কোন্ প্রাণে ভুলে আছ প্রিয় সখে—
ত্বন্ময়জীবনারে ?
এত কি কঠিন সংসারের বেড়—
ভাঙ্গিতে পার না যারে ?
এত শুষ্ক কি হে পুরুষের প্রাণ
শুকাইয়ে যায় যাহে—
যা কিছু জীবনে পবিত্র, মধুর,
সুন্দর, উজ্জ্বল,—তা হে ?

৯

সখে—রমণী পুরুষখেলনা,
—প্রণয় পুরুষ খেলা,—

এখনি কত আদর,
এখনি অবহেলা—
পুরুষ রমণী-দেবতা,—
প্রণয় রমণী-'রাধনা,—
পুরুষ রমণী স্বরগ হে,—
প্রণয় রমণীসাধনা।
সখে—প্রণয় তব বিলাস হে,—
প্রণয়ই মম করম ;
প্রণয়ই মম জ্ঞান,
প্রণয়ই মম ধরম ;—
শিখে বালিকাহৃদি নীরবে
অস্ফুট প্রণয়ভাষা ;
সে হৃদয়ে আজীবন
জ্বলে শৈশবভালবাসা।
হায়—পুরুষ প্রণয়ে হাসে রমণী
পোড়ে অনুরাগে ;
পুরুষ ঘুমায় প্রণয়ে, সখে
রমণী প্রণয়ে জাগে ;
প্রণয় পুরুষ প্রহর,
ক্ষণিক জ্যোৎস্না আলো ;
প্রণয় রমণীজীবন,
ইহকাল, পরকাল।

১০

একবার এসে দেখ হে—
অলস চিকুর মম পৃষ্ঠবিলম্বিত
রুক্ষ উড়ে অবসাদে ;
কেশ ভূষণ সব—বিমলিন নীরব
মম ঘরময় পড়ি কাঁদে ;—

সীমন্তে মম সিন্দূরবিন্দু
　　অর্দ্ধবিমূর্চ্ছিত শয়নে ;
ক্ষীণ গণ্ড দিয়া মুহুর্মুহু বরষিত
　　বারি হীনপ্রভ নয়নে ;
পাংশু অধর'পর যায় সভয়গতি
　　অস্ফুট কম্পিত বাণী ;—
তুর্দ্দিন সথসম ত্যজত বলয় হত-
　　বৈভব বাহু তুখানি ;—
চাহে না বহিতে পদ বিপ্লব-
　　অর্দ্ধ-ভগ্ন মম দেহ ;—
প্রাণ চায় নিতি নিতি তেয়াগিতে
　　শূন্য এ হৃদয়-গেহ।

মালকোশ—আড়া

অধর চুম্বি যে অরুণ অধরে,
পরশি দেহ মলয় সমীরে,
　আও প্রাণনাথ,
　—পোহাল রাত,—
　　'পিয়া' বলি ডাক পিউস্বরে ধীরে।
　এ ভালবাসা,
　অতৃপ্ত পিয়াসা,
　　জীয়াও ঢালি কিরণমদিরে।

কালাংড়া—একতালা

একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে,
তুইও কি রে জরজর প্রেমমধুগরলে ?
　মধুর চাঁদনি রাতে
　　ডাকিস্ কি রে প্রাণনাথে ;

পুড়িস্ কি প্রণয়ের বিরহের অনলে ;
একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে।
গাস্ নে বিহগী আর
ভাঙ্গিবি প্রাণ আমার,—
তোর গানে এই প্রাণে কে জানে কি উথলে।
একাকিনী বিহগিনী কি গাস্ রে এ বিরলে।

ভৈরোঁ—কাওয়ালী

ঐ প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি'
মধুর সম্ভাষি'
যমুনায় বাঁশি বাজে ;
ঐ কানন উছলি'
যায় যেন চলি'
'রাধে' 'রাধে' বলি আজ এ।
পড়ে ঘুমাইয়ে ওই
তারাকুল সই,
অধরে মিলায় হাসি ;
নেমে, নিশিশেষে এসে
না'য় এলোকেশে
যমুনায় জোস্নারাশি।
দেখ্ নিশি পড়ে ঢুলে
যমুনার কূলে
উছলে যমুনাবারি ;—
সখি ত্বরা করে' আয়,
যাই যমুনায়
হেরিতে মুরলীধারী।
দেখ্ সমীরণ ধীরে
উঠিল জাগি রে
জাগিল পূরবে ভাতি ;

শোন্ কুঞ্জে গীত উঠে,
কুঞ্জে ফুল ফুটে,
—সখি রে পোহাল রাতি।

কীর্ত্তন

ক'ই তবু সে ফিরে এল না এল না।—
বলে' গিয়েছিল যে সে শীত-ঋতুশেষে
রবে না সে, দূরে বিদেশে।
ঐ শিশির ত অস্ত, এল বসন্ত
মলয়ের ঢেউ'পর ভেসে ;
ঐ ধরণীনাথে কুহুরবে ভাষি',
সাজি' শ্যামল বেশে,
প্রেমে ধরিল ত বক্ষে সুমধুর হাসি'
ফুলকুল পরি' এলোকেশে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।
কত রহি, সে কি জানে, চেয়ে পথ পানে
সে মুখদরশন-আশে ;
বড় নিঠুর নিদয় সে, কঠিনহৃদয় সে,—
—এল না তবু মোর পাশে ;
সে কি জানে না, কি জ্বলে অন্ধ অনলে
প্রেম লো বিরহিত প্রাণে ;
কি শত শেল বিঁধে, বিরহিণী-হৃদে ;—
সে কি রে তাও না জানে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।
সে কি জানে না, সে চরণে দিয়াছি ঢালি'
ধন, মন, হৃদয়, দেহ ;
সে কি জানে না, সে মোর প্রভু, অরি, আলি,
সে মোর দেশ কি গেহ ;

সে কি জানে না সে মোর কর্ম্ম, বিশ্রান্তি,
প্রেম, কলহ, অভিমান ;
মোর আশা, নিরাশা, চিন্তা, শান্তি,
সুখ, দুঃখ, জীবন, প্রাণ।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না।

কীর্ত্তন

আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে ;—
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা
আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর
হৃদয় হৃদয়'পর হে ;—
শান্ত হোক্ প্রাণ যাহে আজ
শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।
আর একবার ভালবাস
বাসতে যেমন আগের দিনে।
তোমারি হারাণ বাঁশি
লুঠায় ধরণী'পর ;
মলিন,—তোমারি তবু—
আদরে তুলিয়া ধর ;—
পুরাণ প্রাণের বাঁশি
তেমনি ক'রে আজ রে
নাথের করে মধুর স্বরে
—বাজ্ রে বাজ্ রে।

III

কীর্ত্তন

কেন খুঁজতে যাস্ রে বিমল প্রেমে এ জগতে ভাই!
কেন মিছে খুঁজা পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।
হেথা শুধু রে প্রাণ-দানপ্রতিদানবেচাকেনা হয়;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস, আর অভিমানময়;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ মিলন, চাহনি, চুম্বন, ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক, কুল, মান চায়;
এ প্রেম পূর্ণ হ'লে আশ, মিটিলে পিয়াস, মিলাইয়ে যায়;
এ প্রেম ইন্দ্রধনুহাস, বিজলি বিকাশ, অস্থির এমন তাই।
কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল তারা সম স্থির;
সে সংগীত মহান্ গগনের গান, নয় এ পৃথিবীর।
যার দুএকটি কর—পথহারা স্বর—মাঝে মাঝে মোরা পাই।

বিভাস—একতালা

কল্লোলিয়া যায় এক সঙ্গীত মহান্,
আয় বেঁধে নে' যা সঙ্গে তোদের বেসুরা প্রাণ।
এ গানে বিষাদ নাই, এ গানে অশান্তি নাই রে;
সুগম্ভীর, স্থির, স্নিগ্ধ, অবিশ্রাম এ গান।
দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, বিরাগ, ব্যথা—শুধু প্রাণের মলিনতা;
বিস্মৃতি এ মহাগীতের—ক্ষোভ অভিমান;
নিয়ে আয় প্রাণের সব ক্ষুদ্র কথা;
নিয়ে যা প্রাণ ভরি' অমরতা;
নিয়ে যা নূতন প্রাণ এ গানে করি তীর্থস্নান।

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা

আজ কেন প্রাণ আকুল হয়?
প্রাণ কাঁদে কিন্তু দুখে নয়।

এ যে গীতের ভাষা ভালবাসা-
মেশা-অশ্রু, মিলন হাসিময় ;
প্রিয়পরশনে, স্বর শুনে,
জাগে যেন ঘুমন্ত হৃদয়।
যেন শিশু তার পে'ল মা'র
হারা কোল,—শান্তির আলয় ;
যেন নব বধূ পে'ল বঁধু,
পথহারা পথিক, আশ্রয়।
কারে মৃদুস্বরে প্রেমভরে
ডাকিতে আকুল বাসনা এ ?
প্রাণ—বাহু দিয়ে জড়াইয়ে
হৃদয়ে ধরিতে কারে চায়।

কীর্ত্তন

১

এস সখে এস প্রভু
প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ হে ;
পূরাব পিয়াস প্রাণের,
মিটাইব মনসাধে ;
মনসুখে মুখখানি
দেখিব ভরিয়ে আঁখি ;
জুড়াব জীবনজ্বালা
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

২

এস, ডাকিব পূরিয়া সাধ
আজ, তোমারে "আমার" ব'লে ;
গাথা প্রণয়ভকতিহারে
দিব পরা'য়ে তোমার গলে ;

আজ শুনাব প্রাণের স্বরে
রচে' রেখেছি যে সব গান ;
আজ তোমারে ছাইয়ে দিব
দিয়ে প্রণয়ের অভিধান।

৩

আহা, কতদিন মোর হৃদয়মাঝারে
বরেছি তোমারে প্রভু ;
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু ;
কত উষার শিশিরে, প্রদোষ-সমীরে,
নিশার তিমিরে জাগি,
নাথ ধাইতাম বনে, সৈকতে, প্রান্তরে,
তুঁহার দরশ লাগি।

৪

শুনি মলয়ের পদধ্বনি, তব আগমন গণি'
চমকিয়া তুলিতাম মুখ ;
তব সমস্নিগ্ধ মেঘস্বরে, সমদীপ্তারুণকরে
দুরু দুরু কাঁপিত এ বুক ;
আজি সে তুমি আমার নাথ, হেরি তোমা দিন রাত,
তবু যেন ভরে না পরাণ ;
আজ তোমার আলোকঘায়, জগৎ ডুবিয়া যায়,
গগন হইয়ে যায় গান।

ইমন—আড়া

নিয়ে চল—নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে মোরে ;
দুর্গম প্রান্তরে, নাথ নিয়ে চল হাত ধরে।
আঁধার নিবিড় অতি, এ জ্ঞানের ক্ষীণজ্যোতি,
তোমারি আলোকে দেব উজলো তিমির ঘোর এ ;

নিয়ে চল—নিয়ে চল পথ দেখাইয়ে মোরে।
গরবে, তোমারি আলোভাঙ্গা এক কণা পেয়ে,
এতদিন, প্রাণেশ্বর চাহেনি ও মুখে চেয়ে ;
এতদিন—মূঢ় আমি চিনেনি আপন স্বামী—
ভুলে যেও প্রাণনাথ—অপরাধ দয়া করে।
চল সিন্ধু, গিরিশৃঙ্গ, মরু,—যেথা দিয়ে বল,
গহন, কান্তার, শৈলে—শুধু তুমি নিয়ে চল ;—
সুখে দুখে শুধু নাথ হে, রেখো পায়ে, থেকো সাথে,
কি বসন্ত বরিষায়, কি ঘোর নিশীথে, ভোরে।
নিয়ে চল, নিয়ে চল—পথ দেখাইয়া মোরে।

ভীমপলাশী—যৎ

আমি উঠিতে কি পারি
তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
সদা নীচগামী, স্বতঃ সিন্ধুবারি,—
ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী ;—
তুলে ধর তুলে ধর বাহু প্রসারি।
আছি তব লাগি চেয়ে পথ পানে,
নিশি নিশি জাগি আকুল পরাণে ;
শুধু তব—নাথ—দরশভিখারী।
যদি আস কভু ত্বরা চলি যাও,
দীন বলি তবু ফিরে নাহি চাও ;
এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি।

মালকোশ—মধ্যমান

আজ নিশি অবসানে সুখের মিলন ;—
দেহে দেহে নয় আজ প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন।
এখানে নাহিক অশ্রুরাশি
এখানে শুধুই হাসি রে,

নাইক আঁধার ;
চিরকাল আলো,
ভালবাসার কিরণ ।
মধুর প্রভাতে মধুর গানে,
ঢালিব দুটি প্রাণে রে ;
চিরকুহুরবে, মধু উপদ্রবে,
আজ ঢালিব জীবন ।

আশা—কাওয়ালী

এ জনমে পূরিল না সাধ ভালবাসি' ।
ছোট এ হৃদয় হায়, ধরে না ধরে না তায়
আকুল অসীম এ প্রেমরাশি ।
তোমার হৃদয়খানি আমার এ হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে ।
এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি' যেন পরিমাপ করি'
দিয়া প্রেম পূরে না'ক সাধ এ ;
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই—
অপূর্ণ বাসনা পড়ি' কাঁদে ।
এ আবদ্ধ মনে প্রেম, এ ক্ষুদ্র জীবনে প্রেম
কত দিব মিটিবে না আশা ;
জনম অশ্রুতে পুরা, এ জগত ভাঙ্গাচূরা,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা ।
হউক বিস্তৃত স্থান, হউক অসীম প্রাণ,
হউক কাল নিরবরোধ ;
তখন পূরাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ ।
সে দিন এ প্রাণ দুটি, অসীম রাজত্বে উঠি
যাবে মিশি যুগ যুগ বাহি' ;
জনমের কথা সব এ স্বপ্নবৎ বোধ হবে,
জগৎ বিস্ময়ে র'বে চাহি' ।

পিউ

উপহার

১

চির জীব সুখিনী বঙ্গরমণি রমণীকুলপ্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুরকোকিলমৃদুস্বরা রে ;
দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনতভুবনবিজয়িনয়না,
ধীরা, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।

২

শিশিরস্নিগ্ধমেদুরা কিশলয়পেলবা বামা,
অপরাজিতানম্রা, নবনীলনীরদশ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে ;

পতিপ্রিয়া, পতিভকতা, সখী পতি সহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নিঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণু সম এ ধরা রে ;

দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রীসীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্ম্মরদৃঢ়চরিতা, জলকোমলাঙ্গধরা রে।

৩

কে বলে কালো রূপ নয়, যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষারে চাহে কে মূঢ় মণ্ডিতে বসন্ত হাসি ?
ত্যজি নব ঘন কে চাহে শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।

জীব প্রেমভরিতহৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি' তুহিনে শুভ্রচরিতে,—বঙ্গজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে, কালো রূপে অমরা রে।

হা, এ রত্ন দাস হৃদয়ে—পঙ্ক পতিত চন্দ্রহাসি—
পরুষভীরুরমণীদস্যুরমণী—স্বার্থদাসদাসী— ;—
কে দিল পশুসাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে॥

1

SCOTCH SONGS

AULD LANG SYNE

পুরাণ প্রেমকো নহি যাও ভঁইয়া হো,
পুরাণ প্রেমকো আওর যো দিন গিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

ঝাঁউ যব্ বনমে ফুল ঢুঁড়িয়া হো,
আয়া ছোড়ি' সো দূর্‌মে সো দিন গিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

যো দিন নদীমে তুম হম খেল কিয়া হো,
তব্‌সে বীচ্‌মে রঁহু গাঢ়া দরিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

নে হাত দে হাত মুঝ্‌কো মোরা পিয়া হো,
পিও জি খেয়াল্ কর্ অব্ যো দিন গিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

তোমারি ভরো তুম্ হম্ ভরেঁ মেরি আ হো,
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো ;
হো যো দিন গিয়া প্যারে যো দিন গিয়া হো
ভর্‌রে পেয়ালা লিয়ে যো দিন গিয়া হো।

YE BANKS & BRAES

কেমনে তুই রে যমুনাপুলিন
সাজিস্ রে এত ফুল্ল ফুলগণে ;
কেমনে হরষে গাস্ রে বিহগ,
আর আমি এত বিষাদিত মনে—
গাস্ না ক আর পুষ্পিত কাননে,
পাখী রে ভাঙ্গিবি হৃদয় আমার ;
কেন রে অন্তরে জাগাস্ সে স্মৃতি
গিয়াছে যে সুখ—ফিরিবে না আর।

কত বার এই যমুনাপুলিনে
ভ্রমিয়াছি আহা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কূজিতিস্ তোরা প্রণয়ে বিহগ
আমিও যেমতি গাইতাম হায়—
গেলাম তুলিতে গোলাপ মুকুলে,
বাড়াইনু হাত কত সাধ করে' ;
নিঠুর প্রণয়ী হরে' নিল তায়,
রেখে গেল কাঁটা আমারি অন্তরে।

ROBIN ADAIR

কিসের নগর আর—
নবীন যে নাই ;
কি দেখিতে এনু আমি
কি শুনিতে ছাই—
কোথা সে আনন্দ উল্লাস এখন,
আনিত যা ভবে স্বরগভুবন ;
গিয়াছে তোমার সনে
নবীন আমার।

তুইই সভার মুখ
করিতিস্ আলো—
উৎসব তোরই তরে
লাগিত রে ভাল ;
ফুরালে উৎসব কেন এ হৃদয়
হ'ত রে উদাস,—সব শূন্যময় ?
তোরেই বিদায় দিতে
নবীন আমার।

আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার ;
আজ রে কঠিন তুই
নবীন আমার ;
তবু তোরে এত বাসিতাম ভাল,
রহিবি আমার হৃদে চিরকাল ;
তোরে কি ভুলিতে পারি
নবীন আমার।

LAND OF THE LEAL

আমি—ক্লান্ত হইয়ে, লীল,
পড়ি ঘুমাইয়ে, লীল,
যাই ঘুমাইয়ে
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আজ—আমি যেথা যাই, লীল,
দুঃখ জ্বালা নাই, লীল,
প্রসন্ন সদাই
সব পুণ্য নিকেতনে।

তুই—ছিলি বড় বেশ, লীল,
কাজ হলে শেষ, লীল,
আসিবি সে দেশ
সেই পুণ্য নিকেতনে।

আছে—মেয়েটি তথায়, লীল,
দেখিবও তায়, লীল,
সোণার বাছায়,—
সেই পুণ্য নিকেতনে।

তবে—মোছ অশ্রু আয়, লীল,
যাই, দে বিদায়, লীল,—
পরীরা দাঁড়ায়
ঐ পুণ্য নিকেতনে।

তবে—যাই বিধুমুখি, লীল,
হোস্ নে তুই দুখী, লীল,
হব মোরা সুখী
সেই পুণ্য নিকেতনে।

——

ANNIE LAURIE

সেই, মধুপুর কুঞ্জবনে
যথা—প্রভাতে শিশিরময় ;
সেথা—বলেছিল তারাময়ী
আমা বই সে কাহারো নয়
"আমা বই সে কাহারো নয়"
ভুলিব না সে বচন তার
—সুন্দরী তারার তরে
আমি ত্যজিব জীবন ছার।

তার—কিবা সে বঙ্কিম গ্রীবা
কিবা—কপোল গোলাপ সম ;
আহা—রবির কিরণতলে
তার—মুখখানি নিরুপম ;—
তার—মুখখানি নিরুপম,
কিবা—ভ্রমরনয়ন তার,
—সুন্দরী তারার তরে
আমি, ত্যজিব জীবন ছার।

আহা—কমলে নীহার সম
তার, নীরব মধুর গতি ;
আহা মধুর মলয় সম
স্বর মৃদু মধুময় অতি ;—
তার, মধুময় মৃদু স্বর,
প্রাণসর্ব্বস্ব সে যে আমার ;—
—সুন্দরী তারার তরে
আমি, ত্যজিব জীবন ছার।

BLUEBELLS OF SCOTLAND

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায়,
ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর গিয়াছে কোথায় ;
"গ্যাছে নিশান উড়ায়ে যেথা বীরকুল ধায় ;—
আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায় ;
গ্যাছে নিশান উড়ায়ে যেথা বীরকুল ধায় ;—
আর, সে কুশলে ফিরে যেন আসে পুনরায়।"

ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায়,
ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর থাকিত কোথায় ;
"সে গো, থাকিত সে বীরভূমি রাজপুতানায় ;—
আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়।

সে গো, থাকিত সে বীরভূমি রাজপুতানায় ;—
আর, এ হৃদয়ে ভাই বড় ভালবাসি তায়।"
ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর কি বেশ পোরে' যায়,
ওরে, বল্ মোরে প্রেমী তোর কি বেশ পোরে' যায় ;
"তার, পাগড়ি মাথায়, আর লৌহবর্ম্ম গায় ;—
আর, এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায় ;
তার, পাগড়ি মাথায়, আর লৌহবর্ম্ম গায় ;—
আর, এ হৃদে বড়ই ভাই ভালবাসি তায়।"

ওরে, বল্ কি করিবি যদি না ফিরে সে আর,
ওরে, বল্ কি করিবি যদি না ফিরে সে আর ;
"না না, প্রেমই সহায়—এনে দিবে তায় আবার ;—
হায়, এ বুক ভাঙ্গিবে যদি না ফিরে সে আর,
না না, প্রেমই সহায়—এনে দিবে তায় আবার
হায়, এ বুক ভাঙ্গিবে যদি না ফিরে সে আর।"

AULD ROBIN GRAY

হেম বিয়ে কর্‌বে বলে বাস্‌তো মোরে ভাল,
টাকা কড়ি কিছু তার ছিল না সম্বল ;
টাকা কড়ির জন্যে হেম গেল দেশান্তরে,
সে টাকা সে কড়ি তার আমারই তরে।

তার যাওয়ার দু হপ্তা না হতে হতে ভাই,
বাবার ভাঙ্গল হাত মোদের চুরি গেল গাই ;
মায়ের হ'ল ব্যামো, আর হেম গ্যাছে দূরে,
এমন সময় নবীন এল বিয়ে কর্‌তে মোরে।

বাবার কাজ বন্ধ হ'ল, তাঁত বোনা মার,
খাবার যোগান তাঁদের হয়ে উঠ্‌ল ভার ;

নবীনই খাওয়াত, আর চোখে জল নিয়ে,
বল্‌ত "রামী তাদের জন্যেও করবি নে বিয়ে ?"

আমার প্রাণ বল্‌ত "না, হেম আস্‌বে সে আবার,"
কিন্তু ঝড়ে ডুবে গেল—নৌকাখানি তার ;
নৌকা ডুবে গেল কেন মোল না ক রামী,—
কেন ভাঙ্গা কপাল নিয়ে বেঁচে আছি আমি।

বাপ সে বোঝাত কথা কইত না মা সে ত ;
মুখে চাইত কেবল,—আমার বুকখানা ভেঙ্গে যেত ;
তা'রা বিয়ে দিলে, কিছু কইনু না ক আমি,
পরাণ আমার রইল হেমের, নবীন হ'ল স্বামী।

বিয়ের পর না যেতে যেতে হবে হপ্তা চা'র,
একদিন বসে' আছি দুখে দুয়োরের ধার ;
দেখ্‌নু যেন হেমের ছায়া, ভাবনু হেম কি এ ?
বল্‌ল হেম "এনু রামী কর্‌তে তোরে বিয়ে।"

সে ভাই মোদের দুখের মিলন অনেক কথা ক'নু,
শেষের দেখা একটি চুমো পরে পৃথক্ হ'নু ;
—কেন মোলাম না ক, কেন ভাঙ্গল না এ বুক,
কেন রইনু বেঁচে ভাই সইতে চির দুখ !

আমি ছায়ার মত বেড়াই, মন যায় না কাজে,
হেমের কথা ভাব্‌তে চাই না, পাপ হবে তা যে ;
কিন্তু রইব ভাল হয়ে নবীনের পাশে,
নবীন সে বুড়ো হ'লেও মোরে ভাল বাসে।

যখন মেষরা তাদের পীঁড়ে গোয়ালেতে গাই,
শ্রান্ত জগৎ ঘুমিয়ে যখন জেগে ত কেউ নাই ;

তখন আমার চক্ষে ঝরে প্রাণের বারিধার,
আর পাশেতে ঘুমিয়ে থাকে সোয়ামী আমার।

WE' RE' A NODDIN

মোরা, বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী,
মোরা, বড়ই খুসী আছি এখন ভাই—
আয়, ভাল আছিস্ প্রতিবেশী? একলা আছিস্ কি রে?
দেখ্'সে মোরা কত সুখী হেম এয়েছে ফিরে।
কবে—এ—এ সে গিয়েছিল পরাণ ছিল ভার,
বিদায় দিনু কেঁদে, ভেবে দেখ্‌ব কি তায় আর।
এখন বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

আহা, বাছাদের খাওয়া পরা সয়ে' কত দুখ,
যোগাতেম খেটে তাদের দেখ্‌তে হাসি মুখ।
মাঝে মাঝে কাঁদ্‌ত পরাণ আমার হেমের তরে,
মনে নিত কভু, হেম আস্‌বে ফিরে ঘরে।
এখন বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

কে, ঝাঁপে এসে টোকা দিলে, চিনি যেন সে টোকা,
বলে "ওমা বাবা এয়েছে" দৌড়ে এল খোকা।
কি ভাবছিনু মুই—অমনি উঠে, পরাণ উতলা,—
দেখ্‌নু হেমে কেঁদে ফেল্‌নু জড়িয়ে ধ'রে গলা।
এখন বড়ই খুসী খুস্ খুস্ খুসী
এখন বড়ই খুসী আছি মোরা ভাই।

GIN A BODY

যদি ধানের ক্ষেতের মাঝে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কার দেখা পায় তা, পরের কি দুখ তায় ;—
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আস্‌তে পাড়া দিয়ে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় ডাকে পরের কিবা আসে যায় ;—
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

যদি আস্‌তে কুয়ো থেকে কেউ কার দেখা পায়,
যদি কেউ কায় চুমো খায় তা বোলে কি বেড়ায় ;—
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই,
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

তাদের মাঝে আছে একজন ভালবাসি যা'য় ;—
নাম কি, কোথায় বাড়ি, আমি বল্‌ব না ত তা'য়
সকল মেয়ের প্রেমিক আছে বলে মোর কেউ নাই
তবু সবাই তাকায় যখন ধানক্ষেত দিয়ে যাই।

MY HEART'S IN THE HIGHLAND

মোর, হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে,
হৃদয় হেথা নাই ;
মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
মৃগপিছু ধা'ই ;—
যায় সে মৃগয়ায় ফিরি
কাননে সদাই ;
মোর হৃদয় ভেসে যায় রে দেশে
যেখানেতে যাই।

তবে বিদায় তোদের পাহাড়মালা
সৌন্দর্য্যের রাশি ;
তবে বিদায় তোদের শস্যভরা
মাঠের শ্যামল হাসি ;
বিদায় তোদের নির্ঝরিণী
নদনদীগণ ;
তবে বিদায় তোদের ফুলভরা
ফলভরা বন।
আজ বিদায় তোরে জন্মভূমি
সূর্য্যকরময়,
মোর বীরত্বের রঙ্গভূমি,
গুণের আলয় ;
তোরই কাছে হৃদয় রহে
যেখানেতে আসি ;
মোর স্বদেশ তোরে চিরকালই
বড়ই ভালবাসি।

MY AIN FIRECIDE

আমি দেখিয়াছি কত শত ধনী মানী জনে,
আমি বসেছি প্রাসাদে কত রাজা-রাণী সনে ;
তবু এমন সুন্দর স্থান কোথা নাহি পাই,
আহা যেমতি আপন ঘর আপনার ঠাঁই ;—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই ;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

আজি দেবের কৃপায় নিজ উঠানের ধার
মোর প্রিয় সখাদের সনে মিলেছি আবার ;
নহে নিয়ম অধীন হেথা হাসি আঁখিধার,
হাসি আপন হরষে কাঁদি দুখে আপনার ;—

আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই ;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

হেথা, নাহি মিছা লুকাচুরি প্রতারণাভয়,
হেথা, সত্য নিকেতন সখে প্রেমের আলয়,
যত, সুখের সোপান দেখি এ জগতে ভাই,
নহে, তেমতি যেমতি সখে আপনার ঠাঁই ;—
আপনার ঠাঁই সখে, আপনার ঠাঁই ;—
আহা, বড়ই মধুর সখে আপনার ঠাঁই।

JOCK OF HAZELDEAN

"কেন—কাঁদচিস্ নদীর ধারে, বালা
কাহার লাগিয়ে,
আমার—ছোট ছেলের সঙ্গে বালা
দিব রে তোর বিয়ে !
তুই—হবি রে তার বধূ, পাবি
সুকুমার বরে ;"—
তবু—ফেলে বালা অশ্রু-জল
অজিতেরি তরে।

"তবে—ছাড়ি শোক এ মোহ্ ও পাংশু
গণ্ডে অশ্রুধার,
যুবা—বীরেন রাটোরের পতি
রাণা বিঠুয়ার ;
সে—শান্তি সভায় পুরোগতি,
বিজয়ী সমরে ;"—
তবু—ফেলে বালা অশ্রুবারি
অজিতেরি তরে।

তোরে—দিব স্বর্ণকণ্ঠমালা
শিরে স্বর্ণ-হার,
দিব—তেজী শ্বকুল, পোষা শ্যেনে,
নব বাজী আর ;
যাবি'—সবার আগে বনরাণী
তুরঙ্গম'পরে ;"
তবু—ফেলে বালা অশ্রুবারি
অজিতেরি তরে।

রাতে বাড়ি হল সুসজ্জিত
জ্বলে বাতি কত,
ব'সে পুরোহিত, ও বর, ও বিয়ের
পুরুষ মেয়ে যত।
তারা খোঁজে ক'নে কুঞ্জ-ঘরে ;
পেল না ক ক'নে ;
সে চলে গেছে দেশান্তরে
অজিতেরি সনে।

CALLER HERRING

কে, কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে ;
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

যখন তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে,
মো'দিগে' কি ভেবেছিলে ;
তখন মোরা দাঁড়ায়ে ঝিলে
আঁধার রাতে জাল ফেলে ;—

কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে ;
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

যখন মুইলোক যাই গো চলে,
সাড়ি-পরা গিন্নিকুলে
গুঁড়িয়ে আঁচল ঘোমটা খুলে
সিট্‌কোয় নাক মাথা তুলে ;—
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে ;
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

উবরা কথা করো শোনা,
যদি কিন্‌বে টাট্‌কা পোনা,
তবে দর দস্তুর করো না,
সত্য বই কিছু টেঁকে না ;—
কে কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
তারা খেতে ভাল, হজ্‌মি আছে ;
কিন্‌বে তাজা পোনা মাছ এ,
টাট্‌কা ঝিলে ধরা।

কে কিন্‌বে আমার তাজা পোনা,
বহুৎ কষ্টে ধরে আনা,
কিন্‌বে আমার তাজা পোনা ;—
গুণ জানেন যিনি খান ;
কে কিন্‌বে আমার তাজা পোনা,
"এ ছোট লোকে খায়" বোলো না ;
বউরা, মা'রা করে জানা

এ সকলকার প্রাণ ;
চাই পোনা মাছ, চাই পোনা মাছ।

MAN'S A MAN FOR A' THAT

হয় ইমানদার্ গরীবী সে
শির্ নোওয়াতা—আওর্ যো কুছ্ ?
ও কাফের্ উস্‌কো ছোড়কে যাঁয়্,
হম্ গরিব্ হোঁ—হো যো কুছ্ ;—
হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
হম্‌রা ছোটা কাম্—আওর যো কুছ্,
ইজ্জৎ হয় রূপেয়াকা খেল্,
মর্দ্দ্ সোনা হয়—হো যো কুছ্।
ক্যা ছোটা খানা খাঁয় হম্‌লোগ্,
পর্‌তা সুতী—আওর যো কুছ্ ?
দেও রেশম্ বেকুফকো দারু বজ্জাৎকো,
মর্দ্দ-মর্দ্দ—হো যো কুছ্ ;
হো যো কুছ্ আওর্ যো কুছ্,
দৌলৎ উনোকো—যো কুছ্,
ইমান্‌দার্, হো গরিব্ নেহাইৎ,
তব্‌ভি পাদ্‌শাহ্—হো যো কুছ্।
পাদ্‌শাহ্ বানাতা হো দেওয়ান্,
আমীর্ নবাব্—আওর্ যো কুছ্ ;
মগর্ ইমান্‌দারকো বানানে
কোশীশ্ করে মাৎ ও কুছ্ ;
হো যো কুছ্ আওর্ যো কুছ্
ইজ্জৎ উনোকো—যো কুছ্ ;
হুঁস্‌কা ইজ্জৎ দামকা দেমাক্
সব্‌সে উচা—হো যো কুছ্।

তব্ কর্ নেওয়াজ্ কে দিন্ আওয়ে,—
যো আওয়েগা—হো যো কুছ্ ;
যব্ হুঁস্, আক্কেল্ দুনিয়া মে
হোগা বড়া'—হো যো কুছ্ ;
হো যো কুছ্, আওর্ যো কুছ্,
দিন্ আতা হয়্—হো যো কুছ্ ;
যব মর্দ্দ্ মর্দ্দ্ সব্ দুনিয়া পর্
ভাই ভাই হোগা—হো যো কুছ্ ।

——

II

ENGLISH SONG

——

HOME, SWEET HOME

প্রাসাদে বিলাসে ভাই যেখানে বেড়াই
কুঁড়ে হোক্ নিজ ঘর সম ঠাঁই নাই
স্বরগের শোভা এসে হেথায় লুটায়
খোঁজ এ জগতে, তাহা পাবে না কোথায়,
আহা মোর—মধুর মধুর ঘর ;
ঘর সম ঠাঁই নাই, ঘর সম ঠাঁই নাই ।
প্রবাসীর কাছে জাঁক জমক কি ছার,
পুনঃ এনে দেও পর্ণকুটীর আমার ;
দেও মোর বশ পাখী হরষের গান
দেও সব চেয়ে প্রিয় শান্ত পরাণ
আহা মোর,—মধুর মধুর ঘর ;
ঘর সম ঠাঁই নাই, ঘর সম ঠাঁই নাই ।

——

LINES TO AN INDIAN AIR

জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি
যবে, নিশার প্রথম ঘুমে,
রহে, তারকা আকাশ ফুটে,
লুঠে সমীর কাননভূমে,
জাগি, তোমারে স্বপনে দেখি ;—
কেহ যেন পরী সম এসে
মোরে ল'য়ে যায় প্রিয়ে, কে জানে কেমনে
তোমারি আলয় দেশে।
ভ্রমি, সমীর এলায়ে পড়ে
কালো আঁধার নদীর গা'য় ;
নিভে চম্পকসুরভিখানি
শিশু প্রেমের স্বপন প্রায়।
প্রেমী পাপীয়ার প্রেমকথা
তার প্রাণেতে ঘুমায়ে পড়ে,
চাহি ঘুমাতে যেমতি আমিও প্রেয়সি
তোমার হৃদয়'পরে।

আজ চেতনা হারায়ে যাই,
মোরে মাটি হ'তে তুলে ধরি,
তবে বরিষ চুম্বনসুধা
মোর অধরে, নয়নোপরি ;
দেখ, শীতল কপোল মম,
দেখ কম্পিত হৃদয়, প্রিয়ে ;
তারে বুকেতে চাপিয়া ধর লো, ভাঙ্গে সে
ভাঙ্গুক সেখানে গিয়ে'।

WON'T YOU BUY MY PRETTY FLOWERS

আলোর নীচে পথের ধারে
দাঁড়িয়ে একটি কহিল মেয়ে ;
শীতের রাতের নিঠুর বাতাস
চার দিকে তার যাচ্ছে ধেয়ে ;
যাচ্ছে চলে' পথের মানুষ,
তার পানে কেউ চায় না ফিরে ;
কেঁদে কেঁদে বল্‌ছে সে "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?"
কত দীন ও দুঃখী—মোদের
সুখের ধারায় বেড়ায় ফিরে ;
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?"
আস্‌চে কেবল যাচ্ছে কেবল
পথে পুরুষ মেয়ের দল ;
দেখেও না কেউ তাকিয়ে ক তার
নিরাশ দুখের চক্ষের জল ;
দীর্ঘশ্বাসে কোমল হৃদয়
তার সে উঠ্‌ছে পড়্‌ছে ধীরে ;
শোন্ গো একবার রোদন তার "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?"
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে ;
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?"
কয় না ক কেউ ভাল কথাটি
ডেকে নিয়ে কি ভাল বেসে,
নাইক একটি দয়ার হৃদয়
দাঁড়ায় একবার কাছে এসে' ;

যাচ্ছে চলে জাঁকের ঢেউ সে
বিলাসকুঞ্জে, সুখের তীরে ;
শোনে না সে করুণ গান "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?"
কত দীন ও দুঃখী মোদের
সুখের ধরায় বেড়ায় ফিরে ;
আঁধার রাতে কেঁদে কেঁদে "কেউ
কিন্‌বি নে মোর ফুলগুলিরে ?"

FATHER, DEAR FATHER

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ি আয়,
ওই এক বাজে ঘড়িতে শোন ;
তুই বলেছিলি বাবা কাজ হ'লে শেষ,
ফিরে আসিবি, না করিবি গৌণ ;
গ্যাছে বাতি নিভে ঘরে, এ রাতি আঁধার,
সাঁঝ থেকেই মা বসিয়ে আছে ;
একা ব্যামো ভাই বেণী কোলেতে সে তার,
আমি বিনে কেউ নাইক কাছে।
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো ; বাপ আয় গো বাড়ি আয়।
আহা শিশুটির শোন মধুস্বর,
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায় ;
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।"

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ি আয়,
দুই বাজিছে যে ঘড়িতে ওই ;
রাত হ'ল আরো শীত বেণী মৃতপ্রায়
শুধু ডাকে "বাবা কই, বাবা কই ;"

মা ত বলে সে এ নিশি না হইতে ভোর
হয়ত ভাই সে মরিবে হায় ;
মোরে, পাঠাল মা এই বলে "ত্বরা আয়,
নহিলে দেখিতে পাবি নে তা'য় ;"
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।
আহা শোন্ শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ,
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো বাড়ি আয়।"

বাবা, মোর সাথ বাবা আয় বাড়ি আয়,
ওই তিন বাজে শুনিতে পাই ;
মোরা একা ঘরে কাঁদি, আমি আর মায়,
আর ঘরে কেউ মোদের নাই ;
মোরা, বড় একা—বাবা বেণী আর নাই,
ভাই সে ত্যজেছে জীবন তার ;
এই কথাটি বলে সে ত্যজিল জীবন
"বাবা কই, দেখা হ'ল না আর"
বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বাড়ি আয়,
বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।
আহা শোন শিশুটির মধুস্বর
নিশি বায়ু যা' ঝঙ্কারি যায়
কে না শোনে এই ডাক সকরুণ,
"বাবা আয় গো, বাপ আয় গো, বাড়ি আয়।"

IT WAS A DREAM

ভাঙ্গিল স্বপন, ভাঙ্গিল স্বপন।
শুনিনু নদীর স্বর তালকুঞ্জবনে,
শুনিনু ঝাউর ধ্বনি সান্ধ্য সমীরণে;
আবার দেখিনু যেন সেই প্রিয় স্থান
আবার দেখিনু যেন প্রেয়সীবয়ান;
আবার নদীর তীরে ভ্রমিনু দুজন,
ভাঙ্গিল স্বপন—ভাঙ্গিল স্বপন।
দেখিনু চলেছে নদী ধূসর সাগরে,
দেখিনু নম্রিত ঝাউ মাথার উপরে;
আবার শুনিনু পাখী, পাতার মর্ম্মর;
আবার শুনিনু যেন প্রেয়সীর স্বর;
আবার চাঁদনি রাতে করিনু চুম্বন,
ভাঙ্গিল স্বপন—ভাঙ্গিল স্বপন।

———

COME LASSES AND LADS

আয়, ছেলে মেয়ে, বাপে বলে' ক'য়ে
সব হোলি খেলবি ত আয়;
যত মেয়ে যাবি সব সাথী পাবি,—
ঐ সানাই দাঁড়ায়ে রয়;
হেম নাচিবি রাণীর সনে, শ্যাম নাচিবি প্যারির সাথ
তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা নাচি, ধরাধরি হ
তা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা ধিনিতা নাচি, ধরাধরি হ
"হ'ল না," বলে রাম, "ঠিক্" বলিল শ্যাম,
"ও সানাই বাজনা ভুল,"
"ঠিক্" বলে হরি, "ঠিক্" বলে প্যারি,
"ঠিক্" বলিল মেয়ের কুল;

তখন সানাইরা সুমধুর, ফের বাজাইল সে সুর ;
অমনি ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা নাচে সবে ঘুর ঘুর ;
অমনি ধিনতা ধিনতা ধিনতা ধিনতা নাচে সবে ঘুর ঘুর ।
হ'লে প্রহর প্রায়, সবে বাগানে যায়,
সুরু করিল খেতে মেঠাই,
আরও চুমো খেতে, কে হারে জেতে,
বাজি ফেলিল মেয়েরা তাই ;
তখন মেয়েরা খানিক পরে, অমনি ঝগড়াটি সুরু করে,
বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও আর তোমাদের নেও ফিরে ;
বলে আমাদের চুমো ফিরিয়ে দেও আর তোমাদের নেও ফিরে ।
"যাই" বলে হরি, "যাই" বলে প্যারি,
"যাই" বলে গোপালকে রাই ;
"যাই" বলিল রাম ডেকে তাহার শ্যাম,
সবে বলে "আজ তবে যাই" ;—
কেউ ধীরে যায় কেউ বা ছোটে কেউ যায়, বা করিয়া দের,
সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য করে মিলিতে হোলিতে ফের ;
সবে বারো চুমো দিয়ে গেল সত্য করে মিলিতে হোলিতে ফের ।

———

O WILLIE WE HAVE MISSED YOU

ও শ্যাম এ কি তুই শ্যাম
এলি বাড়ি কি রে ?
তা'রা বলেছিল মিছে,
যে তুই আস্‌বি নে ক ফিরে ।—
দোরে শুনিনু তোর ধ্বনি,
হইনু আনন্দে বিভোর ;
কারণ চিনি খুব তোর পায়ের শব্দ,
গলার স্বরে তোর ;

এল গানের মত তাহা
  বিজন আঁধার ভিতর ;—
মোরা দেখি নি কত দিন তোরে, আয় রে শ্যাম ঘর।

  আছি, নিশি নিশি চেয়ে ;
  বিশেষ, আজিকার রাতি ;—
আগুন জ্বল্‌ছিল খুব ঘরে,
  জ্বালা ছিল ঘরের বাতি ;
ছিল, কাঁচাকুচিরা জেগে ;
  পরে, দশটা গেলে বেজে,—
চোখে এল ঘুম, তাই ঘুমিয়ে গ্যাছে
  ছিল যেখানে যে,
ভেবে আস্‌বি না ক আর ;
  (—ব্যগ্র শুন্‌তে রে তোর স্বর ;)—
মোরা দেখি নি কত দিন তোরে, আয় রে শ্যাম ঘর।

যেত দুখে দিবানিশি
  বড় বিহনেতে তোর ;
স্বপ্নে, দেখ্‌তুম শুধু তোরে ;
  —আয় ঘরে শ্যাম রে মোর।—
  কাল ছিনু রাতে বসি
  দুখে চাঁদের কিরণ তলে ;
যেন তোর পায়ের রব শুনে গেনু
  মুছে অশ্রুজলে ;
  পরে এলি না ক দেখে—
  এনু হতাশ অন্তর।—
মোরা দেখি নি কত দিন তোরে, আয় রে শ্যাম ঘর।

RULE BRITANIA

যখন নীলিমাজলধিহৃদয়ে,
উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে,
অমনি বিধান হইল প্রচার
হ'ল দৈববাণী দূর শূন্য দেশে—
"শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।"

"অন্য জাতি নহে সম ভাগ্যবান্,
নিয়তির ক্রমে হবে পরাজয় ;
যবে তুমিই রবে স্বাধীন, মহান্ ;—
জগতের হিংসা, জগতের ভয়।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

অতিক্রমি প্রতি বিদেশী আঘাতে
হবে তুমি আরো দীপ্ত, ভয়ঙ্কর ;
যথা ঘোর ঝঞ্ঝা ছিঁড়িলেও ব্যোমে
তব উক্ষতরু করে দৃঢ়তর ;—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

শাসিবে না কভু তোমারে বিজেতা,
প্রতি সে উদ্যম জাগাবে তোমার
মহত্ত্বের বহ্নি ;—হবে মাত্র মূল
তাদের নাশের তব মহিমার।
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

তোমার রাজত্ব প্রতি গ্রামে, দীপ্ত
হবে প্রতি পুর বাণিজ্য প্রভায় ;

হইবে তোমার পদানত সিন্ধু
প্রতি কূল তার সেবিবে তোমায় ;—
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।

কবিতাও চির-স্বাধীনতাসখী
রহিবে তোমার উপকূলে আসি ;
সুখী দ্বীপ! তুমি ধর স্বর্গশোভা,
ও যোগ্য মনুষ্যে রক্ষি শোভারাশি ;
শাস রে বৃটন তরঙ্গরাশি,
হবে না দাস বৃটনবাসী।"

UNDER THE GREEN WOOD TREE

পল্লবিত শ্যামতরুছায়
মোর সাথ শুইতে যে চায়,
গে'তে গান হরষ অন্তরে
মিলাইয়ে বিহগের স্বরে,
আয় রে এখানে, আয় রে আয়।
দেখিবি এ ঠাঁই—
কোন শত্রু নাই—
বিনা শীত, তাপ, প্রখর বায়।
কে ত্যজিয়ে উচ্চ অভিলাষ
রবিকরে করিবি রে বাস,
আহরিবি, খুঁজি বনে বনে,
যা পাইবি র'বি তুষ্ট মনে ;—
আয় রে এখানে, আয় রে আয়।
দেখিবি এ ঠাঁই—
কোন শত্রু নাই—
বিনা শীত, তাপ, প্রখর বায়।

BLOW BLOW THOU WINTER WIND

বহ বহ বাতাস আগুন
নহ তুমি এত নিদারুণ
যেমতি নরের কৃতঘ্নতা।
হোক তোর নিশ্বাস কঠোর,
দাঁতে নাই এত বিষ তোর,
কারণ অদৃশ্য তুই তথা।
তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে, কা'রে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মুখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।
তবে কা'রে নাহি কর ভয়
বেশ এ জীবনটি সুখময়।

দহ দহ নিঠুর তপন,
নহ এত অসহ্য দংশন
যেমতি কৃতের অস্মরণ।
বটে, তুমি জ্বালাও সংসার,
ও হুলেতে নাহি এত ধার,
বন্ধুত্বের বিস্মৃতি যেমন।
তুম্ তেরে দানা গাও তুম্ তেরে, কা'রে নাহি কর ভয়,
বন্ধুত্ব সব মুখের, প্রেম ও পাগলামি বৈ নয়।

——

WEEP NO MORE, LADIES

কেঁদ না রমণীকুল কেঁদ না রে আর,
চির শঠ পুরুষ পৃথ্বীর।
একটি পা জলে, স্থলে অন্যটি পা তা'র
একে কভু রহে না ক স্থির।
তবে কেঁদ না ক আর,
যাক্ যথা ইচ্ছা যার,
রহ হরষে রূপসি নিজ মনে ;

ক'রে দেও সব তব বিষাদের তান
'তুম্ তারে না তারে না তুম্ দনে।'

গেও না বিষাদ গান—গেও না মলিন,
দীর্ঘশ্বাস, ফেলি ; সাশ্রুজল ;—
পুরুষের প্রতারণা হেন চিরদিন,
যবে হতে বসন্ত শ্যামল ;
"তবে কেঁদ না ক আর" ইত্যাদি—

———

TAKE AWAY THOSE LIPS

যাও, নিয়ে যাও ও অধরদ্বয়,
কহিল যা এত মধুর ছলিয়া,
আর আঁখি ছুটি—দিনের উদয়—
ভ্রম হয় যাহা উষার বলিয়া।
ফিরে দেও মোর প্রণয় চুম্বন,
দি'নু যা'য়—কিন্তু বৃথা সে এখন।
লুকাও লুকাও উদাসীন ভাষা,
রাখে যা যতনে ও চারু হৃদয়,
উপরে সুন্দর পূর্ণ ভালবাসা,
ভিতরে অস্থির প্রতারণাময়।
কিন্তু আগে দেও ছাড়ি মম প্রাণ,
বেঁধেছ যা' বাঁধে—তুষার সমান।

———

HARK HARK, THE LARK

শোন্ শোন্ গায় আকাশে পাপিয়া ;—
জাগিয়া অরুণ ধীরে
অশ্বগুলি তার আসিতেছে নিয়া
কুসুম নীহার নীরে।

চম্পক মুকুল সোনার নয়ন
খুলে এখনও অস্ফুট,
জাগে চারি দিকে যা কিছু মোহন
দেবি, মে সুন্দরি—উঠ।

SOME FOLKS

কেউ কেউ করে হায়
কেউ কেউ করে, কেউ কেউ করে,
কেউ কেউ মর্‌তে চায়
আমি তুমি তার কেউ নই—
বেঁচে থাক সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত ;
যেন মজার বাদসাহ—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ হাস্‌তে পায় ভয়,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায়
কেউ কাঠ্ হাসিময়,
আমি তুমি তার কেউ নই ;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।
কেউ পায় পাকা চুল,
কেউ কেউ পায়, কেউ কেউ পায় ;
হয়ে শোকাকুল,—
আমি তুমি তার কেউ নই ;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত,

যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ কেউ চটেই রয়
কেউ কেউ রয়, কেউ কেউ রয়;
তারা শিগ্‌গীর গোল্লাই যায়,—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত;
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

কেউ কেউ খেটে খুন,
কেউ কেউ হয়, কেউ কেউ হয়
দিতে নিজের মুখে আগুন,—
আমি তুমি তার কেউ নই;
বেঁচে থাক্ সে হাসিখুসী প্রাণ সব
হাসে যারা দিন রাত,
যেন মজার বাদসাহ,—
যে বলুক্ না খুসী যে বাৎ।

ETHELDENE MAY

আমি কুড়ায়েছি কুসুম কাননে
তুলি, বসন্তের কিশোর মুকুল;
গেছি উপত্যকা গিরি পর্য্যটনে
যথা, উড়ে রম্য বিহঙ্গমকুল;
আমি, ভ্রমিয়াছি কত মহাপুরী
কত, সজ্জিত বিলাসী নিকেতনে;—
নাহি, পাখী, কি মুকুল, কি মাধুরী,—
হয় তুল মোর সরলার সনে।

কোমল নিশার তারা সম,
বিভাময়ী সম সে দিবার ;
মোর—জীবনেরই সুখ, মোর প্রাণের গরিমা,
কিশোরী—সে সরলা আমার।
আমি,—খুঁজিয়াছি মুকুতা সাগরে,
যাহা—বিরল সে গহ্বর মাঝার,
আমি—অন্বেষেছি খনি মণি তরে,—
যোগ্য নৃপতির দেহে জ্বলিবার ;
তবু—খুঁজি যদি বিশ্ব সমুদয়,
ঊষা হতে নিশাবধি, একমনে
নাহি—মুকুতা কি মণি প্রভাময়,
হয় তুল মোর সরলার সনে।

কোমল নিশার তারা সম ;
বিভাময়ী—সম সে দিবার ;
মোর—জীবনেরি সুখ, মোর—প্রাণের গরিমা,
কিশোরী সে সরলা আমার।

III

IRISH SONGS

LAST ROSE OF SUMMER

নিদাঘের শেষ গোলাপটি এ
একা আছে ফুটে,
সুকুমার তার সাথীরা সব
শুকিয়ে ধুলায় লুঠে ;
আপনার কেউ কুসুম কলি
কাছে নাইক তথায়,

হতে সুখে সমসুখী—
সমদুখী ব্যথায়।

যা'ব না ক ছেড়ে তোরে
একাকী রে গাছে ;
ঘুমো গে' যা, ঘুমিয়ে যেথা
শোভারাশি আছে।
দয়া করে পাতাগুলি
ছড়িয়ে দি তোর তবে,
শুয়ে যেথা তোর বিবাস, মৃত
বনের সাথী সবে।

আমিও যাই এমনি যেন
প্রণয় গেলে মরে' ;
প্রেমের উজ্বল মুকুট হ'তে
মাণিক গেলে ঝরে' ;—
গেলে শুকিয়ে প্রেমিক হৃদয়,
প্রিয়জনরা চলে',
কে চায় থাক্‌তে একা হায় এ
নীরস ধরাতলে।

WHEN HE WHO ADORES THEE

তোমার ভক্ত অনুরাগী চলে যাবে যখন শুধু—
অখ্যাতি ও দুখের স্মৃতি রাখি?
যখন তা'রা ডুব্‌বে জীবন অর্পিত যা তোমার পদে
ঝর্‌বে কি গো তোমার দুটি আঁখি—
কেঁদো ; যতই দুষুক শত্রু, তোমার চোখের জলে প্রিয়ে
ধুয়ে যাবে অপরাধ শত—

জানেন যিনি অন্তর্য্যামী তাদের কাছে দোষী হ'লেও
ছিলাম তোমার অতি অনুগত।

তোমার সাথে জড়ান মোর ছিল বাল্য প্রেমের স্বপন
জ্ঞানে প্রতি চিন্তা তব সনে ;
অন্তিমের ভিক্ষায় আমার জগতের পিতার পদে
তোমার কথা জাগিবে গো মনে ;
সুখী সে সব সখা প্রেমী তোমার গৌরব সুখের সময়
দেখ্‌তে যারা রইবে পরে জীয়ে ;
তার পরই প্রিয়বর এই বিধির প্রসাদে হেন
তোমার জন্যে মরার সুখটি প্রিয়ে।

GO WHERE GLORY WAITS THEE

যাও যেথা যশ আছে,
কিন্তু সে যশের মাঝে
আমায় একবার মনে কোরো ;

যখন অতি অধীর প্রাণে
শুন্‌বে আপন নামের গানে
আমায় একবার মনে কোরো ;
পাবে অন্য আলিঙ্গনে,
প্রিয়তর বন্ধুজনে ;
সব সুখ ও জীবনে
পাইবে মধুরতর ;—
যখন বন্ধু প্রিয়তম,
যখম সুখ মধুসম,
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন দেখ্‌বে, মধুর সাঁঝে,
সে তারাটি আকাশ মাঝে,
আমায় একবার মনে কোরো ;
আস্‌তে মোরা বাড়ী ফিরে
দেখ্‌তেম সে তারাটিরে ;—
আমায় একবার মনে কোরো।

নিদাঘ শেষে তরুশিরে
দেখ্‌বে যখন গোলাপটিরে,
ঘুমায়ে পড়িছে ধীরে
ঢুলে অতি মনোহর ;
তাহে, যে গাঁথিত হার,
ভাল বাস্‌তে তরে যার,
তারে একবার মনে কোরো।

যখন দেখ্‌বে চারি ধারে
শীতের পাতা গ্যাছে ঝরে,
আমায় একবার মনে কোরো ;
দেখ্‌বে যখন ছাদে বসি
শরতের পূর্ণশশী—
আমায় একবার মনে কোরো।

যখন শুন্‌বে প্রেম গানে,
ঢালিবে সে মধু কাণে,
হয়ত ডেকে দিবে এনে
একটি অশ্রু আঁখি'পর ;
তখন একবার কোরো মনে
গাইতাম আমি কি সব গানে ;
আমায় একবার মনে কোরো।

KATHLEEN O' MORE

আমার প্রিয়ায় আজো ভাবি যেন
দেখি পুনরায় ;
কিন্তু দুখী আমায় ফেলে চলে
গিয়াছে সে হায় ;—
বালা আমারি সে বিভা, মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

ছিল কালো তাহার আঁখি, কালো
উজল কেশরাশি ;
তা'র বর্ণ সদাই নূতন, নূতন
সদাই তাহার হাসি ;
এত রূপসী সে বিভা, মোর প্রিয়তমা বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

সে দুইত ধলা গাইটা, সে গাই
রইত তখন স্থির ;
ছিল তুষ্ট সবার কাছে, কিন্তু
তাহার কাছে ধীর ;
এত ভাল ছিল বিভা, মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

একদিন শীতের সন্ধ্যায় প্রিয়া, ছিল
দোরের ধারে বসি',
শুন্‌তে বায়ুর মৃদু স্বরে, দেখ্‌তে
সায়াহ্নের শশী ;—
এমনি চিন্তাশীলা বিভা, মোর অভাগিনী বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।

বইল কুঞ্জের চারি ধারে, শীতের
রাতের কঠোর বায় ;

প্রিয়া সে বায়ুর হিমেতে ক্রমে
শুকাইল হায় ;—
তাই, হারানু মোর বিভায়, বালা আমারি সে বিভা,—
রে বিভাবতী মোর।—

সব পাখীর চেয়ে ভাল বাসি
ঘুঘু পাখীটিরে,
যে বাসা বেঁধে আছে ওই
নদীটির তীরে ;
যেন বিভায় ভাবি দুখে থাকে নদীর পানে চেয়ে,—
সে বিভাবতী মোর।

ERIN OH ERIN

যথা, রাবণের চিতা ধরণীর বুকে
জ্বলে যুগ যুগ বাহি কি ঝড় তিমির,
তথা বীরের হৃদয় সুগভীর দুখে
রহে অক্ষুব্ধ, অনম্য, অস্তিমিত, স্থির।
এরিন্ ও এরিন্ আজো প্রাণ তোর
জ্বলে উজলি অশ্রুর এ তিমির ঘোর।

আজ কত জাতি মৃত, তোর এ যৌবন,
কত সূর্য্য অস্তমিত তোর ত এ ভোর ;
আজ যদিও রে মেঘে ঢেকেছে আনন
জ্যোতি আবার ঘেরিবে মুখখানি তোর ;
এরিন্ ও এরিন্ দুখী এত দিন,—
তুই হাসিবি সকলে হ'লেও মলিন।

থাকে, দারুণ শিশিরে পত্রে মাত্র ঢাকা
শুধু— ঘুমায়ে অশোকশিশুফুলরাশি—

যবে, বসন্ত আসিয়া খুলে দেয় পাখা—
তা'রা জেগে উঠে সব পুনরায় হাসি—
এরিন্ ও এরিন্ শীত নাহি আর,
তোর, ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য জাগিবে আবার।

BELIEVE ME IF ALL THOSE ENDEARING YOUNG CHARM

জেনো যদি তোমার চারু যৌবনের ও রূপরাশি,
দেখি যাহে প্রেমভরে কত ;
কাল আমার আলিঙ্গনে মিলাইয়া যায় আসি
স্বপ্নলব্ধ ঐশ্বর্য্যের মত ;
তবু তুমি পূজ্য রবে তেমতি, এখন যথা,
—যাক্ চ'লে মাধুরী তোমার ;
রবে প্রাণের প্রতি বাঞ্ছা জড়াইয়ে শ্যামলতায়
সেই প্রিয় ধ্বংসের চারি ধার।

যখনই তোমার প্রিয়ে যৌবন গরিমা রহে,
অশ্রু দেয় নি দেখা গণ্ড'পর,
তখনই প্রাণের শুধু ভক্তি ভালবাসা নহে,—
কালে তাহা হয় প্রিয়তর।
না, না ; যে প্রাণ ভালবাসে বিস্মরণ নাহি জানে,
অন্তিমেও সম স্থির রহে ;—
যথা সূর্য্যমুখী থাকে চেয়ে তার নাথ পানে,
সম ভাবে কি অস্তে উদয়ে।

OFT IN THE STILLY NIGHT

কভু, যখন নীরব রাতি
যবে, নয়ন মুদে নি নিদে

স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি
ভূত জীবনকাহিনী, হৃদে।

বাল্য-অশ্রু ও হাসি
কত জাগায় আসি,
কত, প্রিয়কথা মাখা প্রেমে ;
আঁখি কিরণ ভরা
—আজ মলিন, মরা—
ফুল্ল হৃদয়, গ্যাছে যা ভেঙ্গে।
হেন, যখন নীরব রাতি,
যবে, নয়ন মুদে নি নিদে,
স্মৃতি, জাগায় ধরিয়ে বাতি,
ভূত জীবনকাহিনী, হৃদে।

যবে, সখারা স্মরণে আসে
ছিল, হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা ;—
ঝ'রে পড়েছে দেখেছি পাশে,
যেন শিশিরে গাছের পাতা।

মনে হয় রে হেন,
একা বেড়াই যেন
কোন বিজন উৎসব ঘরে ;
মৃত আলোক যার,
শুকা কুসুমহার
আছি আমিই একাকী পড়ে।
হেন যখন নীরব রাতি,
যবে নয়ন মুদে নি নিদে,
স্মৃতি দেখায় ধরিয়ে বাতি
ভূত জীবনকাহিনী, হৃদে।

আষাঢ়ে
বা
গুটিকতক হাসির গল্প

[৪ ডিসেম্বর ১৯১১ তারিখে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

"আষাঢ়ে"র গল্পগুলি প্রায় সবই ইতিপূর্ব্বে সাধনা, সাহিত্য ও প্রদীপে বাহির হইয়াছিল। অদ্য সেই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি একত্রে প্রকাশিত হইল।

এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু, যেরূপ বিষয়, সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন? গুটিকতক ছাপার ভুল পাঠকেরা অনায়াসে নিজে সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

গ্রন্থকারস্য

কেরাণী

(১)

খেটে খেটে খেটে—
সারাদিনটা আপিসেতে কাগজপত্তর ঘেঁটে,
লিখে লিখে ব্যথা হলো আঙ্গুলগুলোর গিটে—
যেন, একসা' হয়ে গেল মাজায় ঘাড়ে পীঠে,
পায়ে ধর্‌ল বাত,
অসাড় হলো হাত,
খেটে খেটে, লিখে লিখে, সকাল থেকে রাত ;
কোথায় সেই ১০৷৷, আর কোথায় সেই ৬টা,
শরীর হলো আগুন—এবং মেজাজ হলো চটা।

(২)

খেটে খেটে খেটে—
মুখে চারটি অন্ন গুঁজে, চাপকান গায়ে এঁটে,
আপিসে যাই ঊর্দ্ধশ্বাসে একটু না থেমে,
ওছট্ এবং ধূলো খেয়ে, দুপর রোদে, ঘেমে ;
হুঁকো টেনে কোসে',
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে',
দিস্তেখানিক কাগজেতে কলম ঘোষে' ঘোষে',
মাথায় বেরোল ঘাম ;—এবং ঠোঁটে লাগ্‌লো কালি,
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি।

(৩)

খেটে খেটে খেটে—
আসি রোজই মুনিবের শ্রীপদযুগ চেটে ;—
দীনমূর্ত্তি দেখিলেই মুনিবও যান ক্ষেপে,
রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলেই ভৃত্য উঠে কেঁপে ;

তদীয় এক তাড়ায়
যেন বা ভূত ঝাড়ায় ;
ইচ্ছা হয় যে চলে' যাই—দূৎ !—ছেড়ে এই পাড়ায় ;
স্ত্রীর উপরে হয় বিরাগ ; জীবনে হয় ঘৃণা ;
সংসারও হয় অসহ্যপ্রায় গুড়ুগুড়ি বিনা।

(৪)

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি শ্রান্ত-দেহে দু ক্রোশখানিক হেঁটে,—
গাড়ুতে নেই জলবিন্দু ; গামছা গেছে হারিয়ে ;
ছুতোর আজও চারপায়খানা দেয়ও নি ক সারিয়ে ;
ধুতি গেছে উড়ে ;
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট চটি বিছানায় আর একপাট আঁস্তাকুড়ে ;
বিশু গেছে বাজারেতে ;—ঘুমোয় রামা কুড়ে ;
বামন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।

(৫)

খেটে খেটে খেটে,—
আপিস ছেড়ে এলাম যদি আপনারই 'ষ্টেটে',—
কোণেতে জড়ানো দেখি তক্তাপোষের পাটি ;
ফরাসের সতরঞ্চে এক কোমর মাটি ;
পুত্ররত্ন গিয়ে
হুঁকোগাছটি নিয়ে,
ভেঙ্গে সেটি, কালি মেখে, কল্কে ফেলে দিয়ে,
ঘুনসি' পোরে তাকিয়াতে কর্চ্চেন বোসে নৃত্য ;—
ঘুমোচ্চেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় রামকান্ত ভৃত্য।

(৬)

খেটে খেটে খেটে—
অগ্নিতুল্য একেবারে হঠাৎ ভীষণ 'রেটে'

পুত্রকে দিলাম চড়, রামাকে দিলাম লাথি ;
পুত্র কোল্লেন 'ভ্যা,' ও কোল্ল 'কোঁৎ' রামা হাতি।
বোল্লেম "রামা পাজি !
এখনি যা, সাজি'
নিয়ে আয় রে তামাক, নইলে প্রলয় হবে আজি ;
লক্ষীছাড়া, শুয়োর, ষণ্ডা, ঘুমোচ্ছিস যে গাধা,
আমার ফরাসে যে,—পায়ের পঁচিশ বস্তা কাদা।"

(৭)

খেটে খেটে খেটে—
ক্ষুধায় যেন বাড়বাগ্নি জ্বলে যাচ্ছে পেটে ;—
বাহিরের যে অবস্থাটা শোচনীয় দেখে,
এলাম যদি বাড়ীর মধ্যে চাপকান বাইরে রেখে,
খেতে খেতে খাবি,
জলখাবারটি ভাবি' ;
—দেখি সব ফক্কিকার—গিন্নির হারিয়ে গেছে চাবি ;
—আসে নাইক সন্দেশ, দুগ্ধ ফেলে দিয়েছে মেয়ে ;
গ্যাছে সকল রুটিগুলো কুকুরেতে খেয়ে।

(৮)

খেটে খেটে খেটে—
—বল্‌তে আপন দুঃখের কথা হৃদয় যায় গো ফেটে—
চাইলাম গিয়ে অন্ন ত গৃহিণী এলেন তেড়ে,
তাঁর সে সুদর্শনচক্র, স্বর্ণনথটি নেড়ে ;—
"সারাদিনটা খাটি',
শরীর ক'রে মাটি,
পোড়ার মুখো ! কাহিল হোলাম যেন একটি কাটি ;
ছেলে কোলে, বেড়িয়ে বেড়িয়ে, ফুলে গেল পা-টা ;
তবু বলে শুয়ে আছ,—নিয়ে আয় ত ঝাঁটা।"

(৯)

খেটে খেটে খেটে,—
মাথায় ধুলো, দেহে ঘর্ম্ম, বাড়বাগ্নি পেটে,—
এলাম তখন প্রিয়া, শচী, ইন্দ্রপুরী ছাড়ি,
একেবারে বাহিরেতে সটাং দিয়ে পাড়ি ;
—হায় রে অধর্ম্ম !
ছেড়ে সকল কর্ম্ম,
যাহার গয়না দিতে দিতে বেরিয়ে যায় গো ঘর্ম্ম,
সেই না ধায় ঝাঁটা নিয়ে বোলে 'পোড়ার মুখো'
—কলিকাল !—যাক্—অরে রামা নিয়ে আয় ত হুঁকো।

(১০)

খেটে খেটে খেটে ;—
পারিবারিক ব্যাপার ফেলে হৃদয় থেকে ছেঁটে ;
ভৃত্য রামকান্ত কর্ত্তৃক তামাক হ'লে সাজা',
দিলাম দু তিন টান ও তখন ভাবলাম 'আমি রাজা'।
দিয়ে হুড়ো তাড়া
প্রদীপ কল্লেম্ খাড়া
ডেস্কোর উপর, এবং পরে ফরাস হ'লে ঝাড়া,
বসলেম্ গিয়ে তদুপরি পেতে একটি পাটি ;
তবলা নিয়ে ধাঁই ক'রে দিলাম দু তিন চাঁটী।

(১১)

খেটে খেটে খেটে ;—
এলে কটি এয়ার বক্সি দু চা'র পাড়া ঝেঁটে,
চল্লিশ বাজি তাস এবং চৌদ্দ বাজি পাশা,
খেলে, উঠে হ'ল খেতে বাড়ীর মধ্যে আসা।
রাঁধুনীর কি গুণ—
ডালে বেজায় নুন ;
মুখও গেল পুড়ে—পানে বিষম রকম চূণ ;—

রাঁধুনীকে বোকে এবং গিন্নীর উপর রেগে,
দিলাম পাড়ি শয়নের শ্রীবৈকুণ্ঠেতে বেগে।

(১২)

খেটে খেটে খেটে—
এলাম যদি ক্রুদ্ধমতি অন্নপূর্ণা ভেটে,
অন্নপূর্ণার বিমুদিত ইন্দীবর আঁখি,
বুঝলাম খাসা তখনই যে গিন্নীর সবই ফাঁকি ;—
গোঁফে দিয়ে চাড়া,
নথে দিলাম নাড়া ;
গিন্নী উঠলেন 'ফোঁস' ক'রে, সর্পের মত খাড়া ;
—বেধে গেল যুদ্ধ ; হ'ল বরিষণ প্রীতি-
পূর্ণ বহু ভাষা ; পড়্‌ল ঘুমের দফায় ইতি।

(১৩)

"খেটে খেটে খেটে"
বল্লেন তিনি "কড়া পড়্‌ল হাতে বাট্‌না বেটে—
গায়ে হ'ল বাত, আর মাথার চুলও গেল উঠে,
মেয়ে কোলে ক'রে ক'রে ;—আমি কি তোর মুটে ?
—হায় গো কোন্ পাপে
হতচ্ছাড়া কাপে
কুলীনের মেয়েকে নিয়ে বিয়ে দিল বাপে ?
তার উপরে চোপা ! আবার আমার উপর চটা !
নিয়ে আয় না আন্‌তে পারিস আমার মত ক'টা ?

(১৪)

"খেটে খেটে খেটে
হ'লাম কি, ছাখ্ রে নির্লজ্জ পাষণ্ড, বোম্বেটে।"
—দৌড়ল রসনা গিন্নীর দ্রুত এবং সটাং ;
তদুপরি আমার মেজাজ ছিল সে দিন চটাং ;

আর ও অভ্যাস দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,—
সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা ;
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে—অতি পরিপাটী
সোজা গিন্নীর বাঁ মস্তকে দিলাম একটি চাঁটী।

(১৫)

খেটে খেটে খেটে
হয় ত গিন্নী ছিলেন কিছু কাবু ; নয়ত ফেটে
কিম্বা ছিঁড়ে গেল কোন শিরা কিম্বা ধমনী ;
তাহা সঠিক জানি না ক ; কিন্তু জানি, অমনি
গিন্নী সেই চড়ে,
সটাং গেলেন পড়ে'
মূর্চ্ছায় ; যেন তালবৃক্ষ আশ্বিনের ঝড়ে ;
আর যখন জ্ঞান হ'ল, এমন বদ্‌লে গেল খাঁটী
তাঁহার সেই মেজাজ—যে সে অতি পরিপাটী।

(১৬)

খেটে খেটে খেটে—
অস্থি হ'ল মাটি ; এবং গৃহ হ'ল মেটে ;
শয্যা হ'ল তক্তাপোষ ; আর না খেয়ে না দেয়ে,
ব্যতিব্যস্ত নিয়ে তিনটি আইবুড় মেয়ে ;
বেছে বুড় বরে
ভাল কুলীনঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয় ও বিষম কষ্ট ক'রে,
স্ত্রী, হোলেন গতাসু, কি করি ? শোকতপ্ত অমনি—
আমি কল্লাম বিয়ে একটি ন' বর্ষীয়া রমণী।

(১৭)

খেটে খেটে খেটে—
হয়ে গেলাম ঘোরতর কাহিল এবং বেঁটে ;—

প'ড়ে গেল কপালেতে বড় বড় রেখা ;
কাণে যায় না শোনা ; ভাল চোখে যায় না দেখা ;
চল্লিশ বছর থেকেই
চুলও গেল পেকে ;
মাংসও গেল ঝুলে ; সুঠাম শরীর গেল বেঁকে ;
দাঁতও হ'ল জীর্ণ ; এবং ভুঁড়ি গেল থেমে ;
চিবুক গেল উঠে ;—এবং নাক গেল নেমে।

(১৮)

খেটে খেটে খেটে—
দিবস গেল মাসও গেল বর্ষ গেল কেটে—
স্ত্রীর, মেয়ের ভাবনায়ই বাঙালী বাবু
খেটে খেটে, না খেয়ে চল্লিশেই কাবু ;—
ক্রমে এবং ক্রমে,
রক্ত গেল জমে',
শীর্ণ হ'ল দেহ ; দেহের জোরও গেল কমে',
মাথাটা বসে না যেন ভাল আর এ ঘাড়ে ;
মাংসে ধরল ছাতা ;—শেষে ঘুণও ধরল হাড়ে।

(১৯)

খেটে খেটে খেটে—
যে কয়টা দিন বাকি আছে তাও যাবে কেটে ;
বিধাতার সেই আদালতে পরকালে গিয়ে,
উত্তর দেবার আছে—"দিইছি তিনটি মেয়ের বিয়ে ;
তাহাই আমার ধর্ম্ম ;
তাহাই আমার কর্ম্ম ;
মেয়ের বিয়ে দিতে দিতে বেরিয়ে গেছে ঘর্ম্ম ;
আর নিজে তুই বিয়ে কোরে ফুরিয়ে গেল 'প্রময়' ;
অন্য কিছু করিবারে পাই নি ক সময়।"

———

শ্রীহরি গোস্বামী

(চূড়ামণির অভিশাপ)

(১)

একদা শ্রীহরি, প্যাণ্ট্‌টা কোট্‌টা পরি'
খাচ্ছিলেন ত টেবিলেতে কাট্‌লেট্‌ রোষ্ট ক্যরি ;
চতুর্দ্দিকে বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি,
ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন—হিন্দুধর্ম্মখনি ;
ছিলেন সঙ্গে অন্য আরো মান্য গণ্য,
বিশেষ লক্ষ্য (টিকীর দৈর্ঘ্যে) মহেশ চূড়ামণি ।

(২)

মহাত্মাদের ক'টি পদতলে চটি,
কটিদেশে ধুতি গরদ কিম্বা সুতি,
একটি একটি নামাবলী সবারই বিরাজে ;
(আহা—কৃষ্ণনামাবলী বিনা ভক্তেরে কি সাজে ?)
কপালেতে ফোঁটা সরু কিম্বা মোটা,
গায়ে সোজা বাঁকা হরির নামটি আঁকা ;
একটি একটি টিকী ঝুলে প্রতি স্কন্ধোপরি ;
(—টিকী মান্য—টিকী গণ্য—টিকীতেই হরি !)

(৩)

এই অতি গম্ভীর সভা ; সবাই ধ্যানে মগ্ন ;
ছুরি এবং ফর্কে,— ধারাল সব তর্কে,
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন কচ্ছেন ব'সে ভগ্ন ;
সবার হৃদয় ভক্তিপূর্ণ, সবার বাক্য স্তব্ধ,
ঠুন্‌ক ঠিনিক টঙাস ভিন্ন নাই ক কোনই শব্দ ;
কেবল টিকী নেড়ে—"মধুর—বাহা—বেড়ে"—
একবার বল্লেন চূড়ামণি—পুনঃ সবাই স্তব্ধ ;
—হ'ল একটু ভুল —ভাবী তর্কের মূল,

সে "মধুর"টা হরির নাম কি পক্ষী মাংসের ঝোল,
শ্রোতৃবর্গ মধ্যে কিঞ্চিৎ রয়ে গেল গোল।

(৪)

যা হোক— ডিনার সাবাড় কবি সুরাপানে রত,
(নাটক অন্তে অভিনয়ে প্রহসনের মত)
গুম্ফহীন ও শ্মশ্রুহীন সেই মহামতি যত ;
তখন—চূড়ামণি— বিধর্ম্মীদের শনি—
উঠ্‌লেন হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যায় ; উত্থিত অমনি
করতালি, "সাবাস" "সাবাস" ধ্বনি গৃহ হ'তে,
—গেলাস হাতে ল'য়ে ভাবে বিভোর হ'য়ে,
উঠ্‌লেন তিনি হিন্দুধর্ম্ম ঘোষিতে জগতে ;—

(৫)

"আমি জানি বেশ—কচ্ছি যাহা পেশ
আপনাদের কাছে,—যে বৈকুণ্ঠে হৃষীকেশ,
ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে, এবং কৈলাসে মহেশ,
এ তিন ভায়ার মধ্যে—(বটে জানি না কে জ্যেষ্ঠ),
এ তিন ভায়ার মধ্যে ভায়া হৃষীকেশই শ্রেষ্ঠ।
দ্বাপর যুগে কংস এবং ত্রেতাযুগে রাবণ
কল্লেন যিনি নিধন—সে শ্রীহরি পতিতপাবন,
সেই হরিই ধন্য ; তিনি ভিন্ন অন্য
নরের নাই ক গতি—আহা ! হরিনামের তথ্য
অতি গূঢ়—এ জগতে হরিনামই সত্য।

(৬)

"হা বাঙ্গালি নব্য ; হ'য়ে একটু সভ্য
বিজ্ঞানের ক খ গ পড়ি করে কতই গর্ব্ব—
ডুবছে 'খাবি খাচ্ছে সবে' সভ্যতা হিল্লোলে ;
হায় ব্যাসের কর্ম্ম, হায় মনুর মর্ম্ম,
ডুবলো কি এ কলিকালে মুর্গীর ঝোলে" ?

(৭)

(এখন—ইহার বৈজ্ঞানিকী ব্যাখ্যা নাহি জানি,
যদিও শাস্ত্রীয় কথা ভীষণ রকম মানি,
'—যে মরে সে মরে ; ব্রহ্মার বাপের বরে
বাঁচাতে পারে না একবার ম'রে গেলে প্রাণী ;
বরং তাহা নেহাৎ একেবারে বেহাত।
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত অসাড়, হিম, বেবাক্ তার ;
—হাজার আসুক কবিরাজ আব হাজার আসুক ডাক্তার।'

(৮)

তাই বল্‌ছি—যে যদিও এর কারণটি না জানি,
—হয় বক্তার হজমে নি ভাল কট্‌লেট কি চপখানি,
কিম্বা ক্যরি স্বাদু ; কি সর্ব্বৈব যাদু ;
কিম্বা সবই শ্রীহরিরই প্রকাণ্ড সয়তানী ;
—তাহাতে দিব না মত। সে যা হোক্ না, নির্ভীক
হ'য়ে এই কথাটি আমি বল্‌তে পারি ঠিক্)
যখন "মুরগীর ঝোলে" এই কথাটি বোলে,
উঠ্‌লেন বক্তা—তারই ডাকটি বক্তার পেটে যেন—
শুন্‌লেন সবাই—ব্যাস কি মনু যা বলুন না কেন।

(৯)

সবাই উঠ্‌লেন হেসে, বক্তা গেলেন ফেঁসে,
সবার পানে চেয়ে, হিঁদুয়ানী রকম কেশে,
বল্লেন একটু অপ্রতিভ সে চূড়ামণি শেষে ;—
"না,—না ; একি—একি অতি অসম্ভব কথা।
তোমরা কি উল্‌টাতে চাও মরণেরও প্রথা ?
চিরকালটা জান— শাস্ত্র নাহি মান ?
খেলে কি উদরের মধ্যে করে জন্তু শব্দ ?
বিশেষ—টিকীর প্রভাবে সব হজম এবং স্তব্ধ।

(১০)

যতক্ষণটা আছে ফোঁটা নাকের কাছে,
নামাবলী বুকে, হরিনামটি মুখে,
—আর আর এই হজমি গুলি—তাই ত এঁ্যা সে কি ?"
মাথায় হস্ত দিয়ে বক্তা দেখেন নাইক টিকী—

(১১)

সকলেই ত্রস্ত, সবাই দারুণ ব্যস্ত—
দেওয়ালে, পাখাতে, মেঝে দেখে দিয়ে হস্ত ;
খোঁজে পাতি পাতি ক'রে চূড়ামণির চূড়ো—
নইলে চূড়ামণি উঠিয়ে এক্ষণি
অভিশাপে বিশ্বজগৎ ক'রে দিবেন গুঁড়ো ;
ঠেকাতে পারবে না কারো হারাধনখুড়ো।

(১২)

সবাই টেবিল নাড়ে, নামাবলী ঝাড়ে,
সবাই দেখে হস্ত দিয়ে আপন আপন ঘাড়ে ;
কেউ বা ঝাড়ে কোঁচা ; কেউ বা মারে খোঁচা
টেবিলেরই নীচে ; কেউ বা ম্যাটিন খিঁচে ;
চেয়ারগুলো দিলে উল্টে—সবই হ'ল মিছে ;
সবাই বল্লে শেষে,—পাওয়া যাবে না সে চূড়ো,
যদি সবাই খুঁজে খুঁজে হ'য়ে যায় বুড়ো ;

(১৩)

—মণিহারা ফণী —তখন চূড়ামণি—
চূড়ো গেছে উড়ে—হায় গো যেন দুষ্ট শনি,
দৃষ্টে গণপতির মুণ্ড অদৃশ্য অমনি ;
অগস্ত্যকে দেখে বিন্ধ্যাচলে থেকে
গত নত হত শৃঙ্গ হায় রে যেমনি ;—
তখন উঠে চূড়ামণি বিশ্বামিত্র সম,

দেখালেন স্বকীয় বীর্য্য, ধর্ম্মপরাক্রম—
বল্লেন "ওরে নিয়ে আয় বেদ পুরাণ এবং মনু,
যে নিয়েছে টিকী তারে ক'রে দিব হনু,—"
চারি দিকে দেখে, উপস্থিতে ডেকে,
শাপ দিলেন টিকী-চোরে মনু পুরাণ থেকে।

(১৪)

"যে নিয়েছে টিকী আমি শাপ দিলাম তাকে,
হবেই সে বিপদ্‌গ্রস্ত যেখানে সে থাকে ;
তার পায়ে হয়ে বাত ;—সে উঠ্‌তে হবে কাৎ ;
খেতে খেতে গলায় লেগে বেধে যাবে ভাত ;
খিল্‌ লাগ্‌বে হাস্‌তে ; বিষম লাগ্‌বে কাশতে ;
—দিনে দুপুরেতে, ওছট খাবে যেতে ;
শুতে লাগ্‌বে মশা, আর বস্‌তে লাগ্‌বে মাছি ;
নেতে খেতে যেতে পড়্‌বে টিক্‌টিকী আর হাঁচি।

(১৫)

"সে—পাবে না ভোজ খেতে রম্ভাপত্র পেতে ;
পাবে না সে দইয়ের এবং চিঁড়ের এবং 'কলার' ;
সন্দেশ এবং মনোহরার মধুর মিষ্ট 'ফলার' ;
পাবে না সে গজা ; পরমান্নের মজা ;
পাবে না সে মিঠাই মণ্ডা, রাব্‌ড়ি খুরী খুরী ;
ডাক্‌বে না তায় নেমন্তন্নে গোবিন্দ চৌধুরী ;
হারাবে তার থালা বাটি, হারাবে তার ঘটি ;
হারাবে তার ধুতি চাদর, হারাবে তার চটি ;
তদুপরি সেই বেটা—কচ্ছি এরূপ অনুমান—
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হয়ে যাবে হনুমান।"

(১৬)

তর্কচূড়ামণি উক্ত অভিশাপটি দিয়ে
চোলে গেলেন চো'টে, আপন চটি চাদর নিয়ে ;

যদিও সেই অভিশাপে ব্যাকরণের ভ্রম,
এবং সাধু বঙ্গভাষার একটু ব্যতিক্রম,—
বোধ হয় কণ্ঠরোধে, বিরক্তিতে, ক্রোধে,—
কিন্তু কেউ—শুনি নি কভু এমন অভিশাপ ;
সবাই বল্লে একস্বরে 'বাপ্ রে—বাপ্'।

(১৭)

ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়্ল শ্রীহরির সয়তানী ;
শ্রীহরিই যে টিকী-চোর তা সবাই ফেল্ল জানি ;—
মত্ত সুরাপানে ছিলেন চূড়ামণি যবে,
সে সময়ে দুষ্টমতি শ্রীহরি, হবে,
ছোট কাঁচি দিয়ে টিকী কেটে নিয়ে,
দিয়েছিল ছুঁড়ে ফেলে বারান্দায় গিয়ে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(১)

বর্ষা যায় কেটে ; চূড়ামণির পেটে
হজম্ হ'ল ক্যট্লেট্ ক্যরি ক্রমে দ্রুত 'রেটে' ;
দেখা দিল টিকী আরও লম্বা, আরো ভাল,
আধ্যাত্মিক—ও একেবারে মিষ—মিষে কালো।

(২)

এদিকে শ্রীহরি প্যাণ্ট কোট পরি',
খেতে লাগ্লেন ঘরে ব'সে ক্যট্লেট্ চপ্ ও ক্যরি।
মহাত্মাদের সাজে, হিতকর কাজে,
তর্করত্ন আদি সেথা আসেন মাঝে মাঝে ;
"সুরাই অমৃত ; আহা—ক্যট্লেট্ই সুধা,
নিবারে যা চিরকালটা দেবগণের ক্ষুধা ;
শ্রীহরিই ইন্দ্র, এবং গোস্বামিনীই শচী"—
দিলেন গোপাল শাস্ত্রী নূতন শাস্ত্র রচি'।

(৩)

—শ্রীহরিরও ক্রমে, জানি না কি ভ্রমে,
জানি না যে প্রকৃতির কি অবৈধ নিয়মে,
হ'ল দুইটী পুত্র— (সে ত হয়ও নিজ পাপে)
আর এক কন্যা—সেটী কিন্তু চূড়ামণির শাপে।

(৪)

"এই বারটী শ্রীহরি ভায়া দেখুক মজাটি কি"—
বল্লেন বিদ্যাবাগীশ "দেখুক্ রাখ্‌বে না ত টিকী ;
কাট্‌বে না ও ফোঁটা—আরও রাখ্‌বে গোঁফ দাড়ি ;
কর ওরে একঘরে, আর যাব না ওর বাড়ী ;
যাব না ও পাড়া, কেবল রাতে ছাড়া
দু' একটী বার মাত্র, চ'ড়ে শ্রীহরিরই গাড়ী।"

(৫)

সময় যায় ত চ'লে মহাগণ্ডগোলে ;
শ্রীহরি একঘরে, তাই ক্রোধভরে
রাতে খান চপ্ রোষ্ট ও ক্যারি আরো বেশী ক'রে ;
মহাত্মারাও এসে মাঝে মাঝে, হেসে,
ক্যারি চপ্ ঠেসে খেয়ে, অবশেষে
দিয়ে যান বিজ্ঞ বিজ্ঞ ধর্ম্ম-উপদেশে !

(৬)

শ্রীহরির দুঃখ—ছেলে দুটী মূর্খ ;
তার উপরে তা'দের আবার স্বভাবটাও রুক্ষ ;
একটি চুপে চুপে, কি জানি কি রূপে
যোগাড় ক'রে টাকা, একেবারে ছাঁকা
বম্বে যাব ব'লে বিলেত গেল চ'লে ;
দ্বিতীয়টি হ'ল ফেল্ তিনটি বার 'এল্ এ,' ;
এইরূপ দাঁড়াল ত শ্রীহরির দুই ছেলে।

(৭)

হেমাঙ্গিনীর ক্রমে প্রকৃতির ভ্রমে
বয়সটা বাড়েই—কভু একটু না কমে ;
ক্রমে হেমাঙ্গিনী—হ'য়ে উঠ্‌লেন তিনি
রূপে সাক্ষাৎ রতি, বিদ্যায় সরস্বতী,
—সতীত্বে সাবিত্রী, পাকে দ্রৌপদী সুন্দরী ;
উঠ্‌লেন ক্রমে বোধোদয় পাঠসাঙ্গ করি।

(৮)

শ্রীহরি করেন তাঁর মেয়ের বিবাহসম্বন্ধ,
কিন্তু পাত্রটাত্রের মোটে নাই ক নামগন্ধ ;
দিল না কেউ বরে গোস্বামিজীর ঘরে ;
—"প্রকাশ্যে খায় মুর্গী" ব'লে দিলও 'গালি মন্দ' ;
সকলেই খুসি, গোস্বামিজী রুষি,
কল্লেন শেষে পণ্ডিতদিগের খানা দেওয়া বন্ধ।

(৯)

একদিন মিষ্টার এম্ এন্ সরকার হীরালালকে দিয়ে
পাঠালেন ত ব'লে, তাঁর সঙ্গে হ'লে
শ্রীহরি দেন কি তাঁর কন্যা হেমাঙ্গিনীর বিয়ে ?
মিষ্টার বোসের কি না, আসল কথাটা ভিতরকার ;
হয়েছিল হাজার দু'চ্চার নিতান্তই দরকার।
এখন—মিষ্টার বোস্ নাহি কোনই দোষ,
ব্যারিষ্টার—শ্রীহরির ত বড়ই 'সন্তোষ' ;
তিনি একটু হেসে, পা দুলিয়ে, কেশে,
পরে একবার মাথা নেড়ে, বারান্দায় এসে,
নীচে পানে তাকিয়ে ত দিলেন একটী তুড়ি ;
এমন সময় উপস্থিত হরিদাসী খুড়ী।

(১০)

"তাই ত এ খুড়ী যে ; কাকি ! বাড়ীর সব ভাল ত ?
প্রণাম হই"—"বাপ বেঁচে থাক বছর পঞ্চ শত ;
ধনে পুত্রে হ'ও বাবা লক্ষ্মীশ্বরের মত" ;
(—লক্ষ্মীশ্বরের আপাততঃ ছিল ক'য়টী ছেলে,
এ কথা যদিও বড় পুরাণে না মেলে)
—নানান্ কথার পরে খুড়ী বল্লেন "অরে
ত্থাখ্ ত শ্রীহরি সুগণনা করি',
আমাদের ঐ হেমাঙ্গিনীর ঠিক্ বয়স কত হ'ল" ;
—"আমাদের ত বহুৎ হ'ল, হেমাঙ্গিনীর ষোল" ;
—"বলিস্ কি রে ? তবে ওর বিয়ের কি হবে" !!
খুড়ী হ'লেন মূর্চ্ছাপ্রায় ত ; "বিয়ে হ'বে কবে ?"
"বিয়ের চারি দিক্ সকলই ত ঠিক্
পাত্রেরই ত গোল।—তা খুড়ী যদি বিয়েই দরকার,
মিলেছে এক ভাল পাত্র মিষ্টার এম্ এন্ সরকার।"
"সে কে ?" "জ্ঞান সরকারের ছেলে" ; খুড়ী ত অবাক্—
"সে কি রে ?" শ্রীহরি বল্লেন "সমস্ত ঠিক্ ঠাক্।"

(১১)

এবার কিন্তু সত্য সত্যই মূর্চ্ছা গেলেন খুড়ী ;
শেষে জ্ঞানটি হ'ল যখন—তখন তিনি বুড়ী ;
বয়সও তাঁর বেড়ে গেল হঠাৎ দুই কুড়ি ;
কেশগুচ্ছ গেল পেকে, প'ড়ে গেল দাঁত,
নাকও গেল ঝুলে—আর—আর এ সব অকস্মাৎ !!!
শ্রীহরি ত নেই !—বলেন "এ ই এঁ ই—
তাই ত—এও কি হয়—এ কি হ'ল—কি উৎপাত।"

(১২)

সে দিনটা ত গেল, পরের দিনটা এল,
তখন খুড়ীর 'গতর' যেন একটু জোরও পেল ;

বাহির কামরা থেকে শ্রীহরিকে ডেকে,
ক্ষীণস্বরে ওষ্ঠ্যবর্ণে বল্লেন শেষে খুড়ী,
(—ধর্ত্তে গেলে তিনি এখন ষাট্ বৎসরের বুড়ী—)

(১৩)

"শ্রীহরি রে পাগলামী রাখ্,—দিয়ে মন
আমার পরামর্শটা—আর আমার কথা শোন্;
হেমাঙ্গিনীর হ'ল এখন বছর ষোল,
বলিস্ নে ক সেটা,—বলিস্ বছর অষ্ট নয়;
দেখি দিখি বিয়েটা ওর হয় কি না হয়;
আমিই দিব পাত্র" ব'লে এই মাত্র
উঠ্‌লেন, আবার বস্‌লেন—খুড়ী একবার ঝেড়ে গাত্র;
"শান্তিপুরের কাছে একটী পাত্র আছে—
কুলীন, আর সে আমার ভাইয়ের ইস্কুলেরই ছাত্র;
কর্ব্ব তারে রাজী বাছা—মুর্গী খাস্ তুই বটে,
তা খা', কেবল দেখিস্ সেটা অত্যন্ত না রটে;
আর একটি কাজ—শোন্ না বলি" দু চার মিনিট ধ'রে
তৎপরে কি কইলেন খুড়ী ফুস্থর ফুস্থর ক'রে।
বল্লেন তাহার পরে একটু উচ্চৈঃস্বরে,
"এই রকম কর্, বাছা কুলে আনিস্ না ক কালি—
ঘোষ বোস্ মিত্তির সরকার কলঙ্কের ডালি;
আর সকল ভার আমার উপর"—উঠলেন শেষে খুড়ী,
শ্রীহরি সজোরে আবার দিলেন একটা তুড়ি।

তৃতীয় প্রস্তাব

(১)

পরের দিবস থেকে, প্যাণ্ট কোট রেখে,
শ্রীহরি গেরুয়া নিলেন; পণ্ডিতদিগের ডেকে,

একশ একশ টাকা এবং রূপোর গেলাস থালা
দিলেন প্রতি জনে, এবং সেই ক্ষণে
মুড়ালেন ত মাথা ; মাথায় ঘোল হ'ল ঢালা ;
খেলেন গোময় ; নিলেন গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ;
পণ্ডিতদের নিয়ে, মেয়ের দিলেন বিয়ে,
প্যারী মৈত্রের ছেলের সঙ্গে ;—সে একটুকু কালা,
এক চক্ষুহীন, ও মূর্খ, বেঁটে এবং কালো,
গরীব এবং মাতাল ;—নইলে অন্য-সবই ভালো।

(২)

এখন শ্রীহরি, হরিনামটী স্মরি,
(প্রকাশ্যেতে) না খান রোষ্ট্, কটলেট কিম্বা ক্যরি ;
যদি কেউ তা খায় তা তিনি বলেন "উঃ হুঃ ছিঃ ছিঃ"
তার অর্থ টা প্রাণীহত্যা কেন মিছামিছি—
জপেন হরির মালা ; এবং পড়েন ভাগবৎ ;
সবাই বলে "গোস্বামিজী অতি ঋষি, সৎ"
ব্যারিষ্টার তাঁর ছেলে, বিলেত থেকে এলে,
মুরগীখোর ব'লে, তা'রে দিলেন জাতে ঠেলে।

(৩)

এখন শ্রীহরি, গেরুয়াটী পরি',
যাচ্ছেন দেখ্‌বে রাস্তায় কভু হরিনামটী করি' ;
হাতে মালা ; কপালটি তাঁর চন্দনেতে মাখা ;
কামানো গোঁফ দাড়ি, গায়ে হরিনামটী আঁকা ;
মুণ্ডিত মস্তকে টিকী, গায়ে নাই ক কুর্ত্তি ;
অতি ভক্ত গোস্বামিজী—সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি।
কিন্তু দুষ্টে দোষে, (সেটি কিন্তু রোষে,)
বলে তা'রা "দেখায় তাঁরে একেবারে হনু,
কেশশূন্য মাথা, অর্দ্ধবস্ত্রশূন্য তনু ;
ফল্লো নাকি চূড়ামণির সেই অভিশাপ।"

বল্লো সবাই একস্বরে—"বাপ্ রে বাপ্,
চূড়ামণির—কি প্রকাণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ" !!!
শ্রীহরি গোস্বামিজীর কথা অমৃত সমান,
হরিদাসজী ভণে, এবং শুনে পুণ্যবান্।
—পরে জানা গেল, যে শ্রীহরি নামে কেহ
কভু ছিলেন কি না, তা'তে প্রকাণ্ড সন্দেহ।
থাকিলেও তিনি দিয়েছিলেন কোন খানা—
পণ্ডিতদিগের কি না, এরূপ যায় নি ক জানা।

বাঙ্গালী-মহিমা

মিথ্যা মিথ্যা কথা যে,—"বাঙ্গালী ভীরু,
বাঙ্গালীর নাহি একতা—"
কেন বক্তৃতায় রটাও সে বাণী,
খবর কাগজে লেখ তা ?
অদ্য পদ্যে আমি বাঙ্গালী-বীরত্ব
করিব জগতে ঘোষণা ;
বেরোবে ছাপায় ; পড়িতে পাবে তা ;
ব্যস্ত হও কেন ? রোস না।
তবে তালুদেশে চড়াৎ করিয়া
নেমে এস মাতা ভারতি !
অর্জ্জুনের সাধ্য হ'ত যুদ্ধ করা
কৃষ্ণ না থাকিলে সারথি ?
সাহায্য তুমি না কর যদি আমি
সমর্থ তাহাতে নহি মা ;—
দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার,
গাইব বাঙ্গালী-মহিমা।
খোল ইতিহাস ;—সতর তুরস্ক
প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,

লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট
কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক
দীর্ঘপলায়নকাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজও
ভাল করে কেহ গাহি নি!
পরে আফগান, মোগল, পাঠান
দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব; তাহাও বীরত্বে
সহিল বাঙ্গালী উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ; বাঙ্গালী (লেখে ত
সব ইতিহাস-বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে
পাঠানের ক্রোড় হইতে।
করেছে সংগ্রাম মহারাষ্ট্রী শিখ,
মূর্খ যত সব মেড়ুয়া;
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মত
(যদিও পর নি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে
বুঝে নিলে সব পলকে;—
'ভবিতব্য লিপি কে খণ্ডাতে পারে?
কাটাকাটি ক'রে ফল কি?'
হবে না বা কেন? খায় ছাতু রুটি—
পশ্চিমে পাঞ্জাবী পাহাড়ে;
তোমরা বসিয়া কাঁচকলা, ভাত
খাও আধ্যাত্মিক আহারে।
তারা ভাবে তাই অলসতা চেয়ে
কার্য্য করাটাই শ্রেয়সী;
তোমরা হাসিয়া ভাব মূর্খ সব—
জীবনের সার প্রেয়সী;

তাহাদের চিত্র অর্জ্জুন রাবণ
ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে ;
তোমাদের পট বংশীধর বাঁকা—
প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নে ;
তারা গায় সবে "জয় সীতারাম"
আজও শুনি যেথা যাই গো ;
তোমাদের গান "জয় শ্রীরাধিকে—
ওগো দুটি ভিক্ষে পাই গো।"
তেমনটি কেহ পারে নি জগতে—
তোমরা যেমন দেখালে ;
বুঝেছে তা মোক্ষমূলার ও গেটে—
—ধিক্ মিথ্যাবাদী 'মেকালে'।
এ সব ত মাতা পুরাণ কাহিনী—
কাঁহাতক রাখি স্মরি' মা।
কিন্তু আজও দেখ চক্ষের সামনে
প্রত্যক্ষ বাঙ্গালী-গরিমা।
এখনো বাঙ্গালী জগৎসম্মুখে
রাস্তা ঘাটে দিয়া নিয়ত
চলিছে নির্ভয়ে—এ কথা জগতে
প্রচার করিয়া দিও ত।
তার পর বুদ্ধি !—আশ্চর্য্য সে বুদ্ধি !
ইংরাজী ফরাসী কেতাবে
পড়িছে, পরীক্ষা দিতেছে ; নিতেছে
'এমে' ও 'এমডি' খেতাবে।
ব্যবসা চাকরি করিয়া,—কত কি
নাটক নভেল লিখিয়া,
আজিও আছে ত শুদ্ধ বুদ্ধিবলে
এ জগতে সবে টি^কিয়া।
ল্যাণ্ডোয় চড়িছে ফিটনে চড়িছে ;—
ট্যাণ্ডেম হাঁকায় সঘনে ;

বা-সিকিলে যায় ; অশ্বপৃষ্ঠে ধায়
ধূলি উড়াইয়া গগনে ;
খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে
সার্কাস, জান না তাও কি ?
করিছে বক্তৃতা—লিখিছে কাগজে ;
—তার বেশী আর চাও কি !
ভেবে দেখ সেই সত্যযুগ হতে
কলিযুগাবধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে ত ; তার
বেশী আর পার্ব্বে কেন সে ?
এত বিপদের আবর্ত্তের মাঝে,
এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টিঁকে আছে ত, তাকিয়া
ঠেসিয়া, ফরাস আসনে।
ধন্য বুদ্ধিবল !—যুদ্ধে কভু শির
দেও নি কাহারে বন্ধকী ;
যদি বাহুবল অভাব, বুদ্ধিতে
পুষিয়ে নিয়েছ। মন্দ কি !

—

অদল বদল

(ব্যারিষ্টার বনাম উকিল)

(১)

গোপীকৃষ্ণ দাস— গোমুটাতে বাস,—
বয়স ২১-এতে পড়েছেন এই গেল বর্ষা ;
বদনখানি ছাঁচে ঢালা, রংও ভারি ফরসা ;
একহারা দেহ ;— করে নি ক কেহ
এ পর্য্যন্ত তদীয় সুচরিত্রে সন্দেহ ;
অতি সাধু শিষ্ট ;—তবে এইটুকু জানি—

মাঝে মাঝে ছিপি আঁটা বিলাতী আমদানী
রক্ত পীত কষায় তীব্র নানাবিধ পানী,
খেত মিলে সে আর দু'চারিটি এয়ার ;
তাতে বড় কাহাকেও কর্ত্ত না ক 'কেয়ার'।
—ভগ্নী কিম্বা ভাই একটিও নাই ;
মাও ম'লেন সঁপি (বৃদ্ধ) বাপের হাতে গোপী ;—
পিতাও তার সুসঙ্গতি ছিলেন সবিশেষই ;
পড়া শুনাও গোপীর তাই হয় নি ক বেশী।
ক্রমে গোপীর পুন্নরক হ'তে ত্রাণজন্য
বিবাহটাও হ'য়ে গেল নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন।

(২)

যাচ্ছে গোপী ক্রমে, স্ত্রীকে—(সবে মাত্র বিয়ে)
শ্বশুরবাড়ী হ'তে, গোপীর বাপের বাড়ী নিয়ে ;
সাধন কর্ত্তে স্বামীর সমুচিত ক্রিয়া ;
বলেও রাখি কাদম্বিনী দ্বাদশবর্ষীয়া।

(৩)

স্ত্রীর শ্রীঅঙ্গে চেলি, নানা জরির নক্‌সা আঁকা ;
পায়ে মল ;—ঘোম্‌টায় তাঁহার বিধুমুখটি ঢাকা ;—
বোধ হয় রূপের 'তরাসে', পাছে কারো জ্বর আসে,
কিম্বা রূপানলে হঠাৎ কেহ মরে পুড়ে,
—ধন্য বিবেচনা—তাঁরে নিয়ে যায় তাই মুড়ে ;
ঝি আছে জোরে আঁচলখানি ধ'রে,
(বোধ হয়) পাখা খুলে পরী হ'য়ে পাছে যান বা উড়ে।
—জানি না চেহারাখানি মন্দ কিম্বা ভাল,
তবে হাত পা দেখে বোধ হয়—ঘুটঘুটে কালো ;
অলঙ্কারের ধ্বনি— শুনি মনে গণি,
তারই জোরে স্বামীর গৃহ কর্ব্বেন তিনি আলো।

(৪)

হেন স্ত্রীকে নিয়ে,   হাবড়ায় গিয়ে ;—
কোঁচানো ঢাকাই পরা, মোজা বুট পায়ে ;
কোঁচানো চাদরে বাঁধা কালো কুর্ত্তি গায়ে ;
—(চাদরখানি বুকে বাঁধা, পরা হয় নি খুলে,
কি জানি কেউ পাছে,   তার যে নীচে আছে,
'ষ্টার'-প্যাটার্ন সোনার চেন, তা দেখ্‌তে যায় বা ভুলে)
—হেন গোপী, দেখে,   তিনটে কুলি ডেকে,
নিজের জিনিষ 'ইন্টারমিডিয়েট কেলাশেতে' রেখে,
স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে—(ভিড়ে কিছু নাহি দমে')—
দিল তুলে' স্ত্রীগাড়ীতে অবলীলাক্রমে।

(৫)

এখন সে গাড়ীতে ছিল বর্ণিতে না পারি,
ছোট, বুড়ী, ফর্সা, কালো কতগুলি নারী।
কিন্তু জানি আরও একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ে,
কাদম্বিনীর বয়সী, ফর্সা কাদম্বিনীর চেয়ে,
পরা একই চেলি (যেন বিধির খেলই)
ছিল সে গাড়ীতে ; পরে শুনেছিও আমি—
ছোট আদালতের একটি হাকিম তাহার স্বামী।
যাচ্ছিলেন সে ধর্ম্মাবতার সে দিন বদলি হ'য়ে,
মুঙ্গেরে তৃতীয় পক্ষ নবোঢ়া স্ত্রী ল'য়ে।
কীর্ত্তিকলাপ তাঁর   কর্ব্ব না প্রচার
পরের ঘরের কথা টেনে কেন করা বা'র ?
একটি কথা ব'লে রাখি শুদ্ধ সংগোপনে,
ধর্ম্মাবতার গিয়ে সেই কন্যা দরশনে ;
দিতে পুত্রের বিয়ে,   দেখি কন্যাটি এ
অপ্সরা, নিজেই বিয়ে ক'রে এলেন নিয়ে।

(৬)

এখন পাঠক সভ্য ও পাঠিকা নব্য !
যদি এখানেতে ভাবেন মদীয় কর্ত্তব্য,—
সেই জজের নাম, বংশাবলী, ধাম,
ব্যক্ত ক'রে পূর্ণ কর্ব্ব তাঁদের মনস্কাম ;
যাতে তাঁরা গিয়ে, হুজুরটিকে নিয়ে,
দিতে পারেন 'উত্তম' অনায়াসে ধ'রে,
তাহা হ'লে ক্ষমা তাঁরা করেন যেন মোরে ;
এবং দিবেন 'মেপে' ; এরূপে সংক্ষেপে
দেওয়া নীতিশিক্ষা যে ভাল পরীক্ষা,—
সে বিষয়ে করে বান্দা মতভেদভিক্ষা ।

(৭)

চল্ল 'লুপ' মেল—ইংরেজের খেল—
হাওয়ায় যেন উড়ে—ধোঁয়ারাশি ছুঁড়ে—
দূরের জিনিষ কাছে এনে, কাছের ফেলে দূরে ;—
যেন তাহার খেলা ;— ছোট **টিশন** মেলা,
ছাড়িয়ে ত অবিলম্বে এল শ্রীরামপুরে ;
সেখানে একটু থামিয়ে, যাত্রী তুলে, নামিয়ে,
হাঁপাতে হাঁপাতে আবার চলে দ্রুতগামী এ ।
জ্ঞান নেই ক দাদার আলো কিম্বা আঁধার—
করে নাও দৃষ্টি ঝঞ্ঝা কিম্বা বৃষ্টি—
উর্দ্ধশ্বাসে উড়ে পাহাড় জঙ্গল ফুঁড়ে—
টরাটট্ট টরাটট্ট টরাটট্ট ধ্বনিতে
ছাড়াল যে কত ষ্টেশন পারি নাই ক গণিতে ।

(৮)

থাম্‌ল গিয়ে গাড়ী ক্রমে মেমারিয়া গ্রামে,
গোমুটার সব যাত্রিবর্গ সেখানেতে নামে ;—
ঘুরুঘুট্টে অন্ধকার—অতি তাড়াতাড়ি
গেল গোপী কুলি ডাকি', জিনিষপত্র ছাড়ি',

নামাইতে স্ত্রীকে খুঁজিয়ে, সে দিকে
দৌড়াইল, যেই দিকে স্ত্রীলোকদিগের গাড়ী।

(৯)

এখন না হয় গোপীনাথের কপালের জোর,
নয়ত সে কুচরিত্র, অথবা সে চোর,
কিম্বা অন্ধকারে নিজের স্ত্রীই অনুমানি',
নিল গোপী চেলি পরা, জজের স্ত্রীকেই টানি'।

(১০)

চলে গাড়ী জোরে, জামালপুরে ভোরে
এল ক্রমে ; উঠি হাকিম আধ ঘুমের ঘোরে,
স্ত্রীগাড়ীতে গিয়ে গোপীর স্ত্রীকে নিয়ে,
(আহা ! বেচারী সে বৃদ্ধ) সুশীলাই এই ভুলে,
মুঙ্গেরের গাড়ীতে গিয়ে দিলেন সোজা তুলে।

(১১)

১২ মিনিট পরে জজের পথভ্রষ্টা দাসী
মুঙ্গেরের গাড়ীতে ক্রমে উত্তরিল আসি।
আর সে লুপ মেলও দ্রুত চ'লে গেল
ছাড়ি ষ্টেশন, উদ্গার ক'রে ধোঁয়া রাশি রাশি।

(১২)

হ'ল গোপীর বধূর,—কক্ষে কেহ নাই ক দেখি—
ঘোমটা দুঃসহ (তাঁরও যেমন গ্রহ !)
ঘোমটাটি তুলে চাইলেন যেমন ভুলে ;—
অমনই ঝি চীৎকারিল "এ কি বাবু এ কি ?
কে এ ? কাকে নিয়ে এলেন"—"তাই ত ঝি !—এ কে ?
এ যে কালো" ।—বজ্রাহত জজ্ ত তা'রে দেখে।

(১৩)

ঘোড়দৌড়, ছুটাছুটী ;—প্রকাণ্ড চীৎকার ;
"ঝি—ও মোধো—টেলিগ্রাফ্—ষ্টেশন মাষ্টার।"

—বল্লেন চীৎকারিয়া জজটি ঘরে এসে তাঁর।
হাঁপাতে হাঁপাতে "দোহাই ষ্টেশন মাষ্টার,
—বিপর্য্যয় কাণ্ড— আঁধার ব্রহ্মাণ্ড—
দোহাই তোমার, ধর্ম্ম অবতার
তুমিই ; তা যা বলুক না সব ধর্ম্ম গ্রন্থকার ;—
রক্ষা কর ধর্ম্ম ;—এমনও কুকর্ম্ম !
কখনও কর্ব্ব না, প্রভু, স্ত্রীকে ছেড়ে' এসে
স্ত্রীগাড়ীতে একা—হ'ল ইহাই অবশেষে !!!
অহো ভগবান্ কি হ'ল !—হায় হা হতাশ।"
"কেয়া হুয়া বাবু ?"—"আরে কেয়া ! সর্ব্বনাশ—
স্ত্রীচুরী—তার উপরে এ কোথা থেকে এসে—
চাপ্‌ল একটা অন্ধকেরে মেয়ে স্কন্ধদেশে ;
স্বামীর নামও বলে না ক--বলে বাপের নাম
কোথাকার এক মুক্তোগাছির কোন্ এক শম্ভুরাম।
—উপায় ? হা হরি— এখন যে কি করি"
ব'সে পড়লেন হাকিম একটা বেঞ্চের উপরি।

(১৪)

ষ্টেশন মাষ্টার দেখি এ ব্যাপার—
নিজের স্ত্রী হারিয়ে লোকটা নিয়ে এল কা'র,
এই কথাটি ভেবে হাসি রাখা চেপে
হ'ল ভারি দুঃসাধ্য ; প্রায় যান ত তিনি ক্ষেপে ;
ধৈর্য্যের যাহা গোড়া গোঁফে দিয়ে মোড়া ;—
বল্লেন তিনি "সে কি বাবু ফেল্লেন কি ষ্ট্রী হারায়ে ?
বড় খারাপ কটা ; আরও ডুঃখের বিষয় ভারি এ ;
কিণ্টু, বাবু ! দায়ী রেলওয়ের লোক নাহি ;
রসিড্ নিয়ে মাল গাড়িটে ডিলে, টবে মানি,
হোট ডায়ী এ সম্বণ্ডে রেলওয়ে কোম্পানী ;
টা'লে পঁহুছিট ষ্ট্রীও নিঃসণ্ডেহ এসে।"
বলে ফেল্লেন শ্বেতাঙ্গটি ইংরাজীতে হেসে।

হুজুর ত অবাক্ লেগে গেল তাক্,
শুন্‌লেন এই কথাগুলো বদন ক'রে ব্যাদান।
কি কর্ব্বেন আর? বেঞ্চে ব'সে স্ত্রীর জন্যে ত হ্যাদান!
শ্বেতাঙ্গটি শেষে দিলেন উপদেশ এ—
"এ ষ্ট্রীলোকটি আপাটট এ ষ্টেশনে ঠাক্,
পুলিশেটে খবর ডিবেন আপনার ষ্ট্রী জন্য,
ইহা ভিন্ন সডুপায় ডেখি না ট অন্য;
টারা বুঝে সুঝে দেখ্‌বে গিয়ে খুঁজে;
আপনি এখন ঠাকুন শুয়ে নাক মুখ গুঁজে।"

(১৫)

হুজুর দেখ্‌লেন, যাবে দেখ্‌ছি উভয় কুলই তাতে;
এটা তবু আপাতত থাকুক নিজের হাতে;—
পাওয়া গেলে সেটা ছেড়ে দেব এটা;
—পেলে তারে হাতছাড়া আর করে কোন্ বেটা,—
বল্লেন "চলুক আপাতত এটা আমার সাথে;
নির্দ্দাবী এ মালে দিব পুলিসেরই হাতে।"
ব'লে কষ্টে শ্রমে হতাশ হ'য়ে দমে,
পঁহুছিলেন ধর্ম্মাবতার মুঙ্গেরেতে ক্রমে।

(১৬)

গোপী ত এ দিকে নিয়ে জজের স্ত্রীকে
চ'লে গেলেন বাড়ী, এবং পরমকৌতুকে,
করেন যাপন দিবা বিভাবরী সুখে।
এক দিন গিয়ে গোপী কহেন "প্রিয়ে
সুশীলে" সম্ভাষি তারে 'অতি স্নেহে চুমি',
জান্তাম না ক সত্যি!—এত সুন্দরী যে তুমি;
আরও শুনেছিলাম—প্রিয়ে ক'রো না ক রোষ—
তোমার বাপের নাম—কি যেন শম্ভুচরণ ঘোষ;
স্ত্রীও বল্লেন হেসে "আর—ও—তুমি এত যুবা
সুন্দর যে, তা বলে নি কেউ আমারে; নতুবা

কাঁদতাম কি আমি, বল্লেন যখন মামী
মাকে 'বড়ই বুড় হ'ল আহা বাছার স্বামী' ?
আরও শুনেছিলাম তোমার বৰ্দ্ধমানে সাকিম ?
আরও শুনেছিলাম যেন তুমি একটা হাকিম।"
বল্লেন গোপী—"হাঁ হাঁ আমি কাছাকাছি তাই,
ডেপুটির এক শালার আমি পিসীতত ভাই।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(১)

এজলাস বড় মেলা লোক জড়—
মাৰ্চ্ছে সব পেয়াদা তাদের ঘুসি মুষ্টি চড়ও ;
ভীষণ রকম রোল যেন শত ঢোল
ঢক্ক, কাঁশি, শঙ্খ মিলে কচ্ছে গণ্ডগোল।
জিজ্ঞাসিলাম তাদের "অদ্য এখানে কি হবে ?
চীৎকার কচ্ছ কেন হেন ষাঁড়ের মত সবে ?
এখানেতে ছুটে এসে সবাই জুটে
কচ্ছ কি হে ? নেবে না কি আদালতটা লুটে ?"
—"স্ত্রীচুরীর এক মোকদ্দমা" সবাই বল্ল উঠে।

(২)

শুনে আমি তাই ভিতরেতে যাই,
দেখ্‌লাম যাহা, হ'ল তাতে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপই ;—
একটি দিকে সেই জজবাবু, অন্য দিকে গোপী,
ব্যারিষ্টার দাদা—মোটে নহেন সাদা—
ডেপুটিবাবুকে নিয়ে বোঝাচ্ছেন—গাধা।

(৩)

"হিন্দুশাস্ত্রমতে হুজুর স্ত্রীরত্ন মহৎ,
ইহা সকলেই জানে—মুনিদিগের মত ;

হীরা জহর ইহার কাছে লাগে না ক কিছু,
ছাগ, গো, মেষ, মহিষ, হস্তী ইহাব চেয়ে নীচু ;—
স্ত্রীই বাড়ীর গিন্নী, হুজুর ! স্ত্রীই বাড়ীর দাসী ;
স্ত্রীই স্বামীর জমিদারি, তালুকদারী, চাষী ;
স্ত্রীই স্বামীর বাহার ; স্ত্রীই স্বামীর আহার ;
—একটি কথায় নাহি কিছু সমতুল্য তাহার।
শুধু এই কালের নহে, পরকালের গতি ;
পুন্নরকে ত্রাণ জন্যও স্ত্রী দরকার অতি।
স্বর্গের যেটা সূত্র, মহামূল্য পুত্র,
জজবাবুর এই ভার্য্যা ভিন্ন আশা তস্য কুত্র ?"
বল্লেন উঠে গোপীর উকীল এইখানে চটি'
"প্রমাণেও জজবাবুর পুত্রকন্যা ন'টি।"
"তা বটে তা বটে" ব'লে চুলকাইয়া ভুরু।—
কল্লেন জজের ব্যারিষ্টারটি আবার বাক্য সুরু।—
"তা যাক্, কেবল দেখাবার যা উদ্দেশ্য আমার,
স্ত্রীধন অতি দামী, হুজুরে তা আমি
দেখায়েছি ; পরে হুজুর করুন সুবিচার ;
এটাও দেখ্‌বেন ভেবে হুজুর জজটি অতি বৃদ্ধ,
মান্য এবং গণ্য, ও এই চুরীর জন্য
কত কষ্টে দিবানিশি হয়েছেন সিদ্ধ ;
বিশেষ তাঁর স্ত্রী অনুপমা সুন্দরী যুবতী,
(হেথা চুরীর মতলবটিও জাজ্বল্যমান অতি ;)
এবং হাতি সমান দিয়াছিও প্রমাণ,
গোপীকৃষ্ণ বয়াটে ও মাতাল সবিশেষই,
সে জন্য তার হওয়া উচিত সাজা খুবই বেশী।"

(৪)

উঠ্‌লেন ঝেড়ে গোপীর দক্ষ উকীল পরিশেষে,—
তাঁর চুল বেজায় কটা মেজাজ ভারি চটা,
আরম্ভিলেন বক্তৃতাটি ধীরে ধীরে, কেশে ;—

"এ বিষয়ে সব-জজবাবুই— দোষী, তিনি ঘোর
পাপী এবং ব্যভিচারী, ভণ্ড এবং চোর,—
বল্লাম এই যাহা, প্রমাণ হবে— তাহা!
জান্তেন যখন স্যব জজবাবু অপরের স্ত্রী এ,
তবু গোপীর স্ত্রীকে হটাং এলেন ঘরে নিয়ে!
নাহি জ্ঞানকাণ্ড? অকালকুষ্মাণ্ড?
একেবারে খালি ওটার বিদ্যাবুদ্ধিভাণ্ড !!!
পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো, হতভাগা গাধা,
অনায়াসে হ'তে পারে যে তাহার ঠাকুরদাদা;
নিয়া গিয়া তারে, জ্ঞাত ব্যভিচারে
বিনাশিল ধর্ম্ম তাহার নিঃসঙ্কোচে?—আরে—
তুই একটা জজ; নাহি লজ্জা তোর কি ছাই?
ম'রে যাবি টুক্ ক'রে কবে, ঠিক্ নাই;
করেছিস্ ত বিয়ে বেটা শুধু টাকার জোরে;
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই বালিকাকে ধ'রে;

(৫)

নিজের ছেলের বিয়ে, কোথায় দিতে গিয়ে
নিজে এলি বিয়ে ক'রে? তুই কি একটা মানুষ!
তুই ত পশু, পক্ষী, মৎস্য, লাঠিম কিংবা ফানুষ।"
বল্লেন চ'টে ব্যারিষ্টারটি "উকীল মহাশয়! কেন
মক্কেলটিকে আমার, মিছে গালাগালি দেন ও?"
"গালাগালি? ম'শয় আপনার মক্কেল আত শুয়োর,
কোলাব্যাং—ওর যাওয়া উচিত ভিতরেতে কুয়োর;
সেখানেতে লুকিয়ে, না খেয়ে, ও শুকিয়ে,
শীঘ্র ম'রে যাওয়া উচিত—এত স্বভাব কু ওর!
যখন জজের স্ত্রীকে নিয়ে গোপীকৃষ্ণ আসে
তখন আঁধার ঘুরুঘুটে রাত্রিকাল, তা সে
গোপীকৃষ্ণ, প্রভু জানিত না কভু

সুশীলা যে অন্যের পত্নী—অনিবার্য্য যুক্তি ;
গোপীকৃষ্ণ পেতে পারে বেকসুরী মুক্তি ;
কিন্তু ঐ হাঁড়িমুখো বানর বেটাচ্ছেলে—
আজ্ঞা হক এখনই ওকে পাঠিয়ে দিতে জেলে
উনি আবার জজ ! বদমায়েস, পাজি, আরে খেলে যা,
নিজে চুরি ক'রে, নালিশ—যা বেটা যা জেলে যা।"

(৬)

—"আবার গালাগালি" উঠ্‌লেন ব্যারিষ্টারটি ব'লে।
উকীল বল্লেন "চুপ কর ; নয় বাইরে যাও চ'লে,
এ আমার সময় দাদা, দিও না ক বাধা—
যেমন বেটা জজ তেমনি কি ব্যারিষ্টারটাও গাধা।"
—"কোর্টে অপমান ? ভাল যদি চান"
বল্লেন আবার ব্যারিষ্টারটি—"আপনি বেরিয়ে যান।"
"এও কি দাদা হয়—এ কি ছেলের হাতে মোয়া ?
এমনি মার্ব্ব রগে চড় যে দেখ্‌বে সবই ধোঁয়া।"

(৭)

সুরু পরে হাতাহাতি, পরিশেষে লাথালাথি
পরে চুলোচুলি এবং পরিশেষে দাড়াদাড়ি ;
দেখলেন শেষে হাকিম তখন হ'ল কিছু বাড়াবাড়ি ;
বল্লেন "দেখ আদালতটা অনেক ক্ষণই সয়েছে ;
আর সইতে পারে না, বেশ অপমান হয়েছে ;
এই অপমান করার দরুন আদালত ও আইন,
তোমাদের প্রত্যেকের হ'ল দু'শো টাকা 'ফাইন'।"

(৮)

এইরূপ প্রসঙ্গ হ'য়ে গেলে ভঙ্গ
হাকিম দিলেন তখন রায়, তার এবম্বিধ মর্ম্ম—
"যাও—কর বাড়ী গিয়ে যার যা নিত্যকর্ম্ম ;
বৃদ্ধ জজ ! কাদম্বিনীই তোমার যোগ্যা ভার্য্যা ;

গোপীকৃষ্ণ, সুশীলাই তোমার স্ত্রী, আর যার যা
অন্য দাবী—ডিসমিস—পরে ইচ্ছা হয় ত কারও
সিভিল কোর্ট খুব খোলা আছে, নালিশ কর্ত্তে পার !"
জজটি অতি ক্লিষ্ট—গোপী অতি হৃষ্ট
হ'লেন তাতে, অতি স্পষ্ট হ'ল সেটা দৃষ্ট ;
সবার মাঝে সাফ, গোপী দিলেন লাফ ;
সুশীলাকে ধ'রে গেলেন গাড়ী ক'রে,
বৃদ্ধ জজকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায়ে সজোরে।

মর্ম্ম

১। হিন্দু বিবাহটা হয় ত খুবই আত্মিক,
শুদ্ধ সেটা চুক্তি নয়—তা অবশ্যই ঠিক্ ;
কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে বালিকাকে বিয়ে করায়
আধ্যাত্মিকতাটা একটু বেশী দূরই গড়ায় ;
সেরূপ বিবাহটা নিশ্চয় আত্মার মোক্ষসেতু,
কিন্তু হয় তা প্রায়ই গৃহে অশান্তির হেতু।
২। ঘোম্‌টা যে জিনিষটা সেটা ভালই, তা ব'লে ;
সেটা ঠিক্ একটি গজ লম্বা না হ'লেও চলে।
যদিই অন্যে পত্নীর চারু-চন্দ্রমুখখানি
দেখে খুসি হয় বা, তাতে এমনই কি হানি ?
৩। রেলে যেতে হ'লে সবাই স্ত্রীগাড়ীর মোড়ে
আপন আপন স্ত্রীগুলিকে নিও বুঝে পোড়ে।
৪। উকিলেই দেখবে অনেক কার্য্য যায় চ'লে
মোকদ্দমা জেতে না ক ব্যারিষ্টারই হ'লে।

বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী

(১)

যুবতী কুমারীগণ শুন দিয়া মন
বৃদ্ধা কুমারীর এক আত্মবিবরণ ;
কি হেতু—যদিও আমি বয়সে পঞ্চাশ,
তথাপি কুমারী, তার শুন ইতিহাস।

(২)

বয়স পনর যবে, ভাবিতাম মনে,—
সমস্ত জগত এসে লোটাবে চরণে ;
হইত বিস্ময় শুধু,—এত দিন হেন
সুঠাম চরণে তারা লুটায় নি কেন ?

(৩)

বিবাহ ত করিব না যতক্ষণ পায়
প'ড়ে, রাজপুত্র এক মরিতে না চায় ;
"বাঁচাও" বলিয়া যবে পায়ে পড়িবে সে,
উঠাব কনিষ্ঠাঙ্গুল দিয়া তারে হেঁসে।

(৪)

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স বিংশতি ;
—রাজপুত্রগুলো দেখি আহাম্মক অতি।
মরিবার থাকিতেও এহেন সুযোগ,
সে সুখটা আজো কেহ করিলে না ভোগ।

(৫)

দিন যায়।—হ'ল প্রায় বয়স ত্রিংশৎ ;
তথাপি ছাড়ি না আশা চেয়ে আছি পথ ;
জোয়ার ছাপিয়া ওঠে কূলে কূলে ঐ ;
—হায় তবে রাজপুত্র এল আর কৈ !

(৬)

বয়স চল্লিশ। ভাটা প'ড়ে গেছে ঐ ;
কি করি!—তবে না হয় মন্ত্রীপুত্রই সই !!!
কোটালের পুত্র ভিন্ন আসে না ক কেউ ;
এদিকেও নেমে যায় জোয়ারের ঢেউ।

(৭)

বয়স পঞ্চাশ।—সেই প্রবল ভাটায়
হুঃ হুঃ শব্দে শুষ্ক নদী বেগে বয়ে যায় ;
—কোটালের পুত্রই সই শেষে—হা কপাল !
কিন্তু রোস—সেই কোন্ আসে আজকাল ?

(৮)

বোধ হয় হবে গত বর্ষ দুই চা'র,
কোটালের পুত্রটাও আসে না ক আর।
—এইরূপে করি ভ্রমে রাজপুত্র আশ।
কুমারীই রহিলাম—বয়সে পঞ্চাশ।

মর্ম্ম

এই পদ্যের মর্ম্ম এই ;— প্রথমতঃ ভাই
পৃথিবীতে বড় বেশী রাজপুত্র নাই।
তদুপরি, যারা আছে তারা চায় যত—
অপ্সরা না হোক—রাজকন্যাও অন্ততঃ।

(২)

দ্বিতীয়তঃ বেশী ক্ষণ পথ চেয়ে প্রায়,
আর কিছু না হোক্ জোয়ার বয়ে যায় ;
রূপ বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায় বেশী রেখে ;
টোপ জলে গ'লে যায় বেশী ক্ষণ থেকে।

(৩)

যদি বুঝে টান নাহি দাও লাগ্‌বৈ,
পরে উঠিবে না কিছু, বড়শীটি বৈ।

ভট্টপল্লীতে সভা

(১)

একদিন ভট্টপাড়ায় মহা তর্ক হৈল,—
"তৈলাধার পাত্র, কিম্বা পাত্রাধার তৈল,"
সে গভীর প্রশ্ন, এবং সে বিষম তর্ক,
মীমাংসা করিতে মিলে যত পক্ক পক্ক,
পণ্ডিতেরা শেষে, টোলে সবাই এসে,
কল্লেন মহাসভা একটা অস্মিন্ বঙ্গদেশে।

(২)

টোলের সেই মাটি, সযতনে ঝাঁটি,
পড়্‌লো ক্রমে সতরঞ্চ ফরাস এবং পাটি,
এলো নানাপ্রকার গুড়ুগুড়ি গড়গড়ি,
বহুবিধ হুঁকো—কারো মাথায় বাঁধা কড়ি,
কোনটির খোল নারকেলের আর কোনটির খোল রূপোর,
কোনটি বা ফরাসেতে বৈঠকেরই উপর;
কোনটি বা কোণে দুঃখিত ক্ষুণ্ণ মনে,
প'ড়ে আছে—তাদের যেন করেছে কেউ হেলা;
যেন পাশে ব'সে আছে ছোট লোক মেলা।

(৩)

সূর্য্য যাচ্ছে অস্ত, সবাই অতি ব্যস্ত,
সন্ধ্যার পরই পণ্ডিতেরা আস্‌বে মস্ত মস্ত;
সবই হ'ল গোছান, হুঁকো টুকো মোছান,

পাটি টাটি বিছানো, ও 'ফরাস টরাস' ঝাড়া ;
অত্যাশ্চর্য্য যষ্টি'পরে প্রদীপ হ'ল খাড়া ;
দিবা গত হৈল, চাকরেরা রৈল,
পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাতে—স্তব্ধ হ'ল পাড়া।

(৪)

—ইতি অবসরে, এস ভাল ক'রে,
দেখে নিই টোলটির চারি দিক, পাঠক,
যেথা অভিনীত অদ্য হবে মহা নাটক ;
টোলটিকে না মাড়িয়ে, বাহিরেতে দাঁড়িয়ে,
দেখব গিয়ে তাতে কেহ দিবে না ক আটক।

(৫)

টোলটির—নাম "নব হরিধাম"
চারি দিকে অত্যাশ্চর্য্য চতুষ্কোণ থাম ;
বোঝানটা শক্ত যে তাহার, কি আশ্চর্য্য কাজ,
যখন দেখ নি সেণ্টপিটার, পার্লামেণ্ট কি তাজ ;
তারি কারিকুরি, ক'রে, সকল চুরি,
ফ্রান্সদেশে রচেছিল 'ভার্সাই' চমৎকার,
(—স্বীকার করেন তাহা গেটে ও মোক্ষমূলার—)
বর্ণনা আর কর্ব্ব না ক সে অপূর্ব্ব কর্ম্ম ;
ইচ্ছা হয় ত দেখে এস সেই চারু হর্ম্ম্য।

(৬)

সেই হর্ম্ম্যের কোন স্থান বা সর্ষপতৈলে মাখা ;
কোথাও বা সিন্দূরেতে গণপতি আঁকা ;
সে অপূর্ব্ব টোলে, কোথাও বা দোলে,
চিত্রপট শ্রীকৃষ্ণের—শ্যাম বংশীধর বাঁকা।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে ;
(আহা)—যাহার জন্য শ্রীরাধিকা কালি দিলেন কুলে ;

এরূপ চিত্র কেহ কভু দেখি নি ক আগে,
কোথায় রাফেল আঞ্জোলো ও টিসিয়ান লাগে,
—আর্য্যঋষিবর্গ বড় ছিল না ক যে সে,
ক'রে গেছে যা তাহারা আর্য্যাবর্ত্তে এসে,
পারে নি ক কোন কালে কেহ কোন দেশে।

(৭)

সে কথাটা যাক্—দূর্ এ উড়ো তর্ক তুলে,
কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম আমি সেটাই গেলাম ভুলে।
—এরূপ রমণীয় হর্ম্ম্যে এলেন সবাই ক্রমে,
বিদ্যানিধি শিরোমণি আদি; গেল জ'মে,
ক্রমেই সে টোল; ব'লে হরিবোল;
বসলেন পণ্ডিতেরা সবাই হ'য়ে নানা মুখো,
কা'র হাতে নস্যদান আর কা'র হাতে হুঁকো।

(৮)

সবাই অতি ব্যস্ত, চাকরেরা ত্রস্ত,
জ্বালিল অমনি সেই প্রদীপসমস্ত;
ক্রমে টোলের শোভা হ'ল মনোলোভা,
কোথায় লাগে এথেন্স, রোম, কোথায় ইন্দ্রপ্রস্থ।

(৯)

পণ্ডিতেরা বস্‌লেন সবাই কোলাকুলি ক'রে,
মহা ভ্রাতৃভাবে; শেষে নানা কথার পরে,
উঠলেন নরহরি শাস্ত্রী—মনু হাতে ক'রে
বল্লেন একটু হেসে, মধ্যস্থলে এসে,
"হে বিদ্যার ভাণ্ড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সম পণ্ডিতসমাজ,
সবাই ত জানেনই অদ্য সভার যে কি কাজ!
লেখে সবাই জানে, মার্কণ্ড পুরাণে,

"পাত্রাধারে তৈলং" কিন্তু শুনুন মনু থেকে,
"তৈলাধারে কাংস্য পাত্রে" এইরূপই লেখে,
আপনারা ইহার অতি করুন সুবিচার,
'তৈলাধার পাত্র' কিম্বা 'তৈল পাত্রাধার'।
যে বিচারের জন্য, হবেন বিশ্বগণ্য,
আর এ মূর্খ পৃথিবীতে হবেন ধন্য ধন্য ;
কেন না এ প্রশ্ন বিষম জটিল কুটিল অতি ;
কচ্ছে যাহা বসুন্ধরার বিষম রকম ক্ষতি।

(১০)

তখন হ'ল তর্ক, পণ্ডিতেরা পক্ক,
দিলেন নানান্ অভিমত সব নানান্ শাস্ত্র দেখে,
আওড়ালেনও বহু শ্লোক বেদ ও পুরাণ থেকে ;
বিদ্যারত্ন খুঁজেন ব্যাস ; তর্করত্ন তিনি,
খুঁজেন ব্যোপদেব ; খুঁজেন গোস্বামী পাণিনি ;
শিরোমণি অলঙ্কারশাস্ত্র ; ন্যায়রত্ন
খুঁজেন ন্যায়শাস্ত্রখানি ক'রে অতি যত্ন ;
স্মৃতিরত্ন খোঁজেন পুরাণ ; শ্রুতি বৃহস্পতি।
জ্যোতিষশাস্ত্র পাতি পাতি খুঁজেন সরস্বতী ;
—লাগলেন ক্রমেই সে মহা সভার প্রতি সভ্য,
প্রকাশ কর্ত্তে সে বিষয়ে স্বকীয় মন্তব্য।

(১১)

সে যজ্ঞে সে কর্ম্মে, সে তর্কে সে হর্ম্ম্যে,
পণ্ডিতেরা মৎস্য সম হ'য়ে গেলেন ঘর্ম্মে ;
কার কথা কে শোনে, সবাই সভ্য জনে,
শোনান্ ওজস্বিনী ভাষায় নিজ নিজ মর্ম্মে ;
ক্রমশঃ সে মহাতর্ক হ'য়ে উঠ্‌ল চরম,
ক্রমেই সবার মেজাজ আর সে ঘর হ'ল গরম।

(১২)

আমি—দেখেছি বার দশেক শান্তিপুর রাস ;
ব্রিষ্টলে প্রদর্শনীতে গরু শ পঞ্চাশ ;
'ওয়ারিকে' ঢু তিন হাজার কুকুর জাতির মেলা ;
মুঙ্গেরেতে দিনুবাবুর বাড়ীতে তাসখেলা ;
শুনেছি কলকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ীর ঝন্‌ঝনি ;
বেহাই বাড়ী ছেলেদিগের চেঁচামেচির ধ্বনি ;
সন্ধ্যাপূজায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর ঢক্ক ;
সান্যাল এবং চক্রচর্ত্তীর স্পেন্সার নিয়ে তর্ক ;
অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের জানি ছিল ভীষণ টঙ্কার ;
পড়েছিও রামায়ণে যুদ্ধের বিষয় লঙ্কার ;
কিন্তু যা দেখিছি, শুনেছি ও পড়েছি,—তা সব,
একত্রেতে জড়ালেও হয় অসম্ভব,
এগোলো সে ধুন্ধুমারি সে দুন্দুভি রব।

(১৩)

ক্রমে সবাই পরস্পরের অজ্ঞতা সম্বন্ধে,
কল্লেন ব্যক্ত তথা, বহু উদার কথা ;
ক্রমে সবার টিকী মহা আন্দোলিত স্কন্ধে ;
ক্রমে প্রেমভরে, সবাই পরস্পরে,
সে অপূর্ব্ব হরিসভায় 'নব হরিধামে',
সম্বোধিতে লাগ্‌লেন শেষে ভাল ভাল নামে ;
হিন্দুশাস্ত্র ছেড়ে পরে দিলেন পরস্পরে,
ডাইরুনেরও বংশোৎপত্তির মত ব্যাখ্যা ক'রে ;
আরও সে সম্বন্ধে তাঁ'দের পুরুষাদিগের আন্ত,
ক'রে দিলেন বন্দোবস্ত ভাল ভাল খাদ্য ;
ও নব উপায়ে, বিনা ভোজে, ব্যয়ে,
ক'রে দিলেন সুসম্পন্নও পরস্পরের শ্রাদ্ধ।

(১৪)

পরে সহ ভক্তি, গাঢ় অনুরক্তি,
কল্লেন পরীক্ষা সেই সকল মহোদয় ব্যক্তি,
পরস্পরের উদরের পরিধি এবং শক্তি ;
দেখালেনও বাহুবীর্য্য, সেই সকল আর্য্য,
সবাই যেন অবতীর্ণ এক এক দ্রোণাচার্য্য ;
পরিধেয়ের পশ্চাতের বা সম্মুখেরও অংশ ;
(—কাছা কোঁচা) অনেকেরই হ'য়ে গেল ভ্রংশ ;
পরস্পরের কেশে, ধ'রে অবশেষে,
ক'রে দিলেন পরস্পরের চুলেরও নির্ব্বংশ,
(—যদিও তাঁদের কেশ মাথায় করিবারে ছিন্ন,
ছিল না ক বড় বেশী এক এক টিকা ভিন্ন,
তবু সে প্রসঙ্গ, হ'য়ে গেলে ভঙ্গ,
বেড়ে গেল অনেকেরই টাকের চাক্‌চিক্য ;)
মস্তকে বাড়িল আরো চুলের দুর্ভিক্ষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(১)

এদিকে বাস্থকি দেখেন উঠে নিদ্রা থেকে,
পৃথিবীটা গ্যাছে ভারি পূর্ব্ব কোণে বেঁকে ;
গোটা কতক খুঁটিরও হ'য়েছে সেথা ভঙ্গ ;
তখন ত বাস্থকি দেখেন মেরে উঁকি
ভীষণ রকম আলোড়িত দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ,
এবং বঙ্গসমুদ্রে ঘোর উত্তাল তরঙ্গ।
বাস্থকি সে ব্যাপারখানা বুঝ্‌লেন গিয়ে যেই,
তৎক্ষণাৎ—সেই একেবারে বলা কওয়া নেই—
দিয়ে সটাং পাড়ি, চ'ড়ে লেজের গাড়ী,
চলে এলেন অবিলম্বে—ইন্দ্রদেবের বাড়ী।

(২)

এদিকে ত শচী (সহ সহস্র সঙ্গিনী,
বাঁধাচ্ছিলেন রতির কাছে মারাত্মক বি'নী,
যেন কালসর্প, অথবা কন্দর্প-
ফুলধনুর ছিলা, কিম্বা নিধুবাবুর টপ্প',)
শুন্‌ছিলেন স্যুয়ো এবং দুয়োরাণীর গল্প
রতির কাছে ; হাস্‌ছিলেনও মিটিমিটি অল্প,
ভেবে, "অদ্য ইন্দ্র হবেন মুগ্ধ এবং জব্দ" ;
এমন সময় হ'ল ঘরে ফোঁস্‌ফোঁস্‌ শব্দ।

(৩)

"এ কি ! তাই ত বাসুকি যে, অকস্মাৎ যে হেন ?
ব্যাপারখানাটা কি ? আর এ বিষণ্ণ মুখ কেন ?"
বাসুকি জড়িয়ে লেজে শচী দেবীর পায়,
বল্লেন "রক্ষ রক্ষ মাতা রক্ষ বসুধায়,
নহিলে সে অবিলম্বে রসাতলে যায় ;
বঙ্গে যত মেলে, সরস্বতীর ছেলে,
করে মহা তর্ক—আর সে——দেখ্‌বেন বাইরে এলে,
সে তর্কতরঙ্গে, উঠেছে যা বঙ্গে,
গ্যাছে ধরা পূর্ব্বকোণে বিষম রকম হেলে।"
শচী বল্লেন "তাই ত—এ ত বার্ত্তা ভয়ঙ্কর,
এখন উপায় ? আচ্ছা আগে আসুন পুরন্দর।
যা কর্ত্তব্য করা যাবে ক'রে পরামর্শ ;
রক্ষিব পৃথিবী, যাও মা, হয়ো না বিমর্ষ।"

(৪)

বাসুকি যান ঘর, এলেন পুরন্দর,
শুন্‌লেন ভীষণ বার্ত্তা সেই লোমহর্ষকর ;
পাঠালেন ডেকে, নানাস্থানে থেকে,
বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইত্যাদি বিস্তর

দেবগণে ; হ'ল মহা মন্ত্রণা গভীর ;
অবশেষে বৈকুণ্ঠেতেই যাওয়া হ'ল স্থির ।

(৫)

সে সময় খাচ্ছিলেন বিষ্ণু মিঠে মোহনভোগ,
যে সময় উপস্থিত সেথা হলেন দেবলোক ।
বল্লেন বিষ্ণু শেষে "শুনি ওহে মান্যগণ্য
দেবগণ ! অকস্মাৎ—এ—এ—এ হল্লা কি জন্য ?"
বল্লেন প্রণমিয়া ইন্দ্র "অদ্য সবে মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় সরস্বতীর ছেলে ;
সেথা অতি বিষম এবং জটিল তর্ক হৈল,
'তৈলাধার পাত্র কিম্বা পাত্রাধার তৈল' ;
সে তর্ক তুরন্ত, হ'ল সুতুরন্ত ;
হচ্ছে এখন মহাসমর !—বিষম বাহুযুদ্ধ,
বুঝি রসাতলে যায় বা পৃথ্বী স্বর্গ শুদ্ধ ।
হেন যুদ্ধ করে নি কেউ—অমর, দানব, যক্ষ ;
প্রভো—বারম্বার, হয়ে অবতার,
পৃথ্বীরে রক্ষিলে তুমিই আর একবারটি রক্ষ ।"

(৬)

বল্লেন বিষ্ণু "তাই ত মোটে দশটি অবতার
ক'রে গেছেন পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা আমার ;
তাহার মধ্যে ন'টি, গিয়াছে ত ঘটি'
আছে একটি, তাও যদি হ'য়ে ফেলি আজ,
তাহার পরে ব'সে ব'সে বেঁচেই বা কি কাজ ?
তবে শোন এর একটি খুব পরামর্শ আছে,
চল সবে মিলে যাই গে ব্রহ্মাদেবের কাছে ।"

(৭)

তখন দেবতারা পড়েন ব্রহ্মাদেবের পায়
বল্লেন "হে দেব ! তোমার সৃষ্টি রসাতলে যায় ।"

শুন্‌লেন ক্রমে প্রজাপতি পরে সে বৃত্তান্ত ;
বল্লেন ডেকে "বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র হও শান্ত" ;
হুকুম কল্লেন ডেকে ব্রহ্মা দূতীকে "হে অম্বে !
সরস্বতীকে যাও ডেকে আন অবিলম্বে।"

(৮)

এদিকে ভারতী, মধুর স্বরে অতি,
বীণার সুরের সঙ্গে ধ'রে অতি মৃদুতান
ভাঁজছিলেন ত ছাদে বসে, ইমনকল্যাণ !
শুনে মুখে অম্বার, আজ্ঞা দেব ব্রহ্মার,
এলেন বাণী পাল্কী চ'ড়ে অতি অবিলম্ব, আর
ভাব্‌তে ভাব্‌তে "বুড়ো কেন ডাকে" তা বারম্বার।

(৯)

সরস্বতী এলে, তাকিয়াতে হেলে,
বল্লেন ব্রহ্মা "শোন সরস্বতী, সবাই মেলে,
কৈল সভা ভট্টপাড়ায় তোমার যত ছেলে ;
সেথা হইল ঘোর তর্ক, এখন হচ্ছে যুদ্ধ ;
বুঝি রসাতলে যায় বা অদ্য সর্ব্বশুদ্ধ ;
তুমি যাও, ও সভাপতি হৃষীকেশের স্কন্ধে,
—অর্থাৎ রসনাতে ব'সে থামাও গে' সেই দ্বন্দ্বে"
"তথাস্তু" ব'লে ত চ'লে গেলেন সরস্বতী
নব হরিধামে—যথা সভা, সভাপতি।

(১০)

এল এখন মহাতর্কের সময় খতম হবার ;—
হৃষীকেশ সভাপতি দাঁড়িয়ে মাঝে সবার ;—
তুলে দুই হস্ত, ও হ'য়ে মধ্যস্থ,
উচ্চৈঃস্বরে আদেশ কল্লেন "ভবস্তু নিরস্ত ;
পণ্ডিতগণ, এ মহারণের কর এখন ভঙ্গ ;
থামাও না ভীষণ বাত্যা, নহে ত এ বঙ্গ,

বঙ্গ কি ! ধরণীই, যাবে যে এখনই,
রসাতলে ; সামাল সামাল, এ তর্কতরঙ্গ ।
তখন ইদং বিশ্ব, পাছে হয় অদৃশ্য,
অকস্মাৎ, সেই পণ্ডিতেরা, পাছে প্রলয় ঘটে,
বল্লেন সবাই একবাক্যে—"হ্যাঁ তাও ত বটে ।"

(১১)

পুনঃ সভাপতি, বল্লেন "এটি অতি,
কূট প্রশ্ন ; অতএব এ তর্কে হও ক্ষান্ত ;
তোমরা কি মুনিরাও নহেন অভ্রান্ত ;
তোমাদেরও আমারও বা হ'তে পারে ভ্রম ;
বিশেষ যখন এ প্রশ্নটি সমস্যা বিষম ;
এ হেন সমস্যা কভু ঘটে নি ক আগে ;
কিবা যোগস্মৃতি, কিবা রাজনীতি,
কিবা জ্যোতিষ—ইহার কাছে কোথায় সে সব লাগে ।
যে তর্ক অদ্য এ বঙ্গে—ভট্টপাড়ায় হৈল,
"তৈলাধার পাত্র কি না পাত্রাধার তৈল",
আমি ভেবে চারি দিক্, দেখ্‌ছি দুইই ঠিক্—
কিম্বা দুইয়ের একটি ঠিক্ ; আর তা যদি না হয়
নিতান্ত, তা হ'লে ঠিক্ তার কোনটিই নয় ;
তোমরা এ মীমাংসায় সন্তুষ্ট অবশ্য,
অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ ! নেও সবে নস্য ।"
উক্ত সুন্দর মীমাংসাটি ক'রে হৃষীকেশ,
সে রাত্রেতে সভাকার্য্য করে দিলেন শেষ ।

মর্ম্ম

রাস্তায় কুড়ের মত কেন ঘুরে ঘুরে মরো ?
ঘরে কেজো লোকের মত উড়ো তর্ক করো ।

———

হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা

(১)

হরিনাথ দত্ত চ'ড়ে সকাল বেলার ট্রেন্,
দুর্গাপূজার ছুটী—শ্বশুরবাড়ী আসিছেন।
এ কথাটি সত্য, হরিনাথ দত্ত
পাটনায় চাকরি করেন ;—কিন্তু সে চাকরির অর্থ
বলা কিছু শক্ত ; কারণ এটি ব্যক্ত
যে হরিনাথ মাঝে মাঝে শ্বশুরকে তাঁর, ত্যক্ত
কর্ত্তেন টাকার জন্যে ; যেন বা তাঁর কন্যায়
বিয়ে ক'রে, অভাগিনী চির অবরুদ্ধার
পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই করেছিলেন উদ্ধার।

(২)

হরিনাথ ত উপন্যাস ক'রে মেলা জড়
পড়্‌তেন দিবারাত্র ; কোন কার্য্য কর্ম্ম বড়
শিখেন নি ক, ব'সে পড়তেন তিনি ক'সে
কপালকুণ্ডলা এবং দুর্গেশনন্দিনী,
এবং তাহাই দিবানিশি ভাব্‌তেন ব'সে তিনি।

(৩)

হরিনাথের বাপের বাড়ী ছিল পাবনায় ;
বাঙ্গালদিগের আদিস্থানে সিরাজগঞ্জ গাঁয় ;
শ্বশুরবাড়ী হুগলির কাছে—গরিফায়।
তাঁহার স্ত্রীটি সভ্যা, শিক্ষিতা ও নব্যা,—
আরো সে (তা বল্‌তে গেলে সকল কথা খুলে)
পড়েছিলও বছর চারিক বালিকা ইস্কুলে।

(৪)

—এখন বালিকারা শিখ্‌লে লেখা এবং পাঠ,
ঘটেই না ঘটে কিঞ্চিৎ সামান্য বিভ্রাট ;—

তারা বাঁধে না ক খোঁপা, চুল ফেরায় তোফা,
শাড়ী এত বড় হয় যে বিরক্ত হয় ধোপা ;
শান্তিপুরে, বারাণসী, ঢাকাই যায় সব চুলোয়,
পরে এখন 'বোম্বাই' পঁচিশ হস্ত লম্বায় ;
তাও এত কুঁচোয় যে তার ঘোমটাতে না কুলোয় ;
তার নীচেতে পরে কামিজ, জ্যাকেট পরে গায়ে ;
পায়ে দেয় না আল্‌তা বরং মোজা পরে পায়ে ;
তার উপরে জুতো ; ইত্যাদি ;—বস্তুতঃ
শীঘ্রই তাদের জ্বালায় চোটে উঠে জ্যেঠী, মামী,
পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত—ক্ষেপে যায় স্বামী ।

(৫)

সৌদামিনীর অবশ্যই ছিল সে সব দোষ ;
কিন্তু তাতে বড় কেহ কর্ত্ত না ক রোষ ;
কারণ হরির শ্বশুর, রাধাকান্ত বসুর
টাকার ছিল না ক খাঁকৃতি ; তাই তাঁর এসব কসুর
"ইন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" যেত সবই ঢেকে ;
খরচ হ'ত না ত দিতে কারু পকেট থেকে ;
(গোলাকৃতি আকার, অসংখ্য গুণ টাকার
তিনিই এ কলিযুগের পরব্রহ্ম সাকার)
আরো এটা বলে রাখি সৌদামিনী অতি
রূপসী ও সাধ্বী দশবর্ষীয়া যুবতী ।

(৬)

মোটে গত হ'ল প্রায় মাসেক ষোল,
দিয়েছেন বিবাহ সত্বর তদীয় মা বাপ,—
একবারটি হরির সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ ।
আশৈশব হরির পত্নী থাকেন বাপের বাড়ী,
দেখতে তাই তিনি হেন সৌদামিনী
আস্‌চেন মহোল্লাসে অদ্য চ'ড়ে রেলের গাড়ী ।

(৭)

হরিনাথ দত্ত ত একটি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে,
এক ধারে গাড়ীর বেঞ্চের ব'সে একটি পাশে,
বাইরের দিকে চাচ্ছিলেন ও চিবচ্ছিলেন পান,
এবং সদুর রূপরাশি কর্চ্ছেলেন ধ্যান ;
(সেই রূপরাশি,—চাহনি ও হাসি,
পাবে না ক খুঁজে এলেও বৃন্দাবন ও কাশী ।)

(৮)

দেখ্‌বেন সেই বঁধুর, বদনখানি মধুর,
ডাক্‌বেন কত ভালবেসে নামটি ধ'রে সদুর ;
বল্‌বেন কি কি কথা, কি কি রসিকতা,
কর্ব্বেন সদুর সঙ্গে তিনি অনেক দিনের পরে,—
ভেবে হরিনাথের মুখে হাসি নাহি ধরে ।

(৯)

তিনি বাড়ী গিয়ে ঘরের দুয়োর দিয়ে
প্রথমতঃ ডাক্‌বেন স্ত্রীকে সম্বোধিয়ে "প্রিয়ে !"
সদু বল্‌বে "নাথ !" তদুত্তরে বল্‌বেন তিনি
"প্রাণেশ্বরি ! প্রিয়তমে ! সদু ! সৌদামিনি !"
দিবে উত্তর সদু, "প্রাণেশ্বর বঁধু !
হৃদয়বল্লভ ! প্রভো ! প্রাণনাথ ! পতি !
সর্ব্বস্ব ! জীবিতেশ্বর !" ব'লে সে যুবতী
তৎক্ষণাৎ তাঁর আলিঙ্গনে বদ্ধ নিঃসন্দেহ
মূর্চ্ছা যাবেই—সাম্‌লাতে তা পার্ব্বে না ক কেহ ;
এই ভেবে হরিনাথের আকুল হ'ল প্রাণ,
চক্ষু দুটি হ'ল সিক্ত, মুখটি হ'ল ম্লান ।

(১০)

ভাঙ্গলে সেই মূর্চ্ছা উঠে আবেগে অচিরে
বল্‌বেই সে নিম্নমত ভাসি অশ্রুনীরে ।

"নাথ তব লাগি,　　নিশিনিশি জাগি,
কি হয়েছি দেখ হায় এ দেহ কি রহে,
তোমারি বিরহে প্রভো! তোমারি বিরহে ?
পাষাণহৃদয়, নিষ্ঠুর নিদয়" !!
"নিষ্ঠুরে প্রেয়সি" তিনি বল্‌বেন তাঁরে চুমি,
"কিরূপে গিয়াছে দিন জান তা কি তুমি ?"
দুই জনে আলিঙ্গিয়া নিঃসন্দেহ পরে
কাঁদ্‌বেন দু'চার খানিক ঘণ্টা চোঁচা উচ্চৈঃস্বরে।
ভাব্‌তে ভাব্‌তে উক্তরূপে বিরহী সে হরি
কাঁদ্‌তে লাগল সত্যই শেষে ভেউ ভেউ করি।

(১১)

পার্শ্বে একটি ভদ্র ব্যক্তি—জানি না লোকটি কে—
অতি ফরসা রং,　　একহারা তার ঢং,
টস্‌-টসে বৃদ্ধ,　　যেন আম্র সিদ্ধ,
বারম্বার সেই ভাবে মগ্ন হরিনাথের দিকে,
চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন ঐ উক্ত সকল ব্যাপার ;
ভাব্‌ছিলেন কি লোকটার এ সব লক্ষণগুলো ক্ষ্যাপার ?
পরে যখন দেখ্‌লেন তিনি, আর্সি বাহির ক'রে
হরি সম্মুখেতে তারে অর্দ্ধঘণ্টা ধ'রে
চেয়ে তারই পানে　　অতৃপ্তনয়ানে
মুখটি টিপে হাসেন, এবং আঁচড়ান নবীন দাড়ি,
বার্ণিশ করা জুতি, কালাপেড়ে ধুতি ;—
বুঝ্‌লেন ব্যাপার কতক ; তখন দূরের বেঞ্চি ছাড়ি,
বস্‌লেন গিয়ে অবিলম্বে হরির কাছে এসে ;
কল্লেন অম্‌নি আলাপ সুরু, দু তিনটি বার কেশে,—
"মহাশয়ের নাম ? ও নিবাস ? কোথা হয় তাঁর থাকা ?
কোথা যাবেন ? কি করেন ? আর পান বা কত টাকা ?"
ইত্যাদি বিস্তর প্রশ্নে করি সুতদন্ত
জান্‌লেন সেই বুড়,　　ব্যাপারটি যা গূঢ় ;

তাঁহার নাম ও বাড়ী, 'নক্ষত্র ও নাড়ী'
জান্‌লেন সবই—হরির পত্নীর বয়সটি পর্য্যন্ত।

(১২)

এখন বুড়োর হাতের উপর ব'সে র'য়ে র'য়ে
ঝুল্‌ছিল সময়টা যেন বেশী ভারি হ'য়ে।
কল্লেন তখন ভদ্রলোকটি মনস্থ অগত্যা।
সময়টাকে নিয়মমত করিবারে হত্যা।

(১৩)

জিজ্ঞাসিলেন তিনি আবার "পঁহুছিবেন ক'টায় ?"
উত্তরিলেন হরি "রাত্রি আটটা কিম্বা ন'টায়"।
—"চিঠি লিখেছেন ?" "ইস্ বাঙ্গাল পেয়েছেন কি আমা
চিঠি লিখে শ্বশুরবাড়ী যায় কি কভু জামাই ?"
—"সে কি বলেন ?—আপনার জানেন যেতে হবে রাত
তখন সব যে ঘুমিয়ে পড়্‌বে, পাবেন না যে ভাত।"
—"হয় কভু কি এ ?—একটি বছর বিয়ে,
পায় না খেতে জামাই নতুন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ?
যাব এমনি হঠাৎ যে সেই হর্ষের মহা ঝড়ে,
বিরহিণী সদ্য আমার মূর্চ্ছায় যাবে প'ড়ে।"
এই ব'লে হরি আবার আয়না ক'রে বে'র
দেখে নিলেন গর্ব্বে নিজের চেহারাটি ফের।

(১৪)

এখন ভদ্রলোকটির স্বভাব একটু রসিক ধাঁজের ;
ছেড়ে দিয়ে তখন তিনি ওসব কথা বাজের,
বল্লেন একটু কেসে ; মৃদুমন্দ হেসে,
"মহাশয়ের চেহারাটি অতীব সুচারু,
মনে ত পড়ে না এমন দেখেছি যে 'কারু' ;
তবে,—একটি কথা খাঁটি, এমন পরিপাটি—
চেহারাটি দাড়িতেই করেছে যে মাটি।"

হরিনাথের সে বিষয়ে হ'ল কিছু সন্দ',
বল্লেন "ক্যান ? এ দাড়িটারে কিসে দেখেন মন্দ ?"
—"জানেন নাকি কিসে ?—এহেন মিস্‌মিসে—
কালো দাড়ি রাখে শুধু বাবুর্চ্চি সহিসে ;
এহেন কোঁকড়ানো ঘন, এত লম্বা দাড়ি—
রাখে মুর্দ্দফরাস মুচি, দর্জ্জি এবং হাড়ি।
এখনকার সব দাড়ি-ফ্যাসন—করেন নি ক পাঠও—
দাড়ি হবে সোজা, ছুঁচলো, কটা এবং খাটো ;
আঃ—রাম ! হেন, দেশী এবং ধেনো
দাড়ি বুদ্ধিমান্‌টি হয়ে রেখেছেন তা জেনেও ?
এখনই কামিয়ে হরিবাবু ফেলে দেন ও।"

(১৫)

শুনে এই সব ; হরি ত নীরব ;
ভাব্‌লেন তিনি 'তাই ত—কিরূপে মায়া ছাড়ি'—
ফেলে দিই বা এত দিনের যত্নের হেন দাড়ি ?
ভদ্রলোকটি বুঝলেন তখন হরিনাথের সন্দ',
বল্লেন তিনি শেষে, আবার একটু কেসে,
"এহঁা বিশেষতঃ শিক্ষিতা স্ত্রী যত
দাড়িফাড়ি একেবারেই করে না পছন্দ ;
অতিশয়ই রাগে এবং অতিশয়ই চটে।"
তখন সাগ্রহে হরি বল্লেন "বটে ? বটে ?
সত্যি ?"—"নয় কি মিথ্যে—মিথ্যে কইবার আমার মানে ?
এ কথা কল্‌কাতার মশয় সকলেই ত জানে।"
"কিন্তু এ যে বহুদিনের ?" বুলাইয়া হাত
আর্সি সাম্‌নে ধরি, বল্লেন আবার হরি ;—
"এত যত্নের দাড়ি—ফেলে দিব অকস্মাৎ ?"
"দেবেন না ত দেবেন না ক ; হ'লে একটু সাফ—
আপনার সুন্দর বদনখানি আমার তাতে লাভ ?"

এইটি ব'লে বৃদ্ধ একটু চ'টে যেন গিয়ে ;
হেলান দিলেন, মুখটি ঢেকে হাতের বহি দিয়ে।

(১৬)

"তাই ত তাই ত" ব'সে আবার ভাব্‌তে লাগলেন হরি
"কামাব—কি কামাব না ?—এখন যে কি করি ?"
হঠাৎ ভদ্রলোকটি বল্লেন, কেতাব ক'রে বন্ধ
"আর—ও—ছি ছি এ কি, আসুন দেখি দেখি ;
দু এক গাছ যে পাকা ; হোন্ ত দেখি বাঁকা ;
অহো রাম ! দাড়িতে কি এমনও দুর্গন্ধ !
ওয়াক্-ওঃ ওয়াক্ !"—"সত্যি নাকি ?" ওয়াক্ !
কি গন্ধ ! ও—মা গো ! আপনি বাঙ্গালই নিঃসন্দ।"
"বলেন কি ?" "হ্যা দেখ্‌তে পান না ? আপনি নাকি অন্ধ ?
এ দাড়িও রাখে ? আঃ ছ্যাঃ ! নিয়ে উক্ত দাড়ি—
সত্যি কথা বল্‌তে কি তা—গেলে শ্বশুরবাড়ী,
ভাব্‌বে আপনাকে ডোম, কি মুর্দ্দফরাস হাড়ি !
ওয়াক্-ও অথুঃ—আপনার সেই সতু—
দেখ্‌বে আপনার দাড়ি মশয়, এবং শুঁক্‌বে যবে
চুমো খাওয়া দূরে থাক্ সে, কথাও না ক'বে।"

(১৭)

এবার হলেন হরিনাথ ত সম্পুর্ণ পরাস্ত—
বল্লেন তখন মহৌৎসুক্যে হয়ে ভারি ব্যস্ত—
"মহাশয় তবে দেখুন, উপায় কি যে এখন,
এ দাড়িটা কামাই কোথা ?"—"কেন, বর্দ্ধমান।"
"সেখানেতে নাপিত আছে ?"—"কত গণ্ডা চান ?"
তখন ত ঠিক্ হ'ল, থামলে বর্দ্ধমানে গাড়ী
হরিনাথ সেই অবসরে কামিয়ে নেবেন দাড়ি।

(১৮)

ঘট্ ঘট্ ঘট্—শোঁ, ঘটক্ ঘটক্—পোঁ,
বর্দ্ধমানে ক্রমে গাড়ী এল ক'রে চোঁ।
এবং সেই বর্দ্ধমানে যেই থামা গাড়ী
নামলেন অমনি হরি দত্ত কামাতে তাঁর দাড়ি;
সবিশেষ অন্বেষণে বর্দ্ধমান ইষ্টেশনে,
পেলেন একটা নাপিত—কিন্তু কার কথাটি কে শোনে,
কারণ সেটি ১২৮২ শাল, যে সনে
নবীনের হয় দ্বীপান্তরটি বিচারেতে সেশনে;
সবাই ব্যস্ত সেই গল্পে, পড়েছে ঢিঢিকার;—
অনেক অনুনয়ে নাপিত কথঞ্চিৎ ত স্বীকার।

(১৯)

এখন দাড়ি অতি প্রবীণ, নাপিত অতি নবীন,
বাকি সময় অষ্ট মিনিট;—"এত তাড়াতাড়ি
হবে"—ভাব্‌ল পরামাণিক—"কামান এ দাড়ি?"
যা হ'ক সে বিষয়ে চিন্তা কল্লেই নিজের ক্ষতি;
(নাপিতেরও পয়সার সে দিন টানাটানি অতি)
বল্ল "একটি টাকা নেবো কামাতে এ মস্ত
প্রবীণ দাড়ি।" হরি স্বীকার; করি তায় টাঁকস্থ,
পরামাণিক ভাইর ক্ষুরটি ক'রে বাহির,
শীঘ্র বসা হ'ল কর্ত্তে নৈপুণ্য তাঁর জাহির।
চোঁচা তৎক্ষণাৎ কচাৎ কচাৎ
কাঁচিতে বাঁদিকে দাড়ি হ'ল ত নিপাত;
তাতে পড়্‌ল সাবান জল, আর ক্ষুরে পড়ল শান
ঘ্যাস্ ঘ্যাস ঘ্যাস, ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফ্যাঁস,
হ'ল শীঘ্র পরামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ—
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রহায়ণের ধান,
পড়লো সেই ক্ষুরে দাড়ি সেই মত, আর
বাঁদিকের মুখটা ক্রমে হ'ল পরিষ্কার।

এখন নাপিত হাঁচি', লাগাইল কাঁচি—
দিকে অপর অর্দ্ধ, এমন সময় বর্দ্ধ-
মানে রেলের ঘণ্টা জোরে পড়ল তিনটি বার ;
ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং,
শোনা গেল সেটি অতি পরিষ্কার ও সাফ
—(পাঠক মশয় এ সময়টা কর্ব্বেন আমায় মাফ
যদি, গোলে ছন্দ, হয় বা কিছু মন্দ)—
হরি ত আর নেই,—চোঁচা, দিলেন একটা লাফ ;
চাদর মাদর ফেলে, লোকজন ঠেলে,
উঠ্‌লেন গিয়ে, বহুৎ কষ্টে, পুনরায় রেলে।

(২০)

এখন বলি এখানেতে, সত্য কথাটা কি—
তখনও সময়ের ছিল পাঁচটি মিনিট বাকি ;
সেটি মোটে প্রথম ঘণ্টা ; সকলেই জানে
দুবার ঘণ্টা চিরকালটা পড়ে বর্দ্ধমানে।
পাঁচটি মিনিট হরিনাথ ত ব'সে রইলেন খাড়া ;
তবে পড়্‌ল ঘণ্টা আবার তিনবার ; ও তা ছাড়া,
এঞ্জিন কল্ল শোঁ, পরে কল্ল পোঁ,
ভক্ ভক্ ভক্, ঘটক্ ঘটক্,
নড়ল সেই গাড়ী, পরে ঘট্, ঘট্, ঘট,
চল্ল, ষ্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গেল চট্।
গেল সে রেলগাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়ি ;
রইলই কামান অর্দ্ধ হরিনাথের দাড়ি।

(২১)

তখন, ভদ্রলোকটি হেসে হরির কাছে এসে,
বল্লেন তিনি—"এ কি মহাশয় ?" ক'রে ফেল্লেন এ কি ?"
উত্তর দিলেন ক্রুদ্ধ হরি—"মশয় দেখুন দেখি,

আপনার সেই কুপরামর্শে দাড়ির অবস্থাটি—"
"তাই ত একেবারে দাড়ি করেছেন যে মাটি !
এমনও কি করে ?—তবে হয়েছে এক লাভ,
মুখের তবু কতকটাও ত হ'য়ে গ্যাছে সাফ"
ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ ক'রে,
ভদ্রলোকটি হাসলেন চোঁচা দশটি মিনিট ধ'রে।

(২২)

হরিনাথ ত রইলেন ব'সে চুপটি করে, রেগে ;
হুগ্‌লীতে থামলে সে গাড়ী অতি তীব্র বেগে,
ট্রেনটি থেকে নেমে, একটুও না থেমে,—
(সবাই তাকায় মুখের পানে সাহেব এবং মেমে)
দিয়ে ছুট, ভাড়া ক'রে একখান ছ্যাকড়া গাড়ী,
হরিনাথ—আর কথাটি নেই, চোঁচা দিলেন পাড়ি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(১)

রাত্রি হবে দুপর, বাড়ীর মধ্যের উপর,
সৌদামিনী এবং তার কনিষ্ঠ বোন, এই দু'য়ে
জুড়ে, তাঁদের দিদি মায়ের দুইটি দিকে শুয়ে
অকাতরে মাটির মতন ঘুমুচ্ছেন ত প'ড়ে।
বাড়ী অতি স্তব্ধ, নাহি সাড়া শব্দ—
হেন কালে উত্তরিলেন হরি নৌকা চ'ড়ে ;
হ'ল দেরি বেকুফিতে হরির নৌকার মাঝির—
তাইতে হরি শ্বশুরবাড়ী দুপুর রাতে হাজির।

(২)

মহা হুড়োহুড়ি এবং মহা ডাকাডাকি,—
জেগে উঠ্‌লো সবাই, ভেবে 'ডাকাত পড়ল নাকি ?'
চাকরেরা উঠে সবাই লাঠি ক'রে খাড়া,
হতভাগ্য হরিনাথকে কর্ল্ল বেগে তাড়া ;

কর্ত্তা বাবু উঠে, ছাদে এলেন ছুটে—
কড়াক্কড় এক হুকুম দিলেন নীচেতে না নামি',—
"মারো বেদম বজ্জাৎ চোরকো"—"আমি আমি আমি"
চীৎকারিলেন হরিনাথ ত,—"দেখুন নেমে এসে—
আমি"—আর—সে আমি—চোঁচা তস্য পশ্চাদ্দেশে,
পড়লো দু তিন লাঠি, যুদ্ধে নাহি আঁটি,
হরিনাথ ত উপড় হ'য়ে কামড়াইলেন মাটি।

(৩)

সবাই তাঁরে বাঁধে ; পরে নিয়ে কাঁধে,
নিয়ে এল বাবুর কাছে ; সেথা তারে নামাই'
দিল মনঃপূত জোরে দুদশ জুতো ;
কর্ত্তা বল্লেন "বেটা, রাখে তোরে কেটা ?
শীঘ্র নামটা তোর বল্ ত শালা চোর ;
দুপর রেতে ডাকাতি ?—কে বল্ না শালা আমায়,"
"ডাকাত নহি, চোরও নহি, শালাও নহি,—জামাই"।
বল্লেন শেষে হরি দত্ত, ক্রমে হাঁফ ছাড়ি'।
"জামাই !—তবে কোথা গেল একটা দিকের দাড়ি ?
বেটা ষণ্ডামার্ক বজ্জাৎ ! আবার বলে জামাই, এঃ—
অর্দ্ধেক দাড়ি গেল কোথা ?"—"ফেলেছি তা কামাইয়ে।"

(৪)

পরে পাহাড় সমান, হরি দিলেন প্রমাণ—
যে তিনি ঠিক ডাকাইত নহেন, জামাইই বস্তুতঃ ;
তখন শ্বশুর মশয় হলেন দারুণ অপ্রস্তুত, ও
লজ্জায় যেন কাঁথা—চুলকাইয়া মাথা,
বলেন "বটে বটে, কিন্তু এমনও কি করে ?
চিঠি নাহি লিখে হাজির রাত্রি দ্বিপ্রহরে !
ছিঃ ছিঃ রাম রাম ! বল্‌তেও হয় নামও ;
এত লাঠি, 'আমি' ভিন্ন কথা নাহি সরে।
তাতে অর্দ্ধ দাড়ি শূন্য ! এমনও কি করে ?

এখনি অগত্যা হ'ত যে গো হত্যা—
অর্থাৎ— যা হ'ক্ শোওগে বাছা বাড়ীর ভিতর গিয়ে।"
(স্বগত) "এ গরুর সঙ্গেও দিইছি মেয়ের বিয়ে!"

(৫)

হরিনাথ ত শুলেন গিয়ে বিনা বহু কথা—;
"অভ্যর্থনার সুরু হ'ল কিছু গুরু ;
হবে এটা হুগলি জেলার অভ্যর্থনার প্রথা,
খেতে দিলেও বুঝতাম, সেটা হ'ত কড়ামিঠে,
তা দিলে না মোটে, মরি ক্ষুধার চোটে,
পেটে পড়ল দ', আর লাঠি জুতো পড়ল পিঠে।
যা হৌক দেখি, প্রিয়ার মুখপঙ্কজ নেহারি,
পেটের পিঠের জ্বালা যদি ভুলিতেও পারি।"
ভাব্‌ছেন হরি হেন শুয়ে বিছানার উপরে ;—
এদিকে সদুর মা গিয়ে সদুকে তাঁর জাগিয়ে,
অনেকক্ষণটি যুঝিয়ে, ভোগা দিয়ে বুঝিয়ে,
পাঠালেন সদুকে শেষে হরিনাথের ঘরে।

(৬)

প্রবেশিল ঘরে সদু, সহ হৃৎকম্প ;
হরি অমনি, দিয়ে একটি ছোট খাটো লম্ফ,
তারে বুকে নিয়ে, বল্লেন "অয়ি প্রিয়ে—"
হ'ল না কর্ণ্ঠে তাঁর বেশী সম্ভাষণ সুমধুর—
"ওগো মেরে ফেল্লে মা গো"—মূর্চ্ছা হ'ল সদুর।
তখন, সদুর মাতা উঠে,—এলেন ঘরে ছুটে,—
দেখ্‌লেন যে তাঁর সৌদামিনী ধরায় পড়ে' লুঠে ;
এবং তাঁহার জামাতা—থেকে তস্য পা, মাথা
পর্য্যন্ত আড়ষ্ট, খাড়া, মুখটি ক'রে ফাঁক,
(একটি দিকে দাড়িশূন্য)—নিস্পন্দ নির্ব্বাক্।
দেখে গিন্নী আগুন, তেলে যেন 'বাগুন',

বল্লেন তিনি চীৎকারিয়া,—"হনুমান্‌টা, কে রে,
সোনার বাছা সদুকে তুই ফেলেছিস্‌ যে মেরে ;
সোনার মেয়েটিরে   বিয়ে দিল কি রে
কায়তের এক ঢেঁকি, বুড়ো বাঁদর হতচ্ছিরে ?
বাবুই ত ঘটাল এ, এ ত ছিল জানাই ;
আমি ত এ বরাবরই   করিছিলাম মানাই ;—
বেরো বুড়ো, বাড়ী থেকে বেরো, শিঘ্‌ঘির বেরো ;
দেখ্‌ছিস্‌ ও কি চেয়ে ;—আহা সোনার মেয়ে !—
কপালেরই গেরো গো সব কপালেরই গেরো।"
তখন সদুর মা, তার মুখে জলের ছিটে দিয়ে,
সদুকে বাঁচিয়ে, সঙ্গে চ'লে যান ত নিয়ে।

(৭)

দেখে ব্যাপার এই,   হরি ত আর নেই ;—
খেয়ে উক্ত তাড়া,   দিলেন না ক সাড়া ;
ভাব্‌তে লাগলেন একেবারে সঙের মত খাড়া ;
হ'ল ভঙ্গ আহা তাঁহার সারা পথের আশা,
ভুলে গেল সৌদামিনী এত ভালবাসা ?
কই ত এরূপ চোঁচা মূর্চ্ছা স্বামী দরশনে,
দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মৃণালিনী,
গিয়েছিল কভু যে, তা পড়ে না ত মনে।
চাহিলে নাও ভাল ক'রে কহিলে নাও কথা—
আর জামাইয়ের এ কি রকম অভ্যর্থনার প্রথা !
আহারের সঙ্গে ত মোটে নাইক নামগন্ধ,—
আদর সুরু লাঠি জুতায়—শেষে অর্দ্ধচন্দ্র।
যা হ'ক্‌ এ সব ভেবে   কি জানি, যান ক্ষেপে
পাছে তিনি ; ছাড়ি'   সাধের শ্বশুরবাড়ী,
জেগে' সারা রাত্রি প্রাতে কামাইয়া দাড়ি,
চ'ড়ে পুন নৌকা, ছ্যাকড়া এবং রেলের গাড়ী—
উক্ত দিনই, হরিনাথ, ফের পাটনায় দিলেন 'পাড়ি'।

মর্ম্ম

প্রথমতঃ ;—নিজের কার্য্য ফাঁকি দিয়ে, বড়
প'ড়ো না ক উপন্যাস ; আর যদি কিছু পড়
নিতান্তই, প'ড়ো ভাল কাজের বহি ; ধেনো
উপন্যাসের অধিকাংশই গাঁজাখুরি জেনো।
দ্বিতীয়তঃ ; দাড়ি কভু তাড়াতাড়ি
কামিও না ; চ'লে যায় তা যাক্ না রেলের গাড়ী ;
না হয় দেরিই হ'ল একদিন যেতে শ্বশুরবাড়ী।
তৃতীয়তঃ ; কাউকে বেশী ক'রো না বিশ্বাস,
এবং নিজের বাড়ীর কথা ক'রো না ক ফাঁস
যাহার তাহার কাছে ; এ জগতে আছে
হরেক রকম মানুষ, সেটা দেখে নিও শিখে—
শেষতঃ ; যেও না কোথাও চিঠি নাহি লিখে।

ডিপুটি-কাহিনী

(১)

তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি—
আপিসেতে চ'লে যান নবীন ডিপুটি—
অতি এক লক্ষ্মীছাড়া, ছক্কড় করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা—
একটি লোহিতবর্ণ, অপরটি সাদা।

(২)

পরিয়া ইংরাজি প্যাণ্ট গলা আঁটা কোটে,
—চাপকান অঙ্গে আর রোচে না ক মোটে,
অথচ ইংরাজি সজ্জা, পরিতেও হয় লজ্জা,
ভয়েতেও কতকটা বটে,
বাবুদের সাহেবিতে সাহেবেরা চটে ;

(৩)

এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা, বাহিরেতে পোষাক অন্ততঃ ;
কেরাণীর চাপকান পরিতেও অপমান,
এই বেশ তাই পরিবর্ত্তে ;
ত্রিশঙ্কুর মত, স্থিতি না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে ।

(৪)

তদুপরি, শোভে শিরে 'ধূম্রপানসেবী'
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবি—
কিনারা উল্‌টানো তার, কি রকম বোঝা ভার,
অনেকটা যেন বহুরূপী ;
চিৎপুরে উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি ।

(৫)

এবম্বিধ পরিচ্ছদে সুভূষিত অতি,
ডিপুটিপ্রবর চড়ি', মৃদুমন্দগতি
প্রাগুক্ত পুষ্পকরথে, উপনীত আদালতে,—
তাড়াতাড়ি এজলাসে উঠি,
ডাকিলেন বেঞ্চ ক্লার্কে নবীন ডিপুটি !

(৬)

পরে যত ফরিয়াদি আসামী, বেবাক
পড়িল তাদের সব ঘন ঘন ডাক ;
হ'ল সাক্ষী এজাহার, ছাঁকা মিথ্যা, পরিষ্কার—
পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ভ'রে গেল তায় ;
ডিপুটি দিলেন পরে দীর্ঘ এক 'রায়' ।

(৭)

বিচার সমাপ্ত করি', সিগারের ধূমে
ক'রে গিয়ে 'ডিনিস্ফেক্ট' এজলাস 'রূমে',

ছাড়িয়া ইংরাজি গৎ, ক'রে মেলা দস্তখৎ,
ক'রে মোকদ্দমা দিন ধার্য্য ;
ক'রে দুটো ছোটখাটো রেভিনিউ কার্য্য ;

(৮)

চলিলেন, এজলাস হ'তে শেষে উঠি',
চড়িয়া পুষ্পকরথে আবার ডিপুটি ;
আর্দ্দালিও বাক্স হস্তে, চলে সঙ্গে ; শশব্যস্তে
সরে' যায় পুলিশ প্রহরী ;
ডেপুটি স্বগৃহে যান, কার্য্যশেষ করি।

(৯)

সেখানে বসিয়া তাঁর সুমিষ্টভাষিণী,
সুমন্দগমনা, গৌরী, মধুরহাসিনী
নবপরিণীতা প্রিয়া, ঘরেতে দরজা দিয়া,
নিদ্রায় যাপিয়া দীর্ঘ দিবা,
আসিলেন পার্শ্বে তাঁর,—মনোহর কিবা।

(১০)

একে মিষ্ট, তাতে হস্তে মিষ্টান্নরেকাবী,
—(সোনায় সোহাগা)—আর অঞ্চলেতে চাবি,
পায়ে মল, হাতে বালা, অধরেতে মধুঢালা,
কৃষ্ণকেশ-কবরী সুরভি ;—
(আশে পাশে ঘোরে ঝিটা—নিতান্ত অকবি !)

(১১)

ডেপুটি আপিস হ'তে অন্তঃপুরে এসে,
একেবারে গ'লে গিয়ে ফেলিলেন হেসে—
সার্থক জীবন যার, ঘরে হেন পরিবার ;
বারম্বার তিনি তার পানে
চাহিলেন,—(অকবি ঝি তবুও এখানে ?)

(১২)

যাহা হোক্! জলযোগে স্নিগ্ধ করি মন,
আসিলেন বহির্দ্দেশে ; সেবি' কিছুক্ষণ
তাম্বূল ও তাম্রকূটে, পরে 'চ্যার' হ'তে উঠে,
উড়ুনি উড়ায়ে, গুটি' গুটি'
চলিলেন হাওয়া খেতে—নবীন ডেপুটি।

(১৩)

প্রত্যহ সন্ধ্যায় হয় মুন্সফ বাবুর
বাহিরের ঘরে সভা, তথায় প্রচুর
তর্ক, পরনিন্দা চর্চ্চা, (হয় যাহা বিনিখর্চ্চা)
হয় তাহা সেথা প্রতি রাত্র ;
(তামাকের ব্যয় তাহে দু ছিলিম মাত্র)

(১৪)

তথায় বিচার করি' বিবিধ চরিত্র ;
রমণী-জাতির নানা সতীত্বের চিত্র ;
অমুকের ভুল রায়, আপীলের পরীক্ষায়
যাহা প্রায় কখন না টিকে ;
কি বলিয়াছিল শ্যাম দুকড়ির স্ত্রীকে ;

(১৫)

ইত্যাদি সমালোচনা, তর্ক, আবিষ্কার,
তুলনা, উপমা, যুক্তিখণ্ডন, বিচার,
নিষ্পত্তি, ব্যবস্থা, হাস্য—সঙ্গে নানা টীকাভাষ্য
সমাপ্ত হইলে সভাস্থলে,
সভাভঙ্গে, গাত্রোত্থান করেন সকলে।

(১৬)

তখন ডেপুটিবর উঠে, ধীরি ধীরি,
হরিকেন লণ্ঠন সাহায্যে বাড়ী ফিরি',
ভাত ডাল মৎস্যঝোলে—(যাতে ঋষি-মন ভোলে,
কেন না সে প্রিয়ার রন্ধন)
খাইয়া স্বর্গীয় সুখে নিমগন হন।

(১৭)

ক্রমে পুষ্করক হ'তে ডেপুটির ত্রাণ ;
বদলি হইয়া পরে চট্টগ্রাম যান ;
প্লীহা ছুটি দরখাস্ত, (উপরে তা বরখাস্ত)
সেখানে যাপন চারি বর্ষ ;
কাজেই ডেপুটি হন ক্রমশঃ বিমর্ষ।

(১৮)

ক্রমে তাসক্রীড়াসক্ত, ক্রমে হ'ল পাশা,
দেরী হ'ত প্রায় তাঁর বাড়ী ফিরে আসা,
(১১, ১২টা কভু)—ফিরিয়া আসিলে প্রভু
স্ত্রীর সঙ্গে, হ'ত বিসম্বাদ ;
বুঝে উঠা হ'ত ভার কার অপরাধ ;—

(১৯)

স্বামী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, কার্য্যভারে নত ;—
কেবলি কি স্ত্রীপুত্রার্থে, নিত্য অবিরত,
দিবারাত্র, দিবারাত্র, করিবেন দাস্য মাত্র ?
নিষিদ্ধ কি বিশুদ্ধ আমোদ ?
স্বামীরা কি কুলী ব'লে পত্নীদের বোধ ?

(২০)

স্ত্রী বেচারী, সারাদিন স্বামী সহবাসে
বঞ্চিত, থাকেন শুদ্ধ রাত্রির প্রত্যাশে ;
তাতেও বিধির বাদ ? এমনি কি অপরাধ,
থাকিবেন একা দিবারাত্র ?
স্বামীদের বিশ্বাস কি তাঁরা দাসী মাত্র ?

(২১)

কান্নাকাটি, ভার মুখ ; পীড়ন, তাড়ন,
বাক্যালাপ বন্ধ ? ক্রমে বিচিত্র রন্ধন ;—

ডালে নুন কম ; মাছে গন্ধ ; ঘৃত পচিয়াছে ;
ধরিয়াছে দুধ ; এইরূপ
দুজনের অনাহার—দুজনেই চুপ।

(২২)

ক্রমে বাড়াবাড়ি ; শেষে করি' অভিমান
পুত্রগণ সহ পত্নী পিত্রালয়ে যান ;
যেন তার প্রতিশোধে, ডেপুটিও মহা ক্রোধে,
যান কোন বিনামা বসতি ;
অন্তিমে পাপীর যথা কাশীধামে গতি।

(২৩)

পরদিন মাথাধরা ; ভারি ডিস্পেপ্‌শিয়া ;
বিজৃম্ভন ; দিনে নিদ্রা আপিসেতে গিয়া ;
ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপ্সন, বিকেলেতে শুয়ে র'ন ;
রাত্রে কাশীধামই ভরসা ;
বেগতিক ক্রমে ক্রমে শরীরের দশা।

(২৪)

হইল ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি ডেপুটির,
(যদিও সংখ্যায় নয়)—গেজেটে জাহির,
তিনি মহকুমা-পতি ; যান সেথা শীঘ্রগতি,
বেতনেও একশত যোগ ;
অতুল প্রভুত্ব সেথা করিলেন ভোগ।

(২৫)

করিলেন নানাবিধ বিধান ডেপুটি—
রাত্রে সব মোকদ্দমা, দিনে সব ছুটি ;
ডিসমিশ আবেদন ; অষ্ট মাস পর্য্যটন ;
দুর্ভিক্ষ কোথায় কিছু নাই ;
উপরে রিপোর্ট গেল—বলিহারি যাই।

(২৬)

কেরাণীমহলে তাঁর দেখে কে সুখ্যাতি!
আরো পদবৃদ্ধি ; তাঁর কুটুম্ব ও জ্ঞাতি,—
স্ত্রীপুত্র ও পরিবার, (বটে, কেহ নহে কার
রামমোহনের এই উক্তি)
একা তার পুণ্যফলে সকলের মুক্তি।

(২৭)

এইরূপে করিলেন, সৌভাগ্যের ক্রোড়ে,
বুদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞতার জোরে,
সপুত্রকলত্রকন্যা, ডিপুটির অগ্রগণ্য।
('অগ্রগণ্য' ব্যাকরণসঙ্গত) সর্ব্বাঙ্গ-
সুন্দর সৌগন্ধপূর্ণ জীবলীলা সাঙ্গ।

রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা

(সময় আর যায় না।)

একদিন বেলা ছুটোয়, রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়,
হ'য়ে অতি ক্রুদ্ধ দিনের দারুণ দীর্ঘতায় ;
সে সুরু প্রদোষে, শুয়ে, উঠে, ব'সে,
"দিন ত আর যায় না" রাজা বল্লেন শেষে রোষে।
বাহিরেতে এসে, তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখে,
বাড়ীর যত ভৃত্যগণকে পাঠালেন সব ডেকে ;—
বল্লেন "বেটা রামা, তোর যে গায়ে নেই ক জামা?"
বোলাও শূয়র বাবুর্চিকো—বোলাও খানসামা ;
—পাঁড়ে হারামজাদা,—ঐ তোর গোঁফ যে বড় সাদা?
—দফাদার তোম্ শালা তো স্রেফ্ বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে খাতা হয় ;
—এই যাও লে আও চাবুক—এই চন্দু কাঁহা যাতা হয়?

এই প্রকারেতে রাজা কাউকে দিলেন ছাড়িয়ে,
রোষভরে সম্মুখ থেকে কাউকে দিলেন তাড়িয়ে,
কাউকে দিলেন নানা গালি মিষ্ট সুশ্রাব্যাতি ;
কাউকে দিলেন চাবুক, এবং কাউকে দিলেন লাথি।

(২)

তবু সময় যায় না ; পরে 'ড্রয়িং রুমে' পৌঁছে,
নিঃশ্বাস ফেলে বসলেন গিয়ে লম্বা একখান কৌচে ;
দেখলেন একটি সাদা বিড়াল শুয়ে আছে নীচে,
অমনি লাঠি নিয়ে রাজা ছুটিলেন ত তার পিছে।
বিড়ালটি ত লাঠি খেয়ে, ঘুমটি থেকে উঠে,—
চারি দিকে দেখে, উঠ্‌ল সেখান থেকে,
সে প্রহার সম্বন্ধে, ভাল কিম্বা মন্দ এ,
বেশী আন্দোলন না ক'রে পালিয়ে গেল ছুটে ;
শুধু একবার মাথা নেড়ে, হেছে, কল্ল 'মেউ',
অর্থ—'ভদ্রলোকে এমন করে না ক কেউ'।

(৩)

রাজা আবার বস্‌লেন গিয়ে 'কৌচে', ক্লিষ্ট প্রাণে ;
দেখলেন অতি দীনভাবে চেয়ে ঘড়ির পানে ;
পরে পড়লেন নুয়ে, কৌচের উপর শুয়ে,
নিলেন একখান ছবিওয়ালা 'রেনল্‌ডস্‌ নভেল' হাতে ;
এমন কি তার ওল্টালেনও দুই চার পাঁচ পাতে,
কিন্তু সেটাও দেখ্‌লেন তিনি বুঝ্‌তে অসমর্থ ;
বোধ হল যে সে বইখানার ভারি শক্ত অর্থ,—
অসম্ভব তা বোঝা—লাইনগুলো সোজা,
কিন্তু তার সেই মানেগুলি এত এঁকাবেঁকা ;
যে যেন সে উর্দ্দু কিম্বা পার্সী-ভাষায় লেখা।
ডা'ন দিক্‌ থেকে বাঁয়ে, বাঁয়ে থেকে ডা'নে,
প'ড়ে দেখ্‌লেন যে তার দাঁড়ায় একই রকম মানে।

বইখান দিলেন ছুঁড়ে, পঁচিশ হস্ত দূরে ;
উঠ্‌লেন শেষে ; এদিক্ ওদিক্ দু তিনটি ঘর ঘুরে ;
চেয়ে নিজের চেহারাপানে ঘরের বড় আয়নায়,
আবার বল্লেন দীর্ঘশ্বাসি', "সময় যে আর যায় না এ।"

(৪)

শেষে ঘড়ি দেখে, পাঠালেন সব ডেকে,
মন্ত্রিবর্গে, পারিষদে তাদের বাড়ী থেকে ;
দিলেন আজ্ঞা "অবিলম্বে, শীঘ্র এবং দ্রুত,
হবেন তাঁরা হাজির, নইলে নানা রকম জুতো
কড়া এবং মিঠে, পড়্‌বে তাদের পিঠে ;
বন্ধ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার, ঘুঘু চরবে ভিটে।"
এই বার্ত্তা শুনি', মানী এবং গুণী,
পণ্ডিত পারিষদ ও মন্ত্রী ও সভ্য সমস্ত
এসে হলেন হাজির সবাই, হ'য়ে মহা ব্যস্ত।

(৫)

সবাই এলে, বল্লেন রাজা নবীনকৃষ্ণ রায়—
"ব'লে আস্‌ছি কর একটা যা কিছু উপায়,
যাতে সময়টা একরকম শীঘ্র কেটে যায় ;
তোমরা অতি বন্য, অতি অকর্ম্মণ্য,
পাল্লে না ত কোন উপায় কর্ত্তে সেটার জন্য ;
অদ্য নির্দ্ধারণ এ প্রশ্ন কর অবিলম্বে,
এক্ষণি এক্ষণি ভেবে ;—নহিলে নিতম্বে,
পৃষ্ঠে এবং শিরে, পড়বেই অচিরে,
নবতম সভ্য প্রথায়, অতি মনঃপূত—
শপাশপ্ চাবুক এবং দমাদম্ জুত।"

(৬)

গতিকখানা দেখি, সবাই ভাবল "এ কি,
প্রস্তাবটি অসুবিধার ; নিশ্চয় ও নিঃসন্দ',
'বেহ্মদত্তি' চাপিয়াছে মহারাজার স্কন্ধ।"

সবাই ভেবে সারা, ভেবে দিশেহারা,
কিসে প্রশমিবে রাজার নিদারুণ সেই কোপে ;
সভায় নাইক শব্দ, সকলে নিস্তব্ধ,
কেউ বা টিকী নাড়ে, কেউ চুলকায় ঘাড়ে,
কারো হস্ত গণ্ডস্থলে, কারো হস্ত গোঁফে ;
কারো পেল কাসি, কেহ বা নিশ্বাসি'
তাকায় আগে, পিছু পানে, উপরে ও নীচু পানে,
দেওয়ালে, কড়িতে, পাখায় ;—অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে,
কেবল কেহ তাকায় না ক রাজার মুখের পানে ।

(৭)

বল্লেন রাজা পুনরায় "এ জীবনটা ঘোর ফাঁকা ;
সুবিধা হ'ল না কিছু থেকে এত টাকা ;
সময়ই জীবনের দেখ্‌ছি প্রধান বিপদ ;
জীবনের এই প্রধান কার্য্য—সময় করা বধ ।
শুনি কারুর কারুর সময় হাওয়ার মত ছোটে ;
আমার সময়টা ত দেখি এগোয় না ক মোটে ।
কিনি এত হাতী ঘোড়া, চড়ি এত গাড়ী ;
এত নাচ গান তামাসা দিচ্ছিই রাজবাড়ী ;
রাখি এত পারিষদ মাইনে দিয়ে ধ'রে ;
রাণীতে রাণীতে গেল অন্দর মহল ভ'রে ;
তবু সময় যায় না ক যে !!—মুসলমানদের কালও
এ বিষয়ে ইংরাজ আমল চেয়ে ছিল ভাল ;
তখন নবাব, রাজারা ত পেত বার মাসই—
সময় কাটার জন্য দিতে প্রজাদিগের ফাঁসি ;
এখন সময়টা ঠিক যেন কচ্ছপবৎ হাঁটে !
—বল দেখি সময় কাহার কি রকমে কাটে ?"

(৮)

তখন উঠ্‌লেন শ্রীল শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায়,
নিবেদিতে কি রকমে সময়টি তাঁর যায়।
—"মহারাজ—এই—কবিতা—ও নভেল এবং নাটক
লিখনে ও পাঠে খাসা সময় কাটে ;
আমার লেখার হোক্‌ই কিম্বা নাইই বা হোক্ পাঠক ;
কেহ দেয় না ক—তা বিশেষ গালি, কিম্বা আটক।
গুরু বিষয়ের কাছ দিয়ে যাই না কভু ভ্রমে ;
নাটক নভেল লিখি বিনা পরিশ্রমে—
দু'চারখানা বই খুঁজে, সহজে চোখ বুঁজে ;
বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক শাস্ত্র কিছুই না বুঝে,
সময়টি বেশ কাটে রাজন্—কিচ্ছুই না শিখে,
নাটক, নভেল প'ড়ে ; এবং নাটক নভেল লিখে !"
বল্লেন রাজা তবে, স্বীয় মস্তক হস্তে রাখি,
"হাঁ যারা বয়াটে, তাদের সময় কাটে
এরূপে অনেক ; কিন্তু তবু থাকে বাকী।
—তা সে যা হোক্, পূর্ণচন্দ্র তুমি একটা ছাগল,
নির্ব্বোধ এবং গণ্ডমূর্খ, নিষ্কর্ম্মা ও পাগল,
এবং অতি 'পাকা' রোজগারে ফাঁকা,
খাও, দাও, ব'সে থাক, উড়াও বাপের টাকা !
—সর্দ্দার, পূর্ণচন্দ্রকে না ক'রে কিছু বেশী,
বিদায় ক'রে দেও ত দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দেশী।"
কল্ল সে পাহারা শীঘ্র হুকুম তামিল রাজার ;
এবং কল্লেন পূর্ণচন্দ্র এবম্বিধ সাজার
সদাপত্তি নানা ; বল্লেন "আহা না না—
দোহাই হুজুর"—সর্দ্দারকে কল্লেন অনেক মানা ;
—সবই বৃথা ; পূর্ণচন্দ্রও অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে,
গেলেন লজ্জায় অন্য কারো পানেতে না চেয়ে।

(৯)

বল্লেন উঠে তবে শ্রীমান্ নন্দদুলাল দত্ত—
"মহারাজ এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্ব-
অধিকারী আমি ; লিখে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ ;
ইংরেজ এবং বড়লোককে দিয়ে গালি মন্দ,
চ'লে যায় পেটে ; দিন যায় কেটে
সুখে ; ধর্ম্মের এবং স্বদেশহিতৈষিতার ভাণে,
করি মেলা গোল, তাই আমায় অনেক লোকেই জানে।
মহারাজ, এই সংবাদপত্র লেখা অতি সোজা ;
দরকার শুধু ইংরাজ সংবাদপত্রগুলো খোঁজা ;
এবং খ্যাত ব্যক্তিদের চরিত্র নিয়ে ঘাঁটা ;
কদাচ বা 'লাইবেল' ক'রে, চাইও ফাটক খাটা।"
রাজা বল্লেন "বটে, বুদ্ধি নাইক ঘটে
যাঁদের, তাঁদের ইথে অনেক সময় কাটে জানি,
কিন্তু তবু বাকী থাকে সময় অনেকখানি।
নন্দ তুমি ভ্যাড়্যা—বুদ্ধি অতি ত্যাড়া ;
সর্দ্দার, নন্দর ১১ বার নাকটি ধ'রে নেড়ে,
১৭ কানুটী দিয়ে এরে দাও ত ছেড়ে।"
ক্রমে কার্য্যে পরিণত উক্ত সে আদেশ ;
সে রকমে খানিক সময় কেটে গেল বেশ।
দত্ত অতি ক্লিষ্ট, কিন্তু অবশিষ্ট
অন্য সবাই তাঁর সে সাজায় হ'লেন বরং হৃষ্ট।

(১০)

বল্লেন উঠে জীবন সরকার তখন "মহারাজ
হিন্দু ধর্ম্ম সংরক্ষণটা করাই আমার কাজ ;
করি ব্যাখ্যা ধর্ম্ম, ভাগবতের মর্ম্ম,
বেদ ও দর্শন, মনু, স্মৃতি,—সংস্কৃত না শিখিই,
প্রচারি যোগ ব্রহ্মচর্য্য—চালাই একখান মাসিকী ;

ইথে” বল্লেন সরকার "বিদ্যে নেইক দরকার
বলা দরকার ‘ইংরেজ মূর্খ, হিন্দুরাই সব ;’
তাতে আমার মাসিক পত্র কাটে—‘অসম্ভব’ !!”
রাজা বল্লেন “কর্ম্ম না থাকিলে ধর্ম্ম
নিয়ে নাড়াচাড়া ও মাসিকী নহে মন্দ ;
কিন্তু তা ক’রেও সময় থাকেই নিঃসন্দ’ ।
কিন্তু তোমার সরকার, কিছু শিক্ষার দরকার ;
সর্দ্দার, এই বানরের মাথায় গোবর গোলা খাঁটী—
ঢেলে, দেওয়াও নাকে খত ঠিক ৮২ গজ মাটি ।”
শুনে এই আজ্ঞা জীবন গেলেন ভারি দ’মে,
উক্তরূপে স্নাত হ’য়ে, নাসা দ্বারা ক্রমে
৮২ গজ খাঁটী, মাপিলেন ভূ মাটি,
নাসিকায় ও হস্তপদে ততখানি হাঁটি’ ।

(১১)

বল্লেন উঠে তবে শ্রীল গোবিন্দ গোস্বামী—
“রাজন্, হিন্দু সমাজের সংরক্ষাকর্ত্তা আমি ;
যদি কোন প্রভু, প্রকাশ্যে খান কভু
কুক্কুট ইত্যাদি, অংশ আমারে না দিয়ে,
হুলস্থুল্ বাধিয়ে দেই সেই ব্যাপার নিয়ে ।
যদি বা কেউ গিয়ে, বিধবার দেয় বিয়ে ;
কিংবা কেহ ফিরে আসে বিলেত ফিলেত গিয়ে ;
তখন বলি ‘লাগে’ ; আধ্যাত্মিক রাগে,
যাই তাই মস্তকটাকে চিবিয়ে খেতে আগে ;
পেলে মেলা লোকের এরূপ বুদ্ধির, বিভ্রাটে
এই রকম গোলেমালে অনেক সময় কাটে ।”
বল্লেন তখন গোপীকৃষ্ণ বিরক্ত ও ক্লিষ্ট,
“দলাদলি ক’রেও সময় থাকে অবশিষ্ট ।
যা হোক তুমি ঘোর, বিড়াল এবং চোর ;
সর্দ্দার, বেড়াও ১৯টি বার টিকি ধ’রে ওর ;

এবং মারো ২৫টি চড় গালেতে সজোর।"
খেয়ে ২৫ চপেটাঘাত, ১৯ টিকী পাক,
বাহিরিলেন গোস্বামিজী চুলকাইয়া নাক।

(১২)

বল্লেন উঠে শ্রীশ্যামভট্ট "খেয়ে পুঁথি ঘেঁটে,
উড়ে তর্ক ক'রে আমার সময়টি যায় কেটে ;
যাহা কিছু বাকী, থাকে, দেই ফাঁকি
টিকী নেড়ে টিকী ঝেড়ে, নস্য নিয়ে নাকে ;"
রাজা নেড়ে ঘাড়, বল্লেন "তুমি ষাঁড়,
নস্য নিয়েও সময়ের যে অনেক বাকী থাকে।
সর্দ্দার, শ্যামের পিঠের উপর আমার ঘোড়ার চাবুক
অতি বেগে পনর বার উঠুক এবং নাবুক।"
চাবুক খেয়ে ভট্ট চীৎকারিলেন অট্ট ;
এবং তিনি যে এক মহাষণ্ড অতি বন্য,
রাজার দত্ত সে খেতাবটি কল্লেন প্রতিপন্ন।

(১৩)

বল্লেন তখন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ঘোষ উঠে—
"আমার সময়টি যায় তোফা ঘোড়ার মত ছুটে,
অতি তাড়াতাড়ি, যেন রেলের গাড়ী,
খেয়ে দেয়ে এবং খেলে পাশা, তাস ও দাবা ;
তাতে শুধু সময় ? কাটে সময়ের যে বাবা।
করি মিলে কয়টি এয়ার ফরাসেতে ব'সে,
'পঞ্জা' 'কচে বার' এবং কিস্তি দেই ক'সে ;
কভু টানি হুঁকো দিয়ে তাকিয়ায় ঠেস্ ;
তাতে সময় তা একরকম কেটে যায় বেশ।"
রাজা বল্লেন "না, না, আমার আছে জানা,
খেলায় অনেক সময় যায়, তা যায় না ষোল আনা ;
তাস ও পাশা খেলেও সময় অনেক বাকী থাকে ;
হে মহেন্দ্র ঘোষ ! তুমি একটি 'মোষ'—

সর্দ্দার দেও ত ঝাঁটাইয়া অকর্ম্মণ্যটাকে।”
অন্তঃপুরে হ’তে এল রমণীয় ঝাঁটা,
চীৎকারিলেন মহেন্দ্র ঘোষ—নবমীর পাঁটা ;—
সম্মার্জ্জনী আহার, নিকটে ত তাঁহার,
এমন কিছু নূতন নয়—তা দাগাই আছে পিঠে
তবে কি না মিঠে হাতের হ’লে হ’ত মিঠে।

(১৪)

বল্লেন উঠে তখন শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল মুখো—
“আমি বাবা খেলিনে তাস, টানিনেক হুঁকো ;
আমি কাটাই কোনরূপে সকাল থেকে সন্ধ্যে,
আফিং খেয়ে ঢুলে, শুয়ে হাই তুলে,
ব’সে ফরাসে আর মিলে ক’টি এয়ার,
তাকিয়াতে ঠেসে, রাজা বাদশাহ সম্বন্ধে,
করি সবাই উড়ো গল্প ; এবং তিনটি তুড়িয়ে,
সময়ের যে চৌদ্দ পুরুষ দিয়ে দেই উড়িয়ে।”
রাজা বল্লেন “কৃষ্ণকমল তুমি একটি হাতী ;
দিতে পার ঢুলে, শুয়ে হাই তুলে,
অনেক সময় ফাঁকি ; তবু থাকে বাকী ;
সর্দ্দার, ছেড়ে দেও ত একে দিয়ে দু’টি লাথি।”
৮২র ওজন ক’রে লাথি ভোজন,
মুখার্জ্জী পো চম্পট দিলেন দু দশ দীর্ঘ যোজন।

(১৫)

শ্রীরাধানাথ চট্টো উঠে বল্লেন ;—“শোন রাজা—
আমার সময় কাটে খেয়ে গুলি এবং গাঁজা ;
এবং অতি সরস সিদ্ধি এবং চরশ—
স্রোতের মত চ’লে যাচ্ছে, দিবস মাস ও বরষ ;
কতিপয় নব্য, বর্ব্বর, অসভ্য,
এগুলির গৌরবটি চাহেন করিবারে খর্ব্ব ;
খেতেন স্বয়ং শিব—তা জানে পুরাণজ্ঞ সর্ব্ব।”

রাজা বল্লেন "রাধা, তুমি অতি গাধা,
—সর্দ্দার, ছেড়ে দাও ত এঁকে মেরে চৌদ্দ চটী।"
চটী খেয়ে চট্টজিত দিয়ে তিনটি লাফ্।
সভাগৃহ হ'তে দ্রুত পাড়ি দিলেন সাফ্।

(১৬)

উঠে বল্লেন শেষে শ্রীযুত রতিকান্ত বন্দ্যো ;
—ফোলা দুটি গাল, চক্ষু দুটি লাল,
ঢলি' আগে পাশে, এড়ো এড়ো ভাষে ;—
আরক্তিম তাঁর মুখে তীব্র হুইস্কি মদের গন্ধ—
"ধর্ম্মাবতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য
সদুপায়—সময়টাকে করিবারে বধ,
এই দুই তুল্যমূল্য দ্রব্য—বেশ্যা এবং মদ।
বেশ্যাসক্তি মর্ত্ত্যে, ছিল আর্য্যাবর্ত্তে—
আরো সোমরস নামে—ঋষিরা লেখেনও,
ছিল এক প্রকার মদ দেশী এবং ধেনো।
কিন্তু কভু, কোথায়, সুরা সভ্য প্রথায়,
খাওয়া যে ছিল না—স্বীকার কর্ব্বেনই এই কথায়।
ইংরাজি প্রথায়—এ—ব্রাণ্ডি কিম্বা হুইস্কি পান,
সময় বধের অত্যাশ্চর্য্য অব্যর্থ সন্ধান ;
তারা ছোট করে না ক শুধু দীর্ঘ সময়,
তারা খাটো করে নরজীবনের 'প্রময়'।"
রাজা বল্লেন "ইথে সময় যায় বটে দ্রুত—
কিন্তু তবু খানিক বাকি থাকেই ;—বস্তুতঃ
তুমি অতি শুয়োর, স্বভাব অতি কু ;—ওর
মুখে মারো, সর্দ্দার, জোরে দুই বুট জুতো।"
খেয়ে প্রহার, ডসন বাড়ীর অত্যুৎকৃষ্ট বুট,
রতিকান্ত সভা হ'তে দিলেন বাইরে ছুট।

(১৭)

সবারে তাড়িয়ে দিয়ে—বেলা তখন ৬টা—
রাজার মেজাজ হ'ল আরো খারাপ এবং চটা ;
বস্‌লেন গিয়ে বেগে, বাড়ীর মধ্যে রেগে ;
বল্লেন শেষে—"হায় রে বিধি ! এখনও দু ঘণ্টা,
—গ্রীষ্মের বেলা—কিই বা করি ব'সে এতক্ষণটা ?
করেছেন অতীব মূর্খ অপদার্থ ব্রহ্মা,
জীবনটা ঘোর ছোট এবং সময়টা ঘোর লম্বা ।
লিখ্‌লে পড়্লে, চোটে মাথা ধরা ওঠে ;
সে জন্য সে কার্য্য কর্ত্তে পারি না ক মোটে ।
জমিদারি কাজে মন বসে না ;—তা যে
নীরস ;—আর এ কার্য্য কর্ম্ম রাজাদের কি সাজে ?
দেখিছি ত বহু উপায় কাটাতে তিন বেলা ;
অনেক রকম নেশা, এবং অনেক রকম খেলা,
অনেক রকম রঙ্গ, অনেক রকম সঙ্গ,
অনেক রকম ব্যভিচার স্বাস্থ্য করি' ভঙ্গ—
বিলাসসম্ভোগভড়ং—টাকার যাহা সাধ্য,
করেছি ত সর্ব্ববিধ আমোদেরও শ্রাদ্ধ ।
তবু সময় যায় না ক যে ; দেখ্‌ছি ভেবে সব,
রাজা-রাজড়াদিগের সময় যাওয়াই অসম্ভব ।

(১৮)

"এখন কি যায় করা ?—কোথায় বা যায় যাওয়া ?"
রাজা উপায় না পেয়ে, উঠলেন যেন হাঁপিয়ে,
যেন হঠাৎ বন্ধ হ'ল ঘরের মধ্যের হাওয়া ;
চাকর দিয়াছে ছাড়ান ; বিড়াল গিয়াছে তাড়ান ;
মন্ত্রী পারিষদদের ধ'রে দেওয়া গিয়াছে জুতো ;
পুনরভিনয় তার ত হয় না, বস্তুতঃ
পুনশ্চ সে সব, করা অসম্ভব ;

এও অতি স্পষ্ট যে সাফ্ নাইক কোন কাজ আর ;
এবং অন্য কোথা যাওয়াও কষ্টকরী রাজার ;
তাই গেলেন রাজা—যেথা অতি সোজা—ভেবে
চীনেও নয় ব্রহ্মে নয়, মান্দ্রাজ নয়, বম্বে নয়,
আমেরিকা, ইউরোপে নয়, রেল কি ষ্টিমার চেপে,
আকাশে নয়, পাতালে নয়,—রাজা গেলেন ক্ষেপে।

নসীরাম পালের বক্তৃতা

(১)

সভ্য এবং ভব্য গুটিকতক নব্য
শিক্ষিত-বাঙ্গালী-রঙ্গে মিলিয়া সকলে,
ডাকলেন একটা ভারি "মীটিং" এলবার্ট হলে।
দেওয়া গেছে 'প্লাকার্ড' 'নোটিস্' ছেয়ে রাস্তাঘাট—
"স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে,
বক্তা বাবু নসীরাম পাল কর্ব্বেন গিয়ে পাঠ।"
সে বিষয়ে দক্ষ উদার এবং পক্ব
নানাবিধ মতের হবে আলোচনা, তর্ক।
অনেকের বক্তৃতা হবে ছোট এবং বড় ;—
সে কারণে শ্রোতৃবর্গ হ'লেন গিয়ে জড় ;

(২)

শ্রীনসীরাম পাল বি, এ, ভারি সুলেখক,
কলিকাতার আর্য্যসভার দক্ষ সম্পাদক,
হিন্দু শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে আছে ভারি দৃষ্টি ;
সভ্যতার কাছে হিন্দুধর্ম্ম বাঁচে
যা'তে, সে কারণে হ'ল আর্য্যসভার সৃষ্টি।
সেই সভার সভ্য গুটিকতক নব্য
শাস্ত্রজ্ঞ বৈজ্ঞানিক—জাতি কামার এবং চামার,
আরও বহু আর্য্য—সবায় স্মরণ নেইক আমার ;
বিজ্ঞানেরই শরে, হিন্দুধর্ম্ম মরে

পাছে, উঠ্‌লেন কয়টি বক্তা সে প্রকাণ্ড কার্য্যে—
প্রচার কর্ত্তে হিন্দুধর্ম্ম, চেতন কর্ত্তে আর্য্যে।

(৩)

বাজ্‌লে ঘণ্টা সাড়ে সাতটা—এলবার্ট হলের ঘড়ি,
কেনারাম কর্ম্মকার ত তক্তার উপর চড়ি',
কর্ল্লেন প্রস্তাব যে, অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ বক্তা
বেচারাম তেলী লণ্ডন সম্পাদকী তক্তা।
নিধিরাম সর্দ্দার ও কুড়োরাম পোদ্দার
কল্লে তাতে 'দ্বিতীয়' ও পড়লে করতালি,
শ্রীবেচারাম তক্তার উপর বসলেন গিয়ে খালি।

(৪)

উঠে বেচারাম তখন একটুখানি কেসে,
বল্লেন অতি বড় গোঁফে অতি ছোট হেসে—
"হে ভদ্রসমাজ ! যে কারণে আজ
সমবেত সবে—সবাই জানেন সে কি কাজ।
এই সভায় হয় আলোচ্য বিষয়—
রমণীদের দাসত্ব ও অবরোধ ও হীনতা ;
বিবেচ্য—কত দূর দেয় স্ত্রীদিগে স্বাধীনতা ;
কত দূর যে অনিষ্টকর পুরুষ ও স্ত্রীর সমতা,
কি কারণে বেড়ে যাচ্ছে নারীজাতির ক্ষমতা ;
আমি সেই জন্য মান্য এবং গণ্য
নসীরাম পালকে ডাকি, অদ্য তৎসম্বন্ধে
পড়্‌তে অবিলম্বে তাঁহার রচিত প্রবন্ধে।"

(৫)

উঠ্‌লেন তখন নসীরাম রক্ষিতে হিন্দুধর্ম্ম ;
(আমরা দিব আজি শুধু সে বক্তৃতার মর্ম্ম)
—"চেয়ারম্যান ও ভদ্রগণ—এ বিষয়টি খুব শক্ত ;
আমি ক্ষীণশক্তি বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি ;—

কিন্তু যখন গড়াচ্ছে ঐ আর্য্য মাতার রক্ত,
শত ক্ষত হ'তে ; যখন গিয়াছেন মা মোহ ;
রাস্তাতে প্রস্তরখণ্ড 'চীৎকারে' "বিদ্রোহ" ;
(হে পাঠক, অনুবাদ এটি সেক্ষপীয়র থেকে)
ধর্ম্মভ্রষ্ট দুরাচার সেই পাপাত্মাদের দেখে
যখন শাস্ত্র কাঁদে, এবং হিন্দুধর্ম্ম লুকায়
অরণ্যে লজ্জাতে ; যখন স্নেহ প্রীতি শুকায়
তীব্র তাপে ; এবং যবে নীতিও হয় শীর্ণ ;
অবিদ্যাও করে ঘোরা তমসা বিকীর্ণ ;
তখন উচিত এবং—এবং—নিতান্ত কর্ত্তব্য
এ বিষয়ে চিন্তা করেন প্রতি হিন্দু সভ্য।

(৬)

"শ্রোতৃবর্গ আজ, এ নব্য সমাজ
ক্ষীণতেজা, হীনপ্রভ, নাহি কিছু শক্তি ;—
কেন ?—কারণ আর্য্যের নাইক আর্য্যধর্ম্মে ভক্তি।
পুরাতনী প্রথা, ঋষিগণের কথা,
এগুলিতে হিন্দুর নাইক কিচ্ছুই মমতা।
একবার চক্ষু দুটি মেলি, দেখুন আর্য্যসভ্য,
উঠে যাচ্ছে বাল্যবিয়ে, বিধবার বৈধব্য ;
ছেড়ে কৃষ্ণে আস্থা, নিয়ে বাঁকা রাস্তা,
পাকাচ্ছে খিঁচুড়ি নিয়ে খৃষ্ট স্পেন্সার বুদ্ধ,
আবার তাতে জড়াচ্ছে এ হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ ?

(৭)

"ভদ্রবর্গ ! আমাদের এই দেশেতে স্ত্রী জাতি
শিখ্ছে তারা দিনে দিনে ভারি বদিয়াতি ;
স্ত্রীশিক্ষার নামে, সমাজ সংগ্রামে
ক্রমে নিচ্ছে কেড়ে তারা পুরুষদিগের রাজ্য,
ছেড়ে রন্ধনাদি যত তাদের উচিত কার্য্য।

(৮)

"গুটিকতক চাষায়, জানি না কি আশায়,
পোষা যত কালসর্প পুরুষদিগের বাসায়,
—কতিপয় বিদ্রোহী সেনা স্বর্ণময় এ বঙ্গে,
কর্চ্ছে একটা ষড়যন্ত্র নারীজাতির সঙ্গে।

(৯)

"যত মূর্খ ঘোর, ক'রে ভারি জোর
বড় ক'ল্লে বাড়ীর সকল গবাক্ষ ও দোর,
অন্তঃপুরের সনাতন সেই পাঁচিলগুলো ভাঙ্‌লো;
আঁস্তাকুড়কে কল্লো বাগান, চালা কল্লো 'বাঙ্‌লো';
মেয়েদের পরালো জুতো, শাড়ির বাড়ালো বহর;
জ্যাকেট দিইয়ে গায়ে বেড়ায় দেখিয়ে নিয়ে সহর;
দিচ্ছে তাদের শিক্ষা, দেওয়াচ্ছে পরীক্ষা;
স্ত্রীদের শিক্ষার নামে তাদের বাড়াচ্ছে ক্ষমতা,
গোল্লাই দিচ্ছে হিন্দুধর্ম্ম—সনাতনী প্রথা।

(১০)

"স্ত্রীদের স্বাধীনতা? সে কি রকম কথা?
তাঁরা কি সব যাবেন চলে, যথা ইচ্ছা তথা?
স্ত্রীরা স্বাধীনই—গৃহপ্রাচীর ভিতরে;
তাঁদের ত অপ্রতিহত রাজত্ব অন্দরে;
তাঁরাই ত ব্রাহ্মণী দাসীর রক্ষক কিম্বা হন্ত্রী;
তাঁরাই স্বামীদিগের হচ্ছেন সর্ব্বকার্য্যে মন্ত্রী।
শুধু মন্ত্রী?—অনেক সময় স্বামীদিগের প্রভু;
কখন দেন খেতে [হাস্য] নাহি দেন বা কভু;
বিনা স্ত্রী সাহায্য, হয় না কোন কার্য্য;
শয়নঘরে তাঁদের ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্য;
ভাঁড়ারঘরে তাঁদের ত অক্ষুব্ধ ক্ষমতা,
রান্নাঘরে আইন ত তাঁদের একটি কথা।

(১১)

"তাঁদের দাপোটে, বকুনিরই চোটে,
মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সদাই কেঁপে ওঠে ;
ঘরের মধ্যে অবিলম্বে অগ্নিনদী ছোটে।
তাঁহাদের জ্বালায় অনেকে ত পালায়
শুনেছিও দেখেছিও, গো ও অশ্বশালায়,
মাঠে, বনে [শোন শোন] পগারে ও নালায়।
তাঁরা আবার অধীন নাকি ? হা কলি !—হা ধর্ম্ম !
পুরুষ তাঁদের সেবায় ব্যস্ত ছেড়ে সকল কর্ম্ম।
গহনাটি দিতে দিতে তাঁদের চারু অঙ্গে,
নাকের জলটি মিশে যায় তার চখের জলের সঙ্গে।
তাঁদের জন্য ব্যস্ত তাঁদের ভয়ে ত্রস্ত।
ভবার্ণবে ঘুরপাক খাচ্ছে পুরুষরা সমস্ত।

(১২)

"স্ত্রীস্বাধীনতা কি আছে কিছু বাকী ?
ঘাড়ের উপর ছেড়ে তাঁরা মাথায় চড়বেন নাকি ?
তারাই ত সব প্রভু, এবং আমরাই ত সব দাস,
খেতে দিলে খাই নইলে রহি উপবাস ;—
তারাই 'আহার বিহার' শয্যা—পুরুষদিগের গতি ;
আমরাই ত সব ভার্য্যা তাঁদের—তাঁরাই ত সব পতি।

(১৩)

"গুটিকতক নব্য বন্য অর্দ্ধসভ্য
ভাবেন এখন পুরুষ করুক স্ত্রীদের পরিচর্য্যা—
ভাবেন স্ত্রীরা দেবতা—ওঃ—[কি লজ্জা কি লজ্জা] !
আর এই পুরুষ ?—এসেছেন সব তাঁরা বঙ্গদেশে
'সুমাত্রা' 'বোর্ণিও' থেকে বন্যায় টন্যায় ভেসে।
তাঁরা ভাবেন পুরুষ বন্ধ থাকুক অন্তঃপুরে,
এবং স্ত্রীরা 'ফিটন' চ'ড়ে বেড়ান সহর ঘুরে ;

এইরূপ যদি স্ত্রীরা দেখেন কেবল বাইরের আলো,
সেটা কি সুবিধার হবে, হবে কি তা ভালো ?

(১৪)

"ভদ্রবর্গ, এই ত গেল স্ত্রীদের স্বাধীনতা।
সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে তাঁদের শিক্ষার কথা।
স্ত্রীজাতিটা—বল্‌তে বেশী হবে না ক আমাকে—
বেজায় রকম ফাজিল এবং ফক্কড় এবং ড্যামাকে।
শিখ্‌লে লেখা পড়া (তাঁদের) মেজাজ হবে কড়া,
মাথায় উঠ্‌বে রাঁধাবাড়া শীঘ্রই নিঃসন্দ'
স্বামীদেরও ক্রমে হ'বে খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

(১৫)

"এখনও ত তবু তারা রাঁধে কভু ;
কিন্তু যদি তারা জেনে ফেলে অকস্মাৎ
যে,—পৃথিবী জোরে, ভোঁভোঁ ক'রে ঘোরে ;
চাঁদের রাহুভায়া শুধু তারি ছায়া ;
শোনে—বাষ্পবলে রেল ও ষ্টিমার চলে ;
কিম্বা যদি জেনে ফেলে ৫ আর ২য়ে ৭ ;
তা হ'লে কি ভা'ব তারা রেঁধে দেবে ভাত ?
হাঁড়িকুড়ি ছুঁড়ে ফেলে আঁস্তাকুড়ে
ছুই কথায় স্বামীদিগের দিয়ে দিবে তুড়ে ;
হাতা বেড়ি রেখে, 'রুজ' পাউডার মেখে,
প'রে মোজা বুট, ক'রে সবায় হুট,
পুরুষদিগের রাজ্যমাজ্য ক'রে সবায় লুঠ,
অনায়াসে ও নির্ব্বিঘ্নে দিয়ে একটি ছুট,
নির্ব্বিবাদে ও নির্ভয়ে সটাং, অবিলম্বে
চ'লে যাবে হিল্লী দিল্লী কলম্বো ও বম্বে।

(১৬)

"বন্ধুবর্গ এক্ষণ করি পর্য্যবেক্ষণ
শিক্ষিতাদের বাড়ীর মধ্যের অবস্থাটা দেখুন—

স্ত্রীরা এখন প্রাতে উঠে, রান্নাবান্না ছেড়ে,
স্বামীর হস্ত থেকে খবর কাগজটি নেয় কেড়ে;
ছেড়ে লুচি ভাজা, রাঁধা, তাম্বূল সাজা,
ছেড়ে মেঝে টেঝে ঝাঁট ও বাসন কুশন মাজা,
গৃহিণীরা এখন যেন নবাব কিম্বা রাজা।
বাজান কেউ বা পিয়ানো; আর কেউ বা গান "আ-পেয়া
মুঝে ভরে দে";—আর বাজান কেউ বা ব'সে বেহালা।
কেউ বা আছেন মাইকেলে, কেউ সেক্ষপীয়রে মেতে,
কাউকে আন্‌তে ঘরে, হয় বা সিভিল কোর্টে যেতে।

(১৭)

"ঢাকাই কাপড় ছেড়ে, এখন পরেন বম্বে শাড়ি
পরেন কোমরে বেল্ট ফিতে, চন্দ্রহার ছাড়ি;
ব্যাং মল ছেড়ে, দিচ্ছেন এখন জুতো মোজা পায়ে;
সোনার গহনা ছেড়ে সবাই জ্যাকেট পরেন গায়ে;
চাবির ভরে যে অঞ্চলটি ঝুল্‌ত তাঁদের কাঁধে,
সে চারু অঞ্চলটি এখন ব্রোচটি দিয়ে বাঁধে।
নাকের নলক রেখে, রুজ ও পাউডার মেখে,
বাইরের ঘরে ব'সে খাসা আরাম চ্যারে বেঁকে,
কার্য্যকর্ম্ম ছেড়ে চক্ষু বন্ধ ক'রে অল্প,
পড়েন উপন্যাস কিম্বা করেন মিলে গল্প।

(১৮)

"প্রাচীর গেল উড়ে, চারি দিকে জুড়ে,
দালানে বারান্দা হ'ল, বাগান আঁস্তাকুড়ে;
রান্নাঘরটি চ'লে গেল ছুই যোজন দূরে,
দূরে থাক্‌ত যেই স্থানটি এল তা শিউরে!
ভিতর বাইরের তফাৎ হ'ল দুয়োর পর্দ্দা মাত্র,
তা ফুঁড়েও স্ত্রীরা বাইরে আসে দিবারাত্র;
যথায় ঝুল্‌ত উর্ণনাভ সেথায় ঝোলে পাখা,
দেওয়াল থেকে উঠে গেল কৃষ্ণ রাধা আঁকা;

তক্তোপোষে ছেড়ে বসাই আনে স্প্রিঙের খাটে,
তক্তার পাটি মেঝেয় পেতে তার উপরে হাঁটে ;
ছেড়ে ঠাণ্ডা মেঝে, স্ত্রীরা বিবি সেজে
মিলে ক'টি এয়ারে, বসেন এখন চেয়ারে ;
ছেড়ে খাসা পা ছড়ান—হ'ল রে কি দশা—
হচ্ছে এখন গিন্নীদিগের পা ঝুলিয়ে বসা !
যেন তাঁরা এক এক রাণী কিম্বা যেন দেবী—
আমরা যেন কৃতার্থ হই তাঁদের চরণ সেবি'।

(১৯)

বাহিরে বেরিয়েও স্ত্রীদের মনে নাহি আঁটে ;
বেড়াতে যান ফিটিন ক'রে পথে ঘাটে মাঠে।
তাঁদের সে অসূর্য্যম্পশ্য পীতরূপরাশি
দেখে কিনা রাস্তার লোকে, পাড়াপ্রতিবাসী।
ঘোমটা গেল উঠে—হায় রে—প্রাণে হয় যে ক্রোধ ;
ঘৃণা দয়া লজ্জা পশে যেন মজ্জা,
নাহি কি রে নব্যবঙ্গের হিতাহিত বোধ ?—"
নসীরাম বস্‌লেন শেষে প'ড়ি উক্ত গদ্যে,
ভয়ঙ্করী কালাকারী প্রশংসারই মধ্যে।

(২০)

অবশেষে তক্তাখানি পশ্চাতেতে ঠেলি,
উঠ্‌লেন তক্তা-অধিকারী বেচারাম তেলী—
"আজি সন্ধ্যাকাল নসীরাম পাল
পড়্‌লেন যেই অতি 'বিদ্বান্' প্রবন্ধটি খাঁটি,
তাহা অতি উপাদেয়, অতি পরিপাটি।

(২১)

"ভদ্রগণ এ বিষয়টি যদি কিঞ্চিৎ রঙিন,
কিন্তু হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে ত ক্রমে ক্রমে সঙিন ;
নারীজাতির ক্রমে শক্তি যাচ্ছে জ'মে

স্ত্রীদের তেজটা যাচ্ছে বে'ড়ে, পুরুষদিগের কমে'।
হ'য়ে উঠ্‌ছে স্ত্রীজাতিটা ভারি বেজায় ফক্কড়—
আমাদের সঙ্গে এসে দিতে চাচ্ছে টক্কর।
সে দিন প্রাতে বল্লাম "দেখ গিন্নী খুলে দোর,
সূর্য্য উঠ্‌ল কি না,—অর্থাৎ হ'ল কি না ভোর?"
—বলে "সূর্য্য উঠেছে কি !!! বল এতক্ষণ—
হ'ল সমাপ্ত কি ধরার দৈনিক আবর্ত্তন।"

(২২)

"শুন্‌লেন ব্যাপারখানা?—সবাই—জানেন স্ত্রীদের স্বভাব
ঐ প্রকারই—সুবুদ্ধিরও তাঁদের বিশেষ অভাব।
কিন্তু একটি সঙিন কথা—স্ত্রীজাতিটা অতি
খল ও ক্রূর—ও [শোন শোন]—ও কপটমতি।
এ কথাতে সেক্ষপীয়র বাইরন পোপাদি
সর্ব্বদেশে কবিরা সম্মত একবাদী।
স্ত্রীজাতির এক কর্ম্ম স্ত্রীজাতির এক ধর্ম্ম
স্বামিসেবা—সতীত্বই রমণীদের বর্ম্ম ;—
স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিলে, নাহিক বিচিত্র,
হবে কলঙ্কিত তাঁদের অমূল্য চরিত্র।
পরপুরুষদিগের সঙ্গে স্ত্রীরা কইলে কথা,
পাতিব্রত্যের অবধারিত হইবে অন্যথা।
স্ত্রীজাতি-হৃদয় প্রতারণাময়,
তাহাদের হায় কিছুমাত্র নাইক কুত্র বিশ্বাস।"
—ছাড়লেন হেথা বক্তা একটি বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস।

(২৩)

"বন্ধুসকল— ইহার যদি উদাহরণ চান,
দেখবেন ইয়ুরোপে এটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
আরও আমি অবগত আছি, বার মাস
করে না ক তাদের স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে বাস,

ইয়ুরোপখণ্ডে ; বরং দণ্ডে দণ্ডে—
স্বামীদিগে মারে চাবুক কর্ত্তে চাহে গুলি,
বেড়ায় তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে চক্ষে দিয়ে ঠুলি।
আমি এটি জানি অতি ধ্রুব এবং সত্য,—
ইংরাজি ভাষায়ই নাইক কথা—'পাতিব্রত্য' ;
পাতিব্রত্য আছে—হিন্দুরই সমাজে—
(আরও বোধ হয় কিছু কিছু মোসলমানদের মাঝে)
কেন ? কারণ তাদের স্ত্রীরা ঘরে রহে বন্ধ ;
কেন ?—কারণ তারা শোঁকে আঁস্তাকুড়ের গন্ধ ;
কারণ তারা অবরুদ্ধ অষ্ট বছর থেকে ;
কারণ তাদের বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য শেখে ;
কারণ নাইক, লুকিয়ে ভিন্ন, পুরুষ পানে চাওয়া ;
কারণ লাগে নাক মুখে আলো কিম্বা হাওয়া !

(২৪)

কেউ বা বলেন স্ত্রীদিগে দাও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা,
তৎপরে দাও স্বাধীনতা—প্রকাণ্ড পরীক্ষা !
স্ত্রীজাতিকে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়াও যাহা,
গরুটাকে হরিনামটি শিক্ষা দেওয়াও তাহা।
[ভয়ঙ্করী প্রশংসা ও অতি দীর্ঘ হাস্য]
অতএব ভদ্রগণ স্ত্রীদের উচিত কার্য্য দাস্য ;
স্ত্রীদের উচিত বাসস্থান সেই জানালাহীন ঘরে ;
স্ত্রীদের যোগ্য বিহারভূমি প্রাচীরভিতরে ;
স্ত্রীদের বাক্যালাপটি শুধু স্বামীর সঙ্গেই সাজে ;
স্ত্রীদের উচিত ব্যায়াম শুধু রান্নাঘরের মাঝে ;
পেলে বেশী আলো রংটা হবে কালো ;
বেশী হাওয়াও নয়ক তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা—ভয়ঙ্কর এ কার্য্য,
বিষসম বন্ধুবর্গ ইহা পরিহার্য্য ।

দেখ্‌তে পাবেন সবাই ইহা মনোরূপ চক্ষে,
ইহা ন্যায়ের বিবেকের ও ধর্ম্মেরও বিপক্ষে।”

(২৫)

প’ড়ে গেলেন সভাপতি সংজ্ঞাহীনপ্রায়
ভাবোন্মাদে চ্যারের উপর ; পড়্‌ল সে সভায়
বজ্রসম করতালি !—শান্ত হ’লে সবে
সভাস্থলে—ক্রমে শেষে উঠে বল্লেন তবে
কেনারাম কর্ম্মকার—“যে অদ্য সভার অতি
ধন্যবাদপাত্র মাননীয় সভাপতি।”

নিধিরাম সর্দ্দার
কুড়োরাম পোর্দ্দার

‘দ্বিতীয়’ করিলে, তাতে—চেয়ারখানি ঠেলি,
সভাভঙ্গ কল্লেন উঠে বেচারাম তেলী।

কলি যজ্ঞ

অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ

ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক বঙালী চ দলে দলে॥
কাহারো পরনে কুর্ত্তি, কাহারো উড়্‌নী উড়ে।
কাহারো বা ঝুলে চাপ্‌কান্‌, কাহারো সাহেবী ধড়া॥
কাহারো সম্মুখে টেড়ী কাহারো পিছনে টিকী।
কাহারো উপরে ঝুন্টি—কা কস্য পরিবেদনা॥
এরূপ বিবিধা মূর্ত্তি সমাগত সভাতলে।
বক্তৃতা করিয়া—বাবা লড়াই করিতে ফতে॥
তন্মধ্যে মুখসর্ব্বস্ব বাঙালী হি পুরোহিত।
রেজলুশন নির্ম্মাণে বক্তৃতায় মহারথী॥

এ হেন হি মহাযজ্ঞে হইল বক্তৃতা সুরু।
ইংরাজের মহা কেচ্ছা ইংরাজি রেজলুশনে ॥
ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা ইংরাজিতে চ বক্তৃতা।
প্যাণ্ডলের তলে আজি ইংরাজিতে খদী ফুটে ॥
বাহবা বাহবা শব্দ সমুত্থিত সভাস্থলে।
বাহবা বাহবা শব্দে করতালি চটাপট ॥
এরূপ শুদ্ধ ইংরাজি এরূপ উপমা ছটা।
এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা ॥
সিসিরো, পিট, বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়।
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে ॥
চা-পান-নিরত প্রাতে ইংরাজ লাট সাহিব।
পড়িয়া এ মহাবার্ত্তা আতঙ্কে ত বিমূর্চ্ছিত ॥
উঠিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসি' বলিলেন অতঃপর।
এ জাতিকে দমে' রাখা দেখিতেছি অসম্ভব ॥
উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
বুঝি যে এখন শ্রেয় মানে মানে পলায়ন ॥
লাট সাহিব ইত্যাদি, করি উক্ত বিবেচনা।
পোঁটলা পুঁটলী বাঁধি স্বদেশে দেন চম্পট ॥
পরপ্রাত হতে রাজ্য আর্য্যজাতির সংস্থিত।
পরপ্রাত হতে কীর্ণ হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ॥
বিস্তীর্ণ আর্য্যসাম্রাজ্যে সবার সম্মতিক্রমে।
রেজলুশননির্ম্মাতা বাঙালী হইলা প্রভু ॥
আশ্চর্য্যরূপ রাজত্ব বাঙালীর বলে সবে।
কেবল বক্তৃতাজোরে করে রাজ্য চবৈতুহি ॥
একদা আসি' আফ্‌গান আক্রেমিল হি ভারত।
মহাকাবু সবে খেয়ে বাঙালী বক্তৃতা হুড়া ॥
তৎপরে রুষিয়া আসি গ্রাসিতে দেশ উদ্যত।
বাঙালী বক্তৃতা চোটে করে দেশে পলায়ন ॥
বাঙালী বক্তৃতা শব্দে কাঁপে ইংলণ্ড জর্ম্মনী।
কাঁপে ফরাস মার্কীন কাঁপে সসাগরা ধরা ॥

ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল সর্ব্বত্র এ মহীতলে।
ভরিয়া গেল এ দেশে মীটিঙ রেজলুশনে॥
একদা তু বঙালীর হইল বড় মুস্কিল।
কুটতর্ক উঠে এক মহাদ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে॥
উঠিল কুটিল প্রশ্ন সমস্যা জটিলা অতি।
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ॥
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে॥
আবার সে সভাস্থানে হইলা বহু বক্তৃতা।
আবার বাহবা শব্দে করতালি চটাপট॥
কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
সবাই বক্তৃতাদক্ষ সবাই বক্তৃতা করে॥
পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে॥
বাঙালী মহিমাকীর্ত্তিকলাপকাহিনী যদি।
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

কর্ণবিমর্দ্দন কাহিনা

পজ্ঝটিকা ছন্দ

জানো না কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দ্দন মর্ম্ম কি গূঢ় ?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ জন্য ?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদরচিহ্ন ;
তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে
টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে ;

অন্তত নাসারক্ষার্থে, সে—
কান মলা হয় গিলিতে হেসে।
বাবা সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে—
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে
শূকর-গো-মৃগমাংসে পুষ্ট—
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ,
হুজুর হুজুর বলি' জীবনমরণে
র'ব পড়ি' ইন্দুনিন্দিত চরণে;
—রহিও খুসি, ঘুঁষি আস্টা, রাগে
মেরো নাকো কেবল নাকে।
ও ঘুঁষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন; শুনি শুধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ;
ও ঘুঁষি পড়িলে গণ্ডে জোরে,
একেবারে মাথা ঘোরে।
কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে।
ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে।
পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি।
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি!
শুধু ও অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
শ্রবণে ত প্রভু অমিয়া বর্ষে।
বসিয়া বসিয়া নিজঘরমধ্যে
লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে—
"সমুচিত, তুলিয়া ঘুঁষি নিজহস্তে
মারা বেগে অরাতি মস্তে";
জানো না সে স্থানে, একা
লাগে প্রথমত ভেবা চেকা;
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য্য,—
তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য্য ?

না হইলে সমসঙিন অবস্থা,
বাক্যে বীরত্ব হি অতি সস্তা।
মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে ;
স্নানস্নিগ্ধ উদরটা, ঠেসে
ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ
গণ্ডে পানে ভরিয়া তূর্ণ
চাপ্‌কান পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য,
নাকে কর্ণে, চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া, কোনরূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি—
রহি না ঘুঁষি ফুষি কাছাকাছি।

নিত্যানন্দের উপাখ্যান

সদানন্দের পুত্র, মহানন্দেরি দৌহিত্র,
প্রেমানন্দের ভাগিনেয়, নিত্যানন্দ মিত্র,—
পার্শ্ববর্ত্তী দোকান থেকে সিদ্ধি এনে কিনে,
কার্ত্তিক মাসে দুর্গাপূজোর বিসর্জ্জনের দিনে,
খেলেন বেটে ছটাক খানিক ঠাণ্ডা জলে গুলে,
দুপর বেলায়।—শেষে গিয়ে বিছেনাতে শুলে,
সবাই বল্ল, "নিত্যানন্দ উপর গিয়ে চটাৎ,
এমন দিনে দুপর বেলায় শুলো কেন হঠাৎ!"
নিত্যানন্দ তাঁহার বাপের একটিমাত্র ছেলে,
মা বাপের আদুরে ;—বেড়ান দিবারাত্র খেলে ;
ঘুরে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়, করেন যা তাঁর খুসি,
মেরে বেড়ান যারে তারে লাথি চাপড় ঘুসি।—
পাড়াশুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত নিত্যানন্দের জ্বালায়,
ইচ্ছা—ঘটি বাটী নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালায়।

নিতাই ভাব্‌লেন, "সবাই বলে, সিদ্ধি খেলে হাসে,
দেখি দিকি আমার হাসি কেমন ক'রে আসে।"
ভেবে নিত্যানন্দ খানিক সিদ্ধি এনে কিনে,
খেলেন গুলে দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের দিনে।
খেয়ে অতি গম্ভীর হ'য়ে বাড়ীর মধ্যের উপর,
শুলেন গিয়ে বিছানাতে ;—বেলা তখন দুপর !

ওমা ! যেমন তিনি নিজের বিছানাতে গিয়ে,
শুয়েছেন এক মোটা নরম বালিশ মাথায় দিয়ে,
নাসিকাটি গুঁজে, একটি পাশের বালিশ ঠেসে,
অমনি কি দু'মিনিটে ফেল্লেন তিনি হেসে !
বল্লেন, "সে কি ! বিছানাতে শয়নমাত্র হাসি।
—আচ্ছা একবার নীচের তলায় গিয়ে ঘুরে আসি।"
ব'লে উঠে বিদ্যুদ্বেগে নেমে সিঁড়ি দিয়ে,
বাইরের ঘরের বারান্দাতে পাটির উপর গিয়ে,
বস্‌লেন গম্ভীর ভাবে ; কিন্তু সময় বস্‌তে যাবার,
'ফি-ক্' ক'রে নিত্যানন্দ হেসে ফেল্লেন আবার।
বল্লেন নিত্যানন্দ, "এ কি এলাম চ'লে নীচে,
চেষ্টা কর্লাম গম্ভীর হ'তে,—তাও হ'ল মিছে ?
আচ্ছা দেখি"—ব'লে তিনি মাঠে গেলেন ছুটে,
ব'স্‌লেন গম্ভীর ভাবে একটা গাছের উপর উঠে।
কিন্তু বৃথা চেষ্টা ;—তিনি যতই চেষ্টা করেন,
ততই তিনি একেবারে হেসে ঢ'লে পড়েন।
যেথায়ই যান না, হাসি তাঁকে কিন্তু নাহি ছাড়ে,
জোঁকের মত কাম্‌ড়ে যেন রৈল তাঁহার ঘাড়ে ;
তিনি বসেন সেও বসে ; তিনি ওঠেন, ওঠে ;
তিনি দাঁড়ান, দাঁড়ায় ; লাফান, লাফায় ; ছোটেন, ছোটে।
নিতাই তখন প্রমাদ গ'ণে বল্লেন, "এ কি হৈল ?
হাসিটা যে ভূতের মত ঘাড়ে চেপেই রৈল !"

সকল উদ্যম হ'ল বৃথা—থামে না তাঁর হাসি,
এলেন ছুটে তাঁর মা, দিদি, মামী, পিসী, মাসী,
বাবা, খুড়ো, ঠাকুরদাদা, পিসে ; মেসো, মামা,
বন্ধু, ডাক্তার, দাসী, চাকর, রাঁধুনী, খানসামা,
গরু, বাছুর ; কিন্তু হাসি নাহি কমে তাঁহার ;
হাস্‌তে লাগ্‌লেন ক্রমাগত—ভুলে নিদ্রা আহার।
"ব্যাপারখানাটা কি নিতাই ? ক্ষিপ্তের মত হেন"
—সবাই করেন প্রশ্ন—"নিতাই এত হাস্‌ছ কেন ?"
"হাস্‌ছি আবার কেন ?—হাঃ হাঃ—অদ্য—হিঃ হিঃ—ভুলে
খেলাম খানিক সিদ্ধি—হুঃ হুঃ—ঠাণ্ডা জলে গুলে ;—
সিদ্ধি গুলে খেয়ে—হেঁ হেঁ—এত হাসি পায়,
জান্‌লে—হোঃ হোঃ—কি আর—নিতাই সিদ্ধি গুলে খায় ?
বাঁচাও—ঠিঃ ঠিঃ—কোন রূপে, নইলে হেলায় ফেলায়,
নিতাই—ক্ষিঃ ক্ষিঃ—হেসে মরে দিনে দুপর বেলায় !"

ইহা ব'লে দারুণ হাস্‌ল নিত্যানন্দ মিত্র।
কত যত্ন কত ঔষধ কি চেষ্টা চরিত্র,—
বাড়ীশুদ্ধ বিরাট্ ব্যাপার—সবাই প্রয়াসী,
সবাই হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল থামাতে সে হাসি।
বাবা বলেন, "হেস না-ক গোপাল আমার আদুরে !"
মাও বল্লেন, "থাম, সোনা, বাছা আমার যাদু রে !"
পিসী বল্লেন, "থাক বাবা চুপ্‌টি ক'রে খানিক !"
মাসী বলেন, "সোনার চাঁদটি—থামো আমার মাণিক।"
সকল চেষ্টা বিফল হ'ল। শেষে তাঁহার খুড়ী,
(নিতাই তাঁরে ঠাট্টা ক'রে বল্‌ত 'কালো বুড়ী'—
কারণ তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন বর্ণে মসী,
বয়সেতেও অকালবৃদ্ধ, শুষ্কতাতে ঘসী !)
বাহির কল্লেন নূতন উপায় মিনিট চারিক ভেবে।—
বল্লেন, "বাড়ীশুদ্ধ নিতাই পাগল ক'রে দেবে,
এমন ক'রে লক্ষ্মীছাড়া নিত্যি যদি হাসে।

যা বলি তা কর্ত্তে পার ? নয়ক শক্তটা সে
এমন কিছু ; সকল নোকে চিম্‌টি নাগাও পায়ে ;
তপ্ত নোয়া নাগাও হাতে ; নবণ দাও গায়ে ?
চখে নাগাও নঙ্কা মরিচ ;—থাম্‌বে তবে সিনা ?
নাথি মারো জোরে—দেখি হাসি থামে কি না !
ষণ্ডা নম্বা ছোঁড়া, নেইক বুদ্ধি কড়াট্যেকো ;
ন্যেখাপড়ায় ঢেঁকি—আবার হাস্‌তে নাগলো দেখো।"
খুড়ীর কথাই শুন্তে বাধ্য হলেন সবাই শেষে ;—
এলো, লঙ্কা তপ্ত লৌহ তাঁহার উপদেশে।
দেখে শুনেই নিত্যানন্দের ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ বুক,
থেমে গেল হাসি এবং শুকিয়ে গেল মুখ ;—
উঠে তিনি বল্লেন, "আমার সেরে গেছে হাসি,
কিছু কর্ত্তে হবে না-ক—এখন তবে আসি !"

মর্ম্ম

ছেলেপিলের উপদ্রবটা কতক আগে ভাগে,
বিশেষতঃ পিতা মাতার কাছে—ভালো লাগে।
বাড়ে যখন অধিক মাত্রায়, দুষ্টুমি কি বাতিক,
প্রয়োগ কর্ত্তে হবে তখন ঔষধ এলোপ্যাথিক !

——

শুকদেব

টিয়া বলে "গাইতে কেহই কিছুই না জানে" ;
দোয়েল কোকিল ঘুঘু শ্যামা যখন ধরে গানে,
টিয়া কাছে গিয়ে অমনি করে চেঁচামিচি,
এবং তার (এ) ডানা তুলে তারে বলে "ছি ছি।"
পিকেরা একদা মিলে অনেকখানি ভেবে,
যুক্তি ক'রে করজোড়ে কহে শুকদেবে,—
"প্রভুর আলোচনা যেরূপ গুণের পরিচায়ক,
প্রভু নিশ্চয় নিজে একটা উঁচুদরের গায়ক ;

প্রভু একবার দয়া ক'রে গেয়ে দেখান দিকি,
আমরা (শিখে নি ত কিছুই) শুনে কিছু শিখি।"
টিয়া মাথা চুলকোয়, ভেবে পায় না বল্‌বে কি যে ;
শেষে কহে, "মহাশয়গণ আমি অর্থাৎ নিজে—
বড় একটা গাই না—তবে—বল্‌তে বা কি হানি—
মহাশয়গণ আমি খাসা ছি ছি কর্ত্তে জানি।"

সমাপ্ত

হাসির গান

[১৯ মার্চ ১৯১০ তারিখে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণ হইতে]

১। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ

১

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন' ভাই ;
আর, তানসান মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায় ;
অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের 'কোর্টে'—
কিন্তু, দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মান নি ক মোটে।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,
মেও এঁও এঁও।

২

যা হোক, এলেন তানসান কলিকাতায় চোড়ে রেলের গাড়ী ;
আর, 'হুগলি ব্রিজ' পার হোয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী ;
অ—অর্থাৎ উঠ্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল' তখন হয় নি ;
আর, বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এঁও এঁও।

৩

যা হোক, এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি ;
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—'পিয়ানো' ইত্যাদি ;—
অ—অর্থাৎ আন্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি
যে, হয় নি ক তানসানের সময় 'পিয়ানো'রও সৃষ্টি।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এঁও এঁও।

৪

যা হোক, তানসান গাইলেন এমন মল্লার, রাজা গেলেন ভিজে ;
আর, গাইলেন এমন দীপক, তানসান জ্ব'লে উঠ্‌লেন নিজে ;—

অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, তানসান উঠ্‌তেন জ্ব'লে ;
কিন্তু, রাজার ছিল 'ওয়াটারপ্রুফ্‌' ; আর তানসান এলেন চ'
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ;–
মেও এঁও এঁও

৫

হ'ল, সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতি বাদ্য ;
আর, আজও রোজ্‌ রোজ্‌ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ
অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর ত হ'য়ে গেছে কবে ?
আর, তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে হবে ?
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এঁও এঁও

ইরাণ দেশের কাজী

আমরা ইরাণ দেশের কাজী।
আমরা এসেছি একটা নূতন আইন প্রচার কর্ত্তে আজি।
যে, যা বলিবে সবই ইমামকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল ;—
তোমাদের হবে বলিতে তাতেই "বাহবা, বাহবা, বা জি !"
ইমাম সবাই সত্য-প্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী ;
পার্শী ইমামে বিবাদ বাধিলে, পার্শীই অপরাধী।
পার্শী ঠেকিলে ইমাম গায়, মাথাটি বাঁচান হইবে দায় ;—
পার্শীর শির কাটিয়া লইলে, হইতে হইবে রাজি।
আমরা সবাই দেখেছি ইমাম বিচার করিয়া সূক্ষ্ম—
ইমাম সবাই বুদ্ধিমান্‌, আর পার্শী সবাই মূর্খ ;
পার্শীর তবে হইল রদ—ব্যতীত কুলী ও কেরানী পদ ;
হাকিম হকিম হইবে সবাই হোসেন হাসেন হাজী।
দাদাভাই হোক জিজিভাই হোক কারসেট্‌জী কি মেটা—
আজ থেকে তবে ঠিক হ'য়ে গেল—সবাই সমান বেটা ;

তবে, যে বেটা বলিবে, "হাঁ হাঁ তা হোক", সে বেটা কতক
ভদ্রলোক ;
আর, যে বেটা বলিবে "তা না না না না না", সে বেটা
বেজায় পাজী।

রাম-বনবাস

এ কি হেরি সর্ব্বনাশ !
রাম, তুই হ'বি বনবাস—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ !
তোরে ছেড়ে র'বে না প্রাণ—আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ !
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড় পাশা, আর ঐ (ওরে) ভালো দু জোড় তাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ !
ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমাণ্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের ঐ খানকতক (ওরে) ভালো উপন্যাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ !
ও রাম, দেখিস্ তোর ঐ বাপ মা'কে চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,
আর মাঝে মাঝে রাত্রিকালে, (ওরে) 'পোটেটো চপ্' খাস।
এ কি হেরি সর্ব্বনাশ !

দুর্ব্বাসা

পুরাকালে ছিল, শুনি,
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি—
আজানুলম্বিত জটা, মেজাজ বেজায় চটা,
দাড়িগুলো ভারি কটা ;—
পারিত না বটে লিখিতে কবিতা মহর্ষি বাল্মীকি চাইতে ;
পারিত না বটে নারদের মত বাজাতে নাচিতে গাইতে ;

কিন্তু ঋষি ভারি রোষে বিনা কারো কিছু দোষে,
গালি দিত খুব কোসে ;—
কোরে দিত কারো ব্যবস্থা সুন্দর নানাবিধ ভালো খাদ্য ;
কোরে দিত কারো, বিনা বেশী ব্যয়ে, পিতৃপিতামহশ্রাদ্ধ ;
তার ভয়ে দিবানিশি বিকম্পিত দশ দিশি—
এমনি বেয়াড়া ঋষি ;—

জিজিয়া কর

পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে আসছি সয়ে সমুদায় ;
এইটি কি আর সইবে না ক—দু' ঘা বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা ; দিবি দু' ঘা, দে না বাবা !
দু' ঘা বেশী, দু' ঘা কমে, এমনি কি আসে যায়।

তবে কিনা জুতোর গুঁতো হয়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছু নূতন রকম কর্লে হ'ত উপকার ;
ধর না যেমন, বেটা ব'লে দিলি না হয় কানটা ম'লে ;—
জুতার খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা প'ড়ে গেছে সকল গায়।

প'ড়ে আছি চরণতলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল ;
সৈবে সবই, নই ত মানুষ, আমরা সবাই ভেড়ার পাল ;
যে যা করিস দেখিস চাচা, মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা,
শাসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিস রে দুটো দুবেলায়।

তোরাই রাজা তোরাই মুনিব, মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস চাচা এটা তোদের বাড়ী তোদের ঘর ;
মোরা বেটা মোরা পাজি, যা বলিস তাই আছি রাজি ;—
রাজার নন্দিনী প্যারি, যা বলিস তাই শোভা পায়।

খুসরোজ

১

আজি, এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজায়,
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা ত হবে বজায় ;
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য্য এদিক্ ওদিক্ বুঝে চলাই ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

২

আজি, এই শুভ রাতি, জ্বালবো বাতি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে ;
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো পেটের দায়ে ;
নিয়ে আয় চেরাক বাতি, নিয়ে আয় দিয়েসলাই ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

৩

"জয় জয়, মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র", ব'লে জোরে ডঙ্কা বাজাই ;
পাহারা ফির্চ্ছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই ;
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো প্রাণের দায়ে ;
কি জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায় ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

৪

আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" ব'লে চেঁচাই উচ্চ রবে ;
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ—মানের, পেটের, প্রাণের দায়ে ;
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায় ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

৫

ভোলানাথ শুয়ে আছেন,—ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন ;
কালী জিব মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন ;

শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটেই আঁকা ;
আমরা সব নিয়ে শরণ মোগলদেবের চরণতলায় ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

কালো রূপ

কালো রূপে মজেছে এ মন।
ওগো, সে যে মিশ্‌মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো,—অতি নিরুপম।
কোকিল কালো, ভোমরা কালো,
আমরা কালো, তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোম্‌রা কালো ;—
কিন্তু জানো না, কি কালো সেই কালো রঙ্‌—
ওগো সেই কালো রঙ্‌।
কালী কালো, মিশি কালো, অমাবস্যার নিশি কালো ;
গদাধরের পিসি কালো ;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ !
ওগো, সে কালোবরণ।

দশ অবতার

হরি, মৎস্য অবতারে ছিলেন জলে বাসা করি',
আর, কূর্ম্ম অবতারে পাঁকে পশিলেন হরি।
এলেন, বরাহাবতারে, উঠে জঙ্গল ভিতরে,
আর, নৃসিংহাবতারে হলেন বিকাশ অৰ্দ্ধনরে।
হলেন, বামনাবতারে নর—খাটো কিন্তু সত্য,
আর, পরশুরামেতে বীর্য্যে স্থাপেন রাজত্ব।
হলেন, রাম অবতারে হরি—প্রেমিক, ভক্ত, সৎ ;
আর, কৃষ্ণ অবতারে হরি রচেন গীতা 'ভগবৎ'।

আর, বুদ্ধ অবতারে নিলেন যোগধর্ম্ম শিখি',
আর, কল্কি অবতারে হরি রাখিলেন টিকী।
তবে, টিকী রাখি' কর সবে জীবন সফল,
আর, একবার টিকী নেড়ে "হরি হরি" বল।

——

কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও"
আর—রাধা বলে "কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায়"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর—রাধা বলে "এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি।"
কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার মোহন বেণু"
আর—রাধা বলে "ওহো—শুনে আমি মরে গেনু।
আমায় ধরো ধরো"!
কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে আমায় সবে"
আর—রাধা বলে "বটে! হ'ল মোক্ষলাভটি তবে—
থাক্ আর খাওয়া দাওয়া"।
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো"
আর—রাধা বলে "তবু যদি না হ'তে মিশ কালো—
রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে"!
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
আর—রাধা বলে "ঘুম হচ্ছে না! এ ত ভারি জ্বালা—
তাতে আমারই কি"!
কৃষ্ণ বলে "শুনি 'হরি' লোকে আমায় কয়"
আর—রাধা বলে "লোকের কথা ক'রো না প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে"।

কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা"
আর—রাধা বলে "হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে—
সেটা সবাই বলে"
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কিবা চারু কেশ"
আর—রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—
সেটা বলতেই হবে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—"
আর—রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে"।
কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখি নি ত কভু"
আর—রাধা বলে "হাঁ আজ সাবান মাখি নি ত তবু—
নইলে আরও শাদা"।
কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে"
আর—রাধা বলে "এসব কথা বল্লেই হত আগে—
গোল ত মিটেই যেত।"

২। সামাজিক

REFORMED HINDOOS

যদি জান্‌তে চাও আমরা কে,
আমরা Reformed Hindoos.
আমাদের চেনে না ক যে,
Surely he is an awful goose ;

কেন না, আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food ;
কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা, 'ও'টা 'সে'টা যখন
we choose ;

—কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কর্ত্তে পারি নি ঠিক ;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব
superstitious ও obtuse,
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে
conversationএ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose ;

মোটা তাকিয়া দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friendsদের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
করি খুব hate ও abuse ;
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা হ'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ;
.করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists,
the Mahomedans, Christians & Jews ;—
কিন্তু ফলার ভোজে হিঁদু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

About female education,
ও female emancipation,

আর infant marriage, আর widow remarriag
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think,
যে আমরা করি একটু বেশী drink,
কিন্তু considering our evolutionএর state,
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals, we care a hang if you thinl
তা হ'লে you are an awful goose.

From the above দেখতে পাচ্চ বেশ,
যে আমরা neither fish nor flesh ;
আমরা curious commodities, human
oddities, denominated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের
সময় সব টুঁটুঁs ;
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

বিলাতফের্ত্তা

আমরা বিলাত-ফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি',
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে র'টি,
যদি "সাহেব" না ব'লে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর ;

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।

আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ক্রটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।

আমরা বিলেতফের্ত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

চম্পটির দল

চম্পটি চম্পটি চম্পটি,
চম্পটির দল আমরা সবে।
একটু মেশাল রকম ভাবে আমরা ক'জন এইছি ভবে।
যদি কিছু দেশী রং রেখেছি সাহেবি ঢং ;
একটু তবু নেটিভ গন্ধ, কি কর্ব্ব তা র'বেই র'বে।
ইংরাজীতে কহি কথা, সেটা 'পাপার' উপদেশ ;
হ্যাট্টা কোট্টা পরি কেন—কারণ সেটা সভ্য বেশ ;
চক্ষে কেন চসমা সাজ ?—কারণ সেটা ফ্যাশন আজ ;—
চসমাশূন্য ছাত্রমহল, কোথায় কে দেখেছে কবে।
বঙ্গভাষা কইতে শিখ্ছি, বছর দু'তিন লাগবে আরো ;
তবে এখন কইছি যে, সে তোমরা যাতে বুঝতে পারো ;
টেবিলেতে খাচ্ছি খানা কারণ সে সাহেবিয়ানা ;
খাই বা যদি শাক চচ্চড়ি টেবিলেতে খেতেই হবে।
ইউরেশীয়ান ছেলে মেয়ে তৈরি মোরা হচ্ছি ক্রমে,
এদিকেও সংখ্যায় বাড়ছি বিনা কোন পরিশ্রমে ;
জানি না কি হবে শেষে, কোথায় বা চলেছি ভেসে ;
মাঝি-শূন্য নৌকার উপর ভেসে যাচ্ছি ভবার্ণবে।

নতুন কিছু করো

১

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো ;
পাগুলো সব উঁচু ক'রে, মাথা দিয়ে হাঁটো ;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো ;
কিম্বা চিৎপাত হয়ে—পাগুলো সব ছোঁড়ো ;
ঘোড়াগাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

২

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতিচাদরনিবারিণী সভা ;
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে ;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ্‌ ধরো ;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৩

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো ;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,—
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো ;
বেন্, মিল্ ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৪

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধ'রে মারো ;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো!
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক।

যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো ;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৫

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব ;
মর্ব্বে, না হয় মর্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো ;—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হ'ল কি

১

হ'ল কি! এ হ'ল কি!—এ ত ভারি আশ্চর্য্যি!
বিলেত-ফের্ত্তা টান্‌ছে হুকা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্য্যি।
হোটেলফের্ত্তা মুন্সেফ ডাক্‌ছেন "মধুসূদন কংসারি"!
চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারী!

২

ছেলের দল সব চস্‌মা প'রে ব'সে আছে কাটখোট্টা ;
সাহেবরা সব গেরুয়া পর্‌ছে, বাঙালী 'নেক্‌টাইহ্যাট্‌কোট্টা' ;
পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মত, ছেলেবেলায় খান নি কে?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বস্‌ছেন আহ্নিকে।

৩

পদ্য গদ্য লিখ্‌ছে সবাই, কিন্‌ছে না ক কিন্তু কে'ই ;
কাট্‌ছে বটে—পোকায় কিন্তু, আলমারি কি সিন্দুকেই।
জহরচন্দ্র, গোকুল মাইতি বাড়্‌ছে লম্বা চওড়াতে ;
বিদ্যারত্ন দরকার শুদ্ধ বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

৪

পুরুষরা সব শুনছে ব'সে, মেয়েরা আসর জম্‌কাচ্ছে ;
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে, শুনে তা' পীলে চম্‌কাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত, প্রজা হচ্ছে জবদ্দার ;
মুনিব কর্চ্ছে 'আজ্ঞা হুজুর', চাকর কচ্ছেন 'খবদ্দার'।

৫

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচ্‌ছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধনে দে ;
শাস্ত্রিবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধরেন না এক বর্ণ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে বেশী মাত্রায় কর্ণধার।

নবকুলকামিনী

ক'টি নবকুল-কামিনী।
অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী।
জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে ;
চেয়ারে ঠেঁসিয়া গল্প করিতে ;—
'পারত পক্ষে' উপর হইতে নীচের তলায় নামি নে।
গৃহের কার্য্য করুক সকলে—খুড়ি, জ্যেঠী, পিসী, মাসীতে ;
আমরা সবাই, নব্য প্রথায়, শিখেছি হাসিতে কাশিতে ;
করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ ;
করিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে, ঘুরিতে, দিবস যামিনী।
ব্যবসা করিয়া, চাকরি করিয়া, অর্থ আনুক পতিরা ;
রাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া, বাধিত করিতে সতীরা ;
বিলাতি চলন, বিলাতি ধরণ,
আমরা করিতেছি অনুকরণ ;
যেমন সভ্য স্বামীরা, তাহার চাই ত যোগ্য ভামিনী।

পাঁচটি এয়ার

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধুখেয়ার,—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস—আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্রাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী ;
আমরা করি নে কাহারে ডর, আমরা করি নে কাহারো হানি ;
আমরা রাখি নে কাহারও তক্কা, আমরা করি নে কাউরে কেয়া
এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—জেনিছি আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন নদীর জলে কাদা, আর সাগরজলে নুন ?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন।
কেন তুমি হ'লে না ক কবি, হ'ল সেক্সপীয়ার ?
আর সে সব কথা কাজ কি ব'লে ;—আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে—বল দেখি দাদা !—
কারণ, দেবতা খেত লাল পানি, আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ্ আছে কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার।
মোদের দিও নাকো কেউ গালি, মোদের ক'রো নাকো কেউ মানা ;
আমরা খাব না ক কারো চুরি ক'রে দুগ্ধ, ননী, ছানা ;
শুধু, লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ;
শুধু, নাচিব একটু, গাইব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার।

কিছু না

নাঃ !—এ জীবনটা কিছু নাঃ !
শুধু একটা "ইঃ", আর একটা "উঃ", আর একটা "আঃ" !
এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ !
সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,

আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;
এসব ক'রো না ক, খাসা ব'সে থাক,
ভায়া, ছড়িয়ে দিয়ে পা ;
—আর বল জীবনটা কিছু নাঃ।

কেন চটাচটি, আর রোষারোষি,
আর গালাগালি, আর দোষাদোষী ?
কর হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি,
আর ব'সে, গোঁফে দাও তাঃ ;—
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ' !
—নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

এত বকাবকি, চোকরাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই' ;—
আর সদাই 'বাপ রে মাঃ ;'
ছেড়ে কিচিমিচি, আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায় উহু উহু',
প্রাণের সার যাহা—কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ ;
—তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

——

যায় যায় যায়

ঐ যায় যায় যায়,—
প'ড়ে এ কলির ফেরে, সবাই যে রে—ভেঙ্গে চুরে,
ভেসে যায়।
ঐ যায়—ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথও চিৎ ;
ঐ যায়—দৈত্য রক্ষঃ, দেব যক্ষ, হয়ে যায় রে 'মিথ্'

ঐ যায়—রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে ;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র ; দিবারাত্র টানাটানি
তাঁরেও শেষে।
ঐ যায়—৮৪ নরক, সপ্ত স্বরগ—তার সঙ্গে মিশি' ;
ঐ যায়—ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ব্যাস, নারদ ঋষি ;—
ঐ যায়—গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্যামের
বাঁশরীটি ;—
রৈল শুধু—আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও
মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায়—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র, শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে ;
ঐ যায়—গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম উড়ে' ;
রৈল শুধু—গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল, আর—
ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়া' ;
রৈল শুধু—ভার্য্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া

বলি ত হাসব না

বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে ;
কিন্তু, এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে' !
সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর ;
যবে সব কলম ধ'রে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায় ;
তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে, হ'য়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক, শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে ;
একটু 'গ্যানো' প'ড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে ;
কোর্ত্তে 'এক ঘ'রের' মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া ;
তখন আমি হাসি জোরে, গুম্ফ ভ'রে ছেড়ে প্রাণের মায়া।

যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে ;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে ;
যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা—
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্ —

তা সে হবে কেন

১

তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্ত্তে চাও কি ক'রে মুখে বড়াই ?
তা' সে হবে কেন !
তোমরা বাক্যবাণে শুধু ফতে কর্ত্তে চাও কি লড়াই ?
তা' সে হবে কেন !
তোমরা ইংরাজ-গৌরবে ক্ষুব্ধ ব'লে চাও কি যে, সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সঁপে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে ?
তা' সে হবে কেন !

২

তোমরা হিন্দু-ধর্ম্ম "প্রচার" ক'রেই, হতে চাও যে ধন্য,
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য !
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দু-ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
'ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম্ম !'
অমনি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম্ম ?
—তা' সে হবে কেন !

৩

তোমরা সাবেক ভাবে সমাজটিকে রাখ্‌তে চাও যে খাড়া ;
—তা' সে হবে কেন !

তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখের তাড়া ;
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা বিপ্র হ'য়ে ভৃত্য-কার্য্য ক'রে বাড়ী ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি ক'রে শুধু রাখ্‌বে সমাজটিরে ?
—তা' সে হবে কেন !

৪

তোমরা চিরকালটা নারীগণে রাখ্‌বে পাঁচিল ঘিরে' ?
— তা' সে হবে কেন !
তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখিবে রমণীরে ?
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা চাও যে তারা বন্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে,
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, নাচে ?
—তা' সে হবে কেন !

এমন ধর্ম্ম নাই

১

ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হো ! কার্ত্তিক, গণপতি—
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী,—
আর শচী, ঊষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম ;—
ঐ সবই আছে ;—হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম ?—
(কোরাস্) ছেড়ো না ক এমন ধর্ম্ম, ছেড়ো না ক ভাই ;
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম্ম নাই !
[বাদ্য] তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম্ ।

২

ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর ;

হন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার ;
ব্যস্—বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর !—
ছেড়ো না ক [ইত্যাদি]

৩

আছে বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী, ময়ূর, পেঁচা, গাই—
আর তুলসী, অশথ, বেল, বট, পাথর—কি এ ধর্ম্মে নাই !
ঐ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি 'বেবাক্' ;
সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—কিছু যায় নি ফাঁক।
ছেড়ো না ক [ইত্যাদি]

৪

যদি চোরই হও, কি ডাকাত হও—তা গঙ্গায় দেও গে ডুব ;
আর গয়া, কাশী, পুরী যাও সে—পুণ্যি হবে খুব ;
আর মদ্য, মাংস খাও—বা যদি হ'য়ে পড় শৈব ;
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও ;—এর গুণ কত কৈব।
ছেড়ো না ক [ইত্যাদি]

গীতার আবিষ্কার

১

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কর্চ্ছে দিবারাতি ;
বল্‌ছে আমরা ভণ্ড, ভীরু, মিথ্যাবাদী-জাতি ;
হতাশ ভাবে তক্তার উপর পড়্‌লাম গিয়ে শুয়ে,
দুইটি ধারে সরল রেখায় ছড়িয়ে হস্ত দুয়ে ;
ভাবৃছি এটার মুখের মতন জবাব দেবো কি তা'—
ঠেক্‌লো হাত এক বইয়ের উপর, তুলে দেখি গীতা !
—ও মা ! তুলে দেখি গীতা।

২

লাফিয়ে উঠ্‌লাম তক্তার উপর 'মাটামভাবে' সোজা ;
ছট্‌কে পড়লো মাথা থেকে অপমানের বোঝা।

এবার যদি নিন্দা কর, কর্ব্ব তা কি জানি—
অমনি চাঁদের চ'খের সাম্‌নে ধর্ব্ব গীতাখানি ;
এখন বটে অপমানটা কর্চ্ছ মোদের বড় ;
তবু একবার চন্দ্রবদন, গীতাখানি পড়—
একবার গীতাখানি পড়।

৩

সকাল বেলায় আপিস্ গিয়ে গাধার মত খাটি,
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা দুখানি চাটি ;
বাড়ী ফিরে—বন্ধুবর্গ জড় হ'লে খালি,
যাঁদের অন্নে ভরণপোষণ, তাঁদের পাড়ি গালি ;
একা হ'লে (হায় রে, গলায় জোটেও না দড়ি !)
বুঝি বা সে নাই বুঝি—গীতাখানি পড়ি—
আমার গীতাখানি পড়ি।

৪

দেখি যদি গৌরমূর্ত্তির রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' ব'লে ডাকি ;
পালাই ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে, যেন বাঘে খেলে !
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে ;
পিতৃপুণ্যে পৌঁছে বাড়ী, ঘরে দিয়া চাবি,
মালা জপি এবং আমাব গীতার কথা ভাবি।
আমার গীতার কথা ভাবি।

৫

গীতার জোরে সচ্ছে ঘুঁষি, সচ্ছে কান্মুটিটে,
গীতার জোরে পেটে না খাই, স'য়ে যাচ্ছে পিঠে ;
করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যে মোকর্দ্দমা,
স'য়ে যাবে,—গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা ;
মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন,
মুর্গীর কোর্ম্মার চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন—
আমার গীতাই মিষ্টি যেন।

(কোরাস) গীতার মত নাইক শাস্ত্র, গীতার পুণ্যে বাঁচি—
বেঁচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় ম'রে আছি ;
বাবা ! গীতায় ম'রে আছি ।

বদ্‌লে গেল মতটা

১

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত,
খ্রীষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত ;—
বিশ্বাস হ'ল খ্রীষ্টধর্ম্মে—ভজ্‌তে যাচ্ছি খ্রীষ্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে !
ছেড়ে দিলাম পথটা,—বদ্‌লে গেল মতটা,—
(কোরাস) অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ।

২

চেয়ে দেখলাম—নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কষ্ট ;—
কাচিৎ ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,—
এমন সময় বিয়ে হ'য়ে গেল হিন্দু formএ !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ।

৩

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে মিশলাম গিয়ে রঙ্গে ;
Hume ও Mill ও Herbert Spencer পড়্‌তে লাগ্‌লাম সঙ্গে ;
ভেসে যাবো যাবো হচ্চি Fowl ও Beefএর বন্যায়,
এমনি সময় দিলেন ঈশ্বর গুটিকতক কন্যায় !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ।

৪

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Bain ও Millএর চ
ছেড়ে দিলাম Beef ও Fowl—অন্ততঃ নিজের খর্চ্চায় ;
বুঝ্‌ছি বসু ঘোষের কাছে হিন্দুধর্ম্মের অর্থে,—
এমন সময় প'ড়ে গেলাম Theosophyর গর্ত্তে !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায়।

৫

সে ধর্ম্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম,
এইটে কর্ব্ব কর্ব্ব রকম কচ্চি বোধগম্য ;
মিশিয়েও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্) অমন অবস্থায় পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায়।

নন্দলাল

১

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা ক'রেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?'
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !

২

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা !
সকলে বলিল 'যাও না নন্দ কর না ভায়ের সেবা' !

নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারি দিক্ ;'
তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক !

৩

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশ গুণ !—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল !

৪

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল 'আ-হা-হা ! কর কি, কর কি, ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
বল ক'বিঘৎ নাকে খৎ, যা বল করিব তাহা' ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা !

৫

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি ;
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উলটায় গাড়ীখানি ;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয় ;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ী-চাপা-পড়া ভয় ;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল ।
সকলে বলিল—ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল !

হিন্দু

১

এবার হয়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম)প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর মুরগী খাই না, কেন না পাই না!
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
আহা! জান ত আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।
এখন ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
(হিন্দু)ধর্ম্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।

২

আহা! কি মধুর টিকি, আর্য্য ঋষি কি
(এই) বানিয়ে ছিলেনই কল গো।
সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে
(অথচ)—চতুর্ব্বর্গ ফল গো।
আহা এমন কম্র, এমন নম্র,
(আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ সে সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজ্‌মি গুলি এ!

৩

ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো।
দেয় হরিনাম শুনে টাকা হাতে গুণে,
(আছে) এখনও বহুত গাধা গো!

তবে মিছে কেন গোল, বল হরিবোল,
(আর) রবে না ক ভব-ভাবনা।
দেখ হরির কৃপায় দশ জনে খায়,
(তবে) আমরাই কেন খাব না!

কবি

১

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ,—
শেলি, ভিক্টর-হিউগো, মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে ঢস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে!
(কোরাস্‌) মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ 'কুইলের' কলম হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু?—নমস্তে নমস্তে!

২

আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে,
নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝ্‌বে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখ্‌ছি;
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৩

আমার কাব্যের উপর আছে আমার অসীম ভক্তি;
আমি ত লিখ্‌ছি না সে সব, লিখ্‌ছেন বিশ্ব-শক্তি;
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা,—
পাবে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে শস্তা।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তায় নেইক বড় বেশী নূতনত্ব)
যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ,
—আমি না বোঝালে তাহা ক'জন বুঝ্‌তে পার্ত্ত ?
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য !
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

——

চণ্ডীচরণ

১

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার ;
এম্নি তিনি হিন্দুধর্ম্মের কর্ত্তেন মর্ম্ম ব্যক্ত ;—
দিনের মত জিনিষ হ'ত রাতের মত অন্ধকার,
জলের মত বিষয় হ'ত ইঁটের মত শক্ত।
(কোরাস্) সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ লিখ্‌ছে বেশ ! হাঃ হাঃ হ
যা হোক তোরা নিজের নিজের ঘটিবাটি সাম্‌লা !

২

বাহির কর্ত্তেন ব'সে ব'সে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতার ;
চুলটি চিরে দু ভাগেতে কর্ত্তেন তিনি কর্ত্তন।
বুঝ্‌ত না ক কেউ তা কিছু, এইটেই যে দুঃখ তার—
অন্ততঃ হোত না কারও মতের পরিবর্ত্তন।
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

৩

তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে প'ড়ে গেল ঢিড্‌ঢিকার ;
লিখ্‌তেন তিনি অবারিত অতি চাঁছা গদ্যে ;
বোঝাতেন যে হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়েবেষ্টার কি বিড্‌ডিকার,—
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে ;
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

৪

রইল না কারো সন্দেহ যে সংসারটা এ ঝক্‌মারি,
যদিও কেউ ছাড়্‌ল না ক ব্যবসা কি নক্‌রি ;
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ল্ল মাংস রক্‌মারি—
'ফাউল বিফ্‌ ও মটন হ্যাম্‌ ইন্‌ অ্যাডিশন টু' বক্‌রি।
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

৫

নিজের বিষয় পরকে দিয়ে হ'ল না কেউ ভেক্‌ধারী,
নিজের স্ত্রীকে সামনে কারো করে না কেউ বিশ্বাস ;
দেখে শুনে চণ্ডীচরণ হয়ে শেষে দেক্‌দারী,
ফেল্লেন ভারি জোরে একটা ভারি দীর্ঘনিঃশ্বাস।
সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

স্ত্রীর উমেদার

১

যদি জান্‌তে চান্‌ আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই—
ফর্সা কি কালো কি মাঝারি রং,
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা, পীনা,
দেখ্‌তে ঠিক পরী কি দেখ্‌তে ঠিক সং ;
শোন—তাতে আমার আসে যায় না ক অধিক,
চল্‌তে জানে যদি, বাঁচিয়ে ক'দিক,

তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে,
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা।

২

কপাল এক রত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ,
ভ্রূ পুষ্পধনুঃ কি ভ্রূ যষ্টিবৎ,
নীলাব্জনেত্রা কি সে মার্জ্জারাক্ষী—
তা খুব যায় আসে না, আমার এ মত।
যদি স্বামীরে কটু সে কয় না ক বেজায়,—
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

৩

বিম্বাধরা হোক্ কি কাফ্রীবদোষ্ঠা,
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক,
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা,
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক;
কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা!"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা!

৪

গজেন্দ্র-গামী কি ভেকপ্রলম্ফী,
গাহে সে মিঠে কি ডাকে সে কাক,
বিদ্যায় বাণী কি বিদ্যায় রম্ভা;
সর্ব্বাঙ্গ থাক কিম্বা নাই সে থাক;—

যদি রাখে না খোঁজ্ স্বামী খায় ভাঙ্ কি চরস্,
ভাণ্ডার, পুত্রাদি রক্ষায় সরস,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা !"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা !

৫

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে,
গয়না সে কদাচিৎ দুই একখান চায়,
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে,
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায় ;
যদি তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্সে, ও হতভাগা !"
তা হ'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায় সোহাগা !

——

যেমনটি চাই তেমন হয় না

১

দেখ গাঁজাখুরী এই ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা
বিশ্বময়—না ?
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর
যখন চাই বৃষ্টি—তা হয় না।
আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামী পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতকৃতার্থ ;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না

২

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা,
অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না ;
চাই বেশীর ভাগ পুত্র ও অল্পর ভাগ কন্যা :
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্থা-
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যায় সস্তা ;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

৩

আমি চাই চির যৌবন, আমার কেমন বাত্তিক !
তা যৌবনটি বাঁধা ত রয় না !
চাই ধনে হই কুবের, আর রূপে হই কার্ত্তিক ;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম,
চাই ভার্য্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর চাই না ক দুঃখ ;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

৪

আমি চাই আমার গুণকীর্ত্তন গায় বিশ্বশুদ্ধ ;—
যেন শিখানো টিয়া কি ময়না ;
চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ,
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই রেলে সাহেবগণ হন আরো শিষ্ট,
আপিসে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিষ—কিন্তু হা অদৃষ্ট !—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

কি করি

দিন যে যায় না, কি করি !
ঘরের হাওয়া যেন বন্ধ হ'য়ে হাঁপিয়ে মরি !
তাস খেলার প্রবল তোড়ে, ছিলমের পর ছিলম পোড়ে,
পঞ্জার উপর পঞ্জা ওঠে, ছক্কার উপর ছক্কা ধরি ;
তবু দিন যে যায় না কি করি !
দাবা খেলি হ'য়ে কাৎ, বাজির উপর বাজিমাৎ,
পাশা খেলে মাজায় বাত, চিৎ হ'য়ে নভেল পড়ি ;—
তবু দিন যে যায় না কি করি !
পরনিন্দা নিয়ে আছি, দলাদলি পেলে নাচি ;
কাটে যদি দিবা, তাহে কাটে না ক বিভাবরী ;—
আমার দিন যে যায় না কি করি !
গাঁজা গুলি চরস্ ভাঙ খেতে হয় সুতরাং,
কিম্বা ব্রাণ্ডী হুইস্কি 'বিয়ার' কিম্বা তাড়ী ধান্যেশ্বরী ;—
নইলে দিন যে যায় না কি করি !
কর্লেন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা—
আর জীবনটাকে এত ছোট যে, ছুদিন যেতেই 'বল হরি' ;—
আমার দিন যে যায় না কি করি !

———

প্রাণান্ত

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জ্ব'লে যায় পিত্ত ;
খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত ;
যদিই বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য ;—
পান্ত আন্‌তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্‌তে পান্ত।

দিনে গা গড়াবামাত্র, বসে মাছি সর্ব্ব গাত্র,—
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত ;
তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধরজনীতে গয়নার ফর্দ্দ,—
নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হন ক্ষান্ত !
কিনিলেই কোনও দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য ;
রাস্তা জুড়ে ব'সে আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত ;
বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা ;
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত ।

——

প্রেমবিষয়ক

প্রেমতত্ত্ব

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না future এর চিন্তা, থাকে না ক shame ;—
তারেই বলে প্রেম ।
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ ;
যখন past all surgery আর যখন past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame ;—
তারেই বলে প্রেম ।
দুপুর রাত্তির কিম্বা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি, রদ্দুর—when it doesn't care a pin ;
হোক সে কাফ্রী কিম্বা ম্যাম,
মুচি, মুদী, মুদ্দফরাস, when it doesn't care a 'damn' ;
Blind কি bald, কি deaf কি dumb, কি
hunch-back কিম্বা lame !—
তারেই বলে প্রেম ।
রাস্তায় সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড়, বন কি বাঘ কি ভাল্লুক,
when it doesn't care a hang ;

কাজ্‌টি অন্যায় কিম্বা ঠিক্‌,
ঠাট্টা হোক্‌ কি নিন্দা হোক্‌, when it doesn't care a kick ;
মরি কিম্বা বাঁচি, when it is very much the same ;—
তারেই বলে প্রেম।

প্রণয়ের ইতিহাস

প্রথম যখন বিয়ে হ'ল, ভাবলাম বাহা বাহা রে !
কি রকম যে হয়ে গেলাম, বলবো তাহা কাহারে !
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

এম্‌নি হ'ল আমার স্বভাব, যেন বা খাঞ্জার্খা নবাব ;
নেইক আমার কোনই অভাব ; পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব্‌
রোচে না ক আহারে ;
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখবো শুধু, শুঁক্‌বো শুধু গন্ধটুক্‌ ;
রাখ্‌বো জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে কর্‌বো না তায়,
রাখ্‌বো তারে মাথায় মাথায়, বুজ্‌বো না ক আঁখির পাতায় ;—
হারাই পাছে তাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

শঙ্কা হ'ত প্রিয়া পাছে কখন ক'রে অভিমান,
উর্ব্বশীর ন্যায় পেখম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান ;
নকলনবিশ্‌ প্রেমের পেশায়, হ'য়ে রৈতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায় ;—
মরি মরি আহা রে !
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখ্‌লাম পরে চাঁদের করে নেহাইৎ প্রিয়া তৈরি নন,
বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন,

যদি একটু দাবা খেলায়, আস্‌তে দেরি রাত্রির বেলায়,
অমনি তর্ক গুরু চেলায়, পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়—
পগারে কি পাহাড়ে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দেখ্‌লাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়,
উর্ব্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয় ;
বরং শেষে মাথার রতন নেপ্টে রইলেন আঠার মতন ;
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন—
রচেছিলাম যাহারে।
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

——

নূতন চাই

পুরাণো হোক্ ভালো হাজার,
হায় গো, এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নূতন নূতন নৈলে কারো চলে না ;
নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার
বল ভাল লাগে কাহার ?
আমার ত তা তুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না।
দু'চার বর্ষ হ'লে অতীত,
চাষায় জমি রাখে পতিত ;
নইলে সে উর্ব্বরা হলেও বেশী দিন আর ফলে না ;
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই
প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই ;
যদিও ঘুমিয়ে থাক্‌লেও কেউই কিছুই বলে না।
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল,
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল ;
প্রত্যহ অপ্সরা দেখলেও তাতে আর মন টলে না ;

এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দু'চার বার—
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

———

এস এস বঁধু এস

এস এস, বঁধু এস ! আধ ফরাসে ব'স,
কিনিয়া রেখেছি কল্‌সি দড়ি (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতী নও, ঘোড়া নও,
যে সোয়ার হয়ে পিঠে চড়ি ;
তুমি চিড়ে নও বঁধু, তুমি চিড়ে নও,
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে।)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে !

———

নয়নে নয়নে রাখি

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে),
গা-ঢাকা হন অমনি বঁধু, একটু যদি মুদি আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই,
অমনি ওড়েন উধাও হ'য়ে আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী !
কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে কখন বঁধুর ঘাড়ে চড়েন,
কি জানি অঞ্চলের নিধি অঞ্চল থেকে খ'সে পড়েন ;
তাই যদি তার হেলায় ফেলায় আস্‌তে দেরি রাত্রি বেলায়,
ব'কে ঝ'কে, কেঁদে কেটে, কুরুক্ষেত্র ক'রে থাকি।

———

সবই মিঠে

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক্ মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে।

মিষ্টি—প্রিয়ার হাতের গয়নাগুলি, মিষ্টি চুড়ির ঠুনঠুনিটে ;
যদিও সে, গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে স্বামীর ভিঁটে'।
প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে ;
আর—সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে !
আহা !—প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে ;
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলি, আহা যেন পুলিপিটে !
আহা ! খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কান্নুটিটে ;
মধুর সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—আহা যখন পড়ে পিঠে !

আমরা ও তোমরা

১

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই—
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি—
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই প'ড়ে লড়ি,
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি
অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি'—
দ্রুত চম্পট দাও।

২

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়,—
আহা ! যেন কত কাল চেনা ;
তোমরা দোকানী, সেক্‌রা, পসারী ডাক—
আর আমাদের হয় দেনা।
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি',
—নব কার্ত্তিক আর কি !—আদরে গলি',
"প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, নাথ" বলি'—
কৃতার্থ ক'রে দাও !

৩

তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও—
ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই ;
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
সদা সেই ভয়ে সারা হই।
কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি'—
আমরা যেন বা কতই না অপরাধী ;
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
তবু ফিরে নাহি চাও।

৪

আমরা বেচারী ব্যবসা, চাক্রি করি—
আর তোমরা কর গো আয়েস ;
আমরা সদাই মুনিব-বকুনি খাই—
আর তোমরা খাও গো পায়েস।
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
অবহেলে চ'লে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
অথবা মরিতে ধাও।

৫

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে
রোজ জ্বালাতন হ'য়ে মরি ;—
তোমরা, সে ভোগ ভুগিতে হয় না, থাক
খাসা বেশবিন্যাস করি।
আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পরি,—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি,
বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই,
তবু মন উঠে না ও।

———

তোমরা ও আমরা

১

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে,
(ঘরে) আমরা বন্ধ রই ;
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
(তাই) ভাবিয়া অবাক্ হই ;—
আপিসে কাটাও তামাক, গল্প গুজবে,
পরে হুজ্জগজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজপত্র গুছোবে
(শেষে) ক'রে গোটা কত সই ।

২

দুধের সরটি, ক্ষীরটি তোমরা খাও,
(আর) মোরা খাই তার দহি ;
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ী ফেরো,
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি ।
তোমরা খাইবে, আমরা বসিয়া রাঁধিব,
না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে, আমরা বেচারি কাঁদিব,
(তাও) তোমাদের সহে কই ?

৩

তোমরা দুটাকা আনিয়া দিয়াই ব্যস্—
(যাও) ব'সগে হাত পা ধুয়ে ;
আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি, কিছু
(তার) থাকে না ত দিয়ে থুয়ে ।
তবু তোমাদের এমন মন্দ স্বভাবই,
তাইতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবী ;
আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই
(শুধু) অন্ন বস্ত্র বই ।

৪

তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রাতে,
(তবু) সেটা যেন কিছু নহে ;
আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
(তাও) তোমাদের নাহি সহে ;
তোমাদের চাই মেজ্, সেজ্, খাস্-কাম্‌রা,
আমরা ধোঁয়ায় রহি না-জ্যান্ত-না-মরা,
থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা, আমরা
(বুঝি) সে সময় কেহ নই।

৫

প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও,
(তার) যাতনা আমরা সহি ;
পুত্র সাধটি তোমরা করিতে আগে,
(তার) দুঃখ আমরা বহি ;
কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
ভাঙ্গিলে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া—
(তার) বকুনী আমরা সহি।

——

চাষার প্রেম

১

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—ঠিক এ—এইখানে।
তার রং বড্‌ডই ফর্সা, তারে পাব হয় না ভরসা,
তার জন্যে যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান।

২

ও, পরণে তার ডুরে শাড়ি মিহি শান্তিপুরে ;
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই, শান্তিপুরে ডুরে ।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর, যেন পটল-চেরা ;
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—সকলকার সেরা ।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি] ।

৩

ঐ, হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পায়ে বাঁকা মল ;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল ঢল ।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি একরত্তি ;
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
আগাগোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি] ।

৪

তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর বলবো কি রে ;
—তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বলি নি রে ;
মুই মিথ্যে কইবার নোক নই রে—করিনিও ভুল ;
ও তার হেঁটুর নীচে চুল, ও রে তার হেঁটুর নীচে চুল ।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি] ।

৫

তাব মুখের হাঁ যে ভারি ছোট, গোল-গোল যে তার ঢং ;
আর কি বলবো মুই ওরে লেতাই কিবে যে তার রং !
সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল, ক'রে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়ানের ছুরি ।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি] ।

——

বুড়ো-বুড়ী

বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকৃত।
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকৃত।
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' ব'লে, কোথা বুড়ো গেল চ'লে,
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে কল্লে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানেক পরে বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধেবেড়ে তাকে ভারি খুসি রাখ্‌ত।
ঝগড়া ঝাঁটি গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত।

তুমি বুঝি মনে ভাব

তোমায় ভালবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাব,
যে, তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে ম'রে যাব?
ঘুঘু চর্‌বে আমার বাড়ী, উননে উঠ্‌বে না হাঁড়ি;
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী, এম্‌নি, অন্তিম দশায় খাবি খাব।
এখানে ইস্তফা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল;
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত ব'য়ে গেল।
ডাক্‌লে তোমার পাই নে সাড়া, নেই কি কেউ আর
তোমা ছাড়া?
এই গোঁফ্ জোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব।

বিরহ-তত্ত্ব

বিরহ জিনিসটা কি
নাই রে নাই রে আর বুঝিতে বাকি!

যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়া বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন কাতর ভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
—যদিও, রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না;
দু সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন, বিরহবেদনা আর সয় না সয় না;
বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,
ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
ভাবি রে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

বিরহ-যাপন

১

তোমারই বিরহে সই রে দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমই।
কি বলবো আর—পরিত্যাগ (এখন)—একেবারে চিঁড়ে দই—
—রোচে না ক মুখে কিছু পাঁটার ঝোল আর লুচি বৈ।

২

এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দুখান সরপুরি—আর দুঃখের কথা কারে কই!
দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই পাই নে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!

৩

(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সর্ব্বৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ!

কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু চার এয়ার ডেকে (এ দারুণ)
বিরহের বোঝা বই।

৪

(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে ঘুম আসে না নয়ানে,
কোন্ রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই ;
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই ;—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই।

চাষার বিরহ

১

তোরে না হেরে মোর, আন্দাজ হয় দিনে, গড়ে,
বার পঁচিশ চাঁদ-পারা ঐ মুখখানি তোর মনে পড়ে।
যেখন মুই উঠি ভোরে—
পুবে চাই পচ্চিমে চাই কোথাও দেখি নে তোরে,
তেখন প্রাণ কেঁদে ওঠে ভেউ ভেউ ক'রে।
বলতে কি—তেখন রে মোর জানটা আর থাকে না ধড়ে।

২

যেখন গো বেলা দুকুর—
বেভ্ভুল হয় দেখছি যেন তোরে আর সেই পানা পুকুর ;
পরে দ্যাখি শুয়ে শুধু কেলে কুকুর ;
তেখন মোর ডুক্‌রে ডুক্‌রে পরাণটা যে কেমন করে।

৩

বিকেলে নেশার ঝোঁকে,—
মনে হয় আঁবগাছতলায় যেন পরাণ দেখছি তোকে,
পরে আর, দ্যাখ্‌তি পাই নে সাদা চোকে ;—
তেখন মোর গলার কাছটায় কি যেন রে এঁট্যে ধরে।

৪

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে,—
স্বপ্নে মুই ছাখি তোরে, তার পরে ঘুম ভেঙ্গে, ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস ক'রে ;
কলাগাছ পড়ে যেমন চৈত্তির কি আশ্বিনের ঝড়ে।

৫

বটে তুই থাকিস দূরে,—
থাক্ না তুই পাবনা জেলায় আর মুই থাকি হাজিপুরে,
তবু জান উজান চলে ফিরে ঘুরে,—
যেথাই র'স তোরই জন্যে মোরি মাথার টনক নড়ে।

অনুতাপ

এখন তাহারে আমি পেলে যে কি করি ?
হাসি কিম্বা কাঁদি কিম্বা হাতে কিম্বা পায়ে ধরি ?
ঘরেতে দরোজা দিয়ে বুঝি তারে বলি "প্রিয়ে,
যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি,
এমন কর্ম্ম আর কর্ব্বো না, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি !"
বাঁধি দিয়ে বাহু দুটি (যদ্দূর আঁকড়ে পেয়ে উঠি,)
বলি "এই নেও সামনে তোমার, পাঁটা খেতে খেতে মরি,
চাও ত প্রায়শ্চিত্তচ্ছলে, এই পাঁটা খেতে খেতে মরি।"

তোমারি তুলনা তুমি

তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালোবরণ,
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।

যেমনি দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারি সমতুল।
আবার, যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে—
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ী।

——

নূতন প্রেম

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার প্রেমিক মজার জিনিস।
ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে, আমি ত একটা কিনি,
বোধ হয় তুইও একটা কিনিস্।
প্রথম মিলনেরি চুম্বনেতে জীয়ন্তে মরা ;
আর হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি তারে বক্ষেতে ধরা ;—
—দেখে ধরারে সরা (মরি হায় রে হায়)
ওরে ভাবিস কি রে এমনি গো তার থাকবে চিরদিন ! ঈস্ !
কত "ভালোবাসো" ? "ভালবাসি"। "বাসো—
কতখানি" ?
কত ছাই ভস্ম, মাথামুণ্ডু, কতই না জানি ;
মিঠে মিঠে মৃদু বাণী (মরি হায় রে হায়)।
এই রকম হ'লে তারে নতুন প্রেমিক ব'লে চিনিস !
প্রথম বিরহেতে অনিদ্রা, আর ওহো ! হা হুতাশ !
আর—আহা উহু হুঁ হুঁ—যেন হ'ল যক্ষ্মাকাশ ;
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস (মরি হায় রে হায়)
শেষে বিরহেতেই হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বাঁচবে তা দেখে নিস !
কত "জীবনবল্লভ" "নাথ" "প্রভু" "প্রাণেশ্বর" ;
কত "প্রিয়তমে" "প্রাণেশ্বরী" তাহারি উত্তর ;—
লেখা লেখি নিরন্তর (মরি হায় রে হায়)
এই প্রিয় সম্বোধন সব শেষে "ওগো শোন"য়ে ফিনিশ।

——

৩। প্রাকৃতিক

বসন্ত বর্ণনা

১

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অন্ত।
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার সখি রে এল বসন্ত।
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি।
—এ সময় আহা বিরহিণীগুলি কেমনে রবে জীবন্ত।

২

ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু বহে ঘাম সব গাত্রে,
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায়, শন্‌শনে মশা রাত্রে ;
ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু, গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচি নে বাঁচি নে উহু উহু উহু হি হি হু হু হা হা হন্ত।

৩

পতি কাছে নাই, পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব ছুটো পেড়ে আন্ সখি গুড় দিয়ে রাঁধ্ অম্বল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে' খেয়ে নিয়ে শুই বিরহশয়নে,
পড়িগে' অর্দ্ধ মুদিত-নয়নে গোলেবকাওলি গ্রন্থ।

৪

নিয়ে আয় সখি বরফ নহিলে মরি এ মলয়বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এল না ক পতি—আজ যে মাসের ২৭এ ;—
নিয়ে আয় পান, তাস আন্ ছাই—বিরহের এত জ্বালা
—ম'রে যাই !
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস লো ভাই বাহির করিয়ে দন্ত !

——

বিষ্যুৎবারের বারবেলা

১

পার ত জ'ন্মো না কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা।
জন্মাও ত সামলাতে পার্বে না ক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল ;
তাই দিল মোরে, কালো ক'রে, রোদে ধ'রে
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

২

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিল না ক মায়ের দুধ,
ক'রে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ।
পরে, মিলে আমায় আটটা মামায়—বাবার সেই আট শালায়,
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।

৩

দেখে মোর গুরুমশয় (যেন কশাই) বিদ্যেয় খাটো শর্ম্মা রে,
ক'রে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচু দিকেই বাড়ছি দেখে, স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;
দিল মোর চাকরি ক'রে তারাও মোরে দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল।
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, কানের দরও চ'ড়ে গেল।
হায় ! গো বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেললাম ব'লে জ'ন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেলা।

বিলেত

১

বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনার রূপোর নয় ;
তার আকাশেতে সূর্য্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ;

তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর গাছেতে ফুল ফোটে ;—
—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কর্চ্ছ না ক মোটে ;
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি, এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

২

সেথা পুঁটিমাছে বিয়োয় নাক টিয়াপাখীর ছা' ;
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা ;
তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয়, আর মাথাও নয়কো পিছে ;
—তোমরা অবাক্ হচ্ছ, বোধ হয় ভাবছো এ সব মিছে ;
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি, এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

৩

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ, আর ঐ মেয়েগুলো সব মেয়ে ;
আর জোয়ান বুড়ো কচি, কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;
তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে, পাগুলো সব নীচে ;
—তোমরা মুচকি হাসচ বোধ হয় ভাবচ এ সব মিছে ;
কিন্তু সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

৪

সেথা বসনভূষণ কমতি হ'লে স্বামীকে স্ত্রী বকে ;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, 'বাসি' হ'লেই টকে ;
আর আমোদ হ'লে হাসে তারা দন্ত ক'রে বাহির ;
—তোমরা ভাব্‌ছো কচ্ছি আমি মিথ্যে কথা জাহির ;
কিন্তু এ সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

৫

তবে কি না, দেশটা বিলেত, এবং জাতটা বিলিতি ;
কাজেই,—একটু সাহেবী রকম তাদের রীতি নীতি।

আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে চুরি ডাকাতি সে ;
আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিশে ;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ, এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের বিশেষ তফাৎ নাই।

বর্ষা

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্ ;
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ্ ঝাপ্ ;
প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঁটাল সব—
পড়িছে চারি দিকে ধুপ্ ধাপ্।

বজ্র কড়কড় হাঁকে ;
গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
"কাপড় তোল্ বড়ি তোল্" ঘন হাঁকে ;
অমনি ছাদের উপর দুপ্ দাপ্।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জোলো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেরা বেরতে না পেয়ে, রেগে
ঘরের ভিতরে করে হুপ্ হাপ্।

ছুটিল "এ কি হ'ল" ভাবি,
ঊর্দ্ধলাঙ্গুল গাভী ;
এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুলুরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে ;
রাস্তা কর্দ্দমে পোরে ;
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছ্‌লে পড়ে সবে ঢুপ্ ঢাপ্।

ভিজেছে নিঝুম শাখী,
শালিক ফিঙে টিয়া পাখী,
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে, একাকী—
ঘরেতে ব'সে আছি চুপ্ চাপ্ ।

কোকিল

আছে একটা ভারি কাল পাখী,
ও তার আছে দুটো কাল পাখা ।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাল্গুন চৈতে তার কু-অভ্যাস ডাকা ।
তার ডাক শুনে প্রাণ 'হা হুতাশ' করে,
বিরহিণীরা সব আছড়ে পড়ে ;
'প্রাণকান্ত' বিনে সে পাখীর স্বরে,
তাদের জীবনটা ঠেকে (কেমন) ফাঁকা ফাঁকা ।
ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে,
গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে ;
ভাগ্গিস নয় সে পাখী বারোমেসে,
নৈলে মুস্কিল হ'ত বেঁচে থাকা ।

শেয়াল

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল ।
আর সে নিজে ব'সে বেড়ে, টাকা কড়ির চিন্তা ছেড়ে—
গাচ্ছিল (উঁচু দিকে মুখ ক'রে)—এই পুরবীর খেয়াল ।
[তান] ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া,
ক্যা ক্যা ক্যা—

শালিক পাখী

আমি একটি শালিক পাখী—
(আমার) কাজ কর্ম্ম সবই চালাকি ;
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে,
(আর) গান গাই মুদিয়ে আঁখি।
পাপিয়া গায় "পিউ" গানে ;
কোকিল জানে "কুহু" তানে ;
চাতক স্রেফ্ "ফটিক জল" জানে ;
(আমি) কত হরেক রকম ডাকি।
ধ্রুপদ খেয়াল জানা আছে,
ঢালা সবই একই ছাঁচে ;
আমার মধুর গানের কাছে
(ওরে) টপ্পা কীর্ত্তন লাগে নাকি ?
বাজায় বীণা যত মূর্খ ;
বেণুর স্বরটা নেহাইৎ রুক্ষ ;
(বুঝলে না কেউ এইটেই দুঃখ !)
(হায় রে) পৃথিবীময় কেবল ফাঁকি।
হ'য়ে পাকে কৃতবিদ্য,
কল্লেন শেষে ব্রহ্মা বৃদ্ধ
কোকিল বেণু টপ্পা সিদ্ধ,—
(তবে) হ'ল শালিক নিয়ে ছাঁকি'।
[তান] ঘুনি কট্‌কট্ কচ্‌কচ্ কিচিমিচি
কক্যে কক্যে ড্যাপ ড্যাপ প্রিং প্রিং—

———

বানর

১

কোথা গেল হায়, কোথা গেল হায়—সভ্যতার সে ভাতি রে।
ব্যাপ্ত ভারতে অদ্য নিবিড় বর্ব্বরতার রাতি রে।

মানে না ক কেউ এখন—বুঝছ—সনাতন, সুন্দর ও পূজ্য
(বাকি বিশেষণ রহিল উহ্য) সভ্য বানর জাতি রে।

২

করে না শাস্ত্রে নব্য হিন্দু বিশ্বাস আর ত এক বিন্দু
ছাড়ে না ক দুটো রম্ভাও আর বানর জাতির খাতিরে ;
কোথা থেকে আর মিল্‌বে রম্ভা, খেয়ে ফেলে সব সাহেব শর্ম্মা
যত বর্ব্বর ও নিষ্কর্ম্মা সব বানর বিলাতি রে।

——

৫। দার্শনিক

জগৎ

ভূচর খেচর এবং জলচর,
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ;—
মাতঙ্গ কুরঙ্গ পন্নগ উরগ ভুজঙ্গ পতঙ্গ বিহঙ্গ তুরঙ্গ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর ;—
যে আছ যেখানে, তুলে দুটি কাণে, শোন এই গানে,
কিন্তু তার মানে, কি হ'ল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান, মত্ত খেলেই সত্য প্রমাণ,
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ঙ্কর।

——

পৃথিবী

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিন।
দিনের পরে রাত্তির আসে, রেতের পরে দিন।
গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম, শীতকালেতে ঠাণ্ডা ;
একের পিঠে দুইয়ে বারো, দুই আর একে তিন।

শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া, আর গরু ডাকে হাম্বা,
হাতীর উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন।

সংসার

হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহাচুক্।
অস্তির চাইতে নাস্তি বেশী, সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য॥
আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্থলের চাইতে সিন্ধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু॥
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী, ধর্ম্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশী, পূজার চাইতে মন্ত্র॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশী, মণির চাইতে কর্দ্দম।
স্বল্প ক্ষান্তির পরেই ভার্য্যার তর্জ্জন গর্জ্জন হর্দ্দম॥

২

ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়,—ব্রহ্মার থলি ফর্সা।
বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা॥
ভার্য্যার চাইতে ভর্ত্তা বড়, ভর্ত্তা বাড়ীর কর্ত্তা।
কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে ভার্য্যা ভর্ত্তার ভর্ত্তা॥
শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি।
ভক্তের জন্য শক্তি যোগান মহত্তর ব্যক্তি॥
পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়, যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী।
সে স্ত্রী পরিত্যাজ্য ও তার কপালেতে অগ্নি॥

৩

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো, ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।
দাস্যের চাইতে অনেক ভালো গলে রজ্জু বন্ধন॥
মুক্তশত্রু বরং ভাল, নয় তা ভণ্ড মিত্র।
আসল প্রেমের চেয়ে ভাল কাব্যে প্রেমের চিত্র॥

গুপ্ত প্রেমের পরিণামে আছেই আছে শাস্তি।
বিবাহ যে করে মূর্খ সে যৎপরোনাস্তি ॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল—বলে সর্ব্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধর্ল্লে ছাড়ে তবু ধর্ল্লে ছাড়ে না স্ত্রী ॥

পূর্ণিমা মিলন

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু, আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এইখানেতে হ'য়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে কর্ত্তে হবে কালহরণ।
হোক না, ধনী গরীব বড় ছোট সবার হেথা একাসন।
হেথায়, রবে না ক ঐতিহাসিক গবেষণার কোন ক্লেশ;
হেথায়, হবে না ক বক্তৃতা কি যুক্তিশূন্য উপদেশ;
আমরা, আসি নি ক জারিজুরি কর্ত্তে কোন বাহাদুরি,
আমরা, আসি নি ক কর্ত্তে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন;
হেথায়, নাইক করতালির মধ্যে কারো আত্মনিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি টান;
তাঁদের কর্ত্তে হবে পরস্পরে প্রীতিদান প্রতিদান।
হেথায়, অনত্যুচ্চ কলরবে মেলামেশা কর্ত্তে হবে,
—শুনুন, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধর্ব্বেন না কেউ হ'ল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।

৬। আহার ও পানীয়-বিষয়ক

চা

বিভব সম্পদ্ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না;
শুধু বিধি, যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক পেয়ালা চা।
তার সঙ্গে যদি "টোষ্ট" ডিম্ব থাকে, আপত্তিকর নয় তা;

শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
শ্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট স্হেরি আর, খাও যার খুসী যা ;
শুধু কেড়েকুড়ে নিও না আমার
আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
অসার সংসার, কে বা বল কার—দারা সুত বাপ মা ;
এ অসার জগতে যাহা কিছু সার—
সে, ঐ প্রাতে এক পেয়ালা চা।

পান

(সুর মিশ্র—খেমটা)

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি—
মেরি সাথ বৈঠকে হি য়া নিরিবিলি ;
রহা এত্তা দিন জীয়া—তুম বেকুফ নেহাইৎ !
ইস্ খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ !
দুনিয়া পর আ' কর্ তভ্ কিয়া কোন কাম ?
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ! আরে রাম ! রাম ! রাম !
ইস্‌মে থোড়িসি গুয়া আওর চুনা খুস্‌বো ;
কেয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো।
বে ফয়দা জান, যো ইসি খিলি নেই খায় ;
আরে তু ! তু ! তু ! আরে হায় ! হায় ! হায় !

সন্দেশ

উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া ;
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি ! কত না বুদ্ধি করিয়া।
যদি দাও তাহা খালি—আঃ !
মদীয় বদনে ঢালিয়া ;—

উহু, কোথায় লাগে বা কুর্ম্মা কাবাব, কোথায় পোলাউ কালিয়া ;—
উহু, খাই তাহা হ'লে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
আহা, ক্ষীর হ'ত যদি ভারত-জলধি, ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয় ;
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুনগুনিয়া,
আহা, ময়রা-দোকানে মাছি হ'য়ে যদি—কি মজারি হ'ত দুনিয়া ;
আহা, বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হ'য়ে 'মরিয়া'।
ওহো, না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি, সংসারে এই সমুদয়,
ওহো, হ'য়ে মুনি ঋষি, ছুটে কোন্ দিশি, যেতাম হয়ত মহাশয় !
পেলাম না শুধু—হরি হে !
—খাইতে হৃদয় ভরিয়ে ;—
ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে ;
ওহো, মনের বাসনা মনে র'য়ে যায়, চখে বহে' যায় দরিয়া !

"সালসা খাও"

দেশটা দেখ যাচ্ছে ভ'রে ম্লেচ্ছ আর নাস্তিকে,
হচ্ছে সব তুল্য পাপী, দিচ্ছে কারে শাস্তি কে ;
মান্‌ছে না কেউ শাস্ত্রগত মিথ্যাও কি সত্যও ;—
ধর্ম্ম যদি রাখতে চাও, প্রত্যূষেতে প্রত্যহ
সালসা খাও।

দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব দেখলে দুর্ব্বৎসরে,
নাইক যবে মাংস আর ধান্য আর মৎস্য রে ;
পাচ্ছ না ক কোত্থা কিছু খাদ্যনামগন্ধেও,
বাঁচতে চাও ?—বাঁচবে সবে,—নাই ক কোন সন্দেহ ;—
সালসা খাও

কন্যাদায়ে বিব্রত যে কচ্ছে মেয়ে-পক্ষকে,—
সম্বন্ধ হচ্ছে যেন খাদ্য আর ভক্ষকে ;—
কন্যা বড় দেখলে যবে নিন্দা করে নিন্দুকে,
শূন্য সম দেখবে যবে সংসারেও সিন্ধুকে,—
সালসা খাও।

ছাত্রগুলো রঙ্গালয়ে কর্চ্ছে 'কোকেন' চর্ব্বনাশ,
চর্চ্চা অভিনেত্রী নিয়ে কর্চ্ছে—যে সে সর্ব্বনাশ !
বিদ্যালয়ে দিচ্ছে ফাঁকি !—কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছ না,
পুত্র নিয়ে কর্ব্বে যে কি ?—সালসা কেন খাচ্ছ না ?—
সালসা খাও।

সালসা খাও, বস্‌বে হয়ে উচ্চ মণিমঞ্চবান্ ;
বিদ্যা হবে পঞ্চানন ও মূর্ত্তি হবে পঞ্চবাণ ;
শত্রু দলে কমবে, শ্যালীসংখ্যা দলে বাড়বে খুব ;
ভার্য্যা সনে দ্বন্দ্বরণে গাত্রজোরে পারবে খুব ;
সালসা খাও।

[কোরস]
সালসা খাও, ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
সালসা খাও, রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে,—
সালসা খাও।

ভাঙ

আমরা—ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।
যাচ্ছি চ'লে—সশরীরে—যাচ্ছি চ'লে মধুপুর।
শুনছি ব'সে নিশিদিন, কানের কাছে বাজ্‌ছে বীণ ;
খাচ্ছে যত অর্ব্বাচীন—ঐ গাঁজা গুলি 'চরস' ;
সস্তা হোক্ না, তার চেয়ে ভাঙ—লক্ষগুণে সরস ;
নেশার রাজা সিদ্ধি, যেমন মণির মধ্যে কোহিনুর।
ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।

লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা 'স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ';
খেতেন তা, হয় ভোলা, কিম্বা পুরাণ-কর্ত্তাই, সুতরাং।
জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর, জেগে জেগে ঘুমের ঘোর;
বেশী খেলেই নেশায় ভোর; আর অল্প খেলেই তাহা—
—আর কি—ব'সে হাস্য কর—হাঃহা হাহা হাহা;
হোক না কেন ফকির, ভাবে 'আমি রাজা বাহাদুর'।
ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।

সুরা

এ জীবনে ভাই একটুকু যদি বিমল আমোদ চাও রে—
তা'লে, মাঝে মাঝে—মাঝে, মন রে আমার, ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাও রে।
এই, ভব মরুভূমে সুরা জলাশয়, ঝড়ে সুরা পাকাবাড়ী;
আর, মজারূপ বারাণসীতে যাইতে—সুরাই রেলের গাড়ী রে;
এই, জীবনটা ঘোর মেঘলা এবং গৃহিণীটি ঘোর কালো;
এই, ভবরূপ ঘোর অন্ধকারে এ সুরাই একটু আলো রে।
আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে সুরাই একটি চাবি;
আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—তা অবশ্যম্ভাবী রে!—
কোন, থাকিবে না ভেদ পাত্রাপাত্র, হিতাহিতবোধ—সেটা;
আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে কাম ক্রোধ দুই বেটা রে।
তখন, থাকিবে না কোন চক্ষুলজ্জা, রবে না কারো ওয়াস্তা,
আর, হবে পরিষ্কার সুপ্রশস্ত চুলোয় যাবার রাস্তা রে;
এই, শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
তবে, মাঝে মাঝে মন, ক'রো রসনারে সুরাসুধারসে সিঞ্চিত,
বাবা।

নানাবিধ

প্রেম পরিণাম

যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে,
(একদিন সে জন কাঁদেই কাঁদে)
প্রথমে দুদিন ভারি হাসি, পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি (রকম) ভারি গোলযোগ বাধে।
প্রথমে মাথায় তুলে নাচি, পরে ঘেঁষি না ক কাছাকাছি,
শেষে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি (রকম) সোনামণি কালাচাঁদে।

——

মদ্যপ

আমি বুঝি সং ?
তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে আমার বেজায় নতুন ঢং।
ভাব্‌ছো আমার টল্‌ছে পা ?—মিথ্যে কথা—মোটেই না,—
(শুধু) ফেলছি চরণ নতুন ধরণ, বাহির কচ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি ?
ইচ্ছে ক'রে শুদ্ধভাষা গুছিয়ে বল্‌ছি নি,—
ব'সে রৈলাম হ'য়ে গোঁ, (ক'চ্চে মাথা ভোর্‌-র্‌-ভোঁ)
তোমরা যত হাস্‌ছো তত হচ্চি আমি রেগে টং।

——

আমি যদি পিঠে তোর ঐ

আমি যদি পিঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে ;
—তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়, পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে ?
আমার পায়ে লাগলো সেটা,—কিছুই বুঝি নয়কো বেটা ?
নিজের জ্বালাই নিয়ে মরিস, নিজের কথাই ভাবিস আগে !

লাথি যদি না খাবি ত জন্মেছিলি কিসের জন্যে ?
আমি যদি না মারি ত, মেরে সেটা যাবে অন্যে !
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,—ন্যাকামি নয় ? শূয়োর গাধা !
—দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া ভ'রে গেছে জুতোর দাগে !
আমার সেটা অনুগ্রহ—যদি লাথি মেরেই থাকি ;—
লাথি যদি না মার্ত্তাম ত'—না মার্ত্তেও পার্ত্তাম না কি ?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা ! বরং রে তোর উচিত হাসা,—
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে।
বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া ;
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া !
—পরে বলা ভক্তিভরে,—"প্রভু ! অনুগ্রহ করে,
পৃষ্ঠে ত মেরেছো—লাথি মারো দেখি পুরোভাগে !
—দেখি সেটা কেমন লাগে।"

পরিশিষ্ট

(একাধিক ব্যক্তিদ্বারা গেয়)

বেশ করেছো

রাজা। কালীচরণ কর্ত্ত বড় বীরত্বেরই বড়াই,
পারিষদবর্গ। বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম—
রাজা। দেখলে সে দিন আমার সঙ্গে কর্ত্তে এল লড়াই ;
পারিষদবর্গ। বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা আয় না দেখি তবে রে বেটা ;
—পরে যখন ধ'রে আমায় ক'রে দিল জুতোপেটা ;
দেখলাম, বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার—
যোগাড় ক'রেও তুলেছিলাম দুই এক ঘা দেবার।
বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,
রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সাম্‌লে গেলাম অনেক কষ্টে সে বার।

পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো, নহিলে অন্ততঃ
একটা খুন খারাপি হ'ত, একটা খুন খারাপি হ'ত।
রাজা। কেদার বেটা সাধু ব'লে সহরে ঢাক পেটায়,
পারিষদবর্গ। হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।
রাজা। নিইছিলাম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটায় ;
পারিষদবর্গ। বেটা বোধ হয় গুলিখোর।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা ;
কে কে কে তোর টাকা জানে, তো তো তো তোর সাক্ষী কেটা ?
কর না গিয়ে মকর্দ্দমা—I don't care a feather.
মুখখানি ত চুণটি ক'রে ফিরে গেল কেদার।
টাকা নিয়ে কর্ব্বে সে কি ? টাকাগুলো সব শেষে কি
গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার ?
পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো, সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত, বেটা সব উড়িয়ে দিত।
রাজা। নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ ব'লে কর্ত্তে চায় সে প্রমাণ ;
পারিষদবর্গ। সে কি আবার একটা লোক !
রাজা। কর্ত্তে এল তর্ক সে দিন আমার সঙ্গে সমান,
পারিষদবর্গ। বেটা নিরেট আহাম্মক।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা,
আমি একটা philosopher, গাধা শুয়র জানিস সেটা,
ব'লে দু ঘা পিঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং,
লাঠি খেয়ে প'ড়ে গেল বেটা ত চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি,
তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।
পারিষদবর্গ। বেশ করেছো, বেশ করেছো, তর্কেতে বস্তুত
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো, সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

হ'তে পার্ত্তাম

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির ;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হ'য়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই ত—
তা নইলে খুব এক বড়—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হ'য়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে বেশ এক বড়—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গর্‌মিল হয় যে সবই ;
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয় না ক সে সাড়া ;
ছাই হাজারই পা ছুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম আমি চ'টে ম'টেই ত,—
তা নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাবগুলি হে ;

তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চ'টে ম'টেই ত ;—
তা নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, ক্ষমতাটা ছিল না ক সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চ'লে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগও বুঝি একটা যেও সেও
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে না ক কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম আমি চ'টে ম'টেই ত ;—
তা নইলে—বুঝলে কি না,—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।

জানে না

সকলে। ছ্যাঃ আর ভালো লাগে না ক প্রত্যহই একঘেয়ে,
মেউ মেউ করা যত সব বাঙ্গালির মেয়ে।
উমেশ। না জানে নাচ্‌তে, না জানে গাইতে,—
রমেশ। না জানে সৌখীনরকম চক্ষু তুলে চাইতে—
পরেশ। সভ্যরকম হাসতে—
সুরেশ। সভ্যরকম কাশতে—
সকলে। জানে না ;—
উমেশ। বিদ্যাবত্তায় একটি একটি হস্তিমূর্খ যেন ;
রমেশ। না পড়েছে Shakspeare না পড়েছে Ganot ;
পরেশ। Hockey Tennis খেল্‌তে,—
সুরেশ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে,—
সকলে। জানে না—
উমেশ। Adam Smithএর Political Economy জানে না,
রমেশ। Malthusএর Theory of Population মানে না ;

পরেশ। শাড়ী ঘুরিয়ে পর্‌তে—
সুরেশ। Bicycleএ চড়্‌তে—
সকলে। জানে না—
উমেশ। Huxley, Tyndall, Spencer, Millএর ধারও
ধারে না ক—
রমেশ। Dynamicsএর একটা আঁকও কষতে পারে না ক—
পরেশ। উল বোনা শিখ্‌তে—
পরেশ। নাটক নভেল লিখতে—
সকলে। জানে না।

ভাবনায়

উমেশ। হাঁ হাঁ মশয় আমরা সবাই পড়েছি এক ভাবনায়—
রমেশ। ভেবে দেখলাম আমাদের আর বেঁচে কোনই লাভ নাই।
পরেশ। মনে ভারি দুঃখ, স্ত্রীরা গণ্ডমূর্খ—
সুরেশ। ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি কটকে কি পাবনায়।

ধর ধর

ইন্দুমতী। সখি ধর ধর।
সরোজিনী। কেন কেন সখি এ ভাব নিরখি, কেন কেন তুমি
এমন কর?
ইন্দুমতী। বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি'—
সরোজিনী। সে যে ছিল ভালো, এ যে ঘেমে মরি—
ইন্দুমতী। ডাকিছে কোকিল—
সরোজিনী। উড়িতেছে চিল
ডাকে কা কা কাক মধুরস্বর।
ইন্দুমতী। গুঞ্জরিছে অলি কুসুমের পাশে—
সরোজিনী। আমাদের তাতে ভারি যায় আসে।

ইন্দুমতী। বহিছে মলয় ধীরে—
সরোজিনী। মিছে নয়, উড়ে ধূলা তাই প্রবলতর !
ইন্দুমতী। যৌবন-জ্বালায় জ্বলি অহর্নিশ,—
সরোজিনী। যৌবন কি বল পার হ'য়ে ত্রিশ !
ইন্দুমতী। কি করি কি করি—
সরোজিনী। আহা মরি মরি !
ইন্দুমতী। উহু উহু সখি—
সরোজিনী। না যাও সর ;
ইন্দুমতী। বল বল সখি কি করিব আমি ?
সরোজিনী। না ভালো লাগে না তোমার ন্যাকামি।
ইন্দুমতী। কোথা শ্যাম আমি যে ম'লাম ;—
সরোজিনী। মর তা একটু সরিয়া মর।

বরাবরই ব'লে গেছি

বরাবরই ব'লে গেছি ;
যে আহার এবং নিদ্রাই সার, অন্য সবি (তদ্ভিন্ন) অন্য সবই
মিছি মিছি।
ঠ্যাং ভাঙ্‌লে বা হ'লে জখম
দেখবে সবাই একই রকম ;
ছেড়ে দিলেই বকম বকম, গলা টিপে (দেখবে সব) গলা টিপে
ধল্লে চিঁ চিঁ।
আছে শুধুই উড়ে বেয়ারা, আর ঐ শুধু আছে ঢেঁকি—
যারা শত পদাঘাতে বলে "আবার মার দেখি" ;
যা হৌক্ যায় বা আসে কি কার
এটা কর্ত্তে হবেই স্বীকার
যাঁদের যতই রুচিবিকার, তাঁরাই তত (আবার সব)
তাঁরাই তত করেন ছি ছি !

পৃথিবীতে জ্বর ও যক্ষ্মা, শূল ও সর্দ্দি, কাশি, হাঁচি,
এরি মধ্যে কায়ক্লেশে কোনরূপে টি কে আছি ;
গ্রীষ্মকালে ব'সে ধোঁয়াই ;
শীতকালেতে রদ্দুর পোহাই ;
আর যা বলো রাজি,—দোহাই, হাসির গানটা (কেবল ঐ)
হাসির গানটা ছেড়ে দিছি।
হাসির গান ত গাইতে বলো—তোমরা ত বেশ হেসে নিলে ;
ক্যাঁক্ ক'রে কেউ ধরলে আমায়—দেখবে আমার ছেলেপিলে ?
তোমরা হেসে বাড়ী গেলে,
আমি চেঁচিয়ে চল্লাম জেলে,
তোমরা দশ জনে কাঁঠাল খেলে, আমার গলায় (বেচারী) আমার
গলায় বাধে বীচি।

I THOROUGHLY AGREE

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried থাক্‌তাম যদ্যপিও, সেটা,
চম্পটী। It would have been far preferable,
't would have been much better.
রেবেকা। তোমায় marry করা was an act of great
mistake, for me.
চম্পটী। In this view of the case, my love !
I thoroughly agree.
রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case, my love—
I thoroughly agree.
রেবেকা। It was a great mistake to marry ধ'রে
একটা pauper.
চম্পটী। The more so, O my love ! when you
yourself had not a copper.

রেবেকা। Tremendous sad mistake, my darling !—
very sad, I see.

চম্পাটী। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পাটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। এই loveএর প্রথম stageটাই ভালো,
—whispers, hugs, and kisses.

চম্পাটী। The charm is not so great as soon as you
become a Mrs.

রেবেকা। The case becomes more complicated on
the contrary ;—

চম্পাটী। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পাটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me a thousand kisses,
and be mine for ever ;

চম্পাটী। চাই something more substantial
কিন্তু মুখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as Solomon, though not
so rich as he—

চম্পাটী। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পাটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। এই marry ক'রে না হোক কোন অন্য কার্য্য সিদ্ধি,
চম্পটী। But annually একটি ক'রে হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি ;
উভয়ে। Whatever difference of opinion there may be—
In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.
রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পটী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

চাকরি করা হয়রাণি

সকলে। মোরা সবাই ঠিক করেছি যে চাকরি করা হয়রাণি !
নাপিতানী। মুই নাপ্তিনী।
ধোপানী। মুই ধোপানী।
মেছুনী। মুই মেছুনী।
ময়রাণী। মুই ময়রাণী।
নাপিতানী। মোদের নকরি ক'রে গুজরাণে আর মন উঠে না সই।
ধোপানী। মোরা চাই, শয়ন ক'রে নয়ন মুদে, বিভোর হয়ে রই।
মেছুনী। নাই কি উপায় চাকরি করা বৈ—
ময়রাণী। বলি খেটে খেতে হইছিল কি তৈরি এ চাঁদ মুখখানি।
নাপিতানী। হেলিয়ে নয়ন বাঁকা, অবহেলে করি ভুবন জয়।
ধোপানী। আমরা রাজা আমীর উমীর—কারে করি না ক ভয়।
মেছুনী। মোদের কি লা চাকরি করা সয় ?
ময়রাণী। এখন, কর্ত্তে হবে সহজ একটা নূতন উপায় আমদানি।
নাপিতানী। ঐ লো মধুর স্বরে বাজছে বাঁশি, আর কি থাকা যায়।
ধোপানী। আহা, বিধির ভুলে দ্বাপর যুগে জন্ম হই নি হায়।
মেছুনী। ওলো, তোরা সব আসবি যদি আয়।
ময়রাণী। আমরা সব হাসির ঘটায় রূপের ছটায় মাতিয়ে দেবো
রাজধানী।

মন্দ্র

[১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

উৎসর্গপত্র

কবিবর

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

মহাশয় করকমলেষু

আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির হস্তে আপনার সর্ব্বজনপ্রিয় মহামূল্য খ্যাত "গান" বহিখানি অর্পণ করিয়া আপনি আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। বিনিময়ে, আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর কবিতাসমষ্টি আপনাকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার এবম্বিধ সাহসের প্রধান কারণ এই যে, মদীয় রচনার প্রতি আপনার অনুরাগের বহু নিদর্শন পাইয়াছি।

অনুরক্ত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতাগুলির প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বে ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষার্দ্ধ নূতন।

সমালোচকদিগের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। তাঁহারা যদি পুস্তকখানি সমালোচনা করেন, তাহা হইলে, প্রথমতঃ তাঁহারা যেন তৎপূর্ব্বে গ্রন্থখানি পড়েন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যে বিষয় জানেন, সেই বিষয়েই যেন তাঁহাদিগের "কশাঘাত" সংরুদ্ধ রাখেন। এ কথা বলা নিতান্ত দরকার না হইলে এখানে বলিতাম না। সমালোচনা জিনিষটা অধুনা, সম্প্রদায়বিশেষে নিতান্ত দায়িত্বহীন, সখের বা ব্যবসায়ের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমাদের দেশে একজন লেখক ইংরাজসমাজে না মিশিয়া ইংরাজী নারী-চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। আমার একটি বন্ধু "সমুদ্র"বিষয়ক একটি কবিতার এক বিজ্ঞ উপদেশপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কখন সমুদ্র দেখেন নাই। কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত "পাষাণী" নাটকের সমালোচনায় কহিয়াছিলেন যে, আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অনুসরণ করি নাই—যেহেতু, অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরাণিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বলিয়া ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন! তাঁহার বাল্মীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি দেখিতেন যে, বাল্মীকির অহল্যা শুদ্ধ ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে; দেবরাজ কিরূপ, জানিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইয়া ("দেবরাজকুতূহলাৎ") কামরতা হইয়াছিলেন। কোন কোন বুদ্ধিমান্ সমালোচক আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, অহল্যা যদি যথার্থই পাপিনী হইয়াছিলেন, তবে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া হইলেন কেন? এটা ভাবিয়া দেখিবার তাঁহাদিগের অবসর হইল না যে, সাবিত্রী, সুভদ্রা, সীতা, দময়ন্তী ও শকুন্তলা ইত্যাদি আদর্শ সতী প্রাতঃস্মরণীয়া না হইয়া "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী, তারা মন্দোদরী" (যাঁহাদের প্রত্যেকের সতীত্বমার্গ হইতে স্খলন হইয়াছিল,) প্রাতঃস্মরণীয়া হইলেন কেন? এরূপ মিথ্যাবাদিতা বা মূর্খতা, সমলোচক—যিনি বিচার করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অমার্জ্জনীয়—লেখকের পক্ষে তত নহে।—আমি মৎপ্রণীত "পাষাণীর" সমালোচনার এখানে প্রত্যুত্তর দিতে বসি নাই। তাহার প্রত্যুত্তর বসুমতী ও

সঞ্জীবনীতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এবং যখন প্রবীণ পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ সমালোচকবর্গ উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে একবাক্যে আমার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এমন কি, অতিরিক্ত প্রশংসা বর্ষণ করিয়াছেন, তখন আমার ক্ষুব্ধ হইবারও কারণ নাই। আমি শুদ্ধ আধুনিক দায়িত্বশূন্য সমালোচনার উদাহরণস্বরূপ উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। রচনা উত্তম হইয়াছে, কি অধম হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার স্বত্ব সমালোচকের আছে; (যদিও বিশেষ বিবেচনার সহিত সে স্বত্ব তাঁহাদের ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়;) কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার নৈতিক স্বত্ব কাহারও নাই।

আমার অবসর না থাকায় গ্রন্থে স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ-দোষ ঘটিযাছে। পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

আগন্তুক

কি গো! তুমি কে আবার! বলি কোথা হ'তে?
কি চাও?—কি মনে ক'রে এ বিশ্বজগতে?
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
—এই স্বার্থ; এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্ত্তভূমি
মাঝখানে—বলি—ওগো—কে আবার তুমি?

কি দেখিছ চারি দিকে চেয়ে আগন্তুক?
—এ শৌণ্ডিকালয়। এর দুঃখ এর সুখ
মাতালের।—দেখিছ না মদ্যপাত্র হাতে
কেহ হাঃ হাঃ অট্ট হাসে; কেহ কার সাথে
করে বাগ্বিতণ্ডা কিম্বা বাহুযুদ্ধ; কেহ
এক ধারে বিস্তারিয়া তার স্ফীত দেহ
প্রবল নাসিকাধ্বনি করি' নিদ্রা যায়;
কেহ বকে; কেহ কাঁদে; কেহ নাচে, গায়;
কেহ মদ্য খায়; তাহা কেহ বা উদ্গারে;
কেহ বা নিদ্রালু দূরে বসি' এক ধারে
মদ্য-পাত্র হাতে; কেহ কেশে ধরি' কার
লাঞ্ছনা করিছে বিধিমত।—এ আগার
প্রকাণ্ড শৌণ্ডিকালয়।—অতিথি! হেথায়
কেন তব আগমন?—শিশু! নিঃসহায়!

—কি এ সুরা? তীব্র ধনলিপ্সা। জন্য যার
এ অধম নর করে নিত্য হাহাকার,
দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, শাঠ্য, সাধাসাধি,
খুঁজিতে বিলাস, নীচ সম্ভ্রম, উপাধি—
ব্যগ্র, উগ্র, করে ফৌজদারি, আদালত,
ভণ্ডামী।—ইহারই জন্য সংসার বৃহৎ

অরণ্য ; মনুষ্য তায় হিংস্র জন্তু মত
উত্তম শিকারে শুদ্ধ ফিরিছে নিয়ত।

কোথা হ'তে ক্ষরিয়াছে মধু—অমনি এ
ব্যগ্র পিপীলিকাদল সারি সারি গিয়ে
চায় স্বাদ, মিটাইতে কাল্পনিক ক্ষুধা,
অমর হইবে যেন পিয়ে সেই সুধা !
কোথায় ক্ষরেছে ব্রণ—মক্ষিকার মত
ছুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ব্রণক্ষত
লক্ষ্য করি'। (হায় নর ! হা অন্ধ মানব !
এই চেষ্টা, এ বিপুল উদ্যম—এ সব
ভস্মে ঘৃত ঢালা।)—সেই সংসার-বিগ্রহে
যোগ দিতে এসেছ কি ?

না না তাহা নহে ;
তুমি শুদ্ধ, তুমি শান্ত। বল কি স্বর্গীয়
সন্দেশ এনেছ শুনি।—এস মম প্রিয়,
নেত্রাঞ্জন, হৃদয়রঞ্জন—এস নেমে
স্বর্গ হ'তে, সুকুমার, সুপবিত্র প্রেমে
বিরঞ্জিত, স্বর্গদূত ! তুমি শুধু কহ—
"এসেছি, আমারে ভালবাস, কোলে লহ,
দুগ্ধ দাও"—তুমি বল,—"তোমরা কে তাহা
জানি না, চিনি না ; তবু আমি চাহি যাহা
তাহা দিবে জানি—আছে সেটুকু মমতা।
আর, নাহি থাকে যদি—শোন এক কথা—
আমি এমনই মন্ত্র জানি—সারি সারি
কালসর্প সম সবে খেলাইতে পারি ;
দংশিতে ভুলিয়া যাবে দংশিতেই আসি'
সেই মন্ত্রে।—সেই এক মন্ত্র মোর হাসি।

"আরও এক মন্ত্র জানি। সে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র।
যদিও উল্লেখ তার কোন হিন্দু শাস্ত্র
খুঁজে পাবে না ক! সেই দিব্যমন্ত্রবলে,
দিগ্বিজয়ী আমি; তাহা মাতৃবক্ষঃস্থলে
বাজে সর্ব্বাপেক্ষা; আর অন্যে নিরুপায়,
হাজারই বিরক্ত হোক, ভাবে খুব দায়;
হয় গৃহ বিপর্য্যস্ত মুহূর্ত্তে অমনি—
সে অস্ত্র এ ক্ষীণ কণ্ঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।
যা চাই তা দিতে হবে, কোন তর্ক যুক্তি
নিষ্ফল, যা চাই দাও, তবে পাবে মুক্তি।"

—কি দেখিছ? পরিচয় করিতে কি চাও
আমাদের সঙ্গে? যাঁর স্তন্য দুগ্ধ খাও
ইনি তোর মাতা; উনি মাসী, ইনি পিসী;
ইনি কাকী; উনি জ্যেঠী; যাঁর দাঁতে মিশি
উনি মামী; উনি দিদি; ইনি মাতামহী।
উনি পিতামহী; ইনি—না না আমি নহি,
এই ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতামহী; আর আমি—
আমরা—এঁ হেম্—সব ওঁয়াদেরই স্বামী।

আজি শুয়ে মাংসপিণ্ড সম; ঊর্দ্ধে চাও,
চাও চারি দিকে; নাড়ো হস্ত পদ; দাও
করতালি; কর হাস্য; জ্বলিলে জঠরে
অগ্নি, কাঁদ মাতৃবক্ষঃস্তন্যদুগ্ধ তরে;
সব দুঃখ—দৈহিক যন্ত্রণা কিংবা ক্ষুধা;
সব সুখ—পান করা মাতৃস্তন্যসুধা;
ক্রীড়া—হস্তপদ সঞ্চালন একা একা;
কার্য্য—শুধু নিদ্রা কিংবা চক্ষু চেয়ে দেখা।

দ্বিতীয় অঙ্কেতে তুমি দাও হামাগুড়ি;
বেড়াও রে চতুষ্পদ ঘরময় জুড়ি'।

যা দেখ, তা নিতে চাও; যা নাও, তা নিয়ে
দাও মুখমধ্যে পূরে'। ভাবো পৃথিবী এ
খাদ্যের ভাণ্ডার।

তৃতীয় অঙ্কেতে গিয়া
একবারে চতুষ্পদ-অবস্থা ছাড়িয়া
দ্বিপদে উত্তীর্ণ তুমি। পড় শত বার,
আবার অধ্যবসায়ে উঠি চারি ধার
কর পরিক্রম। কহি' বিবিধ বচন,—
'মা-মা, দা-দা,' স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন
কর। কার্য্য—করা উদরের গর্ত্ত পূর্ণ;
দ্রব্যপ্রাপ্তিমাত্রে করা ছিন্ন কিম্বা চূর্ণ,
মূল্য নাহি দিয়া।—অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময়;—
পৃথিবীর দ্রব্যে শুদ্ধ আবদ্ধ সে নয়;
সূর্য্য চন্দ্র তারা,—তাও তোমার মৌরুষি!
না পাইলে সে ব্রহ্মাস্ত্র। কিসে থাকো খুসি
ভাবিয়া অস্থির সবে; সাধ্য কি অসাধ্য
সর্ব্ব ইচ্ছা তোর মোরা পূরাতেই বাধ্য!

চতুর্থ অঙ্কেতে জগতের এ নিষ্ঠুর
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের আয়োজন। দূর
নিভৃতে, সাজায় যত্নে পিতামাতা বসি',
দিয়া আগ্নেয়াস্ত্র, তীর-বর্ম্ম, চর্ম্ম অসি;—
যাহার যা সাধ্য, কিম্বা রুচি।—নব দীক্ষা
বালকের; মন্ত্রপাঠ, ব্যায়াম ও শিক্ষা;
উদ্যম ও কর্ম্ম; নীতি, ধর্ম্ম, জাগরণ—
কর সেই সমরের যোগ্য আয়োজন।

পঞ্চম অঙ্কেতে সেই নিষ্ঠুর সংগ্রাম
জীবিকার জন্য; সেই নিত্য অবিশ্রাম

দ্বন্দ্ব।—সেই অন্ধ দ্বন্দ্বে মাতা নহে মাতা ;
পিতা ?—অতীতের বস্তু। ভগ্নী কিম্বা ভ্রাতা—
সে আবার কারে বলে ? সে ত প্রকৃতির
খেয়াল। পুত্র ও কন্যা! নিত্যই অস্থির
তাদের বিবর্দ্ধমান সংখ্যায় ; স্বীকার্য্য
তবে এত দূর যে, তাহারা অনিবার্য্য।
প্রেম ? কারে বলে ? সে ত দৈহিক পিপাসা ;
বন্ধুত্ব ত দু'দণ্ডের হাসি ও তামাসা,
গল্প ও গুজব। ভক্তি স্নেহ ? পড়ি বটে
উপন্যাসে ; ভালো লাগে আমার নিকটে
কবিতা কি গল্পে।—তবে সত্য কি পদার্থ ?
সত্য রৌপ্য, সত্য নিজ সুখ, সত্য স্বার্থ।
—অর্থ চাই অর্থ চাই—তাহার লাগিয়া
অনন্ত পিপাসা—মুখ ব্যাদান করিয়া—
ঊর্দ্ধকণ্ঠে তৃষ্ণাতুর চাতক যেমন
চায় জলবিন্দু ; চায় রৌপ্য নরগণ।
এ চীৎকার থামে শেষে সেই একাকারে,
সেই নিত্য প্রধূমিত ঘন অন্ধকারে।

এস দিব্য, এস কান্ত, এস মিষ্টহাসি,
এস গৌরকান্তি, এস সুন্দর সন্ন্যাসী,
এস ধরাধামে বৎস। হেথা বিশ্বময়
সর্ব্বেব কদর্য্য নহে। নহে সমুদয়
ঝটিকা, অশ্রান্ত-গর্জ্জী বজ্র, অন্ধকার,
কণ্টক, অরণ্য, শুষ্ক মরুভূমি সার।
—আছে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ—শান্ত দিব্য স্থির,
অনন্তঅভয়ভরাস্নিগ্ধসুগভীর
স্নেহে, বক্ষে ধরি' ধরণীরে ; নিত্য তাহে
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র করুণনেত্রে চাহে
অনন্ত অনুকম্পায় ধরণীর পানে।
এখানেও সূর্য্য ওঠে। বিতরে এখানে

চন্দ্র দিব্য রশ্মি। দূরে কল্লোলিয়া যায়
উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছ নীল জলধি। হেথায়
হাসে শ্যামা ধরিত্রী। আলেখ্যবৎ তাহে
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ রাজে ; অশ্রান্ত প্রবাহে
ধায় নদনদী ; ফোটে পুষ্প ; গায় পিক।
হেথা বহে বসন্তপবন দশ দিক
বিকম্পিত করি' মৃদু সুস্নিগ্ধ পরশে ;—
আসে একবার তাহা বরষে বরষে।

নহে সবই কালসর্প, কীট ও কণ্টক ;
নহে সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
হেথা।— আছে বিশ্বে নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব—
প্রেমের রাজত্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা ;—
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা,
চিরপ্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম,
অবারিত, উৎসারিত, নিত্য মনোরম,
চিরস্নিগ্ধ ; যেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান।—হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে ;
মিথ্যা আছে, সত্য আছে ; উদ্বেগ ও ভয়
আছে ; শান্তি ও ভরসা আছে। বিশ্বময়
সব স্থানে তুঁষ মধ্যে ধান্য আছে ;—তবে
শুদ্ধ সেইটুকু, বৎস, বেছে নিতে হবে।

এস, এই বিমিশ্রিত সুখ দুঃখ মাঝে,
প্রিয়তম। আর আমি (ব্যস্ত বড় কাজে
বেশী অবসর নেই) তোরে বক্ষে ধরি'
কায়মনোবাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করি—
সুখে থাকো সুখে রাখো ;—আর বেছে নিও
সংসারে গরল হ'তে যেটুকু—অমিয় !

হিমালয় দর্শনে

(দার্জিলিঙে)

কে তুমি সহস্র যোজন জুড়িয়া, ব্রহ্মদেশ হ'তে তাতার,
অক্ষয় হীরকমুকুটের মত ভারতলক্ষ্মীর মাথার,
জ্বলিছ প্রদীপ্ত, পাইয়া ঊষার কনকচরণপরশ
তুষার-মণ্ডিত চূড়ায় ? হিমাদ্রি ? ব্যাপি কত লক্ষ বরষ
আছ এইরূপ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, ভেদিয়া নির্ম্মল গগন্
উত্তুঙ্গ শিখরে, গিরিবর ? আছ, কোন্ মহাধ্যানে মগন,
মহর্ষি ? বিরাজে পদতলে দূরে কত রাজ্য শ্যাম, নবীন,
শিশুসম ; শুদ্ধ তুমিই একাকী, ব'সে আছ কৃশ, প্রবীণ,
পাষাণপঞ্জর যেন ; দেখি দেহে আছে কয়খানি যা হাড় ;
কার্য্যময় এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে প্রকাণ্ড অকেজো পাহাড়।
দেখ, নিজ কার্য্য করে সকলেই—ইতর, মহৎ,—সবে ;—
শুদ্ধ কি একাকী বসিয়া রহিবে নিষ্কর্ম্মা, তুমিই ভবে ?

দেখ ঊর্দ্ধে, ঘূরে সূর্য্যগ্রহচন্দ্র অশ্রান্ত, উন্মত্ত, অধীর ;
অযুত নক্ষত্র ঘূরে মহানৃত্যে নিজমত্ততায় বধির।
পদতলে দেখ, শত নদী ধায় কি দিবায় কিবা নিশায়,
বনকান্তারের প্রান্ত দিয়া, শেষে সুদূর সাগরে মিশায়।
গহনে শিকারে ফিরে সিংহ ধীরে। ব্যাঘ্র সে পশুর রাজার
রাজত্বের ভাগ নিতে চায় কেড়ে। হরিণ কানন মাঝার
সভয়ে দৌড়ায়। ছাগকুল দেখে, উঠিয়া পর্ব্বতশিখর,
নীচের গভীর গহ্বর, বিস্ময়ে। বনের বানরনিকর
বৃক্ষে চড়ি' নিজ শ্রেষ্ঠতা (অন্ততঃ সে বিষয়ে) সবে দেখায়।
দীর্ঘ অজগর নির্ভয়ে দিবসে চলেছে বঙ্কিম রেখায়
মন্থর গমনে। বিহঙ্গ মেলিয়া বিবিধ রঞ্জিত পাখায়,
উড়ে সূর্য্যকরে। বৃক্ষলতাশত দুলায়ে শ্যামল শাখায়
নৃত্য করে হর্ষে পর্ব্বতের গায়ে প্রভাত-কিরণছটায়।
ভ্রমর গুঞ্জরি বেড়ায়, না জানি কাহার কি কুৎসা রটায়।

দূরে বংশবনে কে বসিয়া তার বাজায় মুরলী মধুর।
ডাকে ঘুঘু ঘন শালবনে। প্রেমী কোকিল, বসিয়া অদূর
তমালের ডালে, ডাকিছে বধূরে। কেতকীকদম্বতলায়
নাচিছে ময়ূর। দূরে অধিত্যকা ; ধান ও সরিষা, কলাই
ঢাকিয়া দিতেছে কোমল বসনে নগ্নতা উলঙ্গ জমির ;
গাভীরা চরিছে, চাষারা গাইছে, বহিয়া যাইছে সমীর
নিকুঞ্জে। সবাই কিছু ত করিছে ;—শুধু বিশ্বে, যায় দেখা,
অৰ্দ্ধেক এসিয়াপ্রস্থ জুড়ে' গিরি! তুমিই ঘুমাও একা।

দেখ, এ ভারতে,—কেহ বা হাকিমি করিছে বিচারশালায় ;
কেহ বা তাঁহারি পার্শ্বে কিম্বা দূরে বসি', হংসপুচ্ছ চালায় ;
কেহ ওকালতি করে, 'ক্রস্' করে শামলা পরিয়া মাথায়,
বাড়ীতে আসিয়া লেখে আয় ব্যয় জমাখরচের খাতায় ;
কেহ বা ডাক্তারি করিয়া দুপরে করিছে একটু আরাম ;
কেহ বে-পসার 'ঘুরে ঘুরে' শুধু বেড়ায়, না গঙ্গা না রাম ;
কেহ বা চালায় সংবাদ-পত্রিকা ; কেহ বা লিখিছে কেতাব,
বহু কষ্ট করি' ; কেহ পায় কৃষ্ণ ;—কেহ বা পাইছে খেতাব ;
কেহ বা পৈতৃক সম্পত্তি উড়ায়ে সময়টি বেশ কাটায় ;
কেহ জমিদারি করে, কেহ টাকা ব'সে ব'সে শুদ খাটায় ;
কেহ বা খুঁজিছে দলাদলি করি' জাতিটা মারিবে কাহার ;
কেহ তা সত্ত্বেও গোপনে 'হোটেলে' মুরগী করিছে আহার ;
কেহ বা বিশেষ কার্য্য না থাকায় ভাঙ্গিছে গড়িছে সমাজ ;
কেহ বা করিছে ঠাকুরের পূজা ; কেহ বা পড়িছে নমাজ ;
সবার উপরে শ্বেতাঙ্গ শাসন করিছে ভারতভূমি ;—
বসিয়া কেবল অচল, অকেজো পাষাণ—একাকী তুমি।

তোমার ঘুমের এমনি মহিমা! তোমার কাছেতে শয়ন
কি উপবেশন করিলে, অমনি ঢুলে আসে দুই নয়ন।
তোমার উত্তরে দেখিছ না চীন ঢুলিছে আপিঙ-নেশায় ?
ঢুলিতে ঢুলিতে বসিয়া আপিঙে পেয়ারার পাতা মেশায় ;

আপন মহত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে করিছে আনন্দে চা-পান ;
এদিকে আসিয়া চরণে আঘাত করিয়া যাইছে জাপান।
তোমার দক্ষিণে সমানই অবস্থা প্রায় এ ভারত-মাতার ;
সমানই বিপন্ন আরব, তুরস্ক, পারস্য, তিব্বত, তাতার ;
সমস্ত 'এসিয়া' কি করিবে শুয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া না পায় ;
যখন যুনানী স্বীয়-পদদাপে হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপায়,
দলিয়া ধরণী, মথিয়া জলধি, বিদীর্ণ করিয়া গিরি ;—
সে সময় এঁরা ঘুমান, কভু বা এপাশ ওপাশ ফিরি।

এ কি ঘুম বাপ্! শুনিয়াছিলাম কুম্ভকর্ণ নামে ভীষণ
রক্ষঃ ছিল এক ; ছ'মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষ ফি সন।
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যত দিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ। শোন মিনতি এ দীনের—
একবার জাগো!—শুধু একবার—হে কুড়ের বাদশাহ!
দেখি না ; অন্ততঃ একবার ভুলে নয়ন মেলিয়া চাহ।

—না না কাজ নেই—জানি জানি বেশ তোমাদের কারখানায় ;
—বাবা রে! কিরূপ তোমাদের জাগা আমার কি নেই জানাই ?
'বিস্বাবস্যু' কিংবা 'এটনার' মত যদি জাগো, যদি জ্বালোই
জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই।
—তোমাদের বটে তাহাতে আমোদ হ'তে পারে সম্ভবতঃই ;
কিন্তু ধ্রুব বলা যায় না অন্যের হয় কি না ওটা অতই।
—সহর পুড়ায়ে, অরণ্য উড়ায়ে, ছাইয়ে ধূসর গগন
ধূমরাশি দিয়ে, প্রলয় আঁধারে মেদিনী করিয়া মগন,
লেলিহান অগ্নিজিহ্ব, চরাচরে সঘন গর্জ্জনে কাঁপাও,
করাল কালিকা সমান, নির্দ্দয় ; ক্রোধে অন্ধ, ভেবে না পাও
কাহারে করিবে বিচূর্ণ, উড়ায়ে কাহারে ভস্মের সমান,
তোমার অসীম ক্ষমতা অসীম বিক্রম করিবে প্রমাণ ;
পর্জ্জন্যের বজ্রসম ছোড় তব বিনাশের অস্ত্র 'লাভা'
—বহ্নি নদ এক—সৃষ্টির সংসারে।—না না কাজ নেই বাবা!

—তুমি যেন বল "দেখ বাপু সব জানো ত আমার প্রভাব;
কিন্তু তবু জেনো স্বভাবতঃ অতি নিরীহ আমার স্বভাব।
একটু উঁচুতে ব'সে আছি; দূরে ব'সে ব'সে রোদ পোহাই,
বুড়োস্থুড়ো লোক, তাই শীত লাগে; ঘাঁটিও না বেশি—দোহাই!
কোন কৌতূহল নাই, কারো গুপ্ত বিষয়ে খুঁটিয়া দেখায়;
কোন উচ্চাশা নাই; এক ধারে পড়ে আছি একা একাই;
কাহারো অনিষ্ট করি নাকো; আমি মাটির মানুষ নেহাইৎ;—
কিন্তু জেনো যদি রাগাও, তা আমি, কাহাকে করি না রেয়াৎ;
তখনি উদ্গারি ক্রোধের অনল, ভস্ম করি দশ দিশি;—
করে ভস্ম শাপে সবারে যেমতি ধ্যানভগ্ন মহা-ঋষি!

"আমি ব'সে ব'সে কি ভাবি, জানিতে মনে তোমাদের সবার,
কৌতূহল হ'তে পারে বটে, আর কারণও আছে তা হবার;
—তা শোন, অন্তরে আমি করি যত কূটপ্রশ্ন অবতারণ,
—জগতের আদি জগতের অন্ত, জন্ম ও মৃত্যুর কারণ;
এত যে অনন্ত জীবন-কল্লোল উঠে পড়ে নিশি দিবাই;—
কোথা হতে আসে, কোথায় মিলায়, তাহার উদ্দেশ্য কিবাই।
ভাবিয়া কিছুই হয় না; মস্তক গরমটি হয় খালি,
দিবারাত্র তাই রাশি রাশি রাশি মাথায় বরফ ঢালি।

তোমরা এ উনবিংশতি শতাব্দীর শেষে ত ভাবিবে, "কি ছাই
ও সব ভাবনা। মনুষ্যের ওই কূটচিন্তা সব মিছাই।"
তোমরা ভাবিছ উপায়, ছদিনের ছমাসের পথ যাওয়ার;
ভূতত্ত্ব, উত্তাপবিজ্ঞান, স্নায়ুর বিষয়, গঠন হাওয়ার;
তোমরা ভাবিছ বিদ্যুতে কিরূপে লাগাবে কার্য্যেতে আপন;
কি উপায়ে এই ষাট বর্ষ সুখে করা যায় কালযাপন।
ভাবিছ কিরূপে মিনিটে মিনিটে মারা যায় দশ হাজার;
তোমরা বসাতে চাও বিশ্বমাঝে এক বাণিজ্যের বাজার।
তা ভাব না, বেশ!—যুবার উচিত— রহিবে সে কর্ম্মরত—
বৃদ্ধের উচিত কার্য্য যোগ, ধ্যান, সন্ন্যাস ও ধর্ম্ম ব্রত।

—কি ? অস্তিত্বলোপ করিতে চাও কি আমার এ বিশ্ব মাঝেই ?
এ সব কুড়েমি ? এ বিশ্বের আমি লাগি না কি কোন কাজেই ?
ফল শস্য কিছু পারি না ক দিতে, পুরাতে জীবের উদর ;
প'ড়ে আছি এক আলস্যের স্তূপ,—কঠিন অনড় ভূধর ?
তাহার উপরে অগ্ন্যুৎপাতে কভু বিশ্বের অনিষ্ট ঘটাই ?
—কিন্তু ব্যোম হ'তে গঙ্গা নামে যবে কে ধরিয়াছিল জটায় ?
ব্যোমই সেই বিষ্ণু, আমিই ধূর্জ্জটি, সে জটা আমারই শিখর
লতা-গুল্মময় ।—সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি নদ নদী নিকর
আমি বহাই না ক্ষেত্রে গ্রামে বনে ? আমি অনুর্ব্বর না হয়—
কিন্তু সুশ্যামল ক্ষেত্র দেখ যত, কে করে উর্ব্বর তাহায় ?
আমরা ভিজাই বসুধার ওষ্ঠ—বিদগ্ধ কিরণে রবির,—
নদ নদী দিয়া !—নিজে জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক, নিরাহার, স্থবির ।
ধ্যানে নব সত্য আবিষ্কার করি, ধরণীরে নিত্য শেখাই ;—
নিজে নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, পড়িয়া দূরে আছি একা একাই ।
কর্ত্তব্যের মূর্ত্তি আমরা, জানি না ভক্তি প্রেম দয়া স্নেহে ;
বার্দ্ধক্যের রেখা আমরা ধরার শ্যামল কোমল দেহে ।"

দাঁড়াইয়া থাক ঋষিবর ! হেন অনন্তের ধ্যানে মগন,
মৌন হিমাচল ! অটল শিখরে স্পর্শিয়া সুনীল গগন,
হীরককিরীটি ! এমনই উজ্জ্বল কনক কিরণে উষার,
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ তুলি' গর্ব্বে—তুষার উপরে তুষার ।
—কল্লোলিয়া যাক ঘটনার সম পদতলে জলনিধি ;
তুমি থাক দৃঢ়, দৃঢ় যেই মত আদি নিয়ম ও বিধি ।

দাঁড়াও

দাঁড়াও সুন্দরি ! চক্ষের সম্মুখে, ছায়াবাজিপ্রায়,
এই বিবর্ত্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চ'লে যায় ;
তার মাঝে তুমি দাঁড়াও সুন্দরি !
একবার দেখি দুটি নেত্র ভরি',

প্রেমের প্রতিমা, প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি!—
দাঁড়াও হেথায়।

আমি তরঙ্গিত আবর্ত্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি,
উচ্ছৃঙ্খল;—করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি;
তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী!—নীরব,
সহ্য কর; বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,
লহ নিরবধি।

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শান্তি, স্নেহ, এতটুক;
শূন্য অবসাদে, এস মাথা রাখি
ও কোমল অঙ্কে; এস চেয়ে থাকি
ও আনত নেত্রে;—তুমিই একাকী
ফিরায়ো না মুখ।

সব দুঃখ হ'তে সব পাপ হ'তে, অন্তর ফিরাই
তোমা পানে যেন; সেথা যেন সদা তোমারেই পাই।
তব ব্রত হোক, প্রীতিপুণ্যভরা,
ওগো শান্তিময়ি, ওগো শ্রান্তিহরা—
শুধু ভালবাসা, শুধু সহ্য করা,
নীরবে সদাই।

যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি না ক,
সব কর ক্ষমা; হাস্যমুখে দেবি তুমি চেয়ে থাক।
পাতকী নারকী আমি যদি হই,
তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি!
এ অধমে তবু সোহাগে চুম্বয়ি'
বুকে ক'রে রাখ!

নবদ্বীপ

গঙ্গাজলাঙ্গী সঙ্গমে নবদ্বীপপুর।
এইখানে গৌরাঙ্গের গম্ভীর মধুর
উঠেছিল সঙ্কীর্ত্তন ;—কোথায় অকূল,
বাত্যোৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের সুনীল, বিপুল,
প্রমত্ত, প্রচণ্ড এক তরঙ্গের মত
আসি', ছেয়েছিল বঙ্গদেশ ;—শত শত
আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহাঙ্গন, পথ, মাঠ,
জীর্ণগৃহ, ভগ্নচূড় মন্দির, বিরাট
শ্মশান, বিধৌত করি' তাহার নির্ম্মল
নীল জলরাশি দিয়া ; করিয়া, সরল,
অভিনব, সুপবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময়,
প্রেমপূর্ণ, ভক্তিনম্র,—মানব-হৃদয় ;
কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ করি' দূর ;—
প্রিয়তমে !—এই সেই নবদ্বীপপুর।
আর তাও বলি, এই সেই নবদ্বীপ,
যেইখানে বীর আর্য্যকুলের প্রদীপ
বঙ্গেশ লক্ষ্মণ সেন, প্রবৃত্ত আহারে,
শুনি' সপ্তদশ সেনা উপনীত দ্বারে,
অত্যদ্ভুতপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহিত,
পশ্চাদ্দ্বার দিয়া, নৌকারূঢ়, পলায়িত,—
একেবারে না চাহিয়া দক্ষিণে ও বামে,
দ্রুতবেগে উপনীত বারাণসী ধামে।

বঙ্গের গৌরব এই নবদ্বীপপুর ;
বঙ্গের কলঙ্ক এই নবদ্বীপ।—দূর
করি' সে কলঙ্ক, ধৌত করি' সে অখ্যাতি,
লজ্জার পুরীষপঙ্ক হইতে এ জাতি

উঠাইয়া স্ববলে, গৌরাঙ্গদেব তার
শুষ্ক, শূন্য, প্রেমহীন, সামান্য, অসার,
ক্ষুদ্রচিত্তে, জাগাইয়াছিলেন মহতী
আশা ও সান্ত্বনা।—হেথা সেই মহামতি
মাতিয়াছিলেন প্রভু, মানবের হিতে,
প্রমত্ত উদ্দাম এক প্রেমের সঙ্গীতে।
অবিশ্বাস করিতেছ?—এই ক্ষুদ্র স্থান!
নদীতীরে কাঁচা পাকা বাড়ী কয়খান—
অধিকাংশ চালা ঘর! ময়লার খনি
শীর্ণ গলি! ওই সব মিষ্টান্নবিপণি!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে বিলাতিদ্রব্যঘটা—
লণ্ঠন (তাহার মধ্যে হিঙক্সেরও ক'টা),
জুতা (চটী, বুট, আর বোধ হয় তায়
খুঁজিলে দুজোড় ডসনেরও পাওয়া যায়),
কাঁচি, ছুরি, পেনসিল, পেন, দেশলাই,
ঘাঘরা, পাণ্ট ও টুপি (যার যাহা চাই),—
পমেটম, নানাবিধ ফিতের প্যাকেট,
—আর সর্ব্বনাশ!—কুলবালার জ্যাকেট,—
কোথাও চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, বিলাতি
আলমারি, আয়না, বুরুষ, ছড়ি, ছাতি;
গৃহাঙ্গনে 'কোপি', আরো দুই এক ঘরে
—হরি হরি!—এ কি দেখি—মুরগীও চরে!!!

পুরবাসীদেরই হায় এ কি ব্যবহার!
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি', করে সুখে নিদ্রাহার;
ভুলিয়া গৌরাঙ্গদেবে, ভুলিয়া ঈশ্বরে,
গাঁজা, গুলি, তাড়ি খায়; কেনাবেচা করে।
ছেলেপিলে নদীজলে স্নান করে বটে;
কিন্তু পূজা করা দূরে থাক্, নদীতটে

দন্তসম্মার্জ্জন সহ কেহ ধরিয়াছে
অতীব অশ্লীল গান, যাহা কারো কাছে
বলিতেও লজ্জা করে। কেহ মিথ্যা দ্বন্দ্বে
করিছে চীৎকার। কেহ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে
রটাইছে কুৎসা, আর মর্দ্দিছে স্বগাত্র ;
(সম্ভব ছেলেটা কোন কলেজের ছাত্র)
কেহ বা পড়িয়া জলে করে সন্তরণ,
কুটিলকটাক্ষসহ স্বল্পাবগুণ্ঠন
খর্ব্ব পীন স্নানরত কুলবধূপ্রতি।
কেহ দূরে কারো সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে অতি
করিছে সুবিস্তৃত কুৎসিত আলাপন।
কেহ অর্চ্চনানিরত, মুদ্রিতনয়ন,
বৃদ্ধের পশ্চাতে গিয়া, ভেঙচায় তারে,
বক্ষে পাণিযুগ রাখি ; তার ব্যবহারে
সম তুষ্ট, কিন্তু উনমৌলিক শিশুরা
করে হাস্য ; চমকিয়া চক্ষু মেলি' বুড়া
শিক্ষাদানহেতু তাহাদের পানে ধায় ;
ক্ষিপ্রতর পদক্ষেপে তাহারা পালায়।

সত্য বটে ; কিন্তু প্রিয়ে, তবু সত্য, এই,
এই সেই নবদ্বীপধাম ; এই সেই
তীর্থভূমি ; এই সেই চিরস্মরণীয়,
পঙ্কিল পবিত্র, কুৎসিত সুন্দর, প্রিয়
অক্ষয় স্মৃতির মঠ, চির অভিরাম,
—প্রেমের জনমক্ষেত্র—নবদ্বীপধাম।
—শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেমের উন্মত্ত, অধীর,
দুনিবার টানে ; কৃষ্ণস্তব্ধরজনীর
অন্ধকারে ; উদ্‌ভ্রান্তচরণক্ষেপে ; ছাড়ি'
মাতা, দারা, পুত্র, বন্ধুবর্গ, ঘরবাড়ী ;

—(যাহা কিছু জগতের প্রিয়, মনোরম,
মনুষ্যের ;—যাহার কারণে করে শ্রম,
বহে দাসত্বের হল ; সহে ক্ষুরধার
শত অপমানজ্বালা ; চাহিয়া যাহার
পানে—একবার শুদ্ধ চাহিয়া কেবল,
ভুলে এই দুঃখরাশি ; এই হলাহল
পান করে হাস্যমুখে, লঘুপ্রাণে, হায় ;)
মনুষ্যের সে আরাধ্য প্রিয় দেবতায়
ঠেলি' ফেলি' পায়ে অনাদরে ; করি' দূর
ফেনিল, অনতিতিক্ত, তীব্র, সুমধুর,
সুরাপাত্র অধর হইতে,—দীনবেশে,
নগ্নপদে, মুণ্ডিতমস্তকে ;—যেন ভেসে
চলিয়াছিলেন কোন্ অজানিত স্রোতে,
বৃন্দাবন পানে ;—এই নবদ্বীপ হ'তে।

বহুদিন পূর্ব্বে, একবার মনে পড়ে,
ভারতসীমান্তে, দূর সুদূর উত্তরে,
শৈলবনচ্ছায়ে, গিরিনির্ঝরপ্রপাতে,
রাজপুত্র এক, ঘন অন্ধকার রাতে,
এইমত, পরিবার পুত্র-পরিজন
ত্যাগ করি' ; তুচ্ছ করি' রাজভোগ্য ধন,
রত্নরাশি, গজ, বাজী, প্রাসাদ, বিভব ;
—নিত্য নৃত্যগীত, নিত্য স্তাবকের স্তব,
রমণীর কলহাস্যপূর্ণ অন্তঃপুরে
নিত্য ক্রীড়া, নিত্য ভোগ,—ছুড়ে ফেল' দূরে ;
হেন পদব্রজে, হেন অধীর, বিনিদ্র,
হেন অনশনে, হেন সামান্য দরিদ্র,
অতি দীনচিত্তে, অতি দীনতম বেশে,
—চলিয়াছিলেন দূর বন্ধুহীন দেশে।

কিন্তু সে বৈরাগ্যভরে ;—জটিল চিন্তার
কঠোর প্রচ্ছন্ন বিষে নিত্য অনিবার
জর্জ্জরিত চিত্তে, ক্ষুব্ধ অশান্ত অন্তরে,
সংশয়ের অঙ্কুশ তাড়নে, শান্তিতরে ;—
মস্তক উপরে ঘোর ঝঞ্ঝা, চারি দিক্
অন্ধকার ;—যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত দার্শনিক
ছুটিয়াছিল সে, অন্ধ অধীর আগ্রহে,
অস্থির আবেগভরে,—কিন্তু প্রেমে নহে।
মানব মাতিয়াছিল শুদ্ধ একবার
এইরূপ অনাবদ্ধ, মত্ত, একাকার,
দুর্নিবার প্রেমে ;—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে ;
—আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপধামে।

সে দিন এ নবদ্বীপে জীবন্ত জাগ্রত
ছিল মনুষ্যের আত্মা ; নিত্য ও নিয়ত
বাণীর বীণায় মৃদুমধুর অস্থির
উঠিত ঝঙ্কার—স্বচ্ছ শ্যাম জাহ্নবীর
হিল্লোলকল্লোলসম। বিদ্যার অর্চ্চনা,
শাস্ত্রচর্চ্চা, তর্ক, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত, মৃদুল তরঙ্গে
বহেছিল নবদ্বীপে প্রিয়ে তার সঙ্গে,—
অদ্য এই শুষ্ক মরুভূমে। অহরহ
সুদূর প্রয়াগ, কাশী, দাক্ষিণাত্য সহ
বহেছিল ভাবের বাণিজ্য ; অবিরত
আসিত বিদ্যার্থী জ্ঞানী, গুণী শত শত,
নদীয়ায়। প্রত্যেক গলিতে, বিদ্যালয়
পান্থশালা ছিল, এই নবদ্বীপময়।

পরে এক দিন এই পণ্ডিত-সমাজে ;
এই স্মৃতিশ্রুতিন্যায়নীতিচর্চ্চামাঝে ;

এই কূট তর্কের আবর্ত্তে ;—এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা, ভক্তির মহতী
দুর্দ্দাম বন্যার মত, পড়িল আসিয়া,
ভৈরবমধুরস্বনে ; দিল ভাসাইয়া,
ভাঙ্গিয়া, বিচূর্ণ করি,—নিয়ম, আচার,
সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ও প্রথার
পুরাতন জীর্ণ বাঁধ। অমনি অধীর
পূর্ণবিকম্পিতবক্ষে ফিরিল নদীর
প্রবল চিন্তার স্রোত ; আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব,
নবযৌবনের মত, কোথা হ'তে নেমে ;
অমনি উঠিল নৃত্য—মহানৃত্য প্রেমে ;
আর সেই সঙ্কীর্ত্তন—মধুর মৃদঙ্গে—
সুমধুর হরিনাম, ছাইল এ বঙ্গে।

আর তাও বেশী দিন নয়। কিন্তু হায়
সে আগ্রহ, প্রেমোন্মাদ, সে ধর্ম্ম কোথায়
আজি, প্রিয়তমে ?—তাহা বঙ্গভূমি হ'তে
কোথায় গিয়াছে ভাসি ঘটনার স্রোতে।
তার স্থলে ভাবহীন প্রাণহীন সব
শুনিছ না বৈষ্ণবের শূন্য কলরব ?
সেই প্রেমরাশি অদ্য ভিক্ষাব্যবসার
পণ্য মাত্র।—আবার সে কঙ্কাল আচার,
ধর্ম্মের মুখস পরি বিবেকের শূন্য
সিংহাসনে বসিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি, পুণ্য,
ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ন্যায়—বিনম্র লজ্জায়
রক্তিম,—নোয়ায় শির গিয়া, তার পায়।
তার স্থলে দীর্ঘ ফোঁটা, দীর্ঘতর শিখা,
গলায় হরির মালা, কৃষ্ণ ও রাধিকা

বেচারির পথে ঘাটে অপমান নিত্য—
ভণ্ডামীর ভাণ্ড, বেশ্যাব্যবসার বিত্ত,
জুড়ি চৈতন্যেরই সেই পুণ্য বঙ্গধাম।
—অহো কি ধর্ম্মের কি কঠোর পরিণাম!

তবু এই সেই নবদ্বীপ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে,
তার পদরজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি,
প্রেমে সুপবিত্র আজো তার স্বর্ণধূলি;
হোক সে পঙ্কিল আজি,—বিলুপ্তবিভব,
বিহীনসৌন্দর্য্যজ্ঞানপ্রতিভাগৌরব,
তবু চির পুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম—
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণম।

কুসুমে কণ্টক

অনেকে লিখিল পদ্য নানাবিধ,—নব্য সদ্যঃ
শিশু হ'তে, অশীতিবর্ষীয়,—
প্রেমের বিষয়ে;—কিন্তু প্রেমতত্ত্ব এক বিন্দু
বোঝে নাই কেউ, দেখে নি ও।
দেখো, যারা নব্য দুগ্ধ- পোষ্যসম, তারা মুগ্ধ,
তারা শুদ্ধ নারীজাতি খোঁজে;
হইলে প্রবীণ, শান্ত, প্রণয়ের আদ্যোপান্ত
গাঁজাখুরী, সেটা বেশ বোঝে।
অবশ্য অনেকে বিশ্ব- ময় আছে প্রেমশিষ্য,
শেলি কিম্বা টেনিসনে ভোলে;
ভাবিয়া দেখিলে চিত্তে, প্রণয়ের ইতিবৃত্তে,
পড়ে কিন্তু ভয়ঙ্কর গোলে।
রমণীর মধুরাস্য; রমণীর কল হাস্য;
রমণীর মুক্তাদন্তপাঁতি,

পীযূষভাণ্ডার রক্ত অধরের নীচে ; ব্যক্ত
দুটি গণ্ডে কমলের ভাতি ;
সুবঙ্কিম ভ্রূ আকর্ণ ; দুটি চক্ষু পদ্মপর্ণ ;
ভ্রমরসুকৃষ্ণ তারা দুটি,
তাহাতে বৈদ্যুত দৃষ্টি, তাহাতে অমিয়বৃষ্টি,
সৃষ্টিতে অতুল ; পড়ে লুটি
বিলম্বিত বেণী পৃষ্ঠে,— সর্পভ্রম হয় দৃষ্টে
কবিদের যাহে, আমি জানি ;
মরাল গ্রীবাটি ; বক্ষ পীন ; আলিঙ্গনদক্ষ
মৃণালসুবাহু দুইখানি ;—
আমি জানি তার মর্ম্ম, আমি জানি,—হা অধর্ম্ম !—
বলিতে সঙ্কোচ হয় মনে ;—
আমি জানি তার সূক্ষ্ম অর্থ, কিন্তু হায় দুঃখ !
সেই নিন্দা উচ্চারি কেমনে ?
হোথা বসি কবিবর্গ, নিজ মনে রচে স্বর্গ,
গড়িছে আকাশে হর্ম্ম্য সবে,—
ধাইবে ধরিয়া যষ্টি ;— তা যা করেন মা ষষ্ঠী—
আজি তাহা বলিতেই হবে !
এই প্রেম, এই ঈপ্সা— শুধু কাম, শুধু লিপ্সা,—
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি ; আর এই রূপবৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।
মনুষ্যের আশা উচ্চ, বৈধ বিধি করি তুচ্ছ,
আকাশে উঠিতে চায় যদি ;
সেই গন্ধময় মাধ্য আকর্ষণ করি বাধ্য
স্ববলে তাহারে, নিরবধি,
সব দম্ভ করি খর্ব্ব, করি চূর্ণ সব গর্ব্ব,
টেনে আনে ধূলায় সবলে।
স্বর্গ আশা থাকি মর্ত্ত্যে !— অমৃতের পরিবর্ত্তে
তাই পাই তিক্ত হলাহলে।

যেই স্বপ্ন গড়ি হর্ষে— ঘটনাকঠিনস্পর্শে
টুটে যায় সেই স্বপ্নখানি ;
দু'পৃষ্ঠায় হায় সর্ব্ব ফুরায় প্রেমের পর্ব্ব,
না হ'তে অস্ফুট দুটো বাণী।

তাই এ হতাশা নিত্য বিশ্বময় ; তাই চিত্ত
সুগভীর নিরাশায় কাঁদে ;
নীরস, মলিন, ছিন্ন- মূল লতাসম, খিন্ন,
নুয়ে পড়ে শীর্ণ অবসাদে।
আজি যাহা অতিরিক্ত মিষ্ট, কল্য তাহা তিক্ত,
কল্য তাহা কালকূটে ভরা ;
বুঝি শেষে, এ সুবর্ণ ধাতু নহে খাঁটি স্বর্ণ,
এ পিত্তল শুদ্ধ গিল্টি-করা !
যাহা বক্ষে এইমাত্র পুষিয়াছি দিবারাত্র,
গোপনে আদরে রাখিয়াছি ;
বুঝি শেষে তার মূল্য ;— গর্দ্দভের ভারতুল্য
ফেলিতে পারিলে তাহা বাঁচি।
প্রেমপরিণয়ে দ্বন্দ্ব ;— প্রকোষ্ঠে অর্গলে বদ্ধ
থাকিতে চাহে না প্রেম ;—সুখে
তুলি পক্ষ নিরুদ্বিগ্ন, টুটি সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন
চ'লে যায় শূন্য অভিমুখে।
হায় মূর্খ ! হায় অন্ধ ! (চরণ শৃঙ্খলে বদ্ধ,)
ধূলায় নিলীন মর্ত্ত্যবাসী !—
ভেবেছিলে লতাপুঞ্জে রচিবে প্রণয়কুঞ্জে
ধরাতলে ; পুষ্প রাশি রাশি
ফুটিবে মধুরগন্ধ ; কোকিলের গীতছন্দ
উঠিবে ঝঙ্কারি ; শ্যামঘন
পল্লবিত অতি স্তব্ধ নিভৃতে, আয়াসলব্ধ
বিশ্রামে, ভুলিবে তীক্ষ্ণ ব্রণ,

বিষম যন্ত্রণা, মজ্জা- নিহিত দারিদ্র্যলজ্জা,
কুসুম-শয্যায় ; মাথা রাখি—
মদিরাবিভোর চক্ষে, একটি কোমল বক্ষে ;—
হা বিধাতা ! শেষে সব ফাঁকি !

রমণীর মুখকান্তি দেবী সম হয় ভ্রান্তি,—
উদ্দাম সঙ্গীত জেগে উঠে
চঞ্চলচরণভঙ্গে ; বিলাসশ্রী অঙ্গে অঙ্গে
তরঙ্গে তরঙ্গে তার ছুটে ;
চুম্বন, চাহনি, হাস্য, বিচিত্র বিভ্রমলাস্য,
দেহবল্লী অনুরাগশ্লথ ;
—ভিতরে মনুষ্যমাত্র ; ও বক্ষেও দিবারাত্র,
ঈর্ষা-দ্বেষ মানুষেরই মত।

ভূধর দুরধিগম্য, দূর হতে অতি রম্য,
ধূম্র নীল তুষারকিরীটী—
নিকটে বিকট, শীর্ণ, বন্ধুর, কঙ্করকীর্ণ,
শুষ্ক,—যেন উকিলের চিঠি।

মিলন

(গান)

এস আঁখি ভ'রে আজ দেখি হে তোমার
হাসিভরা মুখখানি ;
এস, শ্রবণ ভরিয়ে শুনি ও মধুর
অধরে মধুর বাণী ;
এস, হৃদয় ভরিয়ে করি নাথ, তব
পরশনসুধাপান ;
আজি, প্রাণ ভ'রে ভালবাসি গো, আমার
জুড়াই তাপিত প্রাণ।

বঁধু, জান কি, ছিলাম কত আশা ক'রে,
এত দিন পথ চেয়ে ?
আজি, সে পুণ্যফলে কি পাইলাম স্বর্গ,
তোমারে নিকটে পেয়ে !
আজি তোমারি বিমল কিরণছটায়,
উজল নিখিল ধরা ;
আজি তোমারি মধুর কলকণ্ঠস্বরে,—
গগন সঙ্গীতভরা ;
আজি তোমারি ও অঙ্গ পরশে, আকুল
অধীর পবন চলে ;
আজি ফুটিছে সুগন্ধ ফুল রাশি রাশি
তোমার চরণ-তলে ।

জানো, কত দিন আমি গোপনে হৃদয়ে
ব'রেছি তোমারে প্রভু ?
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু ?
কত প্রভাত শিশিরে, সন্ধ্যার সমীরে,
নিশার তিমিরে, জাগি,
আমি রহিতাম কত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে
তোমার দরশ লাগি ।
শুনি স্তনিত জলদমন্দ্র, চমকিয়া
চাহিতাম তুলি মুখ ;
দেখি অরুণউদয় দুরু দুরু করি
কাঁপিয়া উঠিত বুক ;
কত নবীন বসন্তে শিহরিতাম গো,
তব আগমন গণি ;
কত চাহিতাম, শুনি কিশলয়-দলে
মলয়ের পদধ্বনি ।

—আজি সে তুমি আমার, মিটেছে গো সব
প্রাণের বাসনাগুলি ;
আজি জীবন আমার সফলকামনা,
পেয়ে তব পদধূলি।

না না, মিটে নি মিটে নি বাসনা, শুধুই
ভেঙে গেছে তার বাঁধ ;
শুধু ফুটিয়া উঠেছে মুকুলিত মম
প্রাণের সকল সাধ ;
শুধু সুধা পেয়ে যেন বাড়িয়াছে ক্ষুধা,
ধন পেয়ে ধন-আশা ;
তব পরশে হরষে জেগেছে প্রাণের
ঘুমন্ত এ ভালবাসা।
যদি পেয়েছি তোমারে প্রাণ ভ'রে আজি
ডাকিব 'আমার' ব'লে ;
আজি এ কোমল ভুজবন্ধন দিব গো
পরায়ে তোমার গলে ;
আজি শুনাব নিভৃতে, হৃদয়ে রচিয়া
রেখেছি যে সব গান ;
আজি তোমারে ছাইয়ে দিব, নাথ, দিয়ে
প্রণয়ের অভিধান ;
মম ধরম করম বিকাইব তব
কমলচরণতলে ;
আজি হাসিব কাঁদিব মরিব ডুবি, এ
অগাধজলধিজলে।

সমুদ্রের প্রতি

(পুরীতে)

হে সমুদ্র! আমি আজি এইখানে বসি তব তীরে,—
ঠিক তীরে নয়; এই সুপ্রশস্ত ঘরের বাহিরে,
বারান্দায়, আরাম-আসনে বসি, সুখে, এই ক্ষণে,
'দুনিয়াটা মন্দ নয়' এই কথা ভাবিতেছি মনে।
হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত, ও অন্ততঃ
দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হ'ত;

সে আরামাসনে বসি, নাসিকার অগ্রভাগ তুলি,
সংসারকে দেখাইতে পারিতাম জোরে বৃদ্ধাঙ্গুলি;
ভুলিতাম দেশ, কাল, পাত্র, মর্ম্মদুঃখ শত শত,
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক মিথ্যা দ্বন্দ্ব যত,
প্রভুর তাড়না, স্ত্রীর অভিমান, সন্তানের রোগ,
ও তার আনুষঙ্গিক অন্য অন্য নানা কর্ম্মভোগ।
সত্যটি বলিলে লোকে চটে, তাই চেপে যাই সিন্ধু!
কিন্তু মনুষ্যত্বে আর ভক্তিশ্রদ্ধা নাই একবিন্দু;
দেখি সকলেই বেশ আপনার আহারটি খোঁজে;
আর সেটা পেতে হয় কি রকমে তাও বেশ বোঝে;
কার কাছে কতখানি কি রকমে নিতে হয় কেড়ে,
'চেয়ে চিন্তে', 'ধরে' 'বেঁধে', 'ফাঁকি দিয়ে', তাও বোঝে 'বেড়ে'।

—না না এ ভাষাটা কিছু বেশী গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে!
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসৈ হে!
ভারি অর্থপূর্ণ;—নয়?—হে সমুদ্র!—ব'লো ভাই, ব'লো,
মাফ ক'রো কথাগুলো; অশ্লীলটা না হ'লেই হ'ল;
তোমার যে প্রাপ্য মান্য তার আমি করিব না হানি;—
যারে যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর! আমি বেশ জানি।

শোন এক কথা! তুমি বেড়াইছ সদা কারে খুঁজি?
কাহারো যে তক্কা তুমি রাখ না ক সেটা বেশ বুঝি;
কিন্তু তাই ব'লে এই তোমার যে—'দিন রাত নাই'—
তর্জ্জন গর্জ্জন আর মত্তখেলা ভালো হচ্ছে ভাই?
কাহার উপরে ক্রুদ্ধ সেইটেই বল না হে খুলে;
কেন ধেয়ে আস ঐ শুভ্রফণাফেনরাশি—তুলে?

ধরণীর উপরে কি ক্রুদ্ধ? যে সে তব ভার্য্যা হ'য়ে,
তোমার ও রাক্ষসী স্বভাব ছেড়ে, ধরিছে হৃদয়ে
স্নেহময়ী মাতৃসমা, দীনা সেই, সহিষ্ণু সে নারী,
ধরিছে হৃদয়ে—শস্যফলপুষ্পস্নিগ্ধমিষ্টবারি,
পালিছে সন্তানগুলি ধীরে সযতনে একমনে,
তোমার ও রুক্ষ বক্ষে এত প্রেম সহিবে কেমনে?

কিংবা তব স্বেচ্ছাচার প্রেমে বুঝি চায় রোধিবারে;
উত্তালতরঙ্গভঙ্গে, তাই ধাও বিচূর্ণিতে তারে?
তাই গর্জ্জ দস্যুবর? ইচ্ছা বুঝি গিয়া তারে গ্রাসো,
ক্ষুধা-অন্ধ হিংস্র জন্তুসম, তাই বুঝি ধেয়ে আসো
বার বার, বর্ব্বর! ভাঙিতে তার অসহায় বুকে?
—এত নির্য্যাতন, সিন্ধু! তবু যার বাণী নাহি মুখে।

শোন। তুমি শুনি যে হে পৃথিবীর তিন পোয়া জুড়ে
ব'সে আছ, তা কি ভাল? হাঁ হাঁ, বটে তুমি নও কুড়ে,
সেটা মানি;—শুদ্ধ ঘুরে অহোরাত্র বেড়াইছ টো টো,
নির্ব্বিবাদে, বেখরচে, ইউরোপে আফ্রিকায় ছোটো,
তাও জানি। কিন্তু কোন্ কাজে লাগো, যাক্ দেখি শোনা
এতখানি নীল জল-রাশি বটে, কিন্তু সব লোনা।

দিনরাত ভাঙ্গো শুধু বিশ্ব জুড়ি বসুধার তীর;
বালুরাশি দিয়ে ঢাকো শস্যশ্যামলতা পৃথিবীর;

ক্রূর সম ঢেকে রাখো গিরিশৃঙ্গ তুঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্র ;
—উপরেতে মোলায়েম, যেন কিছু জানো না সমুদ্র ;
একটু বাতাসে মত্ত ; ঝটিকায় দেখো না ত চক্ষে ;
—অভাগা সে জাহাজ, যে সে সময়ে থাকে তব বক্ষে।

তুমি রত্নগর্ভ ? কিন্তু রাখো রত্নে দুর্গম গহ্বরে।
তুমি পোষ জল-জীবে ? তারা কার উপকার করে ?
তুমি ভীমপরাক্রম ? কিন্তু দেখি ব্যক্ত তাহা নাশে।
তুমি নীলবারিনিধি ?—কিন্তু তাতে কার যায় আসে ?
কি !—তুমি অপরিসীম ?—আকাশ ত তার চেয়ে বড়।
ও !—তুমি স্বাধীন ?—তবে আর কি আমার ঘাড়ে চড় !

তুমি যে হে গর্জ্জিছই !—চট কেন ? শোন পারাবার !
দুটো কথা বলি শোনো। তোমার যে ভারি অহঙ্কার !
শোন এক কথা বলি !—দিন রাত করিছ যে শোঁ শোঁ ;
তোমার কি কাজ কর্ম্ম নাই ?—আহা চট কেন ? রোসো।
শুদ্ধ নিন্দাবাদী আমি ? তবে শোনো দুটো স্তুতিবাণী ;—
বলেছি "যা প্রাপ্য মান্য তাহা আমি করিব না হানি।"

—না না ; তুমি ভাঙ্গো বটে ; কর চূর্ণ যাহা পুরাতন ;
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ সৃজন ;
ব্যাপ্তিসম, কালসম, সৃজনের বীজমন্ত্রমত,
এক হাতে নাশ তব, এক হাত গঠনে নিরত ;
যুগে যুগে ব'হে যাও গম্ভীর কল্লোলি, নিরবধি ;
ন্যায়সম নিঃসঙ্কোচে নিজ কার্য্য সাধিছ জলধি।

তুমি গর্ব্বী ; তুমি অন্ধ ; তুমি বীর্য্যমত্ত ; তুমি ভীম ;
কিন্তু তুমি শান্ত ; প্রেমী ; তুমি স্নিগ্ধ ; নির্ম্মল ; অসীম ;
অগাধ, অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর,
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে, দৈত্যসম তুমি বীর।

চাহ বক্ষে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে ;
বুঝ না সে ক্ষীণদেহা অত প্রেম সহিবে কেমনে ?

কিংবা তুমি বুঝি কোন যোগিবর, দূরে একমনা
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে ; কোন মহাযোগ করিছ সাধনা ;
ধর তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘননীলছায়ারাশি যোগিচিত্তে মোক্ষ আশা সম ;
কভু তুমি ধ্যানরত, মুদ্রিতনয়ন, স্থির, প্রভু !
সমুত্থিত মুখে তব মেঘমন্দ্রে বেদগান কভু ।

দাও অকাতরে নিজ পুণ্যরাশি যাহা বাষ্পাকারে,
প্রার্থনায়, উঠি নীলাকাশে, পুনঃ পড়ে শতধারে,
দেবতার বর সম, প্লাবি নদনদীহ্রদহৃদি,
জাগাইয়া বসুধার শস্যপুষ্পরাজত্ব, বারিধি !
তুমি কভু বজ্রভাষী ; তুমি কভু শান্ত, মৌন, স্থির ;
অতল ; অপরিমেয় ; দিব্য ; সৌম্য ; উদার ; গম্ভীর ।

কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু ! চূর্ণ কর ক্ষুদ্রতার দম্ভ ;
ধৌত কর পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্ত্বের স্তম্ভ ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সঙ্গীত তুমি যুগে যুগে গাও ;
—যাও চিরকাল সমভাবে বীর কল্লোলিয়া যাও ।

কার দোষ

কহিলেন স্বামী—"এ কি অত্যধিক আশা ?
কর্ম্ম হ'তে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি গেহে,
ওই হাসি পান করি মিটাব পিপাসা ;
এ কি প্রিয়ে বড় বেশী আশা ?
এ শুষ্ক নয়ন'পরে চুম্বিয়া সোহাগভরে,
দিবে শান্তি, দিবে তৃপ্তি, দিবে ভালবাসা ;
এ কি বড় বেশী আশা ?

"এত সুখ খায় না গো" কহিলেন প্রিয়া—
"কর্ম্ম হতে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি গেহে !
রেখেছ আর কি তবে মাথাটি কিনিয়া !"
ব্যঙ্গভরে কহিলেন প্রিয়া—
"আমাদের কর্ম্ম নাই ! আমরা বসিয়া খাই !
ঘুমাই সারাটি দিন ঘরে দোর দিয়া ?"
তবে—কহিলেন প্রিয়া।
"তোমরা কি সদা তার লবে প্রতিশোধ ?
স্খলিত চরণে যদি প'ড়ে যাই ;—নিরবধি
শত বিঘ্ন বাধা যার করে গতিরোধ ;
তোমরা কি লবে প্রতিশোধ ?
করি যদি একবার অপমান অত্যাচার
করি যদি অপরাধ আমরা অবোধ ;
তাই লবে প্রতিশোধ ?"
"খুব নেবো।—তোমরা কি ছেড়ে কথা কহ ?
স্খলিত চরণ যদি প'ড়ে যাই নিরবধি !
আমাদের দোষ হ'লে—চুপ ক'রে রহ ?
বড় নাকি ছেড়ে কথা কহ ?
এক হাতে বাজে তালি ?— আমরাই বকি খালি ?
তোমরা নিরীহ জীব—জানো না কলহ !
বড় ছেড়ে কথা কহ ?
কহিলেন পিতামহী—"হয়ে থাক বটে ;
আমাদের সময়েও এইরূপ হ'ত সেও,
স্বামী স্ত্রীতে চিরকাল—পুরাণেও রটে ;—
এইরূপই হয়ে থাকে বটে।
তবে যেই রূঢ় কহে তার তত দোষ নহে ;
বেশী দোষ তার ভাই, যে তাহাতে চটে।
—তবে কিনা এ রকম হয়ে থাকে বটে।"

স্বপ্নভঙ্গ

কেন আনিলে আমায় আবার এ মর্ত্ত্যভূমে
ত্রিদিব হইতে ? কেন ভাঙিলে সে মোহঘুমে,
সেই ক্ষুদ্র সুখস্বপ্নে ; দেখাইতে এ কঠিন
এ নীরস দৃশ্য ?

—সেই দিন আর এই দিন ;—
সেই চন্দ্রমুগ্ধ রাত্রি ; সেই কোকিলের গীত ;
সেই পুষ্পবিহসিত রম্য নিস্তব্ধ নিভৃত
কুঞ্জে, স্নিগ্ধ সমীরণ হিল্লোল ; চরণতলে,
কল্লোলিত নীলসিন্ধু !

আর এই দিনগুলি ;—
এই বিকট চীৎকার ; এই শুষ্ক তপ্ত ধূলি
নীরস কান্তার ; এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাভরা
বিজ্ঞানের কর্ম্মময় অভিশপ্ত শূন্য ধরা ;
—হা নিষ্ঠুর !

বুঝিয়াছি এ আমার নির্ব্বাসন ;
বুঝিয়াছি এই শুদ্ধ সেই মাধ্য আকর্ষণ,
যাহা তুচ্ছ করি উচ্চে উঠিয়াছিলাম, মূঢ়
আমি ;—সেই আকর্ষণে আবার নিক্ষিপ্ত রূঢ়
নিষ্করুণ মর্ত্ত্যভূমে।

প'ড়ে গেছে যবনিকা ;
সাঙ্গ অভিনয় ; সাঙ্গ ক্ষুদ্র মধুর নাটিকা ;
সমাপ্ত সাবিত্রীসীতাকৃষ্ণাউপাখ্যানভাগ ;—
উদার গভীর প্রেম ; নিঃস্বার্থতা ; আত্মত্যাগ
পরহিতব্রতে ; সাম্য ; সহিষ্ণুতা ; নিত্য জয়
ধর্ম্মের ;—সমাপ্ত আজি উপকথা অভিনয়।

এখন উঠেছে যবনিকা দীর্ঘ প্রহসনে ;—
সন্দেহে ; ঈর্ষায় ; দ্বন্দ্বে ; পরকুৎসা-আলাপনে ;
কিরূপে দোকোড়ি আর পাঁচু, দুই জন মিলে
ফাঁকি দিলে সাড়ে পাঁচ শত মুদ্রা, চুণী শীলে ;
কিরূপে জ্যোতির স্ত্রী ও কেদারের ভার্য্যা নিত্য
কলহ করিত ; কেন যোগেন্দ্রবাবুর ভৃত্য
অমূল্যবাবুর ঝির এত প্রিয়পাত্র ;—আর
মতি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সোদরের পরিবার,
একান্নবর্ত্তিনীদ্বয়, নিবেদিত কেন স্বীয়
স্বীয় স্বামিসন্নিধানে, রাত্রে নিত্য, নাতিপ্রিয়
ভাষে, কোমল নিখাদে, ঈষদুষ্ণ অশ্রুজলে,—
এরূপ অনেক কথা যা না বলিলেও চলে,
—মশারির মধ্যে ; কেন প্রত্যহ প্রভাতে মণি
সান্ন্যালের ভার্য্যা, বিধান করিত সম্মার্জ্জনী
হতভাগ্য মণির ললাটে, কেন অকস্মাৎ
যদুর বিধবা কন্যা, শশী বড়ালের সাথ,
এক দিন আলোকিত পরিষ্কার বুধবারে,
হইল অদৃশ্য কোথা ; সে কথা বর্দ্ধিতাকারে
পরদিন গ্রামময় রাষ্টমাত্র, কার মনে
কি ভাব উদিত ; বৃদ্ধ গোবিন্দ কুক্ষণে, ধরি
দ্বাদশবর্ষীয়া এক বালিকা বিবাহ করি
কি বিপদে পড়েছিল ; চন্দ্রমুখীর বিবাহে
দ্বাবিংশ সহস্র মুদ্রা বরপক্ষ কেন চাহে ;—
—এ সব জটিল প্রশ্ন উদিত ও পরক্ষণে
হয় মীমাংসিত, প্রতি দিন এই প্রহসনে।

কি প্রভেদ! লীলাময়ী কল্পনার পরিবর্ত্তে
এই দৈনন্দিন গদ্য!—এ প্রভেদ স্বর্গে মর্ত্ত্যে।

হায় সত্য! হা বিজ্ঞান! হা কঠোর! হা নৃশংস!
কাড়িয়া নিয়েছ সব জীবনের সার অংশ ;

সুন্দর দেহের মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া, তার
কঙ্কাল রেখেছ খাড়া—শুদ্ধ শুষ্ক সভ্যতার।

হাঁ, মানি, দিয়াছ তুমি সম্ভোগসামগ্রী নানা ;—
বনাত ও মখমলে ; পাখা ও বরফে ; খানা
রসাল রসনাতৃপ্তিকরী ; পুষ্প নিঙাড়িয়া
সুগন্ধ আতর ; অন্ধ খনিগর্ত্ত উখাড়িয়া
সমুজ্জ্বল হীরা ; মুক্তা সমুদ্রকন্দর হতে ;
দিয়াছ সুরম্য রাজপথ ; সুকোমল রথে,
হাঁকিয়া যাইতে সেই প্রশস্ত সরল বর্ত্মে,
অনন্ত আরামে ; সৌধমন্দিরমণ্ডিত মর্ত্ত্যে
বাঁধিয়া দিয়াছ ক্ষণপ্রভা ; মনুষ্যের তরে
রেখেছ বাহকযুগ্ম—বরুণ ও বৈশ্বানরে ;
ফুটায়েছ চক্ষু ; মুখে দিয়াছ শৃঙ্খলা ; সত্য,
এ সব বিলাস, জ্ঞান—সভ্যতা ! তোমারি দত্ত !

কিন্তু কোথা অবারিত প্রসারিত সে নিখিল ?
কোথায় দিগন্তব্যাপ্ত—গগন সে ঘননীল ?
কোথা সে উদার সিন্ধু ? কোথা হৈম আগমনী
প্রত্যহ উষার ? পুষ্পহাস্য পিককলধ্বনি-
মুখরিত কুঞ্জে ? কোথা সে মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্র ?
সে বাতাস প্রেমময় ? সে চন্দ্র ? সে সূর্য্য ?—নেত্র-
প্রীতিকরী সে কৃষকবধূর সলজ্জ প্রীতি ?
সে মাঠে কৃষককণ্ঠে উচ্চ সুস্থ গ্রাম্যগীতি ?

পাঠক গিয়াছ ভুলি মধুর চরিতাবলি
সেই সব পৌরাণিক ? দিয়াছ কি জলাঞ্জলি
ভক্তি, বিশ্বাসে ও স্নেহে ? মহত্ত্ব, উদার নীতি,
সৌন্দর্য্যগরিমা, পুণ্যকাহিনীর শ্যামস্মৃতি
নির্ব্বাসিতে চাও চিত্ত হতে ?—তবে কিবা কাজ
গাহিয়া সে গান যাহা শুনিবে না। যদি আজ

ওই সব অতীতের, অসত্যের, কল্পনার ;
থাকুক অতীত গর্ভে, তাহা গাহিব না আর ;
এস তবে নন্দলাল স্বদেশহিতৈষী ; আর
রাজাবাহাদুর এস ; এস ধর্ম্মগ্রন্থকার ;
প্রেমের প্রত্যহ গল্প—"খাসা পাত্র" ; "খাসা পাত্রী" ;
"ক শ টাকা" ?—বেশ বেশ ;—বিবাহ ও বরযাত্রী,
ফলাহার ;—প্রণয়ের ছেলেখেলা দিন কত ;
বংশবৃদ্ধি ; দুজনের মুখ ক্রমে দীর্ঘায়ত ;—
যত বর্দ্ধমান সংখ্যা তত দীর্ঘায়ত মুখ ;
প্রেমিকের দাসত্বের কিম্বা ব্যবসার সুখ ;
শ্রম, অর্থ উপার্জ্জন, সংসার পত্তন ; আর
প্রেমিকার রন্ধনের ভাণ্ডারের অধিকার ;
স্বর্ণকার হিসাব, রজকবস্ত্রসংখ্যাপাত ;—
তাড়না, ক্রন্দন, "ও গো শোন" "বেশ ! এত রাত !"

দিব সত্য যত চাহো ;—উনবিংশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে, জানি স্থির
অন্য গান লাগিবে না ভালো !—তবে থাক্ সব,
সে করুণ, সে গম্ভীর, সে সুন্দর গীতরব,
সে গভীর প্রশ্ন ;—সেই জীবনের দুঃখ সুখ,
লুকায়ে নিভৃতে শুদ্ধ এ হৃদয়ে জাগরূক।

কতিপয় ছত্র

দিন যায়, দিন আসে, নব অনুরাগে
আবার সে জাগে ;
বসন্ত চলিয়া যায়, মলয় বাতাসে
আবার সে আসে ;
ঘুম আসে ধীরে, ছেয়ে দুটি আঁখিপুটে,
সেই ঘুমও টুটে ;

কিন্তু এক রাত্রি আসে ঘনাইয়া—তাহা চিরস্থায়ী ;
এক শীত আসে তার অবসান নাই ;
একটি প্রগাঢ় নিদ্রা আসে,
—আর ভাঙে না সে।

জীবন-পথের নবীন পান্থ

১

অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব ;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য ;
ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব ;
ক্ষুদ্র দন্তে তোর মোহন হাস্য ;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া, ছুটি
আসিস্, ঝাপিয়া আমার বক্ষে ;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে ;
দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে ;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণবিক্ষেপে,
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে,
সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।

২

আমি স্বপ্রকোষ্ঠে বসি একা, দূরে
করি শুষ্ক কার্য্য নিবিষ্টচিত্তে ;
তুই এসে সব দিস্ ভেঙ্গে চুরে,
ও মনোমোহন মধুর নৃত্যে ;—
ফেলি উলটিয়া মসীপাত্র, সুখে
লেখনীটি ভাঙি, ধরিয়া দন্তে,
হাতে মসী মাখি, মসী মাখি মুখে,
পড়িয়া ছিঁড়িয়া কাগজ গ্রন্থে,

উলটি পালটি সাপটিয়া, রোষে,
ফেলিস্ ছুঁড়িয়া, তুই নৃশংস !
নাদিরের মত, পরম সন্তোষে
চাহিয়া, দেখিস্ স্বকৃত ধ্বংস !

৩

ব্যস্ত হয়ে ডাকি জননীরে তোর,
"দেখ এসে, মোর স্বর্গের সূত্র
পুত্ররত্ন করে অত্যাচার ঘোর,
—নিয়ে যাও এসে তোমার পুত্র।"
তুই কিন্তু বসি মেজের উপরে,
নির্ভীক, প্রশান্ত, স্থির ঔদাস্যে ;
গান ধ'রে দিস্, হর্ষে, তারস্বরে ;
মুগ্ধ ক'রে দিস্ চাহনি হাস্যে ;
গলদেশ ধরি, ধরি মোর শিরে
অনতিনিবিড় চিকুরগুচ্ছ ;
উপহাস করি পিতা জননীরে
বারণ তাড়ন করিয়া তুচ্ছ।

৪

কোথা হ'তে পেলি, বল্ বৎস মোর,
মোর পরিবারে দখলী পাট্টা ?
মায়ের সহিত নিত্য এই জোর ?
বাপের সহিত নিয়ত ঠাট্টা ?
ইঙ্গিতে করিস্ বিবিধ আদেশে,—
যেন আমি তোর অধীন ভৃত্য ;
পরাভব দেখি, খল খল হেসে,
করতালি দিয়া, করিস্ নৃত্য !
ও দুর্ব্বল দুটি সুকোমল করে
ভুবনবিজয়ী, কার সাহায্যে ?

উড়ে এসে জুড়ে বসি বক্ষ'পরে,
কেড়ে কুড়ে নিস্ প্রেমের রাজ্যে !

৫

করি দিবসের শুষ্ক কার্য্য, হায়
দাসত্বের ধূলি মুছিয়া অঙ্গে,
ফিরি গৃহে, বৎস !—উৎসুক আশায়—
করিব আলাপ তোমার সঙ্গে ;—
বর্ষায় চড়িয়া বক্ষোপরি, ফিরে,
চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে ;
বসন্তে, গাহিবি মলয় সমীরে ;
শরতে, হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে ;
উচ্চারিবি ধীরে অমিয়সম্ভার
সম্বোধনে, মিষ্ট বচনখণ্ডে ;
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার ;
দিবি সিক্ত চুমা ভরিয়া গণ্ডে।

৬

ভাঙিবি চূরিবি পাত্রদ্রব্য সব ;
দংশিবি নাসিকা ; মারিবি পৃষ্ঠে ;
মনুর মস্তিষ্কে, নিত্য, অভিনব
প্রচুর অনিষ্ট করিবি সৃষ্টি।
আমি যদি যাই ধেয়ে পানে তোর,
তাড়া দিতে তোরে এহেন ক্ষেত্রে ;
অমনি ভর্ৎসিবি ভর্ৎসনা কঠোর,
ছল ছল দুটি সজল নেত্রে।
অমনি ভুলিয়া সব উপদ্রব,
নাহি করি আর কোন প্রতীক্ষা,
এ স্নেহ-গদগদ বক্ষে তুলে লব,
চুম্বনে চুম্বনে মাগিব ভিক্ষা।

৭

কি বন্ধনে তুই বেঁধেছিস্ মোরে,
এড়াতে পারি না এ চিরদাস্যে ;
কি ক্রন্দনে তুই সর্ব্বজয়ী, ওরে
ক্ষুদ্র বীর !—ও কি মোহন হাস্যে
করিস্ আলাপ ; কি ভাষা অস্ফুট
শিখেছিস্, ও কি মধুর ছন্দ ;
চরণে কমল, হস্তে মুঠো মুঠো
কমল, আননে কমলগন্ধ ;
নিত্যই নূতন, নিত্যই সুন্দর ;—
সঙ্গীতময় ও চরণ ভঙ্গে,
বেড়াস্ গৃহের চন্দ্র, প্রিয়বর,
আপনার মনে, আপন রঙ্গে !

৮

দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত হৈমকরে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত ;
দেখেছি উষায়, নীল সরোবরে
অমল কমল শিশিরলিপ্ত ;
নিদাঘে, নির্ম্মেঘ প্রভাতের ছটা ;
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি ;
বর্ষায়, বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা ;
শরতে, চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি ;—
এ বিশ্বে সৌন্দর্য্য যেই দিকে চাই,
রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট ;
তেমন সৌন্দর্য্য কিন্তু দেখি নাই,
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট !

৯

আমরা পতিত, বিশুষ্ক, নিরাশ,
অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে ;

পরী-পদক্ষেপে তুই চ'লে যাস্
কিরণময় ও শ্যামল মর্ত্ত্যে ;
গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার মত,
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, নিরবরুদ্ধ
নীলাম্বরে, উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধে, রত,
নিমগ্ন, বিমুগ্ধ, বিভোর, শুদ্ধ
আপন সঙ্গীতে ; দেখিস্ কেবল
দিগন্তবিতান,—সুনীল, শান্ত ;
স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি, উদ্ভাসি নির্ম্মল
গগন হইতে গগনপ্রান্ত !

১০

আমরা পড়িয়া রহি পদতলে ;—
মলিন, নিলীন ধুলায়, ত্যক্ত,
দ্বন্দ্বরত, মগ্ন মিথ্যাকোলাহলে,
ভীত, শীর্ণ, ব্যগ্র, বিষয়াসক্ত।
এইরূপে দিন চ'লে যায় ধীরে,
ক্রমে ঘনাইয়া আসে সে রাত্রি,—
থমকি দাঁড়ায় যে ঘন তিমিরে
সকল পথিক, সকল যাত্রী।—
আমাদের লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়,
এখন তুই রে, মধুর, কান্ত ;
প্রিয়তম ! তুই নেচে নেচে আয়,
জীবন-পথের নবীন পান্থ !

আশীর্ব্বাদ

১

আজি পূর্ণ ব্রত।
বালিকা-জীবনে তুই নিত্য ও নিয়ত
যে কামনা যে অর্চ্চনা যে ধ্যান-নিরত
ছিলি ;—শত
উদ্বেগ, আশঙ্কা, আশাআকাশকুসুম ; শিশুজীবনের শত
সাধ, ভাঙ্গা গড়া কত, কত ইচ্ছা অসঙ্গত ;
আজি তাহা পরিণত
দৃশ্য স্পৃশ্যফলে ; আজি শান্ত সে বাসনা অসংযত ;
বালিকার একান্ত সাধনা সেই পতি মনোমত ।
আজি তোর পূর্ণ সেই ব্রত ।

২

আজি এই কোলাহলে ;
এ উৎসবে এ আনন্দরবে ; এই পুষ্প-পরিমলে
এ মঙ্গলবাদ্যে ; এই চন্দ্রাতপতলে,
পশিছ, জানিও, এক সুপবিত্র মন্দিরে বিমলে !
পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফলে।
—আজি, শান্তিজলে
পবিত্রে ! দাঁড়াও, নারীজীবনের এই সন্ধিস্থলে ;
আমি আশীর্ব্বাদ করি শান্তি ও কুশলে
থাক পরিণীতে ! পতি সখী ও সচিব হও—আর সুমঙ্গলে !
ধন্য হও নিজপুণ্যবলে।

উদ্বোধন

১

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে; স্বর্গীয়,
সুন্দর!
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর;
কোন সূর্য্যালোক হতে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি?
মর্ম্মর প্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু;—সে কি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী"-বয়ানে?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময় কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে
আস নি আজি সে বেশ পরি ;—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত হৃদয় ;
—নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে ; নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম ;
এসেছ প্রত্যক্ষ, স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

৪

আরো ;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি ;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।
তখন কি জানি,
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে।
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।
তখন নক্ষত্র সম ছিলে দূরস্থায়ী!
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

৫

কিন্তু আজি যৌবন সোত্তম ;
প্রভাতশিশির-
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনি সম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাসসম স্থির ;
গাঢ়, নীল আকাশের মত ;—
সে, দৃঢ়নির্ভরপ্রেমে মোরই পানে নত।

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশ নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত ; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী হইত ঝঙ্কার ;
হইত আশ্চর্য্য তাহা ;
কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুরসংগীত তার,
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

নববধূ

বাপের বাড়ী এলাম ছাড়ি, যখন অতি শিশু ;
মায়ের কাছে শুতাম যবে, করিত কোলে বিশু ;
ভায়ের সনে বিবাদ করি, সইর সনে খেলা,
হাসির মত, স্রোতের মত, কাটিত যবে বেলা ;
স্বাধীন ভাবে বেড়াইতাম আপন গৃহে ভুলি,
কাননে, মাঠে, পথে ও ঘাটে, মাখিয়া গায়ে ধূলি ;
জুটিত যবে গাছের তলে পাড়ার মেয়ে ছেলে ;
অপার সুখে কাটিত বেলা কতই খেলা খেলে ;
যেতাম যবে তুলিতে চাঁপা, খাইতে ফুলমধু ;
—চলিয়া গেল সে দিন, আমি হলাম নববধূ।

একদা শেষ নিশীথে জাগি, অর্দ্ধঘুমঘোরে
বাবার মা'র তর্করবে ভাঙ্গিল ঘুম ভোরে।
তখন মাঘ, সকাল বেলা, বিশেষ তাড়াতাড়ি
উঠিতে বড় ইচ্ছা নাই লেপের মায়া ছাড়ি ;

শুনিলাম যে কহেন মাতা—"হইল মেয়ে বড়,—
এখন তবে পাত্র দেখ, একটা কিছু কর।"
কহেন পিতা—"এত কি বেশী হয়েছে বড় মেয়ে ?"
কহেন মাতা—"তুমি কি জানো ? তুমি কি দেখ চেয়ে ?
সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ গিয়ে দাবা,
আমিই ব'সে পাহারা দেই"; কহেন তবে বাবা—
"সে কি গৃহিণি ? মেয়ে ত মোটে পড়েছে এই দশে ;
কাহার ক্ষতি করিছে ? হেসে খেলেই বেড়ায় সে ;
থাক না কেন বছর দুই।" জননী ক্রোধে তবে
শয্যা ছাড়ি, গাত্র ঝাড়ি, কহেন ঘোররবে
ঝঙ্কারিয়া,—"তোমার মেয়ে—আচ্ছা, বেশ, থাকো ;
কাটিতে হয় কাটো, কিম্বা রাখিতে হয় রাখো ;
আমার ভারি দায়টি ! আমি সহিতে নারি তবে
লোকের এই গঞ্জনাটি ;—তা যা হবার হবে ;
আমি ত হেথা টিকিতে নাহি পারিব, যথা তথা
চলিয়া যাই, খরচ দাও—এ বেশ সোজা কথা।"
কহেন বাবা—"কথাটি তুমি ভাবিছ সোজা যত,
তত সে সোজা নহে, গৃহিণি, নহে সে সোজা তত ;
বাপের বাড়ী চলিয়া যাও, নাহিক তাহে মানা,
যথায় খুসী চলিয়া যাবে ?—অবাক্ কারখানা !
—ছাড়িয়া যাবে কিরূপে তুমি, বুঝিতে নারি আমি,
সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার হেন স্বামী ;
কেবল স্বামী নয় সে প্রিয়ে—বলিলে নাহি ক্ষতি,—
পুরুত ডেকে দূর্ব্বা দিয়ে বিবাহ-করা পতি ?"
কহেন মাতা—"যাবোই যাবো।" কহেন পিতা—"বটে ?
যাও না যদি আমার সনে তোমার নাহি পটে ;
গর্ব্ব ভারি !—চলিয়া তুমি গেলেই সব মাটি !
চলিয়া গেলে অন্ধকার হইবে মোর বাটী !
চলিয়া গেলে, বিরহে আমি—হয়ত তুমি ভাবো,—
তোমার তরে—হতাশ হয়ে পাগল হয়ে যাবো !

কাঁদিয়া পথে ফিরিব শুধু, পৃথিবীময় চ'লে,
কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া ব'লে!
যাবে ত যাও, নিত্য ভয় দেখাও কেন সদা?
মারো না কোপ, এরূপ কেন জবাই ক'রে বধা?

অনেক কথা হইল পরে, নাহিক মনে দিদি,
কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি,—কলহ যথাবিধি।
পরের দিন, মুখটি ভার করিয়া, মা ও মাসি
গোছান যত গহনা আর বস্ত্র রাশি রাশি;
জনক মোর, আহার পরে, লইয়া হাতে লাঠি,
গেলেন চ'লে, রাত্রে নাহি ফিরেন নিজ বাটী।
তুদিন পরে বম্বে ট্রেনে এলেন তবে মামা,
এলেন মাতা, এলেন পিতা;—হইল স্থলোনামা—
বৈশাখে কি জ্যৈষ্ঠে, হয় প্রলয় যদি ভবে,
পাত্র দেখে একটা মোর বিয়ে দিতেই হবে।

—সে রাতি বড় সুখের রাতি! আমার বিয়ে দিতে
মাথার পরে ন'বৎ বাজে সাহানা রাগিণীতে;
পাড়ার যত গৃহিণীদল জুটিল এসে তবে,
ভরিয়া গেল ভিতর-বাড়ী তাদের কলরবে!
কেহবা বলে "ময়দা কৈ?" কেহবা ডাকে "শশী!"
কেহবা কহে "কোথায় জল?" "কোথায় বারাণসী?"
"সিঁদুর?"—"আহা বাদ্যটাকে বাজাতে বল রাজু"
কেহবা কহে "তাবিজ কৈ? জসম কৈ? বাজু?"
বাহিরে গোল—"গেলাস কৈ?" "কর্ত্তা কৈ?" "কেন?"
"করো না চুপ"! "মিষ্টি কৈ?" "বৃষ্টি হবে যেন!"
"আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে!"—"চেঁচাও কেন দাদা?"
"ফরাস বিছা"; "সরিয়ে রাখ্ পাতার এই গাদা;"
"তামাক কৈ?" "আনছে, খুড়ো থামাও না এ গোলে;"
"এখনো বর এলো না!"—"আহা এই যে এলো ব'লে!"

অমনি দূরে বাজনা বাজে প্রবল ঘন রবে,
হৃদয়খানি উঠিল নাচি পুলকে মোর তবে ;
নেত্রপথে উদিত হ'ল আলোক সারি সারি,
কতই লোক কতই গাড়ী—গণিতে নাহি পারি ;
লোহিত এক হাওদা পরে, কেন্দ্র তার মাঝে,
মুকুট শিরে, ভূষিত তনু লোহিত নব সাজে,
আমার বর—দেবতা মোর—আমার ভাবী পতি,
সুখদুঃখবিধাতা মোর[illegible]রজীবনগতি !

সে রাতি বড় সুখের রাতি ;—শঙ্খ হুলুরবে
সসম্মানে পতিরে মোর আহ্বানিল সবে ;
আসিল এক জনতা ঘন বাহিরে, দলে দলে,
মিশিয়া গেল বাঁশির তান হর্ষকোলাহলে।

তাহার পরে সাজাতে মোরে বসিল পুরনারী ;
খেলার সাথী বন্ধু সবে ঘেরিয়া, সারি সারি ;
তাহার মাঝে কেন্দ্র আমি, যেন রাণীর মত ;
আমার পরে হিংসাভরে সকল আঁখি নত।
—নারীর পোড়া জীবনে এই একটি দিন তবু
সুখের বড় ! এ হেন দিন আসে না আর কভু।

আসিলে বর ভিতরে, সবে যেখানে যারা ছিল,
করিল ঘন শঙ্খরব, উচ্চ হুলু দিল ;
তাহার পরে বন্ধন সে সপ্তপাকছলে ;
চারিচক্ষুসম্মিলন আচ্ছাদনতলে ;
ধূপ ও ধুনা, মন্ত্রপাঠ ; হোম দূর্ব্বাধানে,
অগ্নিদেবে সাক্ষী করি সভার মাঝখানে,
হইল পরে—বর্ণনা কি ক'রব আর দিদি,
সে মধুরাত্তি, মোদের সেই বিবাহ যথাবিধি।

পরের দিন, বিদায় যবে নিলাম এই ভবে
মাতার কাছে পিতার কাছে স্বজন কাছে তবে,
দিলাম শোধি পিতার ঋণ কড়ি ও ধান দিয়ে,
সহসা মনে প্রশ্ন মোর উঠিল—এই বিয়ে ?
আটটি মাস জঠরে যার গঠিত এই দেহ,
বর্দ্ধিত এ দীর্ঘকাল পাইয়া যাঁর স্নেহ,
আজিকে সেই মাতার সেই পিতার কাছ ছাড়ি,
কোথায় আজি, কাহার সনে, চলেছি কার বাড়ী ?
চিনি না যারে, দেখি নি যারে, শুনি নি নাম কভু,
তিনি আমার দেবতা আজি ? তিনি আমার প্রভু ?
তাঁহার সনে চলিয়া যাবো ? ছাড়িয়া যাবো পিছু,
এ ছার নারীজীবনে ছিল মধুর যাহা কিছু ?

সে দিন বড় দুখের দিন, কাঁদেন পিতা এসে,
কাঁদেন মাতা ; অশ্রু সনে অশ্রুজল মেশে ;
খেলার মোর সাথীরা এসে দাঁড়ায় সারি সারি,
সবার মুখ মলিন—কেন বলিতে নাহি পারি ;
ভাবিছে যেন চলিয়া আমি যেতেছি বনবাসে ;
নয়নে মোর সহসা গেল ভরিয়া জলরাশি ;
ভাবিলাম যে আমার মত দুঃখী নহে কেহ,
রহিল সব, আমিই ছেড়ে চলেছি নিজ গেহ ;
কহেন পিতা—"শঙ্কা কি মা ? দুদিন পরে গিয়ে
আসিবে লোকে আবার তোরে বাপের বাড়ী নিয়ে ;
বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হয়" ; চুমি
কহেন মাতা—"মাণিক মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।"
গেলাম চ'লে, নিঃসহায়, পতির সনে তবে,
পতির গৃহে, ভাবিয়া "পরে যাহা হবার হবে।"

তাহার পরে শ্বশুরঘরে, কাহারে নাহি জানি—
বেড়াই গুরুজনের মাঝে ঘোমটা শিরে টানি ;

দেখিয়া যায় ঘোমটা খুলি প্রতিবেশিনী যত,
নীরবে রহি দাঁড়ায়ে, করি নয়ন অবনত ;
—কেহবা কহে 'দিব্যি বৌ', কেহবা কহে 'ভালো',
কেহবা কহে 'মন্দ নহে', কেহবা কহে 'কালো' ;
চলিয়া যায় বিবিধ সমালোচনা করি হেন,
আমি একটা নূতন কেনা ঘোড়া কি গরু যেন !
নিয়ত গুরুজনের সেবানিরত আমি ভয়ে,
আদর, মৃদু তাড়না পাই তাহার বিনিময়ে ;
—পরের ঘর আপন করা, পরের মন নত,
নব বঙ্গবধূর মহা কঠিন সে ব্রত।

—কোথায় সেই পথের ধার ! কোথায় সেই ধূলি !
কোথায় সেই আম্রবন ! খেলার সাথীগুলি !
কোথায় ফল পাড়িয়া দিতে ভাইরে ধ'রে সাধা !
বিনা কারণে মায়ের সেই আঁচল ধ'রে কাঁদা !
সন্ধ্যা হ'লে হাম্বারবে আসিত ফিরে গাভী !
কোথায় সেই মুক্তবায়ু !—এখন তাই ভাবি।

ক্রমশঃ দিন চলিয়া গেল সন্দেহে ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনা-ভীতি নিকট পরিচয়ে ;
বুঝিলাম যে আমার পতি, আমার সখা তিনি,
ভুবন পরে এমন আর কাহারে নাহি চিনি ;
পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এত স্নেহ,
বুঝেছি আমি এমন আর আপন নহে কেহ ;
পুরাজনমে তাঁহারি ধ্যান করেছি ব'লে জানি ;
পরজনমে তাঁহারে মোর দেবতা ব'লে মানি ;
এ দেহ মন দিয়াছি আমি তাঁহার পদে সঁপি,
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি।

সরলা ও সরোজ

সরলা সরোজ দুজনায় ছিল
এ আঁধার পাড়া করিয়া আলো ;
দুজনায় ছিল দুজনে মগন,
এমনি দুজনে বাসিত ভালো।
দুজনে দুজনে করিত খেলা ;
বেড়াত দুজনে প্রভাত বেলা ;
হাত ধরাধরি, কাননে, মাঠে,
ঘুরিয়া বেড়াত, পথে ও ঘাটে ;
গাইত কখন হরষভরে,
ধ্বনিয়া কানন মিলিত স্বরে।

বরিষার কালে একদা দুজনে
বেড়াইতে গেল নদীর কূলে ;
ভেসে যায় পদ্ম ; কহিল সরলা—
"এনে দাও ফুল, পরিব চুলে।"
ঝাঁপিয়া সরোজ পড়িল স্রোতে,
আনিতে সরোজে লহরী হ'তে ;
স্রোতে সে কুসুম ভাসিয়া যায়,
বহুদূর গিয়া ধরিল তায় ;
ফিরিতে চাহিল নদীর ধার,
অবশ শরীর এল না আর।

কহিল সরোজ—"সরলা" "সরলা"—
অধরে কথা না সরিল আর ;
ডুবিল সরোজ, দেখিল সরলা,
মূরছি পড়িল নদীর ধার।
—সরলা চলিয়া গিয়াছে দূরে,
ধনীর গৃহিণী অবনীপুরে ;

পালিছে আপন সন্তানগুলি,
সরোজে তাহার গিয়াছে ভুলি ;
মাঝে মাঝে হৃদে ভাসিয়া যায়,
কে যেন সরোজ স্বপনপ্রায়।
এই ভাঙা বাড়া সরোজের ঘর
ছিল এই ছোট উঠানমাঝ ;
বাড়ীর উপরে উঠেছে অশ্বত্থ ;
উঠানে জঙ্গল জনমে আজ।
কত দিন এই উঠান, পরে,
সরোজের হাত সাদরে ধ'রে,
কহেছে সরলা, সরোজে 'তারি',
"তোরে কি সরোজ ভুলিতে পারি !"
সরলার আজ মুকুতা গলে,
সরোজ—আজ সে অতল জলে।

বাইরণের উদ্দেশে

১

হে কবি ! গাহিয়াছিলে শতবর্ষ পূর্ব্বে তুমি, মিষ্ট তারস্বরে,
ইংলণ্ডের উপকূলে ; শতবর্ষপরে আজি, দূর দেশান্তরে,
ভারতের শ্যামল সন্তান, সেই গীত শুনি, মুগ্ধ, কুতূহলী,
তোমার চরণতলে দিতেছে বিস্মিতমুগ্ধভক্তিপুষ্পাঞ্জলি।

২

উঠ নি জ্যোৎস্নার মত তুমি ;—উঠেছিলে তীব্র বিদ্যুতের ছটা
প্রাবৃট্ আকাশে ; চতুর্দ্দিকে তব, ঘোরকুৎসাকৃষ্ণঘনঘটা
তোমারে ঘেরিয়াছিল ; তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ
তাহার উপর দিয়া, করিয়া চকিত স্তব্ধ বিস্মিত জগৎ।
তুমি গাহ নাই গীত, বসন্তের পিক সম ললিত উচ্ছ্বাসে,
কুঞ্জবনে ; গেয়েছিলে তুমি কবি, পাপিয়ার মত নীলাকাশে,
প্রবল মধুর স্বনে। তোমার সঙ্গীত একাকী ইংলণ্ড নহে,

আয়ার্লণ্ড, স্কটলণ্ড, ফরাস, জর্ম্মণী, রোম, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
শুনেছিল তাহা ; আর যে যেখানে ছিল, করি তব কাব্যপাঠ,—
তোমারে মানিয়াছিল, একবাক্যে সবে, কাব্যজগতে সম্রাট্।

৩

তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মত।—তুমি কভু উপহাস
করিয়াছ ; কভু ব্যঙ্গ ; কভু ঘৃণা ; ফেলিয়াছ বিষাদ নিঃশ্বাস
কভু ; কভু অনুতাপ ; গম্ভীর গর্জ্জন কভু ; কভু তিরস্কার ;
আগ্নেয় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু করেছ উদ্গার ;
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে, ক্ষুদ্র বালকের প্রায় ;
পরের দেশের জন্য জ্বলিয়াছ কভু তীব্র মর্ম্মবেদনায়।

৪

ছিল তব নিন্দাবাদী।—তুমি হ্যানিবাল সম স্বীয় দুর্নিবার
বিক্রমে করিয়া তারে পরাস্ত, স্থাপিয়াছিলে রাজ্য আপনার।
গিয়াছিলে চলি তুমি, প্রবল ঝঞ্ঝা মত, উড়াইয়া ধূলি—
প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে চূর্ণ করি হর্ম্ম্য, লতা-গুল্ম-বিটপি উন্মূলি।
ছিল তব নিন্দাবাদী। কহিয়াছে তারা তুমি নিরীশ্বর, আর
মানববিদ্বেষী, গাঢ় দুর্নীতিকলুষপ্লুত চরিত্র তোমার।
মানি সব। কিন্তু সেই নিন্দাবাদী, সম অবস্থায়, কয়জন
হইতে পারিত সাধু ? কয়জন পেয়েছিল ও উন্নত মন,
ও অপরিমেয় তেজ ? কয়জন পারিত বা অপরের তরে
স্বীয় অর্থ, অবসর, স্বাস্থ্য, পরে নিজ প্রাণ, দিতে অকাতরে
দিয়াছিলে, কবিবর ! পতিত গ্রীসের জন্য যেইরূপ তুমি ?
—কয়জন পূজা করে হেন গাঢ়ভক্তিভরে নিজ জন্মভূমি ?
তুমি ধনী, মান্য, যুবা, কন্দর্পের মত দিব্য, সুন্দর ; সকলি,
অক্ষুণ্ণ উদার চিত্তে, সর্ব্বব গ্রীসের পদে দিয়াছিলে বলি।

৫

হাঁ নাস্তিক তুমি। কেন ?—মানো নাই
শিশু সম গুরুবাক্যাবলি,
অথবা সমাজভয়ে, ব্রহ্মে স্বতঃসিদ্ধবৎ ; কুসংস্কার দলি

নির্ভয়ে সবলে, তুমি করিতে চাহিয়াছিলে ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ।
স্পর্শ, অনুভব, চিত্তে ;—বিবেক সহায় মাত্র, সত্য তব লক্ষ্য।
নির্লজ্জ লম্পট তুমি ?—পত্নী তব পতিদ্বেষী ; হেন ক্ষমাহীন,
পতিত চরণে যবে মার্জ্জনা চাহিছে পতি, তথাপি কঠিন !
মানব-বিদ্বেষী তুমি ?—সমাজ তোমার প্রতি, নিত্য অহরহ
করিয়াছে অত্যাচার ; তুমি ত মনুষ্য মাত্র, যীশুখ্রীষ্ট নহ।

৬

অতি সত্য কথা তুমি বলিয়াছিলে, হে কবি !—সর্ব্বব্যবসাই
শিক্ষাসাধ্য ; আছে একটি ব্যবসা যাহে শিক্ষা প্রয়োজন নাই ;
মূর্খ হইলেও চলে—সে সমালোচনা। অন্য সুবিধাটি তার—
আছে তার চিরস্বত্ব, যত ইচ্ছা, মিথ্যাকথা করিতে প্রচার।

৭

নিন্দাবাদ অতীব সহজ। কারে করা উপহাস, কিম্বা তুচ্ছ ;
অপাঙ্গে কটাক্ষ করা ; ওষ্ঠপ্রান্ত বক্র করা ; স্কন্ধ করা উচ্চ।
বিজ্ঞভাবে শিরঃ সঞ্চালন করা,—যেন নিজে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু !
পাপের মোহানা দিয়ে যান নাই, তার ছায়া মাড়ান নি কভু।

৮

সে হিসাবে এ সংসারে কয়জন পাপী ? বিশ্ব সাধুত্বেই ভরা !
সাধু পঞ্চবিধ।—এক সাধু, যিনি অদ্যাবধি পড়েন নি ধরা ;
দুই, ব্যবসায় সাধু ; তিন, ভয়ে সাধু ; চার সাধু, পৃথিবীতে,
আলস্যে, অনবসরে ; পাঁচ (সত্য সাধু যিনি), সমাজের হিতে।

৯

ইহাতেই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব ! নহিলে আপনারে কোন মতে
বাঁচাইয়া, এই ষষ্টি বর্ষ মাত্র, পিনাল কোডের ধারা হ'তে
জীবন ধারণ করা ধর্ম্ম নহে। পরকালভয়ে, নিন্দাভয়ে,
ব্যয়ভয়ে, সসঙ্কোচে, নিশ্চল নির্জ্জীব থাকা,—তাহা ধর্ম্ম নহে !
আপনায় প্রবেষ্টিত আপনি, নিরুদ্ধবৎ উদ্ভিদের মত,
জীবন ধারণ করা ধর্ম্ম নহে।—নাহি যার পরহিতব্রত,

হোক না সে নিষ্পাপ, সে জীবনের উদ্দেশ্য কি আছে?
সংসারের কিবা যায় আসে, সে নিরীহ জীব মরে কিম্বা বাঁচে?

১০

দাও পুণ্য দাও পাপ পরমেশ! এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার।
দাও সুখ, দাও দুঃখ, এ হৃদয়ে। দাও জ্যোতি, দাও অন্ধকার।
নিষ্পাপ, নিষ্পুণ্য, শক্তিহীন করি, রাখিও না এ বিশ্বে আমারে।
রাখিও না এ জীবনে নির্ব্বিকারদ্যুতিহীনশূন্য একাকারে;
দাও স্বাস্থ্য দাও ব্যাধি; জড় জীব করি মোরে দিও না ক রাখি।
দাও শস্য দাও গুল্ম; শুষ্ক তপ্ত বালুকায় রাখিও না ঢাকি।
—ব্রহ্মাণ্ডে রহে না মিথ্যা, রহে সত্য; রহে না ক পাপ, রহে পুণ্য;
মিথ্যার নিশীথ দিয়া, সত্যের দিবায়, চলে জগৎ অক্ষুণ্ণ।
প্রলয়ের মধ্য দিয়া, এইরূপে নরজাতি হয় অগ্রসর—
যুগ হ'তে সভ্যতর যুগে; ধ্বংস দিয়া, জন্ম হ'তে জন্মান্তর।

জাতীয় সঙ্গীত

১

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে;
চৌদ্দ শত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে;
তথাপি ধাই মানের লাগি ধরণী মাঝে ভিক্ষা মাগি!
নিজ মহিমা দেশবিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে!
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

২

লজ্জা নাই! 'আর্য্য' বলি চেঁচাই হাসিমুখে!
মুখে বলি তা, বাজে যে কথা বজ্র সম বুকে;
ছিলাম বা কি হয়েছি এ কি! সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি;
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে!
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

৩

কেহই এত মূর্খ নয় ; সবাই বোঝে, জেনো,
হাজারি 'গীতা' পড়, তুমিও পয়সা বেশ চেনো ;
এ সব তবে কেন রে ভাই, তুমিও যাহা আমিও তাই—
স্বার্থময় জীব !—কাজ কি মিছে চীৎকারে এ ?
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

৪

ব্যবসা কর, চাকরি কর, নাহিক বাধা কোন ;
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপ্যগুলি গোণ ;
চারটি ক'রে খাও ও পর, স্ত্রীর দুখানা গহনা কর,
আর্য্যকুল বৃদ্ধি কর, ও পার কর মেয়ে।
—বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

তাজমহল

(আগ্রায়)

১

'খাসা' ! 'বেশ' ! 'চমৎকার' ! 'কেয়াবাৎ' ! 'তোফা' !—
কহিয়াছে নানাবিধ—সকলেই বটে,
দেখিয়াছে, তাজ ! কভু যে তোমার শোভা,
উপবন অভ্যন্তরে, যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে, তুমি "বিশ্বে পরীভূমি" ;
কেহ কহে "অষ্টম বিস্ময়" ; কেহ কহে
"মর্ম্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি,"
আমি জানি, তুমি তার একটিও নহে ;
আমি কহি,—না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

২

কি ভালোই বাসিত, তোমারে সাজাহান,
মমতাজমহল ! যে বাছি এ নির্জ্জন,

নিস্তব্ধ, ঋষির ভোগ্য, এই রম্য স্থান ;
এ প্রান্তর ; এ কবিত্বপূর্ণ উপবন ;
এ কল্লোলময়ী স্বচ্ছশ্যামযমুনার
পুলিন ;—রচিয়াছিল সেখানে সুন্দর,
অপূর্ব্ব প্রাসাদ, শুদ্ধ রক্ষিতে তোমার
মর দেহ ; এ জগতে করিয়া অমর
তোমার রূপের স্মৃতি ; করি মূর্ত্তিমতী
সম্রাটের অনিমেষ ভালবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।

৩

এত প্রেম আছে বিশ্বে ? এই বিসম্বাদী,
এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ, নীচ মর্ত্তভূমে
হেন ভালবাসা আছে,—হে শুভ্র সমাধি !—
যার নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি হ'তে পার তুমি ?
তদুপরি ভারতসম্রাট্—দিবানিশি
যাহার তমিস্র, গূঢ়, অন্তঃপুরাবাসে,
রহিত রক্ষিত, বদ্ধ, সহস্র মহিষী,
বধ্য মেষপালসম ;—কদর্য্য বিলাসে,
লিপ্সায় মজ্জিত, প্লুত, দুর্গন্ধ জীবনে,
সে কি সত্য, এত ভাল বাসিতে পারিত একজনে ?

৪

তবু পারে নাই রক্ষা করিতে তোমারে,
হে সম্রাজ্ঞি ! অনুপম সে সৌন্দর্য্যরাশি ;—
পৃথিবীর রত্নরাজি ন্যস্ত একাধারে ;
বিম্বিত সাগরবক্ষে শুক্লপৌর্ণমাসী ;
তাহারো পশ্চাতে, মৃত্যু, দাঁড়ায়ে নীরবে,
অপেক্ষা করিতেছিল ? স্পর্শে যার, সেও,—
সে সৌন্দর্য্য পরিণত পরিত্যজ্য শবে ;
ক্রমে ক্রমে দুর্গন্ধ, গলিত সেই দেহ

ভক্ষে, আসি, মৃত্তিকার ঘৃণ্য কীটগুলি ;
পরিণামে সেই দেহ—আবার সে—যে ধূলি সে ধূলি !

৫

এই শেষ ? মনুষ্যের এইখানে সীমা ?
এত সুখ, এত প্রেম, এত রূপ, এত
ভোগ, এত বাঞ্ছা, এত ঐশ্বর্য্য মহিমা,
সব এইখানে শেষ ! খ্যাত ও অখ্যাত,
উচ্চ নীচ, কুৎসিত সুন্দর, ঋষি শঠ,
জ্ঞানী মূর্খ, দুঃখী সুখী, সকলেরি শেষে
এখানে সাক্ষাৎ হয় ; সুদূর নিকট,
মহাসৌরজগৎ ও কীট, হেথা এসে
মেশে একাকারে।—মৃত্যু কে বলে বিচ্ছেদ ?
মৃত্যু এক প্রকাণ্ড বিবাহ, যাহে লুপ্ত বস্তুভেদ।

৬

সে বিবাহে প্রদীপ জ্বলে না ; সে বিবাহে
সুগন্ধ পুষ্পের মালা দোলে না তোরণে ;
নেপথ্যে উঠে না শঙ্খ হুলুধ্বনি তাহে ;
নাহি জনকোলাহল ; সেই শুভক্ষণে
বাজে না মঙ্গলবাদ্য সুমধুর রবে,
সিংহদ্বারে।—সে বিবাহ সম্পাদিত হয়
গাঢ় অন্ধকারে, ঘন স্তব্ধ নিরুৎসবে ;
যার সাক্ষী পরকাল মহাশূন্যময় ;
যার পুরোহিত কাল ;—আশীর্ব্বাদে তার,
ব্যাপ্তি সহ মেশে সৃষ্টি, জ্যোতিঃ সহ মেশে অন্ধকার।

৭

—বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল।—গুলাবস্নান মর্ম্মর আগারে ;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর-সৌরভে ;
পোলাও কালিয়া খাদ্য ; মখমল ঝাড়ে

মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন;
উদ্যান; নির্ঝর; প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য; নূপুরনিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে;
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ;
মরণের পরে স্বর্গ,—তাও সেই রূপসীর বক্ষ।

৮

আর আর্য্যজাতি? ঠিক তার বিপরীত।—
রূপ—প্রকৃতির শোভা; রস—পৃথিবীর;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু; শব্দ—নিকুঞ্জ-সঙ্গীত;
গন্ধ—যা বহিয়া আনে উদ্যান-সমীর।
পুণ্যনদীজলে স্নান; অঙ্গে শুভ্র বাস;
আহার—তণ্ডুল ঘৃত; শয্যা—ব্যাঘ্রচর্ম্ম;
আবাস—কুটীরকক্ষ; চরম বিলাস
জীবনের—তীর্থযাত্রা; বিবাহও—ধর্ম্ম;
এ সংসার—মায়া; মৃত্যু—মোক্ষ দুঃখহীন
শ্মশানে, নদীর তটে; স্বর্গ—হওয়া পরব্রহ্মে লীন।

৯

—হে সুন্দর তাজ! আমি জ্যোৎস্নায়, আলসে,
দেখেছি দাঁড়ায়ে, দূরে, ও মৌনমন্দির;
আগ্রায়, প্রাসাদশিরে দাঁড়ায়ে, দিবসে
দেখেছি ও শুভ্রমূর্ত্তি; গিয়া সমাধির
অভ্যন্তরে, দেখেছি সুন্দর, তার পাশে,
পুষ্পবীথি, পয়োবাহ, নির্ঝর, ভিতরে;
ভেবেছি যে, কভু এ বিশ্বের ইতিহাসে,
হয় নি রচিত বর্ণে, ছন্দে, কিম্বা স্বরে,
এ হেন বিলাপ। ধন্য ধন্য সেই কবি,
প্রথম জাগিয়াছিল যাহার সুস্বপ্নে এই ছবি।

১০

সুন্দর অতুল হর্ম্ম্য ! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু ! হে বিয়োগের পাষাণ-প্রতিমা !
মর্ম্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস !—আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা !
—এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ, স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণসুন্দর,
তুমি হে কবর !—আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্বভিতর ;
কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি ? হে সমাধি ! চিরস্মরণীয় !

রাধার প্রতি কৃষ্ণ

(প্রলাপ)

—ভুলিব ? সে আমার প্রথম ভালবাসা ?
সে প্রভাতশুকতারা জীবন-আকাশে ?
যার নির্ব্বাপিত হাস্য—আজি এ দুর্দ্দিনে,
দূরাগত বংশীধ্বনি সম মোর প্রাণে ভেসে আসে !

ভুলিব ? এ জীবনের সৌন্দর্য্যগরিমা ?
নব বসন্ত উদ্গমে স্নিগ্ধ মলয় বায়ুর সেই প্রথম উচ্ছ্বাস ?
না সখি, না, পারিব না, যদিও কাঁদিতে হয় স্মরিয়া,—কাঁদিব ;
সেও ভালো—তথাপি সে ক্রন্দনও বিলাস।

—আহা ! সেই জীবনের প্রথম গভীর সুখদুঃখ ;
সেই প্রথম আবেগ ;
বিরহ, মিলন নব ;—প্রথম জীবনে !
নবীন প্রাণের গাঢ়, গভীর উদ্দাম ভালবাসা,—
ঘন কুঞ্জবনচ্ছায়ে, নিস্তব্ধ নির্জ্জনে।

—কেন ভাল বাসিয়াছিলাম ! জানিতাম যবে,
আমাদের মধ্যে, প্রিয়ে, যোজন অন্তর ?
কেন পান করিয়াছিলাম সেই আপাতমধুর বিষ ?
হইতে আমরণ সেই বিষে জরজর।

—গাঢ় দুঃখময় স্মৃতি অশ্রুময় নয়নের পাশে ভেসে আসে ;
পাগল হইয়া যাই স্বর্গীয় বিষাদে, প্রিয়ে !
এক দিন যে কিরণে অঙ্গ ঢালি করিতাম স্নান,
অদ্য হেরি তাহা রহি অবরুদ্ধ এই অন্ধ কারাগৃহে।

তবু দুঃখ নাই। ভাল বাসিয়াছি যদি এক দিনও তরে
হেন ভালবাসা—
হেন তন্ময়, চিন্ময়, স্তব্ধ, গাঢ় ভালবাসা ;
সেই অর্দ্ধ সুপ্তি, অর্দ্ধ জাগরণ ;
আর সেই দীর্ঘ পান, তথাপি প্রাণের সেই অতৃপ্ত পিপাসা।

কভু মনে হয় সে কি স্বপ্ন ? তুমি মোর পাশে ;
দুলিত সমীরে, নীহারসজল বনে, মল্লিকা মালতী ;
মস্তক উপরে বাসরপ্রদীপ সম পূর্ণিমার শশী ;
পদতলে নিস্তব্ধ শ্যামল বসুমতী ;

সম্মুখে বহিয়া যায় যমুনা ; পাপিয়া গাহে দূরে,
একান্ত নির্জ্জন, স্তব্ধ, শান্ত কুঞ্জবনে ;
মোদের মিলিতবক্ষকম্প সহ শত বীণাধ্বনি ;
শত স্বর্গ কেন্দ্রীভূত একটি চুম্বনে।

—কাঁদিতেছ তুমি ? কাঁদ !
তোমার অশ্রুর যদি আমিই কারণ, তবে কাঁদ, বিম্বাধরে !
তাহাতেও পাইব সান্ত্বনা ; জুড়াইব এ তপ্ত হৃদয় ;
বুঝিব, এখনো আমি জাগি ও অন্তরে।

নিতান্ত নিষ্ঠুর আমি ! আজিও তোমারে তাই কাঁদাইতে চাই !
হাঁ আমি নিষ্ঠুর ! যদি কহি সত্য কথা ;
কে চাহে বিস্মৃত হ'তে ? বিচ্ছেদে, অন্তর হ'তে চিরনির্ব্বাসন !
হানে বক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণতম ব্যথা।

"কেন ভাল বাসিয়াছিলাম ?"
কেন বা আসিয়াছিলে সম্মুখে আমার—হে সুন্দরি !
তোমার ও শুভ্র রূপে, কলকণ্ঠে, সুবাস নিঃশ্বাসে,
নবজ্যোৎস্না সম ঘননীলাম্বর পরি।

উষা কি হইবে ক্রুদ্ধ, যদি মেঘকুল তারি হৈমকিরণে রঞ্জিত
নিস্পন্দ নয়নে চাহে গাঢ় প্রেমভরে ?
চম্পক ফিরাবে মুখ ক্রোধভরে, যবে শত মধুমত্ত অলি
প্রাণময় প্রেম তার অর্পিবে অধরে ?

—তব প্রেমে প্রেমী আমি। তাই আছি কত অপবাদ,
কত মিথ্যাবাণী, কত তিরস্কার স'য়ে ;
কারণ—আমার প্রেম হয় নি পার্থিব ;
হয় নি বিক্রীত, ক্রীত, বদ্ধ, পরিণয়ে।

প্রেম পরিণয় নহে। পার্থিব আলয় নহে তার ;
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে।
মানে না সে ধনমান, দূরত্বের ব্যবধান ;—
সঙ্গীত হইয়া যায়, প্রেম যাহে হাসে।

দূর স্থান, দূর কাল, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন বর্ণ,
নাহি কিছু রাজত্বে ইহার ;
ইহার রাজত্ব নয় গণনার ; নিত্য ব্যবসার ;—
প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার।

—আয় মোর প্রণয়িনি ; আয় রাধে ;
ঐ সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় ;—
এলাইয়ে পড়ে দূরে কোকিলের ধ্বনি ;
আঁধারিছে স্বর্ণমেঘ ! নীলাকাশ হাসিল নক্ষত্রে ;
নীরবে নীহারজলে কাঁদিল ধরণী ।

ভ্রমরগুঞ্জন স্তব্ধ ; বহে ধীর মলয় সমীর ;
দিবার সমাধি 'পরে ঝিল্লী গান গায় ;
অধরে মধুর হাসি, নয়নে প্রেমের জ্যোতি,
হৃদয়ে আবেগ লয়ে,—আয় ।

আয় তবে, প্রিয়তমে ! আবার এ বক্ষে—
দুঃখের পাহাড়'পরে স্বর্ণ ঢেউ প্রায় ;
তোর করে পরশি বিদ্যুৎ ; তোর স্বরে শুনি বীণাধ্বনি ;
আয় তবে—নিন্দুক জগৎ ;—রাধে ! আয় ।

সুখমৃত্যু

১

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো,
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি ;
চাকরির জন্য, যেন আমার নিকটে গো,
কেহ নাহি করে উমেদারি ;
পাচক ব্রাহ্মণ যেন ঝঙ্কার না করে গো,
উচ্চকণ্ঠে হুহুঙ্কাররোলে ;
শুনিতে না হয় যেন কলহ করিয়া গো,
মানভরে, ঝি গিয়াছে চ'লে ;
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিও গো,
বরফশীতল দিও বারি ;
মশা যদি হয়, তবে খাটাইয়া দিও গো,
শ্যামবর্ণ নেটের মশারি ;

লেপি চারু 'মাথাঘষা' কবরীকুন্তলে গো,
কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া
একটি পেয়ালা পাই সুবর্ণ সুরভি, গো,
চা খাইতে, দুগ্ধ চিনি দিয়া
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো,
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো,
কেহ নাহি করে অনুরোধ !"

২

কোন এক ডেপুটির উক্তবৎ ইচ্ছা শুনি
প্রিয়া তার কহে, হেসে উঠি—
"এত সুখ একসঙ্গে যাহার কপালে, ওগো,
সে কি কভু হইত ডেপুটি !
এত সুখ একসঙ্গে !—মরণ আর কি ! মরি !
কপালেতে ঝাঁটা, মুখে ছাই !
সহজ ভাষায় বল, আসল কথাটি যাহা,
মরিতে তোমার ইচ্ছা নাই।"
ডেপুটি 'ধপাৎ' করি, আকাশ হইতে যেন
পড়িলেন ভূমিতলে চিৎ ;—
"এমন সুখের স্বপ্নে বাধা দেওয়া প্রিয়তমে !
তোমার কি হইল উচিত ?
এ কথাটি এ সময়ে অতি গদ্যময়ী ;—ইহা
হাঁটিয়া আসিতে পথে, শেষে,
গ্যাসের থামের মত, লাগিল, আঘাত যেন,
মদিরাবিভোর শিরে এসে।
এই আর্য্য সতী !—অহো এই আর্য্য সতী বুঝি !
পতি যার আরাধ্য দেবতা !
সতী সাবিত্রীর কুলে উদ্ভবা কি এঁরা সব ?
তবে একি অশাস্ত্রীয় কথা !

'মরিবার ইচ্ছা নাই !' তবে বল, আমি বুঝি
মরিলেই, বাঁচ তুমি, ধনি !
উপরন্তু এ ব্যবস্থা, সতীর বদনে শুনি,—
পতির কপালে সম্মার্জ্জনী !

৩

'মরিবার ইচ্ছা নাই !' বল কি প্রেয়সী ? আপাততঃ
ইচ্ছা নাই বটে। কিন্তু সে অনিচ্ছা নহে কি সঙ্গত ?
মরিবার ইচ্ছা ? বল কার আছে ?— চিররুগ্ন জন
পানাহারে অনাসক্ত ; বিহারে অক্ষম ; অনুক্ষণ
অবসাদে অবসন্ন ; যেন নাহি যায় দীর্ঘদিন ;
নাহি সুখ, নাহি আশা ; দীর্ঘ রাত্রি শান্তিসুপ্তিহীন ;—
সে বাঁচিতে চাহে। সেও ঔষধ সেবন করে উঠে।
অতীব দরিদ্র—যার এক বেলা অন্ন নাহি জুটে,
নাহি 'চাল' নাহি 'চুলা' ; পরিধানে শতগ্রন্থি চীর ;
শয্যা ছিন্ন কন্থা মাত্র, কিম্বা ধূলিমাত্র পৃথিবীর ;—
সে বাঁচিতে চাহে। দূর এণ্ডামানে চিরনির্ব্বাসিত,
আত্মীয় স্বজন হ'তে বিচ্ছিন্ন ; একাকী অবস্থিত
বিশ্বমাঝে শূন্য সম ; জীবনে উদ্দেশ্য নাহি যার ;
কেহ নাহি এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বলিতে আপনার ;
চেয়ে দেখে নীল ক্ষুব্ধ জলধির পানে, দেখে শুধু
তার জীবনের মত জলরাশি করিতেছে ধূধূ,
যত দূর দেখা যায় ;—সেও চাহে বাঁচিতে প্রেয়সী !
আমি ত ডেপুটি ! আমি মান্য ব্যক্তি ; এজলাসে বসি
তবু ত ফাটক দিতে পারি ; আমি এমনি কি হীন,
দুঃখী, তুচ্ছ, যে মরিব এত শীঘ্র, থাকিতে সুদিন ?

৪

মরিবার ইচ্ছা নাই ! সত্যই ত ইচ্ছা নাই। তবে সোজা ভাষা
বলিলেই হয় ; কেন ঘুরাইয়া বলি, তাই করিবে জিজ্ঞাসা ?

পৃথিবীতে এইরূপই সর্ব্বত্র দেখিবে প্রিয়ে! মানব সকলে
লজ্জার খাতিরে অতি সহজ অপ্রিয় সত্য ঘুরাইয়া বলে।
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি গমনে অনিচ্ছু, কহে—'পীড়িত দুঃখিত';
'পার্শ্বে পাতে লুচি নাই' কহে বরযাত্রী। 'ত্রুটি মার্জ্জনা বিহিত
করিবেন নিজগুণে'—কহে কর্ত্তা অভ্যাগতে মার্জ্জিত বিনয়ে।
'বড় টানাটানি' কহে কৃপণ, ভিক্ষুকে।—'বাড়ী নাই' ঋণী কহে।
ইহার কি অর্থ আছে? ইহার সদর্থ টুকু, বুঝিতে অন্যথা
হয় কি কাহারো কভু?—শীলতার অন্য নাম 'শুভ্র মিথ্যা কথা'।

৫

মরিবার ইচ্ছা নাই—সত্য কথা—ধর
বলিলাম অকপটে; কি করিবে কর।
কেন বা মরিব! কোন্ দুঃখে সোনামণি!
কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী,
এমন জগৎ আমাদের?—শস্যভরা
পুষ্পভরা, সুগন্ধসুন্দর বসুন্ধরা;
এই জ্যোৎস্না; এই স্নিগ্ধ সমীরহিল্লোল;
পক্ষীর কাকলি; এই নদীর কল্লোল;
বৃক্ষের মর্ম্মর; শত ফল সুমধুর;
নির্ঝরের মিষ্ট বারি; এ সুখ প্রচুর।
তদুপরি যার ভাগ্যে ঘটে—জননীর
স্নেহ; প্রেয়সীর প্রেম, দুহিতার স্থির,
সংযত সভক্তি সেবা; পুত্রের মধুর
মুখচ্ছবি; অকৃত্রিম প্রণয় বন্ধুর?

৬

তদুপরি—মরণের পাছে
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে!
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে! অন্ধকারে

আচ্ছন্ন, যে দেশ হ'তে কেহ
ফিরে নাই আর নিজ গেহ।
কিম্বা, এইখানে শেষ সব ;—
এত আশা ; প্রণয় বিভব ;
এই বুদ্ধি ; এ উগ্র প্রতাপ,
যাহা অনায়াসে পরিমাপ,
করে পৃথিবীর ভার, প্রতি
গ্রহের নির্ণয় করে গতি,
তপনের আয়ুনিরূপণ,
নক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ ;
এই শক্তি ;—হায় নাহি জানে
হয়ত বা সমাপ্ত এখানে !

৭

—মরিবার ইচ্ছা নাহি ! সত্য, না মরিতে চাহি।
তথাপি মরিতে হবে—সৃষ্টির নিয়ম।
জন্মিলে মরিতে হয় ; তবে কেন এই ভয় ?
এই শঙ্কা, এই দ্বিধা ?—ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম।
মরিয়াছে পিতৃগণ ; মরিয়াছে সর্ব্বজন—
বুদ্ধ ও বিক্রমাদিত্য—পুণ্যাত্মা, মহৎ ;
আমি কি সামান্য তুচ্ছ ?— গেল দেশ কত, উচ্চ
গ্রীস, আসীরিয়া, রোম, মিসর, ভারত ;—
কালের প্রবাহে, কত, জলবুদ্বুদের মত,
উঠি নব জীব জাতি অন্য অধোগামী !
এ পৃথিবী লুপ্ত হবে ; ওই সূর্য্য গুপ্ত হবে ;
আমার মরিতে ভয়—তুচ্ছ জীব আমি ?
না, মরণে শঙ্কা নাই ; আমি ত প্রস্তুত, ভাই ;
যাদের ছাড়িয়া শেষে যাব এই ভবে,
তারাও আসিছে পিছে, কার জন্য শোক মিছে ?
পরে যাহা আছে, আছে ; ভাবিয়া কি হবে ?

আর যদি, পরমেশ ! এ জগতে এই শেষ ;
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি ;
যদি নাই পরলোক ;— তবে কে করিবে শোক,
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?
আর যদি আমি থাকি, তাহাতেই দুঃখ বা কি ?
মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন।
বিনা সুখদুঃখভার একাকার, নির্ব্বিকার,
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন।
তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া পুত্রকন্যাগণ ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন ;
খুলে দিও দ্বার !—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো ;
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে, চামেলিগন্ধ ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;— আমি ও পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।”

আলেখ্য

[১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

উপহার

অনুজোপম

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী

করকমলেষু—

ভূমিকা

আমার কতকগুলি পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা একত্রিত ক'রে আলেখ্য নামে ছাপান গেল। আমার এগুলি পুস্তকাকারে ছাপাবার আদৌ মতলব ছিল না। জনকতক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে ছাপালাম।

যখন এ কবিতাগুলি বহির আকারে ছাপালামই, তখন এগুলির ছন্দ, ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বিবেচনা করি।

প্রথমতঃ ছন্দ। এ কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (Syllabic); 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ নয়। দাশরথি রায়ের সময় কি তাহার পূর্ব্ব হতে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্র ও তাঁর পরবর্ত্তী কবিগণ প্রায়ই এ ছন্দ বর্জ্জন ক'রে 'অক্ষর হিসাবে' ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। আমি সেই পুরাণো মাত্রিক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি। তফাৎ এই যে, আমি সেই ছন্দকে সম্পূর্ণভাবে মাত্রার ও তালের অধীন কর্ত্তে চেষ্টা করেছি।

১ম উদাহরণ। |প্রাতরাশে |ব্যস্ত ছিলাম |আমি
|প্রাতে, |একা বাড়ীর |মধ্যে নীচে;

এ কবিতায় প্রতি পংক্তিতে মাত্রা দশ (অক্ষর যতই হোক); ও তাল বা ঝোঁক (কোথায় কোথায় ঝোঁক পড়বে, তা মাথায় দাঁড়ি টেনে দেখানো হয়েছে) প্রতি পংক্তিতে তিন।

২য় উদাহরণ। |কথায় |কথায় |যাচ্ছে শুধু |কথা বেড়ে
|গানে |গানে |ছেয়ে পড়লো |দেশটা।

এখানে মাত্রা প্রতি দুই পংক্তিতে পর্য্যায়ক্রমে বারো ও দশ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার। প্রতি দ্বিতীয় পংক্তির শেষ মাত্রা (দশম মাত্রা) যুক্তাক্ষরধ্বনিক।

৩য় উদাহরণ। |কাব্য |নয়ক |ছন্দো|বন্ধ
|মিষ্ট |শব্দের |কথার |হার

এখানে মাত্রা পর্য্যায়ক্রমিক আট ও সাত। তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

৪র্থ উদাহরণ। সহে না ক | কিছুই | বেশী | সহে না ক | রাজাধিরাজ

অতি | দম্ভী | অত্যাচারী | পেতে হবে | সাজা।

এখানে মাত্রা আনুক্রমিক ষোল ও চৌদ্দ। তাল প্রতি পংক্তিতে চার।

তাল বিভাগ ক'রে আরো বাড়ানো যায়; তবে তাতে ছন্দ রচনা করা একটু অধিক দুরূহ হয়। অনেক সময় তাল ঠিক কোন্ জায়গায় পড়বে, তা অর্থের উপর নির্ভর করে।

আর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই বোধ হয়। একবার ব্যাপারটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে এ ছন্দ পড়া অত্যন্ত সোজা হবে। আর এই ছন্দের মধ্যে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা সঙ্গীত ও শক্তি লক্ষিত হবে।

এ ছন্দ যে প্রচলিত ছন্দের চেয়ে অধিক·স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "কোমল তরল জল" কেহ "কো-ম-ল-ত-র-ল-জ-ল" পড়ে না, "কোমল্ তরল্ জল্" পড়ে। এ ছন্দেও শেষোক্ত রূপ উচ্চারণ (অর্থাৎ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হয়, সেই রকম উচ্চারণ) কর্ত্তে হবে। অন্যরূপ উচ্চারণ কর্লে ছন্দ মাত্রিক হবে না ও যতি ভঙ্গ হবে।

তার পরে ভাষা। যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কর্ত্তে পারি (সুশ্রাব্যতা, মর্য্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি—যেমন যাচ্ছি, কর্চ্ছিলাম, ইত্যাদি। অন্য পদ নির্ব্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা। তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবারে বর্জ্জন করি নি। নানা খনি হতে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমার ধারণা এই যে, যেখানে বাঙ্গালা শব্দ বা বচন আসল বাঙ্গালা ভাবটি বেশী জোরে প্রকাশ করে, অথবা যেখানে বাঙ্গালা শব্দটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে, সেখানে সেই বাঙ্গালা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাতেই বাঙ্গালা কবিতা হবে। ইংরাজি বা সংস্কৃত বচন অনুকরণ ক'রে লিখলে সে ইংরাজি বা সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ হবে। কবিতা হবে না। "গুঁতোর চোটে বাবা বলায়" কি "ভাতে মেরো না" এই রকম জোরের বচন ইংরাজিতে বা সংস্কৃততে কেহ অনুবাদ করুন দেখি।

তার পরে ভাব। এইখানেই গোল। এখানে আমার বক্তব্যটি জোর ক'রে বলতে গেলে অনেক তর্কপ্রিয় ও ব্যঙ্গপ্রিয় ব্যক্তি তর্ক ও ব্যঙ্গ কর্ব্বেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক বা ব্যঙ্গ কর্ত্তে আমার আপত্তি নাই। তবে কোন বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গীয় মাসিক পত্রিকার এই লেখকদের সঙ্গে আমার তর্ক বা ব্যঙ্গ কর্ব্বার প্রবৃত্তি নাই। সেই জন্য এই কবিতাগুলির ভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নিজের নীরব থাকাই ভালো। তবে এটুকু আমার স্বীকার করায় দোষ নাই যে, এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা প'ড়ে, তার মানে দশ জনে দশ রকম বের ক'রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত এক রকমই আছে। কোন কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায়, সেখানে আমি বলবো যে, সেটা আমার ভাষার দোষ; 'বৃহৎ ভাব' দাবী কর্ব্ব না। পরিশেষে এও ব'লে রাখি যে, আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব; আমি যে ভাবের ধারণা কর্ত্তে পারি, সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি; আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝিতে পারি।

গয়া
২১শে বৈশাখ, ১৩১৪

গ্রন্থকারস্য

প্রথম চিত্র

(ঘুমন্ত শিশু)

১

হেমন্তে,—নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ শান্ত দুপুর বেলা,
বকুলতলায় ঘাসের উপর, একান্ত একেলা,
ধূলা নিয়ে আপন মনে খেলা ক'রে খানিক,
ঘুমিয়ে গেছে যাদু আমার, ঘুমিয়ে গেছে মাণিক।

২

ধূলার প্রাসাদ তৈরি ক'রে বাছার গরব ভারি ;
নিজের বাহাদুরিটুকু কর্ত্তে যেন জারি,
বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বাক্স ভাঙা,
হাস্তে আরো মিষ্ট ক'রে ওষ্ঠ দুটি রাঙা,
আপন মনে তৈরি সুরে আপন মনে গেয়ে ;—
এমন সময় ঘুমটি এল নয়ন দুটি ছেয়ে,
অঙ্গ এল অবশ হয়ে, খেলা গেল চুকে,
হাতের কাঠি রৈল হাতে, মুখের হাসি মুখে,
চক্ষু দুটি মুদে এল ;—শীতল শান্ত দুপর,
সোনার বাছা ঘুমিয়ে গেল শ্যামল ঘাসের উপর।

৩

মন্দীভূত ক'রে আরো শীতের সূর্য্যতাপে
বহে বাতাস ;—চুলগুলি তার সেই বাতাসে কাঁপে ;
মর্ম্মরিয়া রৌদ্রতলে তরুর পত্র নড়ে,
ঝিকিমিকি কিরণ বাছার মুখে এসে পড়ে ;
উপর দিকে ঘনশ্যামল চন্দ্রাতপ রাজে ;
নীচের শাখে ঘুঘু ডাকে পাতার কুঞ্জ মাঝে ;
ঘিরে তারে চারি ধারে, হরিৎক্ষেত্র হেন
রবির করে ছবির মতন,—নড়ে না ক যেন ;

বৎস সঙ্গে চরে ধেনু দূরে দলে দলে ;
বাজায় বেণু রাখাল বালক আম্রগাছের তলে ;
সিঁচোয় বারি কৃষকনারী আলুর ক্ষুদ্র মাঠে ;
সুদূর জলায় পুরুষগুলি শীতের ধান্য কাটে ;
পথের গায়ে ইক্ষুছায়ে হরিণ ব'সে থাকে ;
যাচ্ছে ঘরে গ্রাম্যবধূ পূর্ণকুম্ভ কাঁকে ;
—চারি দিকে এমন শান্ত, নীরব, মধুর ছবি ;
ধূ ধূ করে ধূসর আকাশ, কিরণ দিচ্ছে রবি ;
তার মাঝেতে, সবার সেরা, সবার মধ্যস্থলে,
ঘুমিয়ে গেছে বাছা আমার বকুলগাছের তলে।

৪

ওগো তোরা কতই জিনিষ দেখেছিস্, না জানি ;
দেখেছিস্ কেউ কোনখানে এমন ছবিখানি ?
একা একা—না হতে তার সাঙ্গ ধূলাখেলা,—
এমন স্থান, এমন নিদ্রা, এমন দুপরবেলা ;—
পায়ের তলে ফেটে পড়ে তরুণ স্বর্ণপ্রভা ;
ঘুমিয়ে দুইটি মুঠোর ভিতর দুইটি রক্ত জবা ;
দুইটি গণ্ড 'পরে দুইটি রক্তপদ্ম ফোটে ;
অরুণ লেখা লেপেছে কে দুইটি রাঙা ঠোঁটে ;
বৃক্ষমূলে হেলান দিয়ে, বৃক্ষে রেখে মাথা ;
বিরল দুইটি ভুরুর নীচে আঁখির দুইটি পাতা ;
বকুলগাছটি চৌকী দিচ্ছে মাথায় ধ'রে ছাতি ;
মাটির উপর দিয়েছে কে শ্যামল শয্যা পাতি ;
চরণে তার গড়ায় পৃথ্বী, উপরে নীল গগন ;—
মাঝখানে তার যাদু আমার গভীর নিদ্রামগন।

৫

শরৎকালের পূর্ণশশী বড়ই মধুর বটে,
তারায় যখন ঘিরে থাকে নীল আকাশের পটে ;

দেখতে মধুর—শৈবালেতে ঘেরা শতদলে,
যখন একটি ফুটে থাকে সুনীল স্বচ্ছ জলে ;
—নাইক কিন্তু বিশ্বে কিছু এমন মনলোভা,
শ্যামল বনের মাঝে যেমন আমার বাছার শোভা।
তাহার শুধু শোভার জন্য সবার সৃষ্টি হেন ;
গরবিণী পৃথ্বী তারে বক্ষে ধ'রে যেন ;
দেখতে সবাই পিছে যেন সারি বেঁধে দাঁড়ায়,—
বসুন্ধরা নিয়ে তারে ঘুমটি কেমন পাড়ায়।

৬

এ কি খেয়াল বাছা রে তোর ? গাছের তলে, ভুঁয়ে,
কেবল দুটো ঘাস বিছানো ধূলার উপর শুয়ে ?
মৌরুষি তোর মায়ের কোলে, বাপের বুকে, হেন
ছেড়ে এসে, বাছা রে তুই হেথায় শুয়ে কেন ?
আয় রে আমার ননীর পুতুল, আয় রে আমার পাখী,
—ধূলায় কেন ? আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।

৭

না না ;—ঘুমা এমনি ক'রে—আহা মরি, এ কি
মধুর ছবি !—ঘুমা, আমি নয়ন ভ'রে দেখি !
এমন বকুলতলায়, এমন শান্ত বনভূমে,
আরো খানিক থাক্ রে যাদু, মগ্ন গাঢ় ঘুমে।
চিত্রকরটি হতাম যদি, তোরে এমন দেখে,
রেখে দিতাম যত্ন ক'রে সোনার পটে এঁকে।
ঘুমা এমনি মুগ্ধ হ'য়ে দেখি আমি খানিক,
ঘুমা আমার সোনার যাদু, ঘুমা আমার মাণিক।

কার্ত্তিক, ১৩০৮

দ্বিতীয় চিত্র

(পুত্রকন্যার বিবাদ)

১

প্রাতরাশে ব্যস্ত ছিলাম আমি,
প্রাহ্ণে, একা বাটীর মধ্যে নীচে ;—
সম্মুখে এক সম্মার্জ্জনী ছটা ;
ছেঁড়া চটীর একটি পাটি পিছে
ডাইনে বামে কিয়ৎ পরিমাণে—
ঘড়া এবং ঘটি এবং বাটি ;
মাথার উপর সিকেয় তোলা গদি ;
ঘরের কোণে জড়ানো এক পাটি ;
রাস্তার উপর কুকুরদলের বিবাদ ;
আশে পাশে বিড়াল বেড়ায় ঘুরে ;
দাঁড়ে ব'সে চেঁচাচ্ছে এক টিয়া ;
রসুই-বামুন চেঁচাচ্ছে অদূরে ;
উপরতলায় দাসের এবং দাসীর
মহাতর্ক,—কলধ্বনি তুলি ;
গৃহিণীটি ব্যস্ত গৃহকাজে ;
কর্চ্ছে ঝগড়া পুত্রকন্যাগুলি ।

২

পুত্র কন্যার কলহ কি কারণ
খুঁজতে গিয়ে, দেখ্‌লাম নহে কিছু—
কন্যা একটি রঙ্গিন পিঁড়েয় ব'সে,
পুত্র তারে ঠেলা দিচ্ছেন পিছু ;
পুত্র যাচ্ছেন আসন কর্ত্তে দখল,
কন্যা কিন্তু নাছোড়বন্দ তাহে ;—
একজন রাজ্য-আক্রমণকারী,
আর একজন তা রক্ষা কর্ত্তে চাহে ।

পুত্র কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ, বিশেষ
বলিষ্ঠ সে স্বতঃই কন্যার চেয়ে ;
যতই পুত্র পিঠে দিচ্ছেন ঠেলা,
ততই উচ্চ চেঁচাচ্ছেন তাই মেয়ে ;
অন্তরে বিরক্ত হচ্চি ক্রমেই,
কথা কিছু কচ্ছি না ক কাকে ;
বিচার কচ্ছি কেবল মনে মনে—
ছেলে পিলে অমন ক'রেই থাকে।

৩

ব্রাহ্মণ দিতে খাবার কচ্ছে দেরি,
সে দিক্ পানে আশায় চেয়ে আছি ;—
ঘরের বাইরে বিষম রকম গরম,
ঘরের মধ্যে বিষম রকম মাছি।
পরে যখন খাবার এল শেষে,
(নহে চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়)
যৎসামান্য তণ্ডুল এবং ডাউল,
বিষম রকম গরম দেখি সে ও ;
—এখন ধরুন আমি কোন কালেই
নহি যোগী ঋষি কিংবা মুনি,
ধাতু কিম্বা প্রস্তর কিম্বা মাটি,
কিম্বা কোন বিশেষ রকম গুণী ;
আমি একটা সাদাসিদে মানুষ ;—
তপ্ত অন্নের সংস্পর্শেতে এসে,
সমান তপ্ত হ'ল আমার মেজাজ,
বিশ্বের উপর চ'টে উঠ্‌লাম শেষে।
ঠিক এ সময়, পুত্ররত্ন দ্বারা
সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ধাক্কা খেয়ে,
চীৎপাৎ হ'য়ে মাটির উপর প'ড়ে,
চীৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল মেয়ে।

তখন আমি ধৈর্য্যচ্যুত ; তখন
পুত্রে দিলাম ভীষণ তাড়া হেন ;
থেমে গেল কন্যার রোদন ভয়ে,
পুত্রও ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল যেন।

৪

—এখন সবাই আমায় বলেন, আমি
কন্যার চেয়ে পুত্রের দিকেই টানি ;
সেটা যা হোক, এটা কিন্তু দেখি
কন্যার চেয়ে পুত্রই অভিমানী।—
তাড়া খেয়ে, পিঁড়ের মায়া ছেড়ে,
মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি ফেলে,
উঠে গিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে,
দাঁড়াল এক ঘরের কোণে ছেলে।
তখন মেয়ে—বল্‌ব আমি খুলে ?
বিশ্বাস হয়ত কর্ব্বে না ক তুমি—
যখন দেখল যুদ্ধে সেই জয়ী,
পরিত্যক্ত শূন্য যুদ্ধ-ভূমি ;
নিষ্ঠুর তাহার অত্যাচারী 'দাদা'
নিতান্তই পরাস্ত সে স্থানে,
দুঃখে অবনত চক্ষু দুটি
ছল ছল, ক্ষোভে, অভিমানে ;
তখন মেয়ে—বল্‌তে গিয়া আজি,
বাষ্পে হঠাৎ ছেয়ে আসে আঁখি,
এমন মধুর বিমল দৃশ্য আমি
পৃথিবীতে অল্পই দেখে থাকি—
তখন কন্যা আসন থেকে উঠে,
গেল চ'লে দাদার কাছে ছুটে,
ছল ছল চক্ষে সকাতরে
ধ'রে দুটি দাদার করপুটে—

কহে "দাদা ব'সো"— এই ভাবে
যেন সেই-ই কতই অপরাধী—
"ব'সো দাদা, আসন দেছি ছেড়ে,
ব'সো দাদা হাতে ধ'রে সাধি।"

৫

মরি! মরি! এ কি মধুব ছবি!
ওরে শিশু! ওরে ক্ষুদ্র নারী!
এই মায়ায়, এই স্বার্থত্যাগে
পেলি কোথা বুঝ্‌তে নাহি পারি।
কোথা গেল বৈজ্ঞানিকী বাণী?
—তোরে শিশু শেখায় নি ত কেহ—
পৃথিবীটা স্বার্থভরা যদি,
তুই রে কোথা পেলি এত স্নেহ?
অঙ্কুরিত এই পুষ্পবীজই,
বিশ্বে এই আবর্জ্জনার স্তূপে,
পরে বুঝি হয় রে প্রস্ফুটিত
'সরলা' কি 'সূর্য্যমুখী'রূপে।

৬

পুরুষরা ত স্বার্থমগ্ন; যদি
রৈত স্বার্থ নারীর প্রেমমূলে,
আমাদের এই পাপের বসুন্ধরা
পাপে ভরে উঠ্‌ত কূলে কূলে।

৭

মরি! মরি! এ কি দৃশ্য! এ কি
ধরিলি রে আমার চোখের কাছে!
এ পদার্থ কোথা হতে এল!
এও না কি পৃথিবীতে আছে!
মিথ্যাদ্বন্দ্বহিংসালিপ্সাভরা
স্বার্থময় এ শুষ্ক ধরাতলে,

এও আছে ?—দেখে যে ছবি
চক্ষু ভ'রে আসে বাষ্প-জলে !

৮

মনে হ'ল—'শুধু স্বার্থ নহে,
স্বার্থত্যাগও আছে এ সংসারে ;
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি,
তত খারাপ না হতেও পারে ।

মাঘ, ১৩০৯

তৃতীয় চিত্র

(নূতন মাতা)

১

"আয় চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যা রে"
নূতন মেয়ে কোলে মাতা, মধুর বোলে,
কত না আহ্লাদে, ডাক্‌ছে পূর্ণ চাঁদে—
"আয় চাঁদ আ'রে চিক্ দিয়ে যা রে ।"

২

সুনীল সন্ধ্যাকাশে শরচ্চন্দ্র ভাসে,
পূর্ব্বাঙ্গণে । ধীরে, সুমন্দ সমীরে,
পুষ্পগন্ধ মধুর ভেসে আস্‌ছে, অদূর
ফুলের বাগান হ'তে, অন্তঃপুরে । পথে
বালকবৃন্দ চলে, উচ্চ কোলাহলে,
উজ্জ্বল হাস্যমুখে, চিন্তাশূন্য সুখে ।
গাছের উপর থেকে উঠ্‌ছে ডেকে ডেকে
পাপিয়া এক । দূরে প্রবল মিঠে সুরে,
ব'সে কোন্ এক চাষী, বাজায় মেঠো বাঁশী,
—বাঁশীর ধ্বনি ধেয়ে, সুনীল আকাশ ছেয়ে,

পড়্‌ছে গিয়ে শেষে, ধরার উপর এসে,
ছড়িয়ে ইতস্ততঃ তারাবাজির মত।

৩

এমন সময় ব'সে, বাড়ীর মধ্যে, ও সে
নূতন মাতা,—কোলে একটি পুষ্প দোলে—
ডাক্‌ছে মধুর ডাকে, পূর্ণ চন্দ্রমাকে—
"আয় চাঁদ আ'রে চিক্‌ দিয়ে যা রে।"

৪

চাঁদের কিরণ এসে, মেয়ের মায়ের কেশে,
কোমল মুখে, দেহে, পড়েছে সে, ছেয়ে।
চাঁদের কিরণ, এসে ঢ'লে পড়েছে সে
মেয়ের কচি মুখে, মেয়ের কচি বুকে।

৫

ডাকছে মাতা চাঁদে, বড় মনের সাধে,
বড় আদর ভরে, বড় মধুর স্বরে—
"আয় চাঁদ আ'রে, চিক্‌ দিয়ে যা রে।"

৬

চাঁদটি ব'সে হাসে শান্ত নীলাকাশে ;
জানি না কোন্ প্রাণে রয়েছে সেখানে,
এ ডাক শুনেও বসি কঠিন শরৎ শশী।
ডাকে মা "চাঁদ আ'রে চিক্‌ দিয়ে যা রে।"
এক বার তাকায় সাধে আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় সুখে কোলের চাঁদের মুখে।
হাসে মেয়ে! ডাকে শরচ্চন্দ্রমাকে
সঙ্গে সঙ্গে—"আ'রে চিক্‌ দিয়ে যা রে"
—হাসে মেয়ে। হাসে চন্দ্র নীলাকাশে।
হাসে মা।—এ ধরায়, তিনের হাসি গড়ায়।

৭

লুকিয়ে লুকিয়ে আমি মেয়ের মায়ের স্বামী—
লুকিয়ে আমি কবি তুলে নিলাম ছবি।

কার্ত্তিক, ১৩১০

চতুর্থ চিত্র

(বুড়োবুড়ী)

১

যাপন করি দীর্ঘ দিবা, দুঃখে সুখে একত্রে সে,—
এখন সন্ধ্যাবেলা,
—এখনো সে পরস্পরে বিভোর আছে হৃদয় দুটি,
খেল্‌ছে প্রেমের খেলা।
কত ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া প্রবাহিয়া, যুগ্মতরী,
প্রকৃত প্রস্তাবে,
আজি পৌঁছিয়াছে শেষে দ্বীপের উপকূলে এসে
অবিচ্ছিন্ন ভাবে।

২

অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে,
এ প্রেম—সঙ্গোপনে,
নিভৃতে, এক গ্রামের কোণে, শুভক্ষণে, অলক্ষিত,
দূরে, উপবনে।
জেগেছিল সুদিনে সে ;—সূর্য্যের মধুর কিরণ গায়ে
লেগেছিল এসে ;
বহেছিল মধুর বাতাস ; গেয়েছিল পাখী ; আকাশ
চেয়েছিল হেসে।
সে তরুটি ক্রমে ক্রমে বড় হ'ল ; কুসুমরাশি
ফুট্‌ল কত গাছে ;

কত শীতে, কত রৌদ্রে, কত ঝঞ্ঝায়, এ তরুটি
আজো টিঁকে আছে।

৩

বড়ই মধুর প্রথম প্রেমের প্রথম আবেগ, প্রথম বিকাশ,
প্রথম মিলন আশা ;
বড়ই মধুর পরস্পরে চুরি করা প্রথম দৃষ্টি,
প্রথম প্রেমের ভাষা।
বুড়োবুড়ীর প্রেমে নাইক সে উচ্ছ্বাসটি, সে তরঙ্গ,
কল্লোল, আজি যদি ;
এ প্রেম বহে সুনীল, স্বচ্ছ সমুদ্রসঙ্গমের মত,
গভীর নিরবধি।
দুইটি হৃদয়, দুইটি ইচ্ছা, একটি সূত্রে চিরজীবন,
বাঁধা আছে যবে ;
হয় নি কভু তাদের বিবাদ, বিলাপ, বিরাগ পরস্পরে,
কে শুনেছে কবে ?
মানুষ স্বতঃই স্বার্থমগ্ন ; নিজের সুখটি সবার চেয়ে
নিত্য বোঝে বটে ;
যে তার বাধা, যে তার বিঘ্ন,—তা অবশ্যম্ভাবী হ'লেও
তার উপরে চটে।
ছেয়ে তাদের যুগল-জীবন গেছে হেন কতই বিবাদ,
বিপদ, আপদরাশি ;
এখনো ত টিঁকে আছে ; হর্ষ আছে মনের ভিতর,
মুখে আছে হাসি।

৪

তাই ত বলি এ দৃশ্যটি একটি অতি মধুর বস্তু ;—
এ অপূর্ব্ব জুড়ী ;
পরস্পরে বিভোর আজো পরস্পরের হাতটি ধরে—
বুড়ো এবং বুড়ী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০

পঞ্চম চিত্র

(বিপত্নীক)

১

শ্রান্ত দেহে, সন্ধ্যাকালে, ফিরে এসে, যখন
আপন ঘরে যাব ;
কাহার কাছে বসব এসে তখন আমি ?—কাহার
মুখের পানে চা'ব ?
ক্ষুদ্র দুঃখসুখের কথা কইব আমি এখন
কাহার কাছে এসে ?
যাহার কাছে কইতাম নিত্য,—গৃহ আঁধার ক'রে
চ'লে গিয়েছে সে।

২

অপমানে খিন্ন প্রাণে পড়তাম যখন, এসে,
তাহার কাছে লুটে ;
শান্তিসুধারাশি দিয়ে, ধুয়ে দিত ক্ষত,
কোমল করপুটে ;
শুভদৃষ্টি ছড়িয়ে দিত তাহার রূপের প্রভায়
পরিপূর্ণ ঘরে ;
বাড়ীর যত কর্কশ ধ্বনি ঢেকে যেত, তাহার
কোমল কণ্ঠস্বরে।
বাণবিদ্ধ পাখীর মত, বহির্জগৎ হতে
আসতাম যখন নীড়ে ;
তখন, নিত প্রাণের মধ্যে আমারে সে গভীর
স্নেহ দিয়ে ঘিরে।
ভাবতাম তখন বহির্জগৎ, আঁধার বটে আমার,
শূন্য বটে, মানি ;
তবু একটি স্নিগ্ধজ্যোতি বিমল হাস্যে পূর্ণ
আমার গৃহখানি।

৩

অতি বিজন, গাছে ঘেরা, পরিত্যক্ত মাঠে,
বেঁধেছিলাম কুঁড়ে ;
ভেবেছিলাম, বাকী জীবন তাতেই কাটিয়ে দেবো ;
—তাও গেল পুড়ে।
সংসার পেতে নিয়েছিলাম, সাঙ্গ ক'রে আমার
সাধের বেচা কেনা ;
বসেছিলাম, মিটিয়ে দিয়ে, হিসাব নিকাশ ক'রে,
সবার পাওনা দেনা ;
যাহা কিছু এ জগতে আমার ব'লে দাওয়া
কর্ত্তে পারি, জানি,
তাহাই দিয়ে, যত্ন ক'রে, সাজিয়ে নিয়েছিলাম
আমার কুঁড়েখানি ;
পূর্ব্বদিকের জানালাতে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম
রঙিন একটি "চিকে" ;
একটা ছোট সরু রাস্তা তৈরি করেছিলাম
বাড়ীর উত্তর দিকে ;
লাগিয়েছিলাম পশ্চিম দিকে গোটাকতক ঝাউয়ে,
বেড়ার ধারে ধারে ;
দক্ষিণ দিকে গোটাকত বেলাফুলের গাছে,
কেয়াফুলের ঝাড়ে ;
এমন সময় এসে, কে গো আমার বাগানখানি
লুটে পুটে নিল !
—এমন সময় এসে, কে গো আমার কুঁড়ে ঘরে
আগুন ধরিয়ে দিল !
অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে, সোনার স্বপ্ন আমার
হ'য়ে গেল ছাই ;
গেছে, গেছে, সবই গেছে উড়ে পুড়ে গেছে,
—চিহ্ন মাত্র নাই।

৪

চাই নি আমি কখন ত কারো কাছে কিছু,
দেয় নি কিছু কেহ ;
কেবল তুমি, প্রিয়তমে, দিয়েছিলে, গভীর
অযাচিত স্নেহ।
তোমায় আমায় বিবাদ হয় নি, এমন মিথ্যা কথা
কেমন ক'রে কই ?
কখনো বা আমার কসুর, কখনো বা তোমার,
হবে অবশ্যই।
তুমি মানুষ আমি মানুষ, গড়া দোষে গুণে,
—একটু বেশী কম ;
তদুপরি অনেক সময়ই, বুঝতে পরস্পরে
হ'তে পারে ভ্রম।
তবু, তুমি আমায় ভালবেসেছিলে, জানি,
ভ'রে তোমার বুক,
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটে না সর্ব্বদা
যে সৌভাগ্যটুক্।

৫

অনেক সময় অনেক বিপদ্, অনেক জ্বালা, ছিল—
অনেক দুঃখরাশি ;
করেছিলে, তুমি প্রিয়ে, আমার আঁধার নিশায়
শুক্লপৌর্ণমাসী।
বহেছিলে কোথা থেকে এসে, স্বচ্ছতোয়া
নির্ঝরিণী তুমি।
করেছিলে সুশ্যামলা, তোমার স্নেহে, আমার
হৃদয়-মরুভূমি।
আমার হৃদয়-সরোবরে পদ্মফুলের মতন
তুমি ফুটেছিলে।

আমার নীরস বৃক্ষকাণ্ডে বনলতার মতন
জড়িয়ে উঠেছিলে।
পুষ্পিত অটবী দিয়ে, দিয়েছিলে পাহাড়
ঘেরে চারি দিক্।
গেয়েছিলে আমার বাব্‌লা গাছের উপর এসে,
হে বসন্ত পিক !

৬

বিধির কাছে আমরা, প্রিয়ে !—অনেক স্তুতি ক'রে,
পেয়েছিলাম, চেয়ে,
এমন কিছু বেশী নহে,—একটি মাত্র ছেলে,
একটি মাত্র মেয়ে ,
মেয়েটি তার মায়ের আদর, ছেলেটি তার বাপের,
বিভাগ ক'রে নিয়ে,
খেলা কর্ত্ত, বিবাদ কর্ত্ত, নালিশ কর্ত্ত, তাদের
মায়ের কাছে গিয়ে।
এখন তারা তাদের মায়ে কোথাও পায় না খুঁজে
—দুটি মাতৃহারা—
চাহে আমার মুখের পানে, অমনি বেগে আমার
চক্ষে বহে ধারা।
যখন তারা বিবাদ করে, নালিশ করে, এখন
আমার কাছে এসে ;
দোষী এবং নির্দ্দোষীকে ধরি সমভাবে
জড়িয়ে বক্ষোদেশে।

৭

যেমন কেহ, বিষম যদি আঘাত লাগে শিরে,
—প্রশ্ন কর তাকে
'কোথায় লেগেছে ?' সে সেটা বল্‌তে পারে না ক—
স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

এরাও বুঝ্‌তে পারে না ক, কোথায় ব্যথা তাদের
সরল ক্ষুদ্র মতি !
জিজ্ঞাসাও করে না ক কি হয়েছে তাদের,—
সে কি মহা ক্ষতি ;
দেখ্‌লে বিষাদ মুখে আমার, চক্ষে আমার বারি,
—জড়িয়ে আমাকে
গাঢ় সহবেদনায় সপ্রশ্ন নয়নে,
শুদ্ধ চেয়ে থাকে ।

৮

দিবসের পর দিবস আসে, মাসের পরে মাস,
আসে এই ভাবে ;
বর্ষের পরে বর্ষ কত জানি না এরূপে
এসে চ'লে যাবে ।
চলেছি ত এইরূপেই এ জীবনপথে,
শান্তিসুপ্তিহীন ;
জানি নাও কখনো কি তাহার সঙ্গে দেখা
হবে কোন দিন ;
যতখানি দেখা যাচ্ছে,—ধূ ধূ করে শুধু
অসীম বারিনিধি ;
—অহো—কি মনুষ্যজন্মই তোমার বিশ্বে তৈয়ের
করেছিলে বিধি !

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

———

ষষ্ঠ চিত্র

(মাতৃহারা)

১

সাঙ্গ হ'লে দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি,
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই, গাঢ় ঘুমের ঘোরে,
ঘুমোচ্ছিস্ রে মাণিক আমার, মাতৃহারা ও রে !
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেছিস্, নেতিয়ে গেছিস্,
বাছা আমার আদুরে !
—ওরে আমার যাদু রে !

২

কে দিল তোর মাথায় বালিশ ? কে দিল তোর চাদর গায়ে ?
কে পাড়াল ঘুম ?
ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ! ওরে আমার
বৃন্তচ্যুত ভূলুণ্ঠিত মন্দার কুসুম !
শুন্‌ত হুকুম, ক'র্ত্ত পেয়ার,
যে জন, এখন নাই ত সে আর ;
মায়া কাটিয়ে চ'লে সে ত গেছে এখান থেকে ;
তোকে যাদু আমার কাছে রেখে !

৩

যতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল,
তুই ব'লে সে সারা ;
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে,
—ওরে মাতৃহারা !
কোথায় যে সে চ'লে গেল
কিছুই না ব'লে গেল ;
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার,—
যে, ফির্ব্বে না সে আর।

যাহা কিছু বিশ্বাস ক'রে দিয়েছিলাম তাহার কাছে,
সে তা নিয়ে গেল ;
রচেছিলাম যে সংসারে এত দিনে, এত শ্রমে ;
—ভাসিয়ে দিয়ে গেল।
এখন আবার নূতন যত্নে, নূতন শ্রমে, নূতন ক'রে,
নূতন সংসার রচি ;
আমি না হয় সেটা পারি, তুই যে নেহাইৎ কচি !

৪

না না, তুইই সইতে পারিস্, আমিই সইতে পারি না ক ;—
কি জিনিষ যে হারিয়েছিস্ বুঝিস্ না ক তুই।
এখন রে তোর কাছে,
তুল্যমূল্য স্বর্ণ লোষ্ট্র, দুই।
তাহার উপর, শিশুর হাড়ে ভেঙ্গে গেলে যোড়া লাগে,
আমাদের আর লাগে না ক যোড়া ;
তোদের যদি শুকায় গাছটি, শুকায় শুধু গাছের ডগা,
আমাদের যা একেবারে গোড়া,
টানে ছুরি রেখা যদি জলের উপর, মিলায় সেটা ;
মিলায় না যা পাষাণ কেটে লেখে ;
আসে যদি প্রবল বাত্যা, নুইয়ে যায় সে ক্ষুদ্র তরু,
উচ্চ বৃক্ষে যায় সে ভেঙে রেখে।

৫

সে যদি তোর থাকৃত, খানিক আবদার কর্ত্তিস্ শোবার আগে,
দাবি কর্ত্তিস্ চুমা ;
টেনে নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদুস্বরে
"ঘুমা যাদু ঘুমা।"
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে
চাদরখানি, গায়ে দিয়ে,
বালিশ দিয়ে মাথায় ;
ঘুমটি অমনি ছেয়ে এল আঁখির দুই পাতায় !

পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি,
ছেঁড়া একটা মাদুরে,
ওরে আমার যাদু রে !

৬

বুঝিস্ না তুই নিজের দুঃখ, ওরে সুখী বালক—
তাই ত আছিস্ সুখে ;
বিজ্ঞ আমি, বুঝি সূক্ষ্ম,
বুঝি বেশী, তাই এ দুঃখ
বেশী বাজে বুকে।
তুই ত খাসা ঘুমাচ্ছিস্ রে বেটা !
আমার চখেই নাইক নিদ্রা, পদ্য লিখছি আমি ব'সে,
তাহার উচিত মূল্য বুঝে আমার যত লেঠা !

৭

তুইও বুঝবি বড় হ'লে, মনে পড়বে যখন
ছেলেবেলার কথা—
মায়ের যত্ন, মায়ের সেবা, সর্ব্বদা, সর্ব্বথা।
নিজের মায়ে আদর ক'রে ডাকবে যখন কেহ ;
তখন রে তোর মনে পড়বে, বিশ্বজগৎ হতে
লুপ্ত মাতৃস্নেহ ;
তখন পড়বে মনে,
তুইও একদিন "মা মা" ব'লে ডাকতিস্ কোন জনে।
—হা রে শিশু এই কথাটি বড়ই বাজে প্রাণে—
যে তোর কাছে আছে এখন এই যে মধুর 'মা' শব্দটি
শুদ্ধ অভিধানে !
কি সে দুঃখ, কি সে দৈন্য, কি সে গভীর মহাক্ষতি,
এখন তুই আর সেটা
বুঝবি কি রে বেটা।

৮

বুঝবি তখন পড়বি যখন মাতৃস্নেহের গাথা
ইতিহাসে অথবা অন্যথা ;
তখন রে তোর আপন মায়ের কথা
স্বপ্নের মত ভেসে আস্‌বে সব ;
তখন বুঝবি মায়ের মূল্য ;
বুঝবি নাই কেউ মায়ের তুল্য ;
তখন যাদু মায়ের অভাব কর্ব্বি অনুভব।

৯

এখন ওরে মূঢ় শিশু, এখন কি তোর কাছে
মায়ের মূল্য আছে ?
এখন রে তোর কাছে মা কি মাসী পিসী মামী,
একটুখানি আদর দিলেই একই রকম দামী।
এখন, যখন জঠর জ্বলে, পেলেই হ'ল খাদ্য কিছু ;
কাছে একজন শুলেই হ'ল রাতে।
যে সে হোক না, বল্লেই হ'ল ভূতের কিম্বা বাঘের গল্প
খেলার সাথী পেলেই হ'ল, সাথে ;
এখন কি তুই বুঝবি ওরে মূঢ় !
সে সব যত প্রাণের কথা গূঢ় ?
মায়ের মূল্য—সেটা,
বুঝবি কি রে বেটা ?

১০

—হায় যাদু সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই
নিজের দুঃখ বুঝতেও না পারা !
সেই দুঃখে দুঃখী তুই—ওরে মাতৃহারা ?
তাই রে তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা অসহায়,
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায় ;

ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা ;
—ওরে মাতৃহারা !

— —

সপ্তম চিত্র

(বিবাহযাত্রী)

১

দেখ্‌লাম একটা যাচ্ছে 'বিয়ে' সমারোহে রাস্তা দিয়ে।—
রাস্তার দুধার চলেছে দুই 'এসেটেলিন্ ল্যাম্পের' সারি ;
প্রথমত ঢোল ও কাঁশী, তাহার পরে দক্ষ বাঁশী,
তাহার পরে গোরার বাদ্য, তাহার পরে সানাইদারি ;—
বাঁশী, সানাই, কাঁশী, ঢোল, কচ্ছে মিলে হট্টগোল ;
সবই আছে, নাইক কেবল মৃদঙ্গ ও হরিবোল !

২

একটি যুবা—সুগৌর, হ্রস্ব, চ'ড়ে, একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে, যাচ্ছেন সগৌরবে ;—
অতি সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি ; পরনে তাঁর রেশ্‌মি কুর্ত্তি,
রেশ্‌মি ধুতি, জরির টুপি ;—বয়স বছর পঁচিশ হবে ;—
সুবিস্তৃত পরিসর, যেন বিন্ধ্য মহীধর,
কিম্বা ইন্দ্র ঐরাবতে ;—তিনি হচ্ছেন বিয়ের বর।

৩

পিছনে তাঁর, ইতস্তত, ধূমকেতুর লেজের মত,—
আস্‌ছে নানাবিধ শকট অল্পবিস্তর অন্ধকারে ;
তাতে বরযাত্রিবর্গ— (তাঁরা মাত্র উপসর্গ)
এ কার্য্যে প্রকারান্তরে সমুৎসাহ দিতে তাঁরে।
(দিয়ে দণ্ডবিধির মাপ বিয়ে যদি হ'ত পাপ,—
তাঁদেরও এ বিয়ের জন্য পেতে হ'ত মনস্তাপ।)

৪

—এখন এটা বড়ই ইতর বরের আসল, মনের ভিতর,
কি রকমটা হচ্ছিল, তা খুঁচিয়ে দেখা বারে বারে ;
সে সময়, সে স্থানে, জানি, সে ব্যাপারে, একটুখানি
তাঁহার মনে মনে গর্ব্ব,—সে ত স্বতই হতেই পারে ;
'ওয়েলিংটন্' 'ওয়াটালু' জয় করেছিলেন যে সময়,
তখন জয়ীর মনের ভাবটা হওয়াও তাঁর আশ্চর্য্য নয় !

৫

সুসজ্জিত দিব্য সাজে ; নানাবিধ বাদ্য বাজে ;
তাতে 'এসেটেলিন্' আলো ; তাতে চতুরশ্ব গাড়ী ;
যদিও সে বাহকস্কন্ধে অবস্থিত 'ল্যাম্পের' গন্ধে
বাল্যে ভুক্ত মাতৃদুগ্ধও উঠে আসে জঠর ছাড়ি ;
যদিও সে রকম সাজ পর্ত্তে আমার হ'ত লাজ,—
বিংশ শতাব্দীতে একটু বেশী পৌরাণিকী ধাঁজ ;

৬

যদিও সে গাড়ীখানা কোথাও কর্জ্জ ক'রে আনা ;
বরযাত্রী—দূরে থাকুক দেখা বরে সসম্মানে—
বরের সজ্জা, ধরণ দেখে, হাস্ছে মুখে রুমাল ঢেকে ;
তাকাচ্ছিলও পথিকবৃন্দ বরের চেয়ে গোরার পানে ;
যদিও সে বাদ্য—হোক কেবল মাত্র গোলোযোগ ;—
(বাদক এবং শ্রোতার পক্ষে দস্তুরমত কর্ম্মভোগ ;)

৭

তথাপি সে বরের পক্ষে, (অন্তত তাঁর নিজের চক্ষে)
সে রাত্রিটি ভবিষ্যতে স্মরণীয় পৃথক্ ক'রে ;
দেখ্ছিলেন সে সমারোহে একটু হর্ষে, একটু মোহে,
একটু বিচলিত বক্ষে, একটু যেন নেশার ঘোরে ;
শুন্ছিলেন সে বাদ্যরব মধ্যে যেন আত্মস্তব—
(ভাবী বধুর মলের শব্দ শোনাও নয় ক অসম্ভব !)

৮

দেখ্‌ছিলেন "এ কোথা থেকে, দু গণ্ডে অলক্ত মেখে,
পেশোয়াজে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে অপ্সরাবর্গ !"
ভাব্‌ছিলেন "সে—ভাবী বধূ (বাহিরে-অন্তরে মধু)
মর্ত্ত্যে যদি স্বর্গ থাকে—সেই স্বর্গ,—সেই স্বর্গ !
পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথ ;— প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ
ব্যাপি, একটা পুষ্পকীর্ণ আলোকিত ভবিষ্যৎ।"

৯

ভাব্‌ছিলেনও ক'রে দম্ভ— "হ'ল অদ্য যে আরম্ভ,
গীতিঝঙ্কারিত, দীপ্ত, প্লুত পূর্ণ মহোৎসবে ;
হ'ল সে আরম্ভ যদি, সে আরম্ভ নিরবধি,—
কালের মত ব্যাপ্তির মত কভু না সমাপ্ত হবে" ;
(যদি বা সমাপ্ত হয় দর্শকবৃন্দ সমুদায়,
প'ড়ে গেলে যবনিকা, 'আঙ্কোর' কর্ব্বে অতিশয়)।

১০

ভাব্‌ছিলেন না তিনি—"আছে এই যে আরম্ভটির পাছে
অনেক বিরাগ, অনেক বিবাদ, অনেক বিশ্রী গণ্ডগোলে ;
অনেক বাক্যহানাহানি ; গর্জ্জন বর্ষণ অনেকখানি ;
অনেক অভিব্যক্ত ইচ্ছা—'বাঁচি আমার মরণ হ'লে'।"
পরে অভিজ্ঞতালাভ— আরম্ভটি অমিতাভ ;
তৃতীয়াঙ্ক-কাছাকাছি কিন্তু একটু অসদ্ভাব।

১১

ভাব্‌ছিলেন না "পরিশেষে, পঞ্চমাঙ্কে পড়্‌লে এসে,
পিছন থেকে লৌহহস্ত একটির এসে ধর্ব্বে টুঁটি ;
নিঠুর কঠিন কঠোর ভাবে, টুঁটি ধ'রে নিয়ে যাবে ;
চিরকালের জন্য সে দিন, ভিন্ন হবে হৃদয় দুটি ;
এ রহস্য হবে ভেদ ; ঘুচে যাবে সকল খেদ ;
প্রেমের পরিপূর্ণ মাত্রায় পড়্‌বে পূর্ণ পরিচ্ছেদ !"

১২

—ভালবাসে শ্রোতা, পাঠক, বটে, 'মিলনান্ত নাটক';
কিন্তু আমরা অসমাপ্ত গল্প শুধু শুনাই তথা;
পূর্ণজীবন যদি লিখি, দেখাই সেটির সমাপ্তি কি,
সব নাটকই 'বিয়োগান্ত'—কহি যদি সত্য কথা;
সব নাটকের শেষে হায়! একই দৃশ্য;—সমুদায়
সেই সে একই চিতানলে ধূ ধূ ক'রে পুড়ে যায়।

১৩

এই যে রাত্রি আঁধার স্তব্ধ; উঠছে যে এই ঢাকের শব্দ
নিস্তব্ধতার বিজনদুর্গ লুঠে নিতে বারে বারে;
অন্ধকারকে ছিন্ন ক'রে, ব্যঙ্গ ক'রে, ভিন্ন ক'রে,
জ্বলছে যে এই আলোকশ্রেণী সমুদ্ধত অহঙ্কারে;—
পরে স্তব্ধ হবে রব, আলোক নিভে যাবে সব,
—নিজের দণ্ডব্যাপী স্পর্দ্ধা তখন করবে অনুভব।

১৪

—হে কাম্য বিবাহযাত্রী! এই যে আলোকিত রাত্রি,
এই যে যাত্রাসমারোহ, দেখ্‌ছ অদ্য সগৌরবে;
ভাবছ কি হে—একদিন আবার (বটে সময় হ'লে যাবার)
একদিন আবার অন্যরকম সমারোহে যেতে হবে?
(তবে কি না সেটা ঠিক নয় ক শ্বশুরবাড়ীর দিক্‌—
আলোক কিম্বা বাদ্যও তাতে থাক্‌বে না ক সমধিক।)

১৫

সে দিন বিনা গণ্ডগোলে, (হদ্দমুদ্দ হরিবোলে)
মন্দগতি বাহক-স্কন্ধে সোজাপথে চলে যাবে!
(এমন সমারোহ—আহা!— তুমিই দেখ্‌বে না ক তাহা;
কিন্তু পথের অন্য সকল পথিকমাত্রই দেখ্‌তে পাবে);
দেখ্‌বে তারা—যাচ্ছে বেশ, নাই ক কষ্টদুঃখলেশ;
কিন্তু যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের কষ্টের পরিশেষ।

১৬

আপন ব্যক্তি সময় দেখে, তোমার আপন বাড়ী থেকে
কর্ব্বে সে দিন বহিষ্কৃত, নিয়ে যাবে দড়ির খাটে ;
তোমার আপন দেহ, 'বাসি' হবামাত্রই, অবিশ্বাসী ;
পুড়িয়ে তারে, নেহাইৎ একা রেখে আসবে শ্মশানঘাটে।
বেশী কিম্বা অল্প হোক্, দুদিন তারা কর্ব্বে শোক ;
পরে আবার অন্য জনে ক'রে নেবে আপন লোক।

১৭

—হে কাম্য শকটারূঢ় ! বল্‌ব না আজ সে নিগূঢ়
সেই সে নিত্য সত্য রূঢ়।—তোমার সুখের রাত্রি হেন !—
তোমার সুখে সমুৎসাহে কেবা বাধা দিতে চাহে ?
তোমার পূর্ণ শরচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত কর্ব্ব কেন ?
যাও বিয়ে কর্ত্তে যাও ; —সে সব কথা ভেব না-ও—
অদ্য তোমার সুখের রাত্রি—যত পার হেসে নাও।

অষ্টম চিত্র

(নর্ত্তকী)

১

দেওয়ালে ও স্তম্ভে দোলে পুষ্পমালা—
বিচিত্রবর্ণ সুগন্ধি রে।
মৃদুজ্যোতি বাতি ঝাড়ে ঝাড়ে জ্বলে,
প্রশস্ত সে নাট্যমন্দিরে।
কার্পেটে ছাদিত মেঝেয়, গড়ায় কত
মখমলে মোড়া তাকিয়া ;
গড়ায় সুভূষিত, যত অভ্যাগত
তদুপরি বাহু রাখিয়া।

কেহ করে গল্প, কেহ উচ্চ হাস্য,
ভৃত্যে ডাকে কেউ "এই বেয়ারা—
ছিলম লে আও" "হুইস্কি লে আও" "সোডা লে আও"
নানাবিধ বদ্-চেহারা।

২

এ সভায় কে গো ভূষিতা সুন্দরী
নাচো নানাবিধ ভঙ্গিতে?
মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় মত্ত ক'রে দাও
সুতাল সুলয় স্বরসঙ্গীতে?
বাজে 'বাঁয়া ডাইনে'য় মৃদু তাল কাওলি
সারঙ্গে ভূপালী রাগিণী?
একাকিনী নারী, পুরুষ-সভাস্থলে,
—কে গো তুমি হতভাগিনী?

৩

একাকিনী নারী পুরুষ-সভাস্থলে,
তথাপি নহ ত লজ্জিতা!
চরণে কিঙ্কিনী, অঙ্গে অলঙ্কার,
গোলাপী বসনে সজ্জিতা;
মাথায় ঝাঁপটা সিঁথী, কটিতটে বেড়ি'
চন্দ্রহারের স্বর্ণপ্রভা রে!
পৃষ্ঠে বিলম্বিত বেণী (কবিমতে)
সর্প সম দংশে সবারে;
রক্তিম গণ্ড, কিন্তু লজ্জাভরে নহে—
রক্তিম 'অলক্তক তরলে';
তাম্বূলে রঞ্জিত বঙ্কিম ওষ্ঠ দুটি
সরস স্বর্গসুধাগরলে!

৪

এত যে যুবতী, এত যে সুন্দরী,
এত যে করেছ সজ্জা গো;

সবই বৃথা—নাইক নারীর প্রধান ভূষা
সে নারীসুলভা লজ্জা গো ;
লজ্জাহীনা তুমি—স'রে আসো যত
রূপে, চাহনিতে, হাসিতে ;
আমি স'রে যাই ও সভয়ে পিছাই—
পারি না ত ভালবাসিতে।
খেলছে তড়িচ্ছটা বটে তোমার যুগ
লোল নেত্রে আহা মরি রে !
উঠ্‌ছে রূপের উৎস প্রতি পদক্ষেপে
বিকচ উদ্ধত শরীরে ;
রঞ্জিত তর্জ্জনী চিবুকে ছোঁয়ায়ে,
ওষ্ঠপ্রান্তে হাস্য খেলায়ে ;
বিলোল কটাক্ষ বর্ষণ কর তুমি
বামে গ্রীবা ঈষৎ হেলায়ে।
কিন্তু সবই মিথ্যা—মিথ্যা ও চাতুরী
নহে তাহাও কিছু সবিনয় ;
বিনয় ? আমি কহি উদ্ধত আস্পর্দ্ধা
প্রেমের এ নির্লজ্জ অভিনয়।
ভাবছ তুমি, তোমার প্রেমের অভিনয়ে
আমরা ম'রে যাচ্ছি সকলে ?
আমি অনুবিদ্ধ হচ্ছি কৃপায়, হেরি
প্রেমের ঐ জঘন্য নকলে।
নারি ! জানো কারে ভালবাসা বলে ?
নহে সে মোটেই ও বর্ণীয় ;
নহে সে হাস্য কি ভঙ্গী কি কটাক্ষ ;
অন্তরের সে বস্তু—স্বর্গীয়।

৫

তবে তুমি বটে সুন্দরী যুবতী ;
সেজেছও একরকম মন্দ নয় ;

দেখ্‌ছি ব'সে আমি, এবং জেনো নারী
আমি একেবারে অন্ধ নয় ;
গাচ্ছ বটে খাসা ভূপালী রাগিণী,
নাচ্‌ছ বটে খাসা কাওলি ;
শুন্‌ছি বটে আমি—কিন্তু আমার কাছে
তুমি মাত্র—নাচ্‌-আওলি।
গুণপনা আছে, মাথায় ক'রে নিব—
কিস্মৎ পাবে, নাইক ভাবনা ;
তবে তুমি আমায় পাবে না হৃদয়ে
তোমার হৃদয় আমি পাব না।
দেখ্‌তে ভাল যাহা, দেখ্‌তে ভালবাসি,
শুন্‌তে ভাল যাহা, শ্রাব্য সে ;
কিন্তু জেনো মিষ্ট ছন্দোবন্ধ হ'লেই
হয় না কোন কালেই কাব্য সে।
কাছাকাছি বটে ব'সে আছি তোমার,
কিন্তু দূরে অতি—অন্তরে ;
আমার কাছে গ্রীক্‌ কি হিব্রুভাষায় লেখা
তোমার ও হৃদয়গ্রন্থ রে।
ভালোবাসা চাহে ভালোবাসা—আর
কামী চাহে শুধু কামিনী।
কামের গোলাম হব, এখনো—হে নারি !
এত নীচে আজো নামি নি।

৬

হা রে নারি ! তোমার সজ্জা কান্তি দেখে
ভাবছে সবাই তুমি ধন্য গো ;
কিন্তু আমার চক্ষে আসে বিষাদ ছেয়ে,
অভাগিনী তোমার জন্য গো।
ও কটাক্ষতলে দেখ্‌ছি তোমার—দূরে
শূন্যে বদ্ধ করুণ দৃষ্টি এক ;

তাহার অর্থ এই কি—"বিপুল বিশ্ব মাঝে
আমিই কি জঘন্য সৃষ্টি এক।"
যা হোক্ কিছু তবু আপন বল্‌তে পারে—
সবাই এ বিশ্বমাঝারে ;
কিন্তু তুমি, তোমার যাহা কিছু ছিল,
বিকায়ে দিয়েছ বাজারে।
নাই ক তোমার স্বত্ব নিজের দুঃখে সুখে,
নিজের ক্রন্দনে কি হাসিতে ;
নাইক তোমার স্বত্ব (সুখের সেরা সুখ যে)
হৃদয় ভ'রে ভালবাসিতে।
হৃদয় তোমার,—তারেও দিতেছ তোমার এ
জঘন্য ব্যবসা শিখায়ে ;
দেহখানি তোমার,—তাহাও দিয়ে দেছ
রৌপ্যমুষ্টির জন্য বিকায়ে।

৭

তুমি যাচ্ছ যেন রাস্তায় দিয়ে হেঁটে,
দেখ্‌ছ দুটি ধারে চাহি রে—
সবাই আছে ঘরে আপন আপন নিয়ে,
তুমিই শুদ্ধ একা বাহিরে।
ঘোরা রজনীতে দেখ্‌ছ দুটি ধারে,
জ্বল্‌ছে ঘরে ঘরে বাতি গো ;
তোমারই সম্মুখে শুধু দীর্ঘ পথ,
অনন্ত তামসী রাতি গো ;
কভু ভাবি মনে এই যে নৃত্যগীতি,
এ তোমার নৃত্যগীতোৎসব না ;
নিয়তিরে কর্চ্ছ ব্যঙ্গ প্রতি 'সমে',
—প্রতি নৃত্যছন্দে ভৎর্সনা।

৮

এত কাছে, তবু এত ছাড়াছাড়ি,
তুমি আমি, এই এ কক্ষে গো ;
তবু চিনি না ক তোমারে রমণী,
ভাস্‌ছ ছবি সম চক্ষে গো।
বাজে মৃদু বাঁয়া ডাইনেয় তাল কাওলি,
সারঙ্গে ভূপালী রাগিণী ;
সঙ্গে নৃত্যগীতে, কটাক্ষে, হাসিতে,
কে গো তুমি হতভাগিনী।

———

নবম চিত্র

(হতভাগ্য)

১

একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা ;—
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ;
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে ;—পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।
একটি ছেলে একটি মেয়ে,—একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে,
হাতে ধ'রে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় ;
সারা বছর ঘুরে বেড়ায় ;—জানে না সে হতভাগা
তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় !
বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড় ;—
তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া !
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে আগুন ছোটে ;—জানে না সে
কোথায় দাঁড়ায় গাছের তলায় ছাড়া।
বর্ষা আসে ঘন ঘটায়, বজ্র ঘন কড়কড়ে,
নেমে আসে বারিধারা বেগে ;—

একবার তাকায় হতভাগা ছেলেমেয়ে দুটির পানে,
একবার তাকায় ধূসব ঘন মেঘে !

২

নৌকাখানি মাত্র ছিল যৎসামান্য, যাহা কিছু,—
পর্‌তে খেতে দুবেলা দুমুঠো ;
কুঁড়েখানি মাত্র ছিল—মাথা গুঁজ্‌তে, বস্‌তে, শুতে,
নিয়ে ছোট্ট ছেলে মেয়ে দুটো।
সাধের নৌকাখানির উপর যাত্রী নিয়ে, শস্য নিয়ে,
বেয়ে বেয়ে, ফির্‌ত দেশে দেশে ;—
যা কিছু তার ভাড়ার কড়ি পেত, নিয়ে গুঁজ্‌ত মাথা
ফিরে ঘুরে কুঁড়েটিতে এসে।
ছেলেটিকে কোলে নিত, মেয়েটিকে কোলে নিত,
ধর্‌ত বুকে বাহু দিয়ে ঘিরে ;—
অম্‌নি তাহার চোখের সাম্‌নে মুছে যেত বিশ্ব-জগৎ,—
চক্ষু দুটি বুঁজে আস্‌ত ধীরে ;
মনে হ'ত কুঁড়েখানি ; রাজার বাড়ী কোথায় লাগে !
কাঠের পালঙ্—মনে হ'ত রূপোর !
ধীরে ধীরে পাড়িয়ে ঘুম, ঘুমিয়ে পড়্‌ত, জাপ্‌টে ধ'রে
ছেলে মেয়েয় নিজের বুকের উপর।
—হা রে ভাগ্য ! যৎসামান্য সম্বল যে সেই হতভাগার,
নৌকা—তাও সে ডুবে গেল ঝড়ে,
একখানি তার যৎসামান্য কুঁড়ে মাত্র ছিল ;—তাও সে
পুড়ে গেল আগুন লেগে খড়ে।

৩

ছেলে মেয়ের ছিল না মা ; চ'লে গেছে আটটি বছর,
দেশান্তরে—কাল-স্রোতের টানে ;
যে দেশেতে মানুষ গেলে আর সে ফিরে আসে না ক,
যে দেশ কোথায়—কেহই নাহি জানে।

ভালবাস্‌ত ছেলেমেয়েয়—যেমন সব মা ভালবাসে—
প্রবল, গভীর, বিরাট, ঘন স্নেহে ;
এখন তাদের রেখে গেছে তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে,
এখন তাদের দেখেও না ক চেয়ে !
তবে কি না, যাবার সময় রেখে গেছে স্নেহটুকু
ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা ;
হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সর্ব্বস্বধন পুত্রটিরে,
দিয়ে গেছে কন্যা প্রিয়তমা ।
এখন তাদের বাপই আছে,—সে-ই বাবা, সে-ই মা,—সে-ই তাদের
বাপের চিন্তায়, মায়ের যত্নে রাখে ;—
দিনের বেলায় মজুর খেটে রোজগার ক'রে আনে কড়ি ;
রাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে থাকে ।
ইটটি ভাঙে দুপুর রৌদ্রে—বৃদ্ধ হস্তে শক্তি নাই ক !—
বহুৎ কষ্টে কর্‌তে হয় তা গুঁড়ো ;
পাশে একটি বাড়ীর ছায়ায় খেলা করে শিশু দুটি,—
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে বুড়ো ।
পয়সা দুয়েক মুড়ি কিনে, দুপুর বেলায়—নদীর ধারে
নিজেই খাওয়ায় ছেলেমেয়ে দু'য়ে ;
সন্ধ্যা হ'লে তাদের কিছু উচ্ছিষ্ট যা খেয়ে, থাকে
তাদের নিয়ে গাছের তলায় শুয়ে ।

৪

আহা মরি ! শিশু দুটো, কেমন ক'রে সহিস্‌ তোরা
—ননীর দেহে,—আহা মরি, মরি !—
(গৃহশূন্য, মাতৃহারা !) দৈন্যের এমন দারুণ জ্বালা ?—
আমরা যাহার ভারে নুয়ে পড়ি !
চাস্‌ না কিছু প্রাসাদ-ভবন, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা,
চাস্‌ না কিছু পায়সান্ন খেতে !—
পাস্‌ সে ভালোই ; না পাস্‌ ভালো ; দুটি মুঠো পেলেই হ'ল
যেমন তেমন পাতের ওপর পেতে ।

ধুলা নিয়াই খেলা-ধুলা ; পরিত্যক্ত টিনের খণ্ড,
তাকেই সুখে ডঙ্কা ক'রে বাজাস্ ;
একটি পয়সার রঙিন পুতুল পেলে—সে তো সুখের চরম !—
যত্নে রাখিস্, যত্নে তারে সাজাস্ ।
কুঁড়েয় থাকিস্ গ্রাহ্য নাই ক, মাদুরে শুস্ গ্রাহ্য নাই ক,
গ্রাহ্য নাই ক থাকিস্ ছেঁড়া সাজে ;—
তোদের দুঃখ, তোদের দৈন্য, তোদের অবমাননা—সে
হতভাগ্য মোদের বুকেই বাজে !—
তবু এমন যৎসামান্য প্রয়োজন যা, খাবার কিছু,
মাথা রাখবার জায়গা একটা, পাড়ায় ;
—তাও যে দিতে পারে না ক—হা বিধি, তৈরি করেছিলে
তোমার বিশ্বে এমন লক্ষ্মীছাড়ায় !

৫

সুখে আছ, সুখে থাকো ও গো পাড়া-প্রতিবাসী,
এদের পানে দেখো একবার চেয়ে ;—
এরাও মানুষ তোমরাও মানুষ ; রক্তমাংসের শরীর বটে ;—
তোমাদেরো আছে ছেলেমেয়ে ।
তোমাদের ঐ সুখের ভাগী হ'তে চায় না হতভাগা ;
সুখের দিন তার ফুরিয়ে গেছে ভবে !
(আহা, এমন সাধের কুঁড়ে—সোনার কুঁড়ে পুড়ে গেল !
আবার কি তার তেমন কুঁড়ে হবে !)
সুখের দাবি করে না সে,—শিশু দুটির মাথার ওপর
একটুখানি ছাউনি করে দাওয়া ;
চাহে—শুদ্ধ অন্ন দুটি শিশু দুটির মুখে দিতে,
নিজের হোক্ বা নাই বা হ'ল খাওয়া ।
ও গো পাড়া-প্রতিবাসী, নিজের ঘরের ভিতর কেহ
আদর ক'রে তাদের নাও গো ডেকে ;
আদর ক'রে তাদের মুখে অন্ন দুটি তুলে দাও গো,
তফাৎ ক'রে নিজের অন্ন থেকে ।

ঘরের একটু ছেড়ে দিতে জায়গার একটু কষ্ট হবে,
খাবার একটু কম্‌বে নিজের ভাগে ;
কিন্তু, মনের সুখটি তোমার বাড়বে বই সে কম্‌বে না ক,—
স্বর্গ পাবে মরবার অনেক আগে।
ও গো ধনী, সুখী তুমি ; তাড়িয়ে দিও নিজের জন্য
আমি যখন তোমার কাছে যাব।
পায়ে ধ'রে সাধি—শুদ্ধ খেয়ে শুয়ে কোমল শয্যায়
কখনো বা এদের কথা ভাবো।

দশম চিত্র

(বিধবা)

১

গভীর দু'পর পৌর্ণমাসী নিশি ;
নিস্তব্ধ, নিঃস্পন্দ, দশ দিশি।—
স্তব্ধ ভুবন, স্তব্ধ গগন ;
ধরণীটি নিদ্রামগন ;
চাঁদের কিরণ পড়েছে তার মুখে,
শস্যক্ষেত্রে, বনস্থলে,
কালো দীঘির কালো জলে,
বিজন পথে, বিজন মাঠের বুকে।
গাভীরা সব ঘুমায় পীঁড়ে ;
পাখীরা সব ঘুমায় নীড়ে ;
মানুষরা সব ঘুমায় নিজের ঘরে ;
আকাশে মেঘ ঘুমিয়ে আছে ;
পুষ্পগুলি ঘুমায় গাছে ;
ঘুমায় সবাই বিশ্ব-চরাচরে।
কেবল ধীরে, অতি ধীরে,
ঢেউয়ের মত, বিশ্বতীরে
মাঝে মাঝে বাতাস লাগ্‌ছে আসি ;

কেবল দূরে, অতি দূরে,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, মেঠো সুরে,
উঠ্‌ছে কোন্ এক হতভাগ্যের বাঁশী।

* * * *

২

এমন সময়, শূন্য ঘরে,
কে গো তুমি ভূমি 'পরে,
ব'সে মুক্ত বাতায়নের মূলে ?
একাকিনী আছ চেয়ে,
কে তুমি সুন্দরী মেয়ে,
স্রস্তবসন, স্রস্ত এলোচুলে ?
ছড়িয়ে দুটি রাঙ্গা পায়ে,
হেলান দিয়ে কবাট-গায়ে,
মরালগ্রীবা বাঁকিয়ে বাইরের দিকে ;
একটি হস্ত ন্যস্ত ক্রোড়ে,
একটি গরাদেটি ধ'রে,
চেয়ে আছ কে গো অনিমিখে ?
দেখছ কি মা ?—পথে, গাছে,
এমন কি মা! দেখ্‌বার আছে,
এতক্ষণ যা দেখ্‌তে লাগে ভালো ?
কুঞ্জ-বনের শ্যামল কায়া ?
মাঠের হরিৎ ? গাছের ছায়া ?
দীঘির জলে, চাঁদের সাদা আলো ?
—আকাশ সুনীল, ধরা শ্যামা,
কিছুই তুমি দেখ্‌ছ না মা ;
দেখ্‌ছ, ব'সে বাতায়নের ধারে,—
জীবন-গ্রন্থখানি খুলি,
অতীত কালের পৃষ্ঠাগুলি,
উল্টে পাল্টে তাহাই বারে বারে।

দেখ্‌ছ মানস-চক্ষু দিয়ে,
ভূত কালে ফিরে গিয়ে,
   (এখন থেকে ষোড়শ বর্ষ পাছে,
স্মৃতিবলে কর্চ্ছ চারণ ;)
কর্চ্ছ অতীত জীবনধারণ ;—
   চর্ম্ম-চক্ষু চেয়ে মাত্র আছে।

*   *   *   *

৩

কত কথা মনে আসে ;
কত লুপ্ত ইতিহাসে,
   —গাঢ়ভাবে ছেয়ে আছে স্মৃতি ;
কত ক্ষুদ্র সুখ ব্যথা,
বাল্যকালের কত কথা,
   কত হাস্য, কত গল্প, গীতি।
মনে পড়ে,—সকাল বেলা,
বাড়ীর ছায়ায়, ঘুঁটি খেলা ;
   ফল্‌সা পাড়্‌তে গাছের উপর ওঠা।
মনে পড়ে,—চাঁপায় ঘিরে
ভোমরাগুলো ঘোরে ফিরে ;
   মনে পড়ে অশোক কুসুম ফোটা।
মনে পড়ে,— বেলা দু'পর,
ছায়ায়, শ্যামল ঘাসের উপর,
   রৈতে ব'সে—দেখ্‌তে চেয়ে চেয়ে—
পুরুষগুলো নাইছে ঘাটে,
গাভীগুলো চর্চ্ছে মাঠে,
   পদ্মগুলো কালো দীঘি ছেয়ে।
মনে পড়ে,—সন্ধ্যাকালে,
ফেরে গাভী পালে পালে ;
   অস্তগামী রবির শোভা কত ;—

কিরণ, আকাশ ছাপিয়ে এসে,
পৃথিবীতে পড়েছে সে,
সাজিয়ে তারে বিয়ের কনের মত।
রাত্রিকালে—ঘরের কোণা,—
দিদিমায়ের গল্প শোনা ;
রামের বিয়ে, কীর্ত্তি ভুলো ক্ষ্যাপার,
জটাই বুড়ী, হীরের মাটি,
মরণ-কাটি, জীয়ন-কাটি,
ভূতের যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার।
—কত সুদিন, এমনি এসে,
ভেসে চ'লে গিয়েছে সে,
সকাল, দু'পর, সন্ধ্যা, রাত্রিবেলা ;
ভাবনা চিন্তা নাহি জানে ;
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মানে ;
কেবল হাস্য, গীতি, গল্প, খেলা।
পরে একদিন—মনে পড়ে,—
শুভ কোলাহল-স্বরে,
শুভ বাদ্যে, শুভ শঙ্খরবে,
দীপোজ্জ্বল গৃহাঙ্গনে,
শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে,
সুসজ্জিত শুভ মহোৎসবে,—
আপন জনে ক'রে 'পর',
গেলে তুমি পরের ঘর,—
করতে গেলে পরের জনে আপন ;
বুঝলে পতি কারে বলে,
বাসলে ভালো ধরাতলে,
কর্লে দুটি মধুর বর্ষ যাপন।

* * * *

৪

কি মধুর সে বর্ষ দুটি !—
যেন একটা লাগাও ছুটি ;
যেন একটা অবিশ্রান্ত গীতি ;
যেন একটা মলয় হাওয়া ;
যেন শুদ্ধ ভেসে যাওয়া ;
যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে স্থিতি।
এ জীবনে সে সুখ পরম !
সর্ব্ববিধ সুখের চরম !
সে সুখে নাই কলঙ্ক কি ত্রুটি ;
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে ;
মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে ;
প্রেমের সেই সে প্রথম বর্ষ দুটি !
আজি, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
সে সব কথা মনে পড়ে,—
মনে পড়ে প্রাণের কথা নানা ;
প্রথম দিনে, শুভ ক্ষণে,
অজানিত-পূর্ব্ব জনে
এ সংসারে আপন ব'লে জানা।
মনে পড়ে,—শ্বশুরঘরে,
কত ক্ষুদ্র ছলভরে
নিত্য পতির কাছে দিয়ে যাওয়া ;
তাহার মুখটি অতুল সৃষ্টি ;
তাহার স্বরটি সুধাবৃষ্টি ;
লুকিয়ে শোনা, লুকিয়ে তারে চাওয়া।
মনে পড়ে,—পতির, বধূর,
নিভৃতে সে মিলন মধুর ;—
সে চাহনি, সেই যুক্তপাণি ;

অন্ততঃ একদিনের জন্য
বুঝ্‌তে পারা ভাষার দৈন্য ;
অসংলগ্ন সে অস্ফুট বাণী ;
অর্থশূন্য নানা উক্তি ;
ভালবাসা নিয়ে যুক্তি,—
"তুমি ভালবাস না, তা জানি !"
"বাসি", "বাসি", "বাসি",—তারে
বল্‌তে হবে বারে বারে ;
অবিশ্বাস্য তথাপি সে বাণী।
অভিমানে ফিরে চাওয়া ;
হস্ত দুয়েক দূরে যাওয়া ;
দাঁড়ানো ; ও ফিরে গিয়ে সাধা ;
চেষ্টা ক'রে বিবাদ-সৃষ্টি ;
চেষ্টা ক'রে বিরাগ-দৃষ্টি ;
প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে কাঁদা।
দুটি বর্ষ গেল কি এ ?
চ'লে গেল কোথা দিয়ে ?
বিধির বিধি এমনি পরিপাটী !
সুখের বছর হয় সে গত
একটি ছোট দিনের মত,
দুখের বছর যুগের মত কাটে।

৫

একদিন, এখন মনে আসে,
প্রথম একদিন, চৈত্র মাসে,
পূর্ণচন্দ্রজ্যোৎস্নালোকে, একা,
বসেছিলে বাড়ীর ছাদে,
ছিলে চেয়ে পূর্ণ চাঁদে ;
ঝাউয়ের প্রান্তে যাচ্ছিল সে দেখা ;—

বইতেছিল বাতাস মধুর ;
গাইতেছিল দোয়েল অদূর
বকুলগাছে ; এমনি সুনীল গগন ;
সেও সে এমনি রাত্রি দু'পর,
একা তুমি ছাদের উপর
ছিলে ব'সে, স্বামীর চিন্তায় মগন ;
কি যে গাঢ় চিন্তা, ভয় সে ?
কি সন্দেহ, অনিশ্চয়, সে ?
হৃদিতলে কি সে অন্তর্দাহ ?
নাইক নিদ্রা নেত্রপুটে ;
হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠে ;—
কেন ?—পত্র পাও নি দু' সপ্তাহ।
সে শঙ্কা,—উভয়ের ভবে
হয় ত আর না দেখা হবে ;
—অমনি বিশ্ব লুপ্ত অন্ধকারে।
তবে তারো মধ্যে লেখা
ছিল একটি আশার রেখা—
'হয় ত আবার দেখা হতেও পারে।'
কিন্তু আজি, শুভাশুভ
জীবনের যা, জান ধ্রুব ;—
দেখ্‌ছ তুমি স্পষ্টাক্ষরে লেখা ;
নিবিড় ভাবে, কালো ছত্রে,
বিশ্ব-খাতায় জীবন-পত্রে,—
"তার সঙ্গে আর হবে না ক দেখা।"
—যত আছে নিগূঢ় তথ্য,
এর চেয়ে নয় কিছু সত্য,
যেটা আজি দেখ্‌ছ ব'সে তুমি ;
যতখানি হেঁটে যাচ্ছ,
যতখানি দেখতে পাচ্ছ,—
ধূ ধূ কর্চ্ছে জীবন মরুভূমি।

মহাশূন্য, দগ্ধ সে যে,
জ্বল্‌ছে অন্ধ-কারী তেজে,
অগ্নি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে বায়ু ;
নাই ক বারি, নাই ক তরু,
কেবল বালু, কেবল মরু ;
—শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

*   *   *

৬

রাত্রি গভীর হ'তে গভীর !
পট-প্রান্তে বিশ্ব-ছবির
জ্যোৎস্নালেখা মুছে গেল ধীরে ;
অলস হ'য়ে এলে আঁখি ;
গরাদেতেই মাথা রাখি
ঘুমিয়ে পড়্‌ল আমার জননী রে।

*   *   *

৭

হায় রে মানুষ! বিধির কৃত্য
চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি নিত্য ;
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি !
খোসামোদের মন্দির খুলে,
মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে,
উচ্চৈঃস্বরে, "দয়াল!" ব'লে ডাকি !

একাদশ চিত্র

(সিরাজদ্দৌলা)

১

গভীরা তামসী রাত্রি ; বিশ্বজগৎ ঘুমিয়ে গেছে ;
আকাশ জুড়ে চতুর্দ্দিকে ঘিরে আছে মেঘে ;
মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে ; শূন্য প্রান্তরেতে কেবল,
হুহু ক'রে ব'হে যাচ্ছে সজল বাতাস বেগে ;
নাই ক আলোক, নাই ক শব্দ ;—কেবল আকাশ দীর্ণ ক'রে
মুহুর্মুহু পূর্ব্বভাগে খেলে বিদ্যুচ্ছটা ;
কেবল দূরে অতি দূরে—'গুরু গুরু' গুরু শব্দে
মুহুর্মুহু বজ্র হানে কৃষ্ণ ঘন ঘটা ;
জলে স্থলে শূন্যে শুধু—বৃষ্টিধারা—বৃষ্টিধারা
অন্ধকারে লুপ্ত বিশ্ব—হয়ে গেছে হারা ;
আকাশ থেকে পড়ছে তোড়ে, ভূমি থেকে লাফিয়ে ওঠে,
অবিশ্রান্ত অসীম বেগে প্রবল বারিধারা।

২

সুদূর জলায় একটি কুটীর ; চারি দিকে বন্ধ দুয়ার,
অন্ধকারে একা আছে স্তব্ধ ভাবে খাড়া ;
যেন ভয়ে হতবুদ্ধি ; সে দিকেতে নাই ক প্রাণী,
নাই ক কোন অন্য কুটীর, নাই ক কোন পাড়া ;
কুঁড়ের ভিতর একটি যুবা শুয়ে আছে মাটির উপর ;
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাতে এপাশ ওপাশ ফিরে ;
শিয়রেতে ব'সে আছে নত নেত্রে একটি নারী,
কোমল দুটি বাহু দিয়ে যুবার শরীর ঘিরে।
কে সে যুবা ? কে সে নারী ? কেন, এ ঘোর রাত্রিকালে,
জনশূন্য জলার উপর কুঁড়ের ভিতর তারা ?
—চারি দিকে ব'হে যাচ্ছে বর্ষার প্রবল সজল বাতাস,
চারি দিকে অবিশ্রান্ত পড়ে জলধারা।

৩

এই যে যুবা, স্বল্পশ্মশ্রু, সুগৌরাঙ্গ—এই যে যুবা
অন্য কোন ব্যক্তি নহে—এ যুবা সেই সিরাজ ;—
যাহার নামে বিকম্পিত নীতিধর্ম্মন্যায়নিষ্ঠা,
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার এই মহারাজাধিরাজ ;
না না,—ভুল্ছি ;—এই যে যুবা—কল্য ছিল রাজাধিরাজ,
কম্পিত প্রতাপে যাহার হ'ত বঙ্গভূমি ;
অদ্য কেহ নহে ;—শুদ্ধ সামান্য মনুষ্য মাত্র,
যেমন গরিব যেমন তুচ্ছ আমি কিম্বা তুমি।
কল্য ব'হে গেছে ঝঞ্ঝা এ শাল্মলীর উপর দিয়া,
উন্মূলিত সে শাল্মলী ভূমিতলে চুমি ;
কল্য যাহা শত হর্ম্ম্য-বিমণ্ডিত নগর ছিল,
বিরাট্ ভূমিকম্পে আজি তাহা মরুভূমি ;
কল্য যাহা ছিল উচ্চে উঠায়ে উদ্ধত শিরে,
চক্রের আবর্ত্তনে নিম্নে আজি তাহা নত ;
এতক্ষণ যে সূর্য্য ছিল খরগর্ব্বে মাথার উপর,
দিবার পরে সেই সে সূর্য্য এখন অস্তগত।
পরাজিত, পরিত্যক্ত, পলায়িত, লুক্কায়িত,
অদ্য এ দীন কুঁড়ের ভিতর, বঙ্গ-অধিপতি ;
পার্শ্বে বসি অধোমুখে প্রিয়তমা প্রধান বেগম,
—দুর্দ্দিনে সঙ্গিনী একা প্রিয়তমা সতী।

৪

—হা রে হতভাগ্য!—তুমি স্বপ্নেও কভু ভেবেছিলে
এমন অধম কুঁড়েয় মাথা রাখতে হবে কভু ?
তাই বা কৈ সে রাখ্তে দিচ্ছে ; তোমার মাথা নেবার জন্য
পাঠিয়েছেন পরোয়ানা বঙ্গের নব প্রভু।
নৈলে যে তাঁর আহার নিদ্রার বিশেষ রকম ব্যাঘাত হচ্ছে!
তোমার মুণ্ড চাইই, সেটা নিয়ে আস্তেই হবে ;

জাফর তোমার মাথামুণ্ড না পেয়ে যে ভেবে আকুল।
তোমার মাথার এত মূল্য ভেবেছিলে কবে ?

৫

হা রে হতভাগ্য !—কেন ? তাই বা কেন ? কিসের জন্য ?
রাজত্ব যা ক'রে গেছ ভুভারতে সেরা !
একটি দিকে হিন্দুগণে দলেছ ত শ্রীচরণে,
সেলাম ঠুকে নিলে যেমন এল ইংরাজেরা।
বন্দী করেছিলে যদি দু'চারিটি ইংরাজেরে,
সন্ধি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছ ত সিরাজ ;
মুষ্টিমেয় শ্বেতমূর্ত্তি দেখে ভয়ে কম্পান্বিত
উড়িষ্যা বিহার ও বঙ্গের মহারাজাধিরাজ !!!
কৃতঘ্নতা ? মীর্জাফরের কৃতঘ্নতা ? চিন নি কি
নেও নি কি মীর্জাফরে পূর্ব্বাবধি জেনে ?
কর নাই ক কেন তারে পদাঘাতে দূরীভূত ?
কেন বা নেও নি ক রশ্মি নিজের হাতে টেনে ?
পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে, কামান নিয়ে,—হা রে লজ্জা !—
তিনটি হাজার সঙ্গিন দেখে ভয়ে তুমি সারা !
মীর্জাফরের পায়ে মাথা রাখ্‌তে হ'ল না ক ঘৃণা ?
তোমার সৈন্য, সেনাপতি—তোমার উপর তারা !

৬

—না না ; বুঝেছিলে তুমি—তুমি মাত্র নামে নবাব,
আসল নবাব তোমার সেনা, তুমি প্রতিনিধি ;
বুঝেছিলে—বিধির বিধান তুচ্ছ ক'রে নবাব তুমি,
ইংরাজ তামিল কর্লে শুদ্ধ বিধির দণ্ডবিধি।
নিম্নচূড় ঊর্দ্ধভিত্তি মন্দির ক'দিন টিকে থাকে ?
বিনা পাত্র উচ্চে বারি মুহূর্ত্তও না রহে ;
তোমার পতন—জেনো সিরাজ—তোমার পতন, স্বর্গতলে,
ঘটিয়েছেন স্বয়ং বিধি ;—ইংরাজেরা নহে।

যদি রাজ্যের হ'ত ভিত্তি প্রজাদিগের দৃঢ় প্রীতি,
হ'তে হ'ত না ক তোমার জাফর-ভয়ে ভীত ;
ইংরাজ ও ফরাসি শক্তি পদাঘাতে ঠেলে ফেলে,
তোমার শাসন আজও বঙ্গে রৈত প্রতিষ্ঠিত।
ইংরাজে করে নি সিরাজ তোমায় কভু পরাজিত,
মীর্জাফরও করে নি ক তোমায় আজি দমন ;
দিবারাতি প্রজাদিগের এত বেশী খেয়েছ, যে
জীর্ণ হয় নি, সে সব আজি কণ্ঠে হ'ল বমন।

৭

মাথা পেতে লহ দুঃখ,—বড় তুচ্ছ করেছিলে
রাজনৈতিক মহানিয়ম,—সে জন্য এ পতন ;
তোমার পূর্ব্বে তোমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী যারা,
আরো উঠে, প'ড়ে গেল তারাও তোমার মতন।
প্রজার অর্থ প্রজার শক্তি রাজকোষে রাজসৈন্যে,
টেনে এনে কর তারে কেন্দ্রীভূত যবে ;
প্রজা যদি উর্দ্ধে তারে ধ'রে রাখে, রহিবে সে,
প্রজা যদি টানে নিম্নে—পতন হতেই হবে।
প্রজার অর্থ টেনে এনে প্রজার জন্যই দিতে হবে,
"সহস্রগুণ দেবার জন্য বাষ্প টানে রবি" ;
প্রজার হিতেই রাজার হিত—তা বুঝেছিলেন আর্য্য ঋষি,
বুঝেছিলেন বিশ্বের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

৮

সহে না ক, কিছুই বেশী সহে না ক রাজাধিরাজ!
অতিদম্ভী অত্যাচারীর পেতে হবে সাজা ;
একদিন নেমে যেতেই হবে নিয়মবলে, কালের চক্রে ;
—প্রজার ইচ্ছায় রাজা যে জন, সেইই সত্য রাজা।
তুমি? তোমার শক্তি?—বটে-দুইটি ভুজে ধরে যাহা!
প্রজাশক্তি রুষ্ট হ'লে তাহা নাহি সহে ;

কোটি প্রজার অভিশাপ যা উঠে উর্দ্ধে দিবারাতি,
—জেনো সবাই—কখনই ব্যর্থ তাহা নহে।
তাইতে তুমি, রাজাধিরাজ, গোলামেরও গোলাম আজি,
অন্ধ রাত্রির অন্ধকারে ভয়ে আত্মহারা ;—
সামান্য এ কুঁড়েয় শুয়ে—যখন বাইরে বইছে বাতাস,
যখন বাইরে প্রবল বেগে ঝরে জলধারা।

৯

—কিম্বা সিরাজ কিসের দুঃখ! একটি রাত্রে ভুঞ্জেছ তা,
আমরা যে সুখ ভুঞ্জি বর্ষে 'খুঁজে পেতে' নিয়ে ;
এক চুমুকে করেছ পান, আমরা যা খাই চেকে চেকে!
পড়েছ ত পড়েছ, তাই এখন দুঃখ কি এ?
—ভাবো সিরাজ তোমার প্রাসাদ, ভূষিত লণ্ঠনে ঝাড়ে ;
আলোবোলা টানা ব'সে মণিরত্নাসনে ;
ভাবো আজ্ঞাবহ শত ভৃত্য—শুদ্ধ করে তোমার
ইঙ্গিতের অপেক্ষা মাত্র—ভাবো এখন মনে।
ভাবো সে এস্রাজে মৃদু ঝঙ্কারে তবলাচাঁটি,
ভাবো সে রমণী-নেত্রে বিলোল চাহনি ;
ভাবো শত নারীকণ্ঠে কলগীতি কলহাস্য ;
ভাবো শ্রীচরণে তাঁদের শিঞ্জিনীর সে ধ্বনি ;
ভাবো সেই সে আলোকিত রাত্রি ;—সুভূষিত কক্ষে,
স্বর্গ হ'তে অবতীর্ণ অপ্সরাদের মেলা ;
ভাবো আজি ঘূর্ণমান সে পেশোয়াজে ; ভাবো আজি
বিলাসের সে চরম সীমা—নারী নিয়ে খেলা ;
মনে কর আজি সে সব—জীবন ত ভোগ ক'রে নেছ,
কিসের দুঃখ, উঠে যারা তাদেরই হয় পতন ;
পতন না সম্ভবে কভু তাদের, যারা চিরজীবন
মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে আমাদিগের মতন।
এখন তবে ভাব সে রাত, যে রাত তুমি সবার কেন্দ্র,
তীব্র সুখে বিদ্ধ, অর্দ্ধ সুপ্ত, আত্মহারা ;

মনে কর এখন তাহাই—বহুক বাইরে প্রবল বাতাস,
ঝরুক বাইরের অন্ধকারে প্রবল বারিধারা।

১০

—আমার চক্ষু ভ'রে আসে তোমায় আজি কুঁড়েয় দেখে,
—যদিও তাও তোমার প্রাপ্য নহে রাজাধিরাজ!
—হত্যাকারীর ফাঁসী দেখে যে দুঃখে প্রাণ কোমল করে,
রাবণেরও পতন দেখে যে দুঃখ হয় সিরাজ!
—কোথায় তোমার মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ, কোথায় পর্ণকুটীর!
তাতেও তোমার মাথা রাখবার জায়গার কিছু অভাব;
আগে হাতে মাথা কাটতে কত শত যেই তুমি—
নিজের মাথা নিয়ে ব্যস্ত অদ্য সেই নবাব।

দ্বাদশ চিত্র

(মগুপ)

১

আমি না হয় বড়ই খারাপ; তোমরা ত সব আছ ভালো!
অনেক সাদা ভেড়ার মধ্যে দুটো একটা থাকে কালো!
আমায় কেন গালি পাড়ো; করেছি কার কি অনিষ্ট?
বলেছি কি কারো কাছে আমি একটা যীশুখ্রীষ্ট?
দু'পয়সা যা ঘরে আনি, নিজের শ্রমেই এনে থাকি;
উড়িয়ে দি তা উড়িয়ে দি, আর জমা রাখি জমা রাখি।
ফতুর হয়ে যে দিন আমি তোমার কাছে চাইতে যাব,
না হয় দু'ঘা বসিয়ে দিও, নীরব হয়ে লাঠি খাব।

২

আমায় তুমি ভালো বাসো? বল যা তা অনুরাগে?
আমার অধঃপতন দেখে তোমার মনে ব্যথা লাগে?
আমি এটা কর্চ্ছি খারাপ, তা কি বুঝিয়ে দিতে আসো?
তবু বল ব্যথা লাগে? তবু বল ভালো বাসো?

আমার জন্য কেউ কি কভু নিজের স্বার্থকণা ছাড়ো ?
ভালোবাসার লক্ষণ কি এ—আমায় শুদ্ধ গালি পাড়ো ?

৩

দেখ হয় ত আমি একটু বুদ্ধিশূন্য স্বভাবতঃ,
(আশা করা অন্যায় সবার বুদ্ধি হবে তোমার মত)
তবু আমার বোধ হয় আমি এমন বোকা নই ক ভারি ;
আমার বোধ হয়, আমায় একটা বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারি।
এটা খারাপ বুঝিয়ে দিলে একটুখানি ব'লে ক'য়ে,
সুরা ছাড়বো না ক শুধু, থাকব তোমার গোলাম হ'য়ে।
স্বার্থ ছাড়ো নাহি ছাড়ো, বুঝব আমার জন্য ভাবো,
বুঝব তুমি ভালোবাসো—এবং ভালো হ'য়ে যাব।

৪

—এস বন্ধু কাছে ব'সো ; বন্ধুভাবে তোমার কাছে,
নিতান্তই বন্ধুভাবে, আমার কিছু বলবার আছে।
বাক্যহানাহানি চক্ষুরাঙারাঙি পরিহরি,
এস একটু শান্তভাবে বন্ধুভাবে তর্ক করি।

৫

এটা খারাপ !—কিসে খারাপ ?—এতে শরীর খারাপ করে ?
রাত্রি জাগাও খারাপ তবে যাত্রায় কিম্বা থিয়েটরে।
যে জন রাত্রি জাগে তাকে নিন্দা কর হেন ভাবে ?
আমি যদি উচ্ছন্ন যাই, উচ্ছন্ন ত সেও যাবে।
কেবলি যে শুয়ে থাকে, পোলাউ কোর্ম্মা খাচ্ছে খালি ;
যকৃৎ খারাপ হতেই হবে ;—তারে এমন পাড়ো গালি ?
ক্রমাগত সন্দেশ কিম্বা ইলিশ মৎস্য খেলে পরে,
উদরাময় হোক বা না হোক, শরীর নিশ্চয় খারাপ করে ;
'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্' এটা বটে আমি মানি,
তবে কিসে খারাপ যদি একটু আধটু ব্র্যাণ্ডি টানি ?

৬

পয়সা বেশী খরচ হয় ?—তা হয় না আতর গোলাব মেখে ?
ল্যাণ্ডো ফেটিন হাঁকিয়ে ? কি চৌরঙ্গীতে বাড়ী রেখে ?
তাকে তুমি নিন্দা কর ?—বরং বল দরাজ বটে ;
একটা গেলাস ব্র্যাণ্ডি খেলেই বিশ্বশুদ্ধ কেন চটে ?
হপ্তার মধ্যে হদ্দমদ্দ একবার ক'রে ব্র্যাণ্ডি টানি,
নিজের পয়সায় কতক এবং পরের পয়সায় কতকখানি।
এক্সা নম্বর একের দাম ত পাঁচটি মুদ্রা ; তাতে ভাবো,
পাঁচটি মুদ্রার ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আমি ফতুর হয়ে যাব ?

৭

তবে যদি মাত্রা চড়ে ?—সেটা বটে গুরুতর ;
তবে কি না চড়ে না সে, ইচ্ছা যদি নাহি কর ;
চড়ত যদি নেশা হ'ত, চড়ত যদি খেতাম নিত্য ;
ব্র্যাণ্ডি আমার প্রভু নহে ; ব্র্যাণ্ডি আমার বাঁধা ভৃত্য।
একটু আধটু রঙিন নেশা—সেটায় নাই ক কোন বাধা,
ব্র্যাণ্ডি নেহাইৎ মন্দ নহে—ব্র্যাণ্ডির নেশাই খারাপ দাদা।

৮

মানি আমি সুরাপানে গোল্লায় গেছে অনেক লোকে,
অনেকে করেছে অনেক খারাপ কর্ম্ম নেশার ঝোঁকে ;—
স্ত্রীপুত্রদের খেতে দিতে পারে না ক কোন মতে ;
মদের জন্য বাড়ী ছেড়ে ফির্ত্তে হচ্ছে পথে পথে ;
—তখন কিন্তু সুরাই প্রভু, তাঁরা তখন সুরার ভৃত্য,
তখন ত সে হ'তে পারে গোষ্ঠীশুদ্ধর অপমৃত্যু ;
তখন সে নয় ব্র্যাণ্ডির নেশা, ব্র্যাণ্ডির নেশার নেশা সেটা,
যখন সে জন এমন অধম, তখন সে মরুক গে বেটা।

৯

নারীর জন্য হয়ে গেছে বিশ্বে অনেক মহা ক্ষতি,—
লঙ্কার পতন, ট্রয়ের যুদ্ধ, আণ্টোনিয়োর অধোগতি,

সুন্দ উপসুন্দের মৃত্যু, ইন্দ্রের মহা দুরবস্থা,
সত্য হীরার মতন বিরল, মিথ্যা ধূলার মতন সস্তা ;—
এ সব উদাহরণ দেখে, মানুষ কি ছাই এ সব ভেবে,
এ সংসারে তবে বাবা বিয়ে করা ছেড়ে দেবে ?

১০

ভূমির জন্য করে নি কি অনেক যুদ্ধ অনেক জাতি ?
কুরুক্ষেত্রের মহাসমর, জাপান রুষের মাতামাতি,
অনেক শাঠ্য, অনেক দ্বন্দ্ব ; মোকদ্দমা ভারি ভারি ;
—সে জন্য কি সবাই এখন ছেড়ে দেবে জমিদারি ?
আগুন জ্বালা ছেড়ে দেবে কারণ অগ্নি করে দাহন ?
নদীর জলে ডোবে ব'লে কর্ব্বে না কি অবগাহন ?
মানবের ত মহাশত্রু চারি দিকে পদে পদে ;
আপত্তিকর নহে কিছু, আপত্তি যা শুধু মদে ?

১১

বলবে তুমি মদ্য খেলে লোকে বড় নিন্দা করে।
সে ত মানুষ চিরকালটা ক'রেই আসছে পরস্পরে।
নিন্দাভাজন হ'লেই কেহ, মন্দ কি তায় হতেই হবে ?
ভারি বড় ছিলেন যাঁরা, নিন্দাভাজন ছিলেন সবে,
নিন্দা করে—আমার সঙ্গে মেলে না ক ব'লে না কি ?
আমিও ছাই কেবল তাঁদের প্রশংসাই কি ক'রে থাকি ?

১২

তোমার মনে ব্যথা লাগে ?—এটা কিছু যুক্তি নহে ;
তাতে কিছু প্রমাণ হয় কি ? এ কি কোন শাস্ত্রে কহে ?
তোমার অনেক জিনিষ আমার ভাল লাগে না ক ভেবে,
আমি কি তাই পাড়্ব গালি ? তুমি কি তাই ছেড়ে দেবে ?

১৩

বলতে পারো একটা কথা—সেটা হচ্ছে—শাস্ত্রে লেখে—
বিবেকেই মানুষ আসল তফাৎ হচ্ছে পশু থেকে ;

মদ্য সেটা লুপ্ত করে—অর্থাৎ কি না—সেটার মানে—
মদ্য মানুষটাকে নেহাইৎ পশুর ধাপে টেনে আনে;
তা কি করা উচিত যাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়?
যাতে শেষে মানুষ—কি না—পশুর ধাপে গিয়ে দাঁড়ায়?

১৪

আমি বলি মনুষ্যের এ বুদ্ধিবৃত্তির তীব্র জ্বালায়
মাঝে মাঝে এমনি হয় যে ইচ্ছা হয় যে ছুটে পালাই।
রোগে শোকে অপমানে মানুষ যখন তীব্র ক্ষত,
তখন এ বিস্মৃতি আসে যেন একটা সুখের মত;
বুদ্ধিবৃত্তির রাজ্যে সে ত প'ড়ে আছিই নিত্য কাজে;
মন্দ কি এ নেশার রাজ্যে ছুটি নেওয়া মাঝে মাঝে?—
যখন আসে উদাস ভাবটা; অথবা হতাশা বড়;
যখন বাদলায় একা মনের অবস্থাটা গুরুতর;
তখন নেশার আশ্রয় নিই, অবসন্ন হই পাছে—
আর সে, বল দেখি দাদা সুরার মত নেশা আছে?

১৫

তবে এটা কিসের খারাপ?—কি হে ভায়া কোথায় যাবে?
ছেড়ে দিচ্ছি না ক দাদা;—তর্ক কর বন্ধুভাবে।
কিসে খারাপ মদ্য খাওয়া?—কোন্‌টি খারাপ কোন্‌টি নহে,
নানাবিধ এ বিষয়ে নানাবিধ শাস্ত্রে কহে।

১৬

আমারই অনিষ্ট যদি সুরাপানে—মানিই যদি—
তোমাদের কি স্বত্ব দাদা—গালি পাড়ো নিরবধি?
আমার নিজের ইষ্টানিষ্ট?—সে ত সবাই ভেবে থাক;—
বুদ্ধিমানে বোঝে সেটা, নির্ব্বুদ্ধি তা বোঝে না ক।
নিজের ভালো নিজের মন্দ, আপাত কি ভবিষ্যতে,
সবাই একটু অধিক মাত্রায় বুঝ্‌ছে সেটা বিধিমতে।

সেটা স্বার্থ ; ধর্ম্ম নহে !—কৃপণ যদি টাকা জমায়,
সেটা মহাধর্ম্ম কেহই বলবে না ক কোন সময়।
কেহ যদি স্বাস্থ্যের জন্য নিত্য ব্যায়াম করে—সেও
মহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি, এমন বলবে না ক কভু কেহ।
কিম্বা যে জন পড়ে কাব্য নিত্য দু'পর রাত্রি যাপি,
কেহই বলবে না ক কভু সে জন একটা মহাপাপী ;
—তবে পরের ইষ্টানিষ্টে ভালমন্দ আমি মানি
পরকে দুঃখ দেওয়াই খারাপ, এইটি সত্য ধ্রুব জানি।

১৭

যখন বুদ্ধ বেরিয়েছিলেন গৃহ ছেড়ে পথে পথে,
অতি বুদ্ধির কার্য্য সেটা হইছিল না কোন মতে ;
খ্রীষ্ট যখন পরের জন্য ক্রুশের উপর মরেছিলেন,
কেহই বলবে না যে তিনি বুদ্ধির কার্য্য করেছিলেন ;
যখন মাকে স্ত্রীকে ছেড়ে বেরিয়েছিলেন মহাপ্রভু,
নিজের স্বার্থ ভেবেছিলেন কেহই বলবে না ক কভু ;
যাঁহারা এ পৃথিবীতে হয়ে গেছেন চির ধন্য,
নিজের জন্য ভাবেন নি ক, ভেবেছিলেন পরের জন্য।

১৮

তবে যে জন নিজের জন্য নিজের ক্ষতিই ক'রে থাকে,
তাকে মূর্খ বল, কিন্তু পাপী বলো না ক তাকে ;
কিন্তু আমি মূর্খ সেটাও স্বীকার কর্ত্তে পারি না ক,
কিছু দিয়ে পাচ্ছি কিছু এটা যদি মনে রাখো।
তোমরা অর্থ দিয়ে কেনো আম্র, মাংস, ঘৃত, চিনি ;
আমি বেটা টাকা দিয়ে না হয় একটু ব্র্যাণ্ডি কিনি।
তোমরা স্বাস্থ্য বিনিময়ে কেহই অর্থ কেনো না কি ?
আমি না হয় স্বাস্থ্য দিয়ে একটু আমোদ কিনে থাকি।

১৯

বলবে তুমি আমি একটা সমাজের ত অঙ্গ বটে,
আমার কুদৃষ্টান্ত দেখে কেহ যদি পিছু হটে !

আমিই না হয় সুরাপানের উচিত মাত্রা রাখতে পারি,
কিন্তু সেরূপ মনের শক্তি আছে— বল্‌বে—ক'জনারই ?
যখন আমার দেখাদেখি দশ জন ব্র্যাণ্ডি ধর্ত্তে পারে,
তখন পরের জন্য আমায় বর্জ্জন কর্ত্তে হবে তারে।
আমি বলি—আছে বিশ্বে সুদৃষ্টান্ত এত ভাবে,
আমারই এ কুদৃষ্টান্ত কেন বেছে নিতে যাবে ?
—নেয়ই যদি, আসুক তবে শিক্ষা নিতে আমার কাছে,
শিখিয়ে দেবো আত্মরক্ষার কত রকম উপায় আছে ;
ধাপে ধাপে উঠিয়ে নেবো হাতটি ধ'রে এমনি ভাবে,
যে তার পরে মদ্য খাওয়া ভারি সোজা হয়ে যাবে।
—যদি সাঁতার না শিখে কেউ গভীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে,
আমায় কি দোষ দেবে কেহ, যদি বেটা ডুবে মরে।

২০

আসল কথা—ভোগের জন্য সবই জিনিষ তৈরি ভবে ;
তবে তাদের নিজের মুঠোর মধ্যে ক'রে নিতে হবে।
সুরা যদি চালায় তোমায় তা'লে সুরা মহা অরি,
সুরায় যদি চালাও তুমি, তা'লে সুরা শুভঙ্করী।

২১

—আমি দেখছি এটার একটা উচিত জবাব যদি না পাই,
এবং আমার কবিতাটি কাগজে কি বইয়ে ছাপাই,
সবাই ভারি নিন্দা কর্ব্বে—বল্‌বে আমি মহা অরি—
শুধু সুরা খাই নে ব'সে তার উপরে তর্ক করি।
তর্ক করি সাধে দাদা ?—তোমরা সবাই নিত্য হেন
আমার বন্ধুগণে এবং আমায় গালি পাড়ো কেন ?
নৈলে আমরা নিজের মজায় নিজেই বিভোর হয়ে থাকি,
সুরা দেবীর ভিন্ন বিশ্বে কারো না তোয়াক্কা রাখি।

২২

এমন জিনিষ আছে দাদা ! তরল সফেন রক্তবরণ !
বন্ধুর পরস্পরের প্রীতির এমন একটা উপকরণ !

পানে অতি সাদা জিনিষ তাহাও দেখায় রঙিন ধরণ!
অতি সামান্য যে গলা তাতে যেন বাজে বীণা!
গালি দিলে, হঠাৎ বোঝা যায় না গালি দিলে কি না!
কইতে হাস্‌তে নাচ্‌তে গাইতে থাকে না ক কোন বাধা!
থাকে না ক চক্ষুলজ্জা!—এমন জিনিষ আছে দাদা?

২৩

আছে বিপদ্ মদ্যপানে, সেটা আমি বিশেষ মানি,
তবে কেন বিপদ্‌টাকে ঘরের মধ্যে টেনে আনি?
মদের আমোদ যদি অন্য জিনিষেতে পেতে পারি,
কেন ডাকি সেটায়, যেটা হ'তে পারে অপকারী?
—জান না কি বিপদ্ এবং আমোদেই ঘেঁষাঘেঁষি?
যেইখানে বিপদ্ অধিক, সেইখানে আমোদ বেশী?
মানুষঠেলা গাড়ী ক'রেও যাওয়া যায় না কোন গতিক?
তাহার চেয়ে তেজী ঘোড়া চড়ায় নয় ক আমোদ অধিক?
তাকে দমন কর্ত্তে পারায়, তাকে নিজের বশে আনায়,
(যদিও তা কর্ত্তে গিয়ে কেহ গিয়ে পড়ে খানায়)
তবু তাতে স্ফূর্ত্তি, একটা বিশেষ রকম আছে যেন;
বিপদ্ আছে ব'লেই স্ফূর্ত্তি—নৈলে লোকে চড়ে কেন?
লাঠির চেয়ে তরোয়ালের খেলাই কেন কর্ত্তে আসে?
শশক-শীকার চেয়ে কেন ব্যাঘ্র-শীকার ভালোবাসে?
বিপদ্ আছে মদ্যপানে ব'লেই তাতে এমন মজা!
বিপদ্‌টাকে পেড়ে ফেলে উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজা।
আমি দক্ষিণ হস্তে নিয়ে সুরাপাত্রে সামনে ধরি,
বলি তাকে দৃঢ়স্বরে—"দেখ সুরা ভয়ঙ্করী!
তুমি কাহার হাতে জানো? দেখ চুপটি ক'রে থাক,
যাহাই বল, দুটি আউন্সের বেশী আমি খাচ্ছি না ক;
তুমি থাক্‌বে আমার বশে অদ্য এবং পরে নিত্য,
মনে থাকে যেন সুরা তুমি আমার বাঁধা ভৃত্য;

সর্প নিয়ে খেলার মত আমি তোমায় নিয়ে খেলি—"
এই কথাটি ব'লে তারে ঢ—ক্ ক'রে গিলে ফেলি।

২৪

—দেখ তোমরা পড়্‌বে যারা কবিতাটি—এইখানে—
ব'লে রাখি তোমরা যেন বুঝো না ভুল আমার মানে।
আমি বলছি না ক তোমরা সবাই এখন সুরা ধর ;
তা হ'লে দাঁড়াবে এখন অবস্থাটি গুরুতর।—
প্রথমত সুরার দামটা বেজায় রকম চ'ড়ে যাবে ;
তাহার পরে ছেলেয় বুড়োয় ক্রমাগত ব্র্যাণ্ডি খাবে ;
শুধু খাবে না ক, খাবে নিত্য নিত্য দুটি বেলা ;
সামাজিক সব কাজে হবে চারি দিকে অবহেলা ;
চলবে না কেউ সোজা হয়ে ; আগে যেতে যাবে পিছু ;
কথা এমনি এড়িয়ে যাবে, কেহই বুঝবে না ক কিছু ;
গালি দেবে পরস্পরে এমনি বিশ্রী-রকম ভাষায়,
থাক্‌বে না ক তফাৎ কিছু ভদ্র ব্যক্তি এবং চাষায় ;
নিয়ম কি ভদ্রতা কিম্বা সাধুতা সব যাবে চুলোয় ;
মারামারি কাটাকাটি ক'রে মর্ব্বে মানুষগুলোয়।
খেয়ো না ক কেহ মদ্য, খেয়ো না ক খেয়ো না ক,
—বলছি সেটা বারে বারে,—তোমরা সবাই সাক্ষী থাক।—
ভারি বিশ্রী জিনিষ সুরা—ভয়ঙ্করী সর্ব্বনাশী—
যে খাবে তার মাথার দিব্য—এখন তবে আমি আসি।

২৫

এবং তিনি গেলেন চ'লে—পরে ('নয় ক বলা মিছে')
বন্ধু গড়িয়ে যেতে লাগলেন নীচে থেকে আরো নীচে ;
কর্ব্ব না বর্ণনা আমি সে ক্রমশঃ অধঃপতন ;—
(সেটা যেমন চিরকালটা হয়ে থাকে, তারি মতন।)
দেখলাম একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঝাপসা হয়ে এল ক্রমে ;
—দেখলাম একটা মহৎ হৃদয় ঢেকে আসে মতিভ্রমে ;

দেখলাম একটা মহা পুণ্য মলিন হয়ে আসে পাপে ;
দেখলাম একটা সুস্থ শান্তি ঢেকে আসে মনস্তাপে ;
ছিলেন পূজ্য, ক্রমে তিনি সামান্য মনুষ্যমাত্র,
ক্রমে বন্ধুবর্গের, ক্রমে মানুষেরও, কৃপাপাত্র।

২৬

বারো বছর পরে দেখা বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায়,
একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহে, বৌবাজারের মোড়ের মাথায়,
"এ কি বন্ধু ?—এ অবস্থা ?—হেন স্থানে ? হেন বেশে ?
ওহে বন্ধু ! বলেছিলাম হবে ইহাই পরিশেষে ;—
সে দিন তর্ক ক'রে ইহাই বুঝিয়ে তোমায় দিতেছিলাম !"
—বল্লেন বন্ধু করুণ হেসে—"তর্কে কিন্তু জিতেছিলাম।"

ত্রয়োদশ চিত্র

(রাখাল বালক)

১

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে ; পূর্ব্বদিকে মেঘের গায়ে
প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ এসে লাগে ;
ডেকে উঠে কুঞ্জে পাখী ; ধীরে বহে স্নিগ্ধ বাতাস ;
পুষ্পবনে সূর্য্যমুখী জাগে ;
কমল ফোটে ; কুন্দ ফোটে ; কনক-চাঁপার চারি ধারে
মধুর স্বরে গুঞ্জরিছে অলি ;—
দূর ক্ষেত্রে একাকিনী বিনম্রা অপরাজিতা
সমীরণে পড়ে ঢলি ঢলি ;—
ভেসে আসে পুষ্পগন্ধ চারি দিকে ; ঘাসের উপর,
পাতায় পাতায়, শিশিরবিন্দু খেলে ;
নিদ্রা ভেঙে ধরারাণী, তুলি কোমল বদনখানি
ইন্দীবর-চক্ষু দুটি মেলে ;

এমন সময় শিশিরসিক্ত কোমল ঘাসের উপর দিয়া
গাভীগুলি যাচ্ছে দলে দলে ;
হৃষ্ট মনে উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিয়া গ্রাম্য গীতি,
সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বালক চলে।

২

জাগি দীর্ঘ রাত্রি, মত্ত সুরাপানে,—সুদূর পুরে—
ধনী যুবক ঘুমায় নেশার জেরে ;
নিদ্রা-শূন্য শুষ্ক তালু, উষ্ণ ভারাক্রান্ত শিরে,
জ্বরের রোগী এপাশ ওপাশ ফেরে ;
রাত্রি জাগরণে ছাত্র—এখনো নিদ্রালু—তুলি
হস্ত দুটি বিজৃম্ভণে রত ;
বৃদ্ধ বহির্ভাগে ব'সে জলটি ফেরায় ডাবা হুঁকোয় ;
বাড়ীর দাসী করে ইতস্ততঃ ;
—এমন সময় চলেছে ঐ রাখালবালক বনগ্রামে,
সুস্থদেহ, আপনাতেই মগন ;
পরণে তার শুভ্র ধড়া, হস্তে যষ্টি, মুখে গীতি
পূর্ণ করি সুনীল প্রভাত-গগন।

৩

মাথার উপর উদার আকাশ ; চরণে তরঙ্গায়িত
শস্যক্ষেত্র করে কেবল ধূধূ ;
গাছের উপর গাহে পাখী ; ব'হে যাচ্ছে মুক্ত বাতাস,
মুক্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া শুধু ;
আকাশ হ'তে নেমে এসে, প্রভাত-সূর্য্য-কিরণ পড়ে
নির্ব্বিরোধে মাঠের উপর ছেয়ে ;
পথের ধারে ফুটে আছে চামেলি, রজনীগন্ধা ;—
ফুলের গন্ধে ভ্রমর আসে ধেয়ে ;
নাই ক পুরের আবিলতা ;—নাই ক উচ্চ সৌধচূড়া
গর্ব্বভরে পথের ধারে খাড়া ;

নাই ক জন-কোলাহল, কি শকটের ঘর্ঘর ধ্বনি ;
শান্ত, স্থির ও স্তব্ধ এই পাড়া ;
তালীবনের ভিতর দিয়া, পতিত জমির পরপারে,
পল্লীখানি আম্রকুঞ্জে ঘেরা ;
গুটি কতক ভাঙা বাড়ী (তারি মধ্যে একটি পাশে
মহাজনের বাড়ীখানিই সেরা ;)
তাহার পরেই ক্ষুদ্র কুটীর, অশ্বত্থ বিটপী-মূলে,
ডোবার ধারে ;—রাখালটির সেই বাড়ী।
আছে গৃহে বৃদ্ধ মাতা, বিধবা এক ভগ্নী, দুইটি
ভ্রাতা—একটি সম্পর্কীয়া নারী।

৪

নাহি কোন বিলাস চিন্তা ; নাহি কোন উচ্চ আশা ;
ঈর্ষা হিংসা হৃদয় নাহি দহে ;
কেবল দুটি গ্রাসাচ্ছাদন—নিতান্ত অবর্জ্জনীয়—
নিতান্ত যা না হ'লেই নহে ;
জানে না ক ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, শাস্ত্র,
ধর্ম্মনীতি, রাষ্ট্রনীতির কথা,—
তর্ক কি বক্তৃতা করা, পদ্য কিম্বা গদ্য লেখা,
প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্য সভ্যতা ;
আছে কেবল সরল হৃদয়, আছে কেবল তুষ্ট শান্তি,
চিন্তামুক্ত ঈর্ষাশূন্য মনে ;
জাগে কেবল পিতার যত্ন, মাতার স্নেহ, ভ্রাতার প্রীতি,
বধূর মধু প্রণয় তারি সনে।

৫

তথাপি এ জীবন নয় ক নিতান্তই সরল জীবন,
আহার মাত্রই চিন্তা তাদের নহে ;
তথাপি এ জীবন নয় ক একান্তই সুখের জীবন,
শোকদুঃখও তাদের হৃদয় দহে ;

কেবল মাত্র মধুর, স্বাধীন, বিমল শান্ত জীবন নয় সে,
—প্রীতি, হাস্য, গীতি এবং ক্রীড়া ;
তাদের মধ্যেও চিন্তা আছে, অশান্তি সন্দেহ আছে,
আছে ব্যাধি, দুঃখ, মনঃপীড়া ;
তাদের মধ্যেও কেনা-বেচা, আছে বিবাদ, আছে,—আছে
উচ্চকণ্ঠে গ্রাম্য ভাষায় গালি ;
—এ নহে বিশুদ্ধ জীবন, গিরি-নির্ঝরিণীর মত
মিষ্ট, শান্ত, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, খালি।

৬

তবে নাই ক হাসির নীচে কুটিল জটিল কটাক্ষ, কি
স্তুতির ছন্দে গ্লানির ভাবটি পোরা ;
তবে নাই ক তাদের দত্ত দুগ্ধের মধ্যে বিষের রাশি,
আলিঙ্গনের নীচে গুপ্ত ছোরা ;
তারা যখন লাঠি মারে, মারে তখন মাথার উপর,—
সরল ভাবে, একেবারে সোজা ;
তারা যখন গালি পাড়ে,—এমনি ভাষায় পাড়ে গালি,
যে, যায় তাহা সহজেতেই বোঝা ;
যেমন নগ্ন শরীরখানি, তেমনি তাদের মুক্ত হৃদয়,
যেমনি হৃদয়, তেমনি তাদের ভাষা ;
যেমন তাদের ভাষা সহজ, তেমনি তাদের কার্য্যাবলি ;
যেমন কার্য্য তেমনি নম্র আশা ;
তারা যদি চুরি করে, করে নেহাৎ পেটের দায়ে,—
করে সেটি অতি সরলভাবে ;
তারা যদি মিথ্যা বলে, এমনি ভাবে মিথ্যা বলে—
যে তা শীঘ্রই ধরা পড়ে যাবে।

৭

তবে তারা শিখ্‌ছে ক্রমে চুরির সঙ্গে জুয়োচুরি—
মিথ্যা কথা—জেরায় যাহা টি কে ;

উকীল ও মোক্তারের সাধু পরামর্শে ক্রমে ক্রমে
সভ্যতাটা নিচ্ছে তারা শিখে ;
আদালতের চক্রে প'ড়ে বক্র হয়ে পড়ছে ক্রমে
তাদের শুদ্ধ, সরল মনের গতি ;
সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, হচ্ছে একটু অধিক মাত্রায়
সভ্যতাতে তাদের পরিণতি।

৮

হা রে চাষী,—জানিস্ না তুই জলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিস্
কিসের জন্য হেলায় কি রত্ন এ !
কিন্‌ছিস্ হারামজাদী বুদ্ধি অমূল্য তোর হৃদয় দিয়ে,—
কিন্‌ছিস্ কাচে হীরার বিনিময়ে !
যেমন ঘরের অন্ন দিয়ে আন্‌ছিস্ তুচ্ছ পরের পণ্য ;
আসল ফেলে নকল কচ্ছিস্ জাহির ;
টেনে আন্‌ছিস্ ঘরের ভিতর বাইরের শনি ক্রমে ক্রমে ;
ঘরের লক্ষ্মী করে দিচ্ছিস্ বাহির ;
যেমন পেটে নাই খেলেও পিঠে সবই সইতে হবে,
বইতে হবে দুঃখের বোঝা ঘাড়ে ;
পেটের শক্তি কমিয়ে এনে বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে,
এমন কিসে পিঠের শক্তি বাড়ে ;
চুলোয় অগ্নি জ্বল্‌ত যেটা, এখন সে ত গ্যাছে 'চুলোয়',
চুলোর অগ্নি জ্বলে এখন পেটে ;
ঢেকে রাখতে হবে দেহের অবশিষ্ট অস্থি ক'খান
(মাংসাভাবে) গায়ে জামা এঁটে ;
ক্রমে ক্রমে কুঁড়েখানি জুড়ে এসে বস্‌ছে দেখ,—
দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মিলে ;
গোলা-ভরা ধান্য ছিল—এখন রে তার পরিবর্ত্তে
সম্পদ্ মাত্র জঠর-ভরা পিলে।
জমিদারকে খাজনা দিয়ে, কোম্পানীকে টেক্স দিয়ে,
ক্ষুদ্র আয়ের বাকী থাকে যেটা,—

বিভাগ ক'রে নিয়ে নেয় তা মোক্তার এবং মহাজনে ;—
থাকে না ক তোমার কোন লেঠা !

৯

ওরে চাষী, দেখে রে তোর শীর্ণ দেহে ছিন্ন বস্ত্র
আমার চক্ষু বাষ্পে ভ'রে আসে !
ওরে চাষী, সর্ব্বস্ব তোর আদালতের পায়ে দিয়ে,
করিস্ নে তোর নিজের সর্ব্বনাশে !
ওরে চাষী, হারাস্ নে তোর সবল দেহ, সরল জীবন,
সভ্যতার এই সংঘর্ষণে এসে।
হারাস্ নে তোর শুদ্ধ হৃদয় বেশী বুদ্ধির ঘোরে পড়ে ;—
ধনে মানে ফতুর হোস্ নে শেষে।
হারাস্ নে তোর সুস্থ ক্ষুধা, গাঢ় নিদ্রা, মনের শান্তি,
হারাস্ নে তোর উচ্চ শুভ্র হাসি।
হারাস্ নে তোর সদানন্দ পরিতুষ্ট ক্রীড়া, গল্প,
হারাস্ নে তোর—'কেঠো, মেঠো' বাঁশি।
ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি প্রীতি, পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ,
সরল ভক্তি বাপে এবং মা'তে ;
পাস্ নি যা ঈশ্বরের কাছে—পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে
সম্বন্ধ—তাও গ'ড়ে নেওয়া হাতে ;
হারাস্ নে তোর সরল ধর্ম্ম—গঙ্গাস্নানে পুণ্য ভাবা,
পর-দারে মাতা ব'লে জানা ;
বৃক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞতা, সর্ব্বভূতে দয়া-মায়া,
গাইকে 'ভগবতী' ব'লে মানা।
হেলায় হারাস্ নে ক এ সব,—যাতে তোরে করেছিল
চাষার সেরা ওরে গ্রামবাসী !
—জগৎ খুঁজে এস গিয়ে—এখনো হে 'মিশনারি',
কোথায় পাবে এমনধারা চাষী !

১০

হে সভ্যতা! সর্ব্বনাশটি করেছ ত আমাদিগের,
এসেছি বিকিয়ে ধর্ম্ম হাটে;
পায়ে ধরি, দূরে থাকো—বেচারীদের টেনে এনে
ফেলো না ক তোমার হাড়িকাটে।
এদের সোজা বিবাদ, তর্ক, সোজা লোকেই বোঝে ভালো;
—যারা তাদের গ্রামের মধ্যে সেরা;
টেনে এনে ফেলো না ক এ মহা আবর্ত্তে তাদের—
উকীলদের এই সর্ব্বনেশে "জেরা"।
একে দুঃখী দরিদ্র সে—তাদের দুঃখের টাকা নিয়ে,
দিও না ক বাক্যজীবীর হাতে;
একে ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ—একে চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ—
তার উপর আর মেরো না ক ভাতে।

চতুর্দ্দশ চিত্র

(নেতা)

১

কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে,
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা;
কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ক নেড়ে চেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায়, মাঠে হাটে, গোলেমালে,
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল ফাট্‌ছে;
যাদের সময় কাট্‌ত না ক কোন কালে,
তাদের এখন খাসা সময় কাট্‌ছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভ'রে গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা,—

চেঁচিয়ে ত সবার গলা ধ'রে গেল,
অন্য কিছুর দেখাও যায় না চেষ্টা।
লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগণে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদছে ;
সবাই বলছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'
সবাই কিন্তু পায়ে ধ'রেই সাধ্‌ছে।

২

খাটো লম্বা কবিতায় ও উপদেশে
সবাই বোঝায়, সবাই খাসা বুঝছে ;—
সবাই কিন্তু সভা হ'তে ঘরে এসে,
নিজের নিজের আহার নিদ্রাই খুঁজছে।
নেতারা কেউ হ্যাটে কোটে গায়ে এঁটে,
সাহেবগুলোয় তেজে গালি পাড়ছে ;
রেশমি চাদর উড়িয়ে দিয়ে, তেড়ি কেটে,
কেউ বা জোরে 'মা মা' ধ্বনি ছাড়ছে ;
কেউ বা হাতের কব্জায় সখের রাখী বেঁধে,
(ব্যয়টি তাতে একটি পয়সা মাত্র)
আর্য্য ভ্রাতার প্রতি বল্‌ছে কেঁদে কেঁদে—
"বটে, তুমি নহ ঘৃণার পাত্র।"
কেউ বা বলে "দেশের জন্য—যত চাহ,
ইংরাজদিগে সুখে গালি পাড়ব ;
কিন্তু স্বপ্নেও কভু তুমি ভেবো না ও
দেশের জন্য নিজের কিছু ছাড়ব।"
কেউ বা খাসা নিজের থলে ভ'রে নিল
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা!
কেউ বা খাসা দু পয়সা বেশ ক'রে নিল
বিদেশীয়ে দিয়ে "দেশী" ছাপ্পা।
কেউ বা বলে "শোন সবাই এই বাণী—
রাখব না আর বিজাতীয় চিহ্ন ;

অর্থাৎ কি না হুইস্কি এবং সোডা পানি
ম্যানিলা ও ভিনোলিয়া ভিন্ন।"
শুনে সবাই এ ঘোর কঠোর দৃঢ় পণে
বলে "এঁরাই সাধু এঁরাই শ্লাঘ্য।"
এতেও যদি বাঁচেন এঁরা—ভাবে মনে—
সেটা দেশের বিশেষরকম ভাগ্য।

৩

আমি বলি বোসো বোসো, গ্যাছে বোঝা;
ওহে নেতা! ওহে স্বদেশভক্ত!
স্বদেশহিতৈষণা নয় ক এত সোজা,
সেটা একটু ইহার চেয়ে শক্ত।
'মা মা' ব'লে, চেঁচিয়ে ওঠা বারে বারে,
'ভাই ভাই' ব'লে বাঁকা সুরে বায়না;
তাতে তোমার ভাষার খ্যাতি হ'তে পারে;
স্বদেশভক্তির কাছেও ঘেঁষে যায় না।
যেমনি তোমার হাতে একটা সুতা বেঁধে,
হৃদয়ের বিষ হয় না তোমার মিষ্ট,
তেমনি হয় না বাউলসুরে গলা সেধে,
স্বদেশভক্তি কস্মিন্ কালেও সৃষ্ট।
কার্পেটমোড়া ত্রিতলকক্ষে ব'সে থেকে,
'মা মা' ব'লে নাকিসুরে কান্না;
নিয়ে যাও সে ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে,
মা সে সৌখীন মাতৃভক্তি চান না।
—সুসন্তান কেউ দূরে ব'সে দেখে না সে
মায়ের কেমন ভুবনমোহন কান্তি!
তাহার কেবল মায়ের ব্যথাই মনে আসে,
মায়ের স্নেহধারা অবিশ্রান্তি।
পিকধ্বনি, শীতল ছায়া, 'জ্যোছনা'টি,
তাতে কাহার নাই ক অনুরক্তি?

হ'তে পারে তাতে কাব্য পরিপাটি,
কিন্তু তাতে দেখায় না ক ভক্তি ;
বিভোর হয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি নিয়ে,
লম্পটেরও দেখা—নয় ক শক্ত ;
তাহার জন্য যে জন সংসার ছেড়ে দিয়ে
কৌপীন নিতে পারে, সেইই ভক্ত।

৪

নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের ক'টি ছাত্র ;
পরের ছেলের ভবিষ্যতের মাথা খেয়ে,
আপনি গিয়ে বোসো ঝেড়ে গাত্র।
খেতে না পায় পরের ছেলেই পাবে না ক,
মরে যদি পরের ছেলেই মরবে ;
নিজের সিন্দুক বন্ধ ক'রে ব'সে থাক,
(বটে, তখন তুমি তা কি করবে ?)
নামটি নিজের জাহির ক'রে দিয়েছ ত,
পেয়েছ যা ধর নিজের মস্তে ;
তুমি তাদের করতালি নিয়েছ ত,
আশিস্ তাদের দিয়ে যাও দু হস্তে।
—প্রবেশ কর্ব্বে সংসারে সে পরে যবে,
শাপ্‌বে তোমায় সে যৎপরোনাস্তি ;
পাপের শাস্তি থাকে, তোমায় পেতে হবে,
ইহার জন্য পেতেই হবে শাস্তি।

৫

হা রে মূঢ়—ইংরাজদিগে গালি দিয়ে
দেশের প্রতি দেখায় না ক ভক্তি ;
দেশভক্তি নয় ক ছেলেখেলাটি এ,
সেখানে চাই প্রাণ দেবার শক্তি।

দেশের জন্য দুঃখ নিতে হবে চেয়ে,
দেশের জন্য দিতে হবে রক্ত ;
সেটা হয় না টানাপাখার হাওয়া খেয়ে,
সেটা একটু বিশেষ রকম শক্ত।
পার যদি—এস রে ভাই—লাগ তবে,
ধর ব্রত, অঙ্গে মাখ ভস্ম ;
দেশের জন্য গ্রামে গ্রামে ফির সবে,
ভায়ের সেবায় দাও রে সর্ব্বস্ব।
মায়ের সেবা কর্ত্তে সত্য চাহ যদি,
ভায়ের সেবায় নিবেশ কর চিত্ত ;
নিজের ভাবনা ছেড়ে, কর নিরবধি
ভায়ের ভাবনা তোমার ভাবনা নিত্য।
টিয়ার মত দাঁড়ে ব'সে ছোলা খেয়ে,
রাধাকৃষ্ণ বল্লেই হয় না ধর্ম্ম ;
পরের জন্য ভাবতে হবে জগতে এ,
পরের জন্য কর্ত্তে হবে কর্ম্ম।
চাদর উড়িয়ে, মাথায় বাঁকা সিথী কেটে,
তক্তার উপর হয়ে উচ্চ ব্যক্তি,
'মা মা' শব্দে আকাশ যায়ও যদি ফেটে,
—দেখানো তায় হয় না মাতৃভক্তি।
ফিটন চ'ড়ে টাউন হলে নেমে এসে,
গেয়ে গান—সেও একটু বেশী মাত্রায়—
স্বদেশহিতৈষণাটাকে পরিশেষে
ক'রে তুল্লে ভুলোর দলের যাত্রায়!

৬

নামের কাঙাল হায় রে! দ্বারে দ্বারে ঘুরি
বেড়াচ্ছিলে—ভালো!—ওহে মিত্র!
পরিশেষে নামের জন্য জুয়াচুরি!
মায়ের নামটাও কর্চ্ছ অপবিত্র !!!

পঞ্চদশ চিত্র

(ভক্ত)

১

তুমি কর নাই ক বক্তৃতা, কি সভায়
পড় নাই ক কোন প্রবন্ধ ;
শিশুগুলোয় নিয়ে মস্তক ভক্ষণ ক'রে
কর নাই ক তাদের কবন্ধ ;
তুমি চায়ের সঙ্গে মিষ্ট ছন্দোবন্দে,
স্বদেশহিতৈষিতা চাকো নি ;
তুমি সভায় উঠে ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ সুরে
উচ্চে মা মা ব'লে ডাকো নি ;
নির্জ্জনে, নীরবে, নিভৃতে, নিতান্ত
গাঁওয়ারী জাপানী ধরণে,
আজন্ম অর্জ্জিত ধনরাশি তোমার
দিয়াছ জননী-চরণে।

২

নাই ক তাতে ছন্দ, অনুপ্রাসের গন্ধ,
তোমার এ কর্ত্তব্যনিষ্ঠাতে ;
নাই ক তাতে হয় ত মা মা বুলি বেশী,
ভাই ভাই শব্দ প্রতি পৃষ্ঠাতে ;
—কিন্তু কবিবর আজ বিনা অনুপ্রাসে,
বিনা ছন্দের কোন দায়িত্বে ;
যে কাব্য করেছ রচনা, নাহি তা
সমগ্র এ বঙ্গ-সাহিত্যে।

৩

এতদিন ত কেবল শুনেই আস্‌ছি বাবা !
—বধির প্রায় করেছে শ্রবণে—

উচ্চৈঃস্বরে মহাবীর্য্যে, আর্য্য জাতি
গালি দিচ্ছে যত যবনে ;
শুনেই আস্‌ছি শুদ্ধ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী,—
গর্ভাধানের, টিকি-মাহাত্ম্যর,
শুনেই আস্‌ছি "আমরা ছিলাম ভারি বড়
সন ছ'শ সত্তর কি বায়াত্তর" ;
দেখলাম না ত কিছু—দেখবার মধ্যে দেখি
হুঁকো, হুইস্কি এবং নর্ত্তকী ;
অভিধান কি পুরাণ খুলে দেখ্‌তে হচ্ছে
এই যে আর্য্য শব্দের অর্থ কি।
দেশের জন্য ভাবা, মায়ের জন্য কাঁদা,
ভায়ের জন্য দেওয়া—একালে,
এই বঙ্গদেশে, আজো যে সম্ভব, তা
হে মহাত্মা—তুমি শেখালে।

৪

ওরে মূঢ়! ওরে প্রতারিত!—তোরা
এটার পানে নাহি চেয়ে যাস্‌ ;
এটায় ঠেলে ফেলে হুড়োহুড়ি ক'রে
বক্তৃতাটি শুন্তে ধেয়ে যাস্‌ ;
ওরে মূর্খ!—জানিস্‌ মা মা ব'লে সখের
অশ্রু ফেলা বেশী শক্ত নয় ;
যে জন চেঁচায় বেশী "দীনবন্ধু" ব'লে
সে জন সত্যই বেশী ভক্ত নয় ;
যে জন কার্য্য করে, নিস্তব্ধে, নিভৃতে,
নির্জ্জনে, জননীর জন্য—সেই
যোগ্য সুসন্তান, সেই মায়ের প্রিয়পুত্র,
সেই সে জগন্মান্য, ধন্য সেই।

৫

—অদ্য অন্ধকারে পূর্ব্বদিকে ও কি
মেঘের পার্শ্বে জ্যোতির রেখা গো ;

অদ্য এ সুগভীর নৈরাশ্যে দুর্দ্দিনে,
আশার মত যায় কি দেখা গো ;
যদি নয় সে উষা, যদি সে আলেয়া,
মুহূর্ত্তে যাবে সে মিশায়ে ;
তবে জেনো ধ্রুব, কখনো প্রভাত
হবে না ক অমানিশা এ।
ব্যঙ্গ-কবি আমি ?—ব্যঙ্গ করি শুধু ?
নিন্দা করি শুধু—সকলে ?
কভু না ! আসলে ভক্তি করি আমি,
ঘৃণা করি শুদ্ধ—নকলে।
যেথা আবর্জ্জনা, ধরি সম্মার্জ্জনী ;
তাই ব'লে আমি ত অন্ধ না ;
যেখানে দেবতা, ভক্তি-পুষ্প দিয়ে
স্তুতি ছন্দে করি বন্দনা।
—যাও এ ছন্দ তবে—পড় মহত্ত্বের ঐ
চরণারবিন্দে জড়ায়ে ;
পরে ঊর্দ্ধে উঠ—ঊর্দ্ধে উঠে পড়
সমগ্র এ বঙ্গে ছড়ায়ে।

ষোড়শ চিত্র

(রাজা)

১

তোমার টাকা আছে ?—আছে না হয় টাকা,
তোমার কাছে আমি কিছু চাচ্ছি না ক ;
যে চায়, মাথা নীচু করুক তোমার কাছে,
মাথা নীচু কর্ত্তে আমি যাচ্ছি না ক।
কিসের তবে দর্প ? কিসের তবে গর্ব্ব ?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো ?

তোমার কাছে আমি ভাবো কিসে খর্ব্ব ?
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্ত্তে যাব ?

২

খাচ্ছ পোলাও তুমি ? খাও না ; পোলাও খেয়ে
আমার চেয়ে তোমার বাড়ে নি ক ক্ষুধা ;
পোলাও তোমার কাছে নয় ক তেমন স্বাদু,
যেমন এই শাকান্ন আমার কাছে সুধা।
শয়ন কর তুমি 'দুগ্ধফেননিভ'
কোমল শয্যায় যদি পাখার বাতাস খেয়ে ;
ছেঁড়া মাদুর পেতে আমি ঘুমাই যদি ;
—তোমার নিদ্রা নয় ক গভীর আমার চেয়ে।
জুড়ি হাঁকাও তুমি, আমি যাচ্ছি হেঁটে,
আমার পানে তাইতে চেয়ো না ক নীচু ;
ত্রিতল হর্ম্ম্য তোমার মার্ব্বল মোড়া যদি,
আমার কুঁড়ের চেয়ে ধন্য নয় সে কিছু।
তোমায় পঙ্গুর মত যাচ্ছে টেনে নিয়ে,
আমি হেঁটে যাচ্ছি নিজের পায়ের জোরে ;
তোমার প্রাসাদ ভবন সে ত পরের দেওয়া,
আমার কুঁড়েখানি—নিজের গায়ের জোরে।
তোমার হস্ত দুখান প্রজার রক্তে মাখা,
তোমার শরীর সেও পুষ্ট পরের খেয়ে ;
তোমার মাথা—যদি মাথা বল তাকে—
নয় ক বেশী কিছু পশুর মাথার চেয়ে।
কিসের তবে দর্প ? কিসের তবে গর্ব্ব ?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো ?
তোমার চেয়ে আমি ভাবো কিসে খর্ব্ব,
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্ত্তে যাব !

৩

ওরে ও ভাই চাষী! ওরে ও ভাই তাঁতি!
পড়িস্ না ক নুয়ে; জানিস্ এ সব ফাঁকি;
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে,
কর্ব্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ-আঁখি?
সারিবদ্ধ হয়ে, একবার মাথা তুলে,
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজা ভাবে;—
দেখবি এই যে দম্ভ, দেখাবি এই যে দর্প,
দেখ্‌বি এই যে স্পর্দ্ধা,—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা—
এদের সামনে কেন মাথা নুয়ে যাবি?
সমস্বরে বল্ "এই সকলেরই মাটি,
কারো চেয়ে কারো বেশী নাই ক দাবী।"

৪

হা রে মূর্খ, তোরা কাহার দাস্য করিস্?
তোদেরই যে ভৃত্য তোদেরই সে প্রভু?
তোরাই যদি তা না নিতিস্, মাথায় ক'রে,
এই যে স্পর্দ্ধা—তারা সাহস কর্ত্ত কভু?
নাই ক বিচার ব'লে ভূমে পড়িস্ লুটে,
ধিক্কার দিস্ যে ভাগ্যে এ অভিসম্পাতে;
জানিস্ না কি অন্ধ! ওরে হতভাগ্য—
তোদের ভাগ্য সে যে তোদের নিজের হাতে।

৫

"হা রে কলি" ব'লে মাথায় হস্ত রেখে,
ভূমিতলে প'ড়ে গড়াস্ নিরবধি;
টেনে আন্তে পারিস্ আবার সত্যযুগে,
কলিকালে—তোরাই মনে করিস্ যদি।
তবে জানু পেতে একবার সমস্বরে,
ডাক্ রে ভগবানে হয়ে বদ্ধসারি—

বল্ রে "প্রভু প্রাণে সেই শক্তি দাও, এ
বিশ্বে আবার যাতে মাথা তুলতে পারি।"

সপ্তদশ চিত্র

(কবি)

১

মহাবিশ্ব অনুকম্পায়
ক্ষুব্ধ হয় নি যাহার প্রাণ ;
গাইতে হয় না রুদ্ধকণ্ঠ ;
তাহার মিথ্যা গাওয়াই গান।
হোক না সুন্দর স্বরের ভঙ্গী,
হোক না সুন্দর তান ও লয় ;
গানের সঙ্গে নাই ক প্রাণ যার,
তাহার সেই গান—গানই নয়।

২

সৌন্দর্য্য নয় দেহের বর্ণ,
ওষ্ঠ অক্ষির আকার ভেদ,
গ্রীবা গণ্ডের প্রকার মাত্র ;—
সে ত শুদ্ধই অস্থি মেদ ;
দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি ;
সুখের সেব্য, প্রেমের নয় ;
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি,
সে সৌন্দর্য্যই ধন্য হয়।

৩

কাব্য নয় ক ছন্দোবন্ধ,
মিষ্ট-শব্দের কথার হার ;

কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার,
তাহার কাব্য শব্দসার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত্ত,
ঝঙ্কারিত, কবির প্রাণ ;
উৎসারিত মহাপ্রীতি ;—
তাহাই কাব্য, তাহাই গান।

৪

নিদাঘ সন্ধ্যার মহান্ দৃশ্য
যাহার পক্ষে বর্ণসার,
কবিই নয় সে—তাহার আত্মা
শুদ্ধ পিণ্ড মৃত্তিকার।
কবি সেই, যে সে সৌন্দর্য্যে
দেখে একটা মহাপ্রাণ ;
কবি সেই, যে দেখে বিশ্ব
গভীর অর্থে কম্পমান।

অষ্টাদশ চিত্র

(বিপত্নীক ২)

১

জান্তাম না ক চিন্তাম না ক তোমায় আমি, প্রিয়তমে,
ষোল বছর আগে ;
আমার জীবন তোমার জীবন পৃথক্-গতি, এ সংসারের
ছিল পৃথক্ ভাগে !
তোমার জগৎ নিয়ে তুমি, আমার জগৎ নিয়ে আমি,
ছিলাম ত সে একা ;
এক রকম ত যাচ্ছিল সে জীবন, নিরুৎসবে কেটে ;
—কেন হ'ল দেখা।

২

নিশায় প্রসারিত ঊর্দ্ধে অসীম সুনীল নভস্থলের
মানচিত্রে, একা,
পড়তেছিলাম গ্রহ-তারা-নীহারিকা-ধূমকেতুর—
লীলাময়ী লেখা ;
হঠাৎ তুমি পূর্ব্বাঙ্গণে উদয় হ'লে, শরচ্চন্দ্র,
শান্ত গরিমায় ;
ছেয়ে গেল আকাশ ভুবন, মগ্ন মুগ্ধ পরিপূর্ণ
সে শুভ্র জ্যোৎস্নায়।

৩

এসেছিলে সে দিন তুমি, যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে—
সুখ-স্বপ্ন আসে ;
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলি-গন্ধ,
বসন্ত বাতাসে ;
শুষ্ক তপ্ত নদীতটে উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত
ঢেউয়ের মত এসে,
স্মৃতি হ'তে হারা একটি অজানা রাগিণীর মত
কোথা গেলে ভেসে।

৪

দিয়ে গেলে রেখে গেলে ছুইটি শিশু—ছুইটি মাত্র
উত্তরাধিকারে ;
আগে উদাস ক'রে, পরে তাদের দিয়ে জড়িয়ে রেখে,
গেলে এ সংসারে।
কভু যদি অসীম রাজ্যে তোমারে খুঁজিতে গিয়া
চাহি ঊর্দ্ধপানে ;
এরা দুজন দুইটি দিকে আমার দুইটি হস্ত ধ'রে
ধূলায় টেনে আনে।

৫

কভু ভাবি তোমার আমার মধ্যে কি শেষ বোঝাপড়া
হয়ে গেছে—ভবে ;
কিম্বা অন্য কোন জন্মে, কি অন্য সৌর জগতে,
আবার দেখা হবে।
কভু ভাবি, বিশ্বে প্রথম তোমায় যে দিন দেখেছিলাম
প্রথম দেখা সে কি।
কিম্বা পূর্ব্বে আমাদিগের জন্মান্তরে হয়েছিল
কোথাও দেখা-দেখি।

৬

এই ত ছিল দেবীমূর্ত্তি ; আলাপ, বিলাপ, হাস্য, রোদন,
কর্চ্ছিল ত কাছে ;
কোথায় গেল ? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি ! দাবী কর্চ্ছি—
বল কোথায় আছে ?
এই সে ছিল, গেল কোথায় ? দেখা হবে আবার, কিম্বা
এ চির-বিচ্ছেদ ?
আমি পার্ল্লাম না ক ; তবে তুমি ক'রে দেও হে প্রভু
এ রহস্য-ভেদ।

৭

—হা রে মূর্খ ! কাহার কাছে কিসের জন্য দাবী কর্চ্ছিস্ ?
জানিস্ না কি, ভবে,
যা হবার তা হবেই হবে ; মাথা খুঁড়ে মরিস্ যদি—
যা হবার তা হবে।
কাহার কাছে বিচার চাচ্ছিস্ ?—বিচারকর্ত্তা বহুৎ দূরে,
আর্জ্জি বড়ই ক্ষুদ্র ;
তোর আর বিচারকর্ত্তার মধ্যে, প'ড়ে আছে উত্তাল এক
প্রকাণ্ড সমুদ্র।
আজ পর্য্যন্ত শুনি নি ক—শুনে কারো আর্ত্তধ্বনি
ফিরেছে প্রবাহ ;

বাত্যা থেমে গেছে ; গেছে সমুদ্র শুকায়ে ; অগ্নি
করে নাই ক দাহ ;
উঠে মাত্র আর্ত্তধ্বনি, মিশে যেতে সমীরণে,
ক্ষুব্ধ মূর্চ্ছনায় ;—
আমি কাঁদি, আমি কাঁদি, এ মহাব্রহ্মাণ্ডে তাহে—
কাহার আসে যায়।

৮

প্রিয়তমে ! আজি তুমি জানি না ক কোথায় গেছ ;
কোথায় আছ আর ;
—কোন শাস্ত্রের কোন ধর্ম্মের সাধ্য নাই ক দিতে পারে
তাহার সমাচার—
যেথা থাক, (থাক যদি) আশা করি আছ সুখে,
আশা করি তবে,—
তোমার জগৎ— যাহাই হোক না—আমাদের এ জগৎ চেয়ে
কিছু ভাল হবে।

——

ঊনবিংশ চিত্র

(সত্যযুগ)

নির্ম্মেঘ অমাবস্যা রাত্রি ; শুয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে হাতে মাথা রাখি ;—
বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেছে ; জেগে আছি বাড়ীর মধ্যে আমিই একাকী !
স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত নক্ষত্রপুঞ্জে চেয়ে দেখি দূরে ;
ভাবি এত মহাজ্যোতি কি মহৎ উদ্দেশে ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে ঘুরে ?
কোথায় সীমা পরিব্যাপ্তির ? কি স্বচ্ছ কি স্তব্ধ আকাশ, কি গাঢ় !
কি কালো !
আচ্ছা—ঐ যে মহাশূন্যের কতখানি অন্ধকার ?—আর কতখানি আলো ?

২

প্রত্যেক নক্ষত্রটি শুনি একটি একটি সৌরজগৎ —জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে—
আবার শুনি ধীরে ধীরে মহাশূন্য দিয়া, প্রতি সৌরজগৎ চলে !

তারাও তবে ভ্রমে বুঝি ঘেরি মহত্তর জ্যোতি, আরো দূরদেশে ;
—যাহা অনুমেয় মাত্র ; যাহার রশ্মি পৌঁছে নাই ক পৃথিবীতে এসে ;
আরো দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে, মহাশূন্য মাঝে—
আরো নীহারিকা আছে, আরো ধূমকেতু আছে, আরো জ্যোতি আছে !
তবে জ্যোতির সংখ্যা নাই কি ? অন্ধকারের সীমা নাই কি ? শূন্যের নাই কি শেষ ?
তবে এই যে তোমার সৃষ্টি—ইহার আদি, ইহার অন্ত, কোথায় পরমেশ ?

৩

শুনি পূর্ব্বে ব্যাপ্তি ছিল জড়ীভূত একীভূত জ্যোতিঃ শূন্যদ্বয়ে ;
ক্রমে ক্ষিপ্ত হ'ল জ্যোতি—সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, ধীরে ক্রমান্বয়ে ;
একটি সূর্য্য নিভে যাচ্ছে অন্ধকারের একটি প্রান্তে, শক্তি হ'লে ব্যয় ;
অপর প্রান্তে নূতন জ্যোতি—নূতন সূর্য্যে নূতন গ্রহে, কেন্দ্রীভূত হয়।

৪

কি আশ্চর্য্য ! কি সম্পূর্ণ ! কি সুন্দর এ বিশ্ব বিকাশ হচ্ছে অহরহ !
ব্যাপ্তি হ'তে নীহারিকা, নীহারিকা হ'তে সূর্য্য, সূর্য্য হ'তে গ্রহ ;
ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আসে একটা মহাবিনাশ ; সৃষ্টি হ'তে লয় ;
কি তালে কি মহাছন্দে চলেছে এ মহানিয়ম, এ ব্রহ্মাণ্ডময়।

৫

ভাবি সে কি মহাজ্বালা—"শূন্য" পাত্রের অন্ধকারে উর্দ্ধে অধঃ হ'তে—
ফুটে উঠ্‌ছে জ্যোতির্বিম্বে, বিম্ব ফেটে পড়লে শেষে, কোথায় যাচ্ছে উড়ে ?
সে শক্তিমণ্ডলী কোথায় ?—যাহার বিকশিত শক্তি ঘোরাচ্ছে, গগনে,
বিশ্বঘড়ির কোটি কক্ষায়, কোটি এ জ্যোতিষ্ক চক্রে, মহা আবর্ত্তনে !

৬

এ দিকে এ জড়শক্তি হ'তে বিশ্বে জীবন উদয় ; জীবন হ'তে ক্রমে
অনুভূতি ; অনুভূতি হ'তে বুদ্ধি—বহুযুগে, বহু পরিশ্রমে ;
জীবপঙ্ক হ'তে কীটে, তাহা হ'তে সরীসৃপে, তাহা হ'তে পরে
পতঙ্গে, পতঙ্গ হ'তে স্তনী জীবে, স্তনী প্রাণী পরিশেষে নরে।

৭

এই কি তবে অন্তিম বিকাশ ? এই কি জীবের চরম গতি ?
নাই কি কিছু পরে ?
ইহার পরে নাই কি জীবের মহৎ হ'তে পরিণতি আরো মহত্তরে ?
আবার আস্‌বে জীবন ঘুরে—যেমন মূলে হ'তে কাণ্ড, শাখা পত্র, ফুল,
ফুলের পরিণতি ফলে, তাহা হ'তে সমুদ্ভূত আবার বৃক্ষমূল ?

৮

কি আশ্চর্য্য নরজন্ম !—প্রথমত মাংসপিণ্ড রুদ্ধ গর্ভ মাঝে ;
নাই ক তাহার বিশেষ তফাৎ আদিম জীবপঙ্ক হ'তে
(স্পন্দন মাত্র আছে)।
ক্রমে ক্রমে মাংসপিণ্ড ধরে আকার মনুষ্যেরই—মায়ামন্ত্র এ কি ?
ভূমিষ্ঠ সে হবার সময়, তথাপি মর্কটের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখি।
আছে মাত্র ক্ষুধা তাহার, ক্ষুধা পেলে কাঁদে সেটা, তৃপ্ত হ'লে হাসে ?
বাড়ে শিশু—পরে তাহার মনোবৃত্তি ক্রমে ক্রমে কোথা হ'তে আসে ?
আত্মচিন্তা ক্রমে ক্রমে বিকশিত পর-চিন্তায়,—বুদ্ধি ও বিবেকে ;
পরিণত মাংসপিণ্ড বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্য্যে ক্রমে কোথা থেকে ?
বাহুবলে ক্ষুদ্র হ'লেও বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ প্রাণী—সে এই বিশ্বতলে ;
মূক ও অন্ধ পঞ্চভূতে বেঁধে ভৃত্যসম খাটায়, নিজবুদ্ধিবলে !
তীর্ণ করে মহাসিন্ধু, দীর্ণ করে মহীধরে, ভিন্ন করে বায়ু,
নির্ণয় করে নক্ষত্রদের দূরত্ব ও গ্রহের গতি, সূর্য্যের পরমায়ু ;
পরিশেষে !—ব'লো না আর, দেখায়ো না দেখায়ো না অন্তিমে কি হবে ;
ফেলে দাও এ যবনিকা—উজ্জ্বল রঙিন রঙ্গমঞ্চ আলোকিত যবে ;
উচ্চ হর্ষধ্বনি-মধ্যে, বিজয় দুন্দুভি-মধ্যে, প্রেমসম্মিলনে,
ফেলে দাও এ যবনিকা ; নিয়ে যাই এ সুখের স্মৃতি গৃহে হৃষ্টমনে।

৯

কিন্তু না না বল্‌তে হবে সত্য কথা—পূর্ণ সত্য, যেমনি সে হোক্—
সে দিনের সে কথা, যে দিন চ'লে যাবে শ্রেষ্ঠ প্রাণী, ছেড়ে ইহলোক।
মৃত্যু ঘন কৃষ্ণ বেশে দাঁড়াবে এ মহাস্পর্দ্ধা অবরুদ্ধ ক'রে,—
বলবে—"দাঁড়াও, চ'লে এসো, এখন আমার সঙ্গে"—কোথা ?
"জান্তে পার্ব্বে পরে।"

এত বুদ্ধি, চেষ্টা ক'রে এত রকম বিদ্যা শেখা, এত চিন্তা করা,
এত স্নেহ, এত সহা, প্রিয়জনের জন্য এত স্বার্থত্যাগে ভরা,
এত ইচ্ছা, সুখের এত আগ্রহ ও আয়োজন সব,—এসে বলবে যম,
নিষ্ঠুর রূঢ় শুষ্ক ভাষায় "হা রে মূঢ় এ সব তোমার বৃথা পণ্ডশ্রম।"

১০

সমাজের সভ্যতার ধর্ম্মের—সবারই সেই একই নিয়ম এ পৃথিবীময়—
জড়ে হ'তে বিশেষে বা রাশি হ'তে পৃথকে তার পরিণতি হয়।
পরিশেষে বর্ব্বরতা-উচ্ছেদ-অধর্ম্ম-স্পর্শে তাহা ভেঙ্গে পড়ে;
যাহা মানুষ কত পুরুষ কত শত শতাব্দীতে, এত যত্নে গড়ে।

১১

যদি প্রলয়, যদি মৃত্যু, যদি বিনাশ প্রতি বস্তুর অবশ্যই হবে;
এ সৃষ্টি এ জন্ম, এত পরিশ্রমে বিশ্ব জুড়ে নিত্য কেন তবে?
কেন এত বিজ্ঞান, দর্শন, মানুষ যত্নে তৈরি কর্চ্ছে এত ক্লেশে, ভবে,
পৃথিবীর প্রলয়ের সঙ্গে সেই সব মহা আবিষ্কৃতি যদি লুপ্ত হবে?
এমন সুন্দর! এমন মহান্; এমন বিশ্বব্যাপী বিকাশ—এ কি মহাভ্রম?
এ ব্রহ্মাণ্ড খেলামাত্র? শিশুর ধূলির প্রাসাদ গড়া? শুধু পণ্ডশ্রম?
এই যে মহাসৃষ্টি—এ কি শূন্যে উড্ডীন পরমাণুর উদ্‌ভ্রান্ত সম্পাত?
এ আশ্চর্য্য বিশ্বনিয়ম এ আশ্চর্য্য বুদ্ধিবিকাশ—এ কি অকস্মাৎ?
এই যে আকাশ ব্যেপে এই যে মহাছন্দে মহানৃত্য, গীতি সুগম্ভীর?
এ কি ভাব-শূন্য প্রলাপ? এ কি মদোন্মত্ত হাস্য ব্রহ্মাণ্ড-পতির?

১২

না না আছে ইহার অর্থ, আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তার কাছে কাছে কাছে;
বুঝতে পার্চ্ছি না ক, কিন্তু এটা বুঝতে পার্চ্ছি যে তার অর্থ কিছু আছে।
সঙ্কীর্ণ মনুষ্য-বুদ্ধি; অসীম এ ব্রহ্মাণ্ড; আমরা বুঝ্‌ব তা কি ঠিক?
আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি হেথায় সে মহাস্ফটিকের মাত্র একটি ক্ষুদ্র দিক্।
না না সৃষ্টির আছেই আছে কোন গুপ্ত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য মহৎ;
আছে প্রাণীর নরের বিশ্বের—একটা উচ্চতর কিছু শ্রেয়ঃ ভবিষ্যৎ!

১৩

আমি দেখছি যেন দূরে, দূরত্বে অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান ;—
যেখানে সৌন্দর্য্য উৎস উঠ্‌ছে, ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।
গড়্‌ছি মনে মনে একটি উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যতে ব'সে আমরা কবি ;
(যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটি গড়ে মুখচ্ছবি—)
সেখানে এই পৃথিবীর এ দুঃখজ্বালা বিষাদ বিরাগ রবে না এ ভাবে ;
যেখানে এই বর্ত্তমানের অভাব, ত্রুটি, অপূর্ণতা, পূর্ণ হয়ে যাবে ;
বন্ধুর হবে মসৃণ ; ও ঢেকে যাবে গিরিগুহা আলোকিত হ্রদে ;
কর্কশ যাহা—হবে মধুর ; শূন্য হবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-সম্পদে ;
যেখানে অদৃশ্য হবে দৃশ্যমান ; অশ্রুত যাহা—হবে পরিশ্রুত ;
যেখানে অব্যক্ত হবে ব্যক্ত ; ও অননুভূত হবে অনুভূত ;
চিন্তা হবে বর্ণময়ী ; বৃত্তি হবে মূর্ত্তিময়ী ; লীলাময়ী এত ;
অবোধ্য যা বোধ্য হবে ; অস্পষ্ট যা স্পষ্ট হবে ; অজ্ঞাত যা জ্ঞাত ;
দূরত্ব অতীত হবে ; জটিল যাহা সহজ হবে ; দুঃখ হবে দূর ;
পরার্থেই ইচ্ছা হবে ; ইচ্ছা হবে ফলবতী ; কার্য্য সুমধুর ;
আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ,
স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, সে গগনে গগনে ব্যাপ্ত—মহাভবিষ্যৎ।

সম্পূর্ণ

ত্রিবেণী

[৫ নবেম্বর ১৯১২ তারিখে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

উৎসর্গ

অনুজপ্রতিম কবিবর

শ্রীরসময় লাহা

করকমলেষু

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীললিতচন্দ্র মিত্রের কাছে আমি এ কবিতাসংগ্রহের নামকরণের জন্য ঋণী।

কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মিতাক্ষর—অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর ঐকার ও ঔকার ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্রচিত "মন্দ্র" কাব্যে সমস্ত কবিতা এই শ্রেণীর। (২) মাত্রিক—অর্থাৎ যে কবিতায় ছন্দ মাত্রা ("Syllable") দ্বারা পরিমিত হয়। মদ্রচিত "আলেখ্য" কাব্যে সমস্ত কবিতাই এই শ্রেণীর। (৩) দশপদী—অর্থাৎ মাত্রিক কবিতা, যাহাতে দশটি মাত্র পদ আছে। আমি মিতাক্ষরিক চতুর্দ্দশপদী কবিতা না লিখিয়া মাত্রিক দশপদী কবিতা লিখি কেন, ইহার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি ইংরাজি বা ইটালিয়ান Sonnetএর অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। ক্ষুদ্র কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, চতুর্দ্দশপদীর চেয়ে দশপদী ঐরূপ কবিতা রচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী। অষ্টপদী ষট্‌পদী বা চতুষ্পদী কবিতা কেহ প্রচলিত করিতে চাহেন—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু কবিতার দশটি পদ আমার কাছে বেশ 'যুৎসৈ' ঠেকে। এ কবিতাগুলি পাঠ করা প্রথমে 'আলেখ্যে'র কবিতাগুলিরই মত একটু শক্ত ঠেকিবে। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্ট হইবে না আশা করি।

গুটিকতক কবিতা ব্যঙ্গচ্ছলে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলি উচ্চ ধরণের কবিতা বলিয়া আদৃত হইয়াছিল বলিয়া সেগুলিও এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইল।

সম্ভবতঃ আমার খণ্ড-কবিতা-রচনার এইখানেই সমাপ্তি! সেই জন্য পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আমার যাবতীয় কবিতা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। 'শ্মশান-সঙ্গীত' কবিতাটির বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। আমার

বাল্য-রচনার নমুনা-স্বরূপ এই কবিতাটি এই সংগ্রহে প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলি অধিকাংশই পূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সব কবিতা পুস্তকাকারে একত্র করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কলিকাতা ;
২৫শে শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল।

শ্রীগ্রন্থকারস্য

মিতাক্ষর

শ্মশান-সঙ্গীত

(দেওঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া)

১

কাহার বালিকা তুই রে মাধুরী ?—হেলি দুলি
সুখস্বপ্ন বরষিয়া সন্ধ্যার আকাশ দিয়া—
চ'লে যাস, উড়াইয়ে স্বর্ণ-চুলগুলি ;
—ললিত সুন্দর ছবি ! দেবকন্যা সম ;—
—দাহময় চিন্তামরুভূমে
সৃজিয়ে স্বপন কুঞ্জ ; জীর্ণ প্রাণে মম
ফুটায়ে সুন্দর শত মন্দার কুসুমে ।

২

তুই রে সুন্দর ফুটন্ত গোলাপকলি সম,
কোমল পল্লব দিয়ে চারু মুখ আবরিয়ে
ছিলি এতক্ষণ, শোভা ! কান্ত অনুপম ;
যাদুকর-সন্ধ্যারবিকিরণপরশে
খুলে গেল পল্লব তোমার ;
চাহিলি জগৎ পানে, অমনি হরষে
হাসিল আকাশ, মুগ্ধ চাহিল সংসার ।

৩

যেন শশি-মাখা অবাত-নিষ্কম্প সরোবরে,
কোমল সুস্নিগ্ধতম বাসন্ত মারুত সম,
আসিল সুধীরে সন্ধ্যা ;— অমনি অম্বরে,
জাগিল সৌন্দর্য্য-ঢেউ—স্বর্ণ-মেঘগুলি,
নীলাকাশ সৌন্দর্য্যে উচ্ছ্বাসি,

হৃদয়ের সরোবরে স্বর্ণ ঢেউ তুলি ;
কে তুই আসিলি নভে, দীপ্ত শোভারাশি !

৪

জীবন্ত সঙ্গীত ! ভাসাইয়া দূর নীলাম্বরে,
ঝরিছ মধুরতম বরিষার বারি সম
স্বর্ণ জলধর হ'তে, স্বর্ণ জলধরে ;
মেঘের মিলিত কণ্ঠ ! নভ হ'তে আসি
পরিশেষে ভাসাও সংসার ;
হে মেঘবিহঙ্গগুলি ! গগন উচ্ছ্বাসি
ঝরুক তোদের এই মিলিত ঝঙ্কার।

৫

কিন্তু—হা জগৎ ! এ সুখ সহে না তোর প্রাণে ;—
যদি সারাদিন খাটি, প্রাণেতে মাখিয়া মাটি—
আসি প্রক্ষালিতে তায় এ মধুর গানে,
শীতলিতে দগ্ধপ্রাণ স্নিগ্ধ শোভানীরে,
ধুইতে সন্তপ্ত অশ্রুরাশি—
সহে না তোমার ; আন গভীর তিমিরে,
লুকাইতে সঙ্গীতের বাল্যসুখ হাসি।

৬

কেন ফুটে ফুল ? কেন শোভে কুসুমে নীহার ?
কেন রে বিহগস্বরে মধুর অমিয় ঝরে ?
কেন হাসে শিশু তুলি লহরী শোভার ?
শুকাবে শিশির, ফুল প'ড়ে থাকে ঝ'রে ;
ফুরাইবে বিহগের গান ;
না শুকাতে শিশু-হাসি কোমল অধরে ;
ঝরিবে নয়ন, হর্ষ হবে অবসান।

৭

হায় রে জগৎ ! সবই তোর দুই দিন তরে—
চ'লে যায় বাল্য হাসি, লুকায় সৌন্দর্য্যরাশি,

না ফুরাতে একবার দেখা প্রাণ ভ'রে ;
প্রতিদিন রাশি রাশি কত শোভা হায়
জনমিয়া হয় অবসান ;
এ জগতে কত মৃত সঙ্গীত ঘুমায় ;
জগৎ—অনন্তমৃত-সঙ্গীত-শ্মশান ।

৮

নবীন বালিকা !—না শুকাতে তোর শোভারাশি,
জীবনের সুখগান না হইতে অবসান,
না মিলাতে সুখময় শৈশবের হাসি,
চলিলি ঘুমাতে তুই—নিশার তিমিরে,
আছে তোর শ্মশান যথায় ;
যেইখানে সময়ের ভাগীরথীতীরে—
তোর প্রিয় ভগ্নীগুলি নীরবে ঘুমায় ।

৯

কোথা যাস্, প্রাণে আবরিয়ে বিষাদের ধূমে ?
আমারে সদয় হয়ে, যথা যাস্, যা রে ল'য়ে ;
কোথায় ফেলিয়া যাস্ দগ্ধ মরুভূমে !
আমি যে তোদের, শিশু, সহোদর ভাই,
প্রকৃতিও জননী আমার ;
আমিও তোদের সনে ঘুমাইতে চাই ;
দূষিত সংসারবায়ু সহে না রে আর ।

১০

কিন্তু ওই যায়—স্বর্ণশোভা মিলায়ে তিমিরে ;
ওই দেখ্ ডুবে যায়, সোনার প্রতিমা হায়,
নীরবে পশ্চিমে ঘন অন্ধকার নীরে ;
ডুবে যাও তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ আশা ;
ডুবে যাও বর্ত্তমান প্রীতি ;

ডুবে যাও আজিকার স্নেহ ভালবাসা ;
ডুবে যাও প্রিয়তম অতীতের স্মৃতি।

১১

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর—নিশা তোর কঠিন হৃদয় ;
তোর ঘন তমসায় ডুবাতে এ প্রতিমায়,
হৃদয় কোমল হ'লে কাঁদিত নিশ্চয় ;
কাঁদিত ছিঁড়িতে এই শোভার মুকুলে ;
কাঁদিত চাহি সে মুখপানে ;
বিধির কঠোর আজ্ঞা যাইতিস্ ভুলে ;
—নিশ্চয় হৃদয় তোর গঠিত পাষাণে !

১২

যাও শিশু তবে—লও শেষ বিদায় চুম্বন।
ডুব ছবি সিন্ধুতলে, আমি ভাসি অশ্রুজলে,
দাঁড়ায়ে সৈকতে হেরি তোমার আনন।
মজ্জতী স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ! যাও আজ তবে ;
—অশ্রুবারি ঝরিবে ধরার ;
মরণসঙ্গীত দুঃখে গাবে ঝিল্লীরবে
আকাশ, উপরে তোর ;—যাও সুকুমার !

১৩

আমিও ভগিনী ! গাব তোর বিয়োগের গান ;
হৃদয়ের হৃদয়েতে দিব রে শ্মশান পেতে
যতনে সমাধি তোর করিব নির্ম্মাণ
স্মৃতি দিয়া ; যাও তবে প্রিয় সহোদরে !
আমারও বরষিবে আঁখি ;
তোর তরে আর অন্য ভগিনীর তরে,—
যতনে হৃদয়মাঝে সবে দিব রাখি।

১৪

নিষ্ঠুর নিয়ম—জগতের, জানি সহোদরে !
রাখিব হৃদয়ে আনি তোর মৃত দেহখানি—

বসি বিসর্জ্জিব অশ্রু সমাধি উপরে
তাহাও সহে না তার ;—ঘন গরজিয়া
ঘটনা তরঙ্গকুল আসি
স্মৃতির সমাধিগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া
লয়ে যায় ডুবাইতে মৃত শোভারাশি।

১৫

পার, যত দিন ঘুমাও রে! স্বরগের পরী
তোদের শান্তির তরে, তোদের সমাধি ’পরে
প্রসারি কোমল পক্ষ রহিবে প্রহরী ;
পারিবে না প্রেতগণ তোরে পরশিতে ;
এ হৃদয়ে সুখে নিদ্রা যাও।
আমিও আসিব কভু অশ্রুবারি দিতে,
প্রাণের ভগিনী! তবে—ঘুমাও!—ঘুমাও!

সমুদ্রে

আবার সে গভীর গর্জ্জন ; চারি ধার
সেই নীল জলরাশি ; দিগন্তপ্রসার
বারি-বক্ষ ; সেই অন্ধ মত্ত আস্ফালন ;
সেই ক্রীড়া ; সেই উচ্চ হাস্য ; সে ক্রন্দন ;
উত্তাল তরঙ্গ সেই ; উদ্দাম উচ্ছ্বাস ;
সেই বীর্য্য ; সেই দর্প ; সেই দীর্ঘশ্বাস!

হে সমুদ্র! সপ্ত বর্ষ পরে এ সাক্ষাৎ
তোমার আমার সঙ্গে। ঘাত প্রতিঘাত
গিয়াছে বহিয়া কত আমার হৃদয়ে ;
বহে গেছে ঝঞ্ঝা কত, শোকে, দুঃখে, ভয়ে,
নৈরাশ্যে ;—এ সপ্ত বর্ষে জীবনে আমার।
নুইয়া দিয়াছে সেই সপ্ত বর্ষ-ভার

জীবনের মেরুদণ্ড ; করি খর্ব্ব তার
উদ্দাম উল্লাস, তেজ, গর্ব্ব প্রতিভার।
কিন্তু তুমি চলিয়াছ দর্পে সেই মত
কল্লোলিয়া। কাল করে নাই প্রতিহত
তোমার প্রভাব ; রেখা আনে নাই দেহে ;
শুষে নেয় নাই মজ্জা।—সেইরূপ ধেয়ে
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে, মেঘমন্দ্রে বারি-
বক্ষ, বীরদর্পে দিক্‌দিগন্ত প্রসারি,
তুমি চলিয়াছ। উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ;
নিম্নে চলিয়াছে তব একই ইতিহাস।

এত তুচ্ছ করেছিলে মানব-জীবন,
পরমেশ! এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ আয়োজন ;
তাও এত বিবর্ত্তনশীল! যেই মত,
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বর্ণ ভিন্ন হয় যত—
রক্ত, পীত, পিঙ্গল, ধূসর, পরিণত
শেষে কৃষ্ণে ; মানব-জীবনে সেই মত,
আসে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ; পরে হায়,
সব শেষে সেই কৃষ্ণ মরণে মিশায়!

—সেই সে সাক্ষাৎ হ'তে আজি, হে সমুদ্র!
সপ্ত বর্ষ কেটে গেছে, আমার এ ক্ষুদ্র
পরমায়ু। ছিলাম সে দিন শ্লেষস্মিত,
উচ্চকণ্ঠ, ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, গর্ব্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তা-নত,
জীবনের গূঢ়-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।
গান গাই নিম্নতর ঠাটে ;—কম্প্র, ধীর,
ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রুগদগদ, গম্ভীর।

সপ্ত বর্ষ পরে আজি, সমুদ্র, আবার
দেখিতেছি আন্দোলিত সে মহাপ্রসার ;

শুনিতেছি সে কল্লোল ; করিতেছি স্পর্শ
তোমার শীকর-স্পৃক্ত বায়ু।—এ কি হর্ষ !
কি উল্লাস ! মুদ্রালুব্ধ স্বার্থপূর্ণ হৃদি,
ছাড়ি নীচ ক্রয় ও বিক্রয়,— জলনিধি,
মিশিয়াছে নিখিলের সঙ্গে যেন আসি,
হেরি তব অসীম বিতত জলরাশি।
আমি দেখিতেছি শুক্লপক্ষ প্রথমার
নিশীথে, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, পারাবার !
তোমার এ মত্ত ক্রীড়া। যখন অবনী
ঘুমায়, উঠিছে ঐ হাহাকার ধ্বনি ;
চলেছে ও আস্ফালন।—হৃদয়ে তোমার
বহিছে ঝটিকা যেন ; প্রবল ঝঞ্ঝার
নিষ্পেষণে মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্র সম
উঠে মহা আর্ত্তনাদ ; বিদ্যুদ্দামোপম
জ্ব'লে উঠে রেখায়িত ফেনা সমুচ্ছ্বাসি,
পিঙ্গল আলোকে দীপ্ত করি জলরাশি।
কি প্রকাণ্ড অপচয় এ বিশ্বসৃষ্টির—
এই নীল বারিরাশি ! এ নিত্য অস্থির
সমুচ্ছ্বাস শক্তির কি নিরর্থক ব্যয় !
এ গর্জ্জন, আস্ফালন, ব্যর্থ সমুদয়।
কিংবা চলিয়াছ সিন্ধু ! গর্জ্জি, আর্ত্তনাদি,
সেই চিরন্তন প্রশ্ন—"কোথা ? কোথা আদি ?
কোথা অন্ত ? কোথা হ'তে চলেছি কোথায় ?"
উৎক্ষেপিয়া উর্ম্মিরাশি আঁকড়িতে চায়
অনন্তেরে ; নিজ ভারে পরে নেমে আসে।
আবার ছড়ায়ে পড়ে, গভীর নিশ্বাসে,
প্রকাণ্ড আক্ষেপে,—বক্ষ 'পরি আপনার,
ব্যর্থ বিক্রমের ক্ষুব্ধ অবসাদ-ভার।

উপরে নির্ম্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটি কোটি নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির
নিষ্ফল চীৎকার, ক্ষুদ্র আস্ফালন 'পরে ;
রহে সে গভীর গাঢ় অনুকম্পাভরে।
দেখে পিতা যেমতি পুত্রের উপদ্রব ;
ঈশ্বর দেখেন যথা করুণা-নীরব
গাঢ় স্নেহে,—মানুষের দম্ভ অভিমানে ;
—আছে সে চাহিয়া ক্ষুব্ধ জলধির পানে।

কি গাঢ় ও নীলাকাশ ! কি উজ্জ্বল, স্থির !
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া চতুষ্প্রান্ত জলধির।
যাহা ধ্রুব, সত্য ; যাহা নিত্য ও অমর ;
তাহা বুঝি এরূপই স্থির ও ভাস্বর।
তবু ভাবি—ঐখানে আলোকের নয়
শেষ, ঐ ঘননীল, ঐ জ্যোতির্ম্ময়-
যবনিকা-অন্তরালে আছে লুক্কায়িত
এক মহালোক ; ঐ যবনিকাঙ্কিত
কোটি কোটি মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি,
শুদ্ধমাত্র যার ছায়া, যার প্রতিচ্ছবি।
তুলে লও যবনিকা যাদুকর ! তবে ;
কি আছে পশ্চাতে তার, দেখাও মানবে।

রূপকত্রয়

১

ছিলেন কমলযোনি মগ্ন তপস্যায় ;
হ'লে সিদ্ধ তপস্যার পরিপূর্ণতায়
মহাযোগ, তাঁর সেই তপোলব্ধ ধনে
দিলেন বিক্ষিপ্ত করি গগনে গগনে।

হ'লে ব্যাপ্তি-পরিব্যাপ্ত সে মহাসাধনা,
পাঠালেন নারায়ণ তার এক কণা,
করিলেন উপ্ত তাহা এই ধরণীতে
মানব-জীবনে, ধীরে নীরবে নিভৃতে
হইতে সফল ;—তীব্র উঠিল তখন
যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ আকাশ ভুবন
দীর্ণ করি ;—এক মহামত্ত হাহাকার
ছুটে এল ; নগ্ন অঙ্গে বহে রক্তধার ;
পাড়ল মূর্চ্ছিত হয়ে। স্বর্গরাজ্য হতে
নেমে এল দিব্যরথ এক। পূর্ণস্রোতে
ভেসে এল গীত – এক অপার্থিব স্বর ;
ভেসে এল জ্যোতিঃ এক ভাস্বর সুন্দর ;
গাঢ় সহবেদনায়, সুগভীর স্নেহে
দাঁড়াইল ঘেরি তার বিমূর্চ্ছিত দেহে ;
পরে তারে তাহাদের বাহু দিয়ে ঘিরে
নিয়ে গেল দিব্যরথে স্বর্গরাজ্যে ফিরে।

২

সন্ধ্যা হয়ে এল ! ক্রমে ধূসর আকাশে
সুরঞ্জিত মেঘমালা ম্লান হয়ে আসে।
পশ্চিম আকাশের পানে চেয়ে—যেন তার
গভীর বেদনাপ্লুত কোন্ জিজ্ঞাসার
উত্তরের অপেক্ষায় বৃথা, আসে ধীরে
নতমুখে মৌন ধরা—শয়ন-মন্দিরে
হতাশ্বাসে। কুঞ্জ হতে উঠি দীর্ঘশ্বাস
—সমীরের ম্রিয়মাণ মন্থর উচ্ছ্বাস—
রেখে গেল পদতলে শেষ উপহার—
নিমীলিত চম্পকের সৌরভসম্ভার।
চকিত বিহ্বল স্বরে 'সন্ধ্যা হ'ল' ডাকি
মাথার উপর দিয়া গেয়ে গেল পাখী।

হতভাগ্য বংশী এক বিরহীর প্রায়
গেয়ে গেয়ে—সকরুণ কম্প্র মূর্চ্ছনায়
উঠি ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে, ক্ষীণ আরো ক্ষীণ,
শেষে নীল মহাশূন্যে হয়ে গেল লীন।

অভ্র হতে নেমে এল কোন্ পথহারা
একটি সুবর্ণ শান্ত কিরণের ধারা
বিস্মৃতির মাঝে। পরিপূর্ণ মনোরথ,
হেরিলাম আমি এক উজ্জ্বল জগৎ,
পাইলাম যেন চির সাধনার ধন,
ভাবিলাম আজি মোর সার্থক জীবন।
দেখিলাম এক মহা পরিপূর্ণতায়—
অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা এক বিশ্ব-রচনায়।
সহসা উঠিল ঝড়—, বায়ু এল ধেয়ে
হা হা স্বনে; ঘন কৃষ্ণ মেঘ এল ছেয়ে
সবজ্রবিদ্যুৎ; ক্ষীণা কম্পিত কাতরা
দুই হস্তে ঢাকে মুখ ভয়ে বসুন্ধরা।
বিশ্ব ব্যাপি এল এক উচ্চ হাহাকার
সেই অন্ধকারে—পরে মনে নাই আর।
লভিয়া চেতনা আমি চাহিয়া তখন
দেখিলাম চারি ধারে—প্রশান্ত ভুবন;
থেমে গেছে ঝড়; মেঘ গেছে কেটে; চাহি
ঊর্দ্ধে, দেখিলাম প্রান্ত হতে প্রান্ত বাহি,
কোটি তারা-উদ্ভাসিত নীলাকাশ স্থির,
চরণে জলধি তার গরজে গম্ভীর।

৩

সুনির্ম্মল হ্রদ পর্ব্বতের পাদমূলে;
একান্ত নির্জ্জন স্থান; হ্রদ-উপকূলে
একখানি মাত্র নম্র নিভৃত কুটীর,
অর্দ্ধলুক্কায়িত বনে; অর্দ্ধ ভগ্ন; শির

নত করি দেখিতেছে নিজ প্রতিচ্ছবি
স্বচ্ছ হ্রদজলতলে। নিস্তব্ধ অটবী।
নিজ বক্ষ'পরি যুক্ত বাহুযুগ্ম রাখি
ভাবিছে পর্ব্বত নিম্ন নির্নিমেষ আঁখি।
গিরিপ্রান্তে স্তব্ধ হ্রদ—নীল, স্বচ্ছ, স্থির,
হিল্লোলকল্লোলহীন; নীরব কুটীর।
কেন মৌন গিরি, বল, আচ্ছন্ন বিষাদে?
নতশির সে কুটীর কার দুঃখে কাঁদে?
যার পদক্ষেপে ছিল সজীব পর্ব্বত;
যার কণ্ঠস্বরে ছিল সশব্দ এ পথ;
এ কানন প্রমোদভবন;—এই হ্রদ
হইত সে ধন্য যার ধৌত করি পদ;
সে গিয়েছে, ফিরে আর আসিবে না; তবে
এ শোভা সম্পদ—আর এ সব—কি হবে!
গুণীর পরশ বিনা কি কাজ বীণার!
কি কাজ কমলে বিনা ভ্রমরঝঙ্কার।
প্রাণ নাই যার—তবে কিসের সে প্রাণী!
রাজা বিনা কাঁদে প'ড়ে শূন্য রাজধানী।
সুখ নাই তবে আর কি ছার সে মন;
নাই ব্রজকিশোর—কিসের বৃন্দাবন!
সে নাই হারিয়ে তারে ফেলেছে এ বন;
বৃথা তারে চিত্তমাঝে খুঁজে সে এখন।
একটি আলোক যাহা সুন্দর জগতে
ব্যাপ্ত ছিল, চ'লে গেছে এ জগৎ হতে।

এস্রাজ

সভাতলে সকরুণ মৃদুল এস্রাজে
বেহাগখাম্বাজরাগে কি সঙ্গীত বাজে;

কি গাঢ় বেদনাপ্লুত অতৃপ্ত পিপাসা
উচ্চারি। প্রগাঢ় তার কি গদগদ ভাষা
বুঝিতে না পারি ; তবু তার সেই তানে
নিহিত অসীম ব্যথা ; বুঝি তার প্রাণে
বাজিয়াছে কোন্ গূঢ় যন্ত্রণা অপার
—যাহা নহে পৃথিবীর ; যেই যন্ত্রণার
নাহি ভাষা বুঝাবার। বুঝাইতে চাহে—
যেন কোন্ দেশ হতে প্লাবন প্রবাহে
মর্ত্তদ্বীপে আসি ভাসি, কোন্ বিদেশিনী—
তাহার প্রাণের কোন্ নিগূঢ় কাহিনী,
মর্ম্মকথা ; তবু নাহি বুঝাইতে পারে ;
উঠি কম্প্র মূর্চ্ছনায়—নামে শত ধারে,
শতধা বিদীর্ণ তার নিষ্ফল প্রয়াস ;
—ঢাকে মুখ শেষে নারী ফেলি দীর্ঘশ্বাস।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি *

১

আজি ভাই গৌরবের উচ্চ শিখরের'পরে,
দাঁড়ায়ে চাহিয়ে দেখ নিম্নে তিলেকের তরে!
ওই দূর তলদেশে আনন্দ আলোকে কিবা!
ফুটিয়া উঠেছে তব, জীবন তরুণ-দিবা।

২

স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়ে সুন্দর সৈকত তীরে,
পবিত্র আশ্রম দেখ ধৌত জলাঙ্গীর নীরে,

---

* কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৫।৬ বৎসর বয়সকালে স্বীয় পিতৃদেব দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বন্ধু রায় দীনবন্ধু মিত্রকে তদীয় "এমন সুন্দর" কবিতা আবৃত্তি করিয়া মোহিত করিতেন। তখন দীনবন্ধুবাবু খড়িয়ার (জলাঙ্গীর) তীরে ষষ্ঠীতলার বাটীতে থাকিতেন। বলা যাইতে পারে, তৎকালে দীনবন্ধুর মধুর হাসি ও দেওয়ানজীর পবিত্র গান কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়ার ন্যায় আর একটি বিশেষত্ব ছিল।

হাস্যময় ও আশ্রম হাস্য-সবিতার করে,
হাস্যময় তপোবন সে তপনে তৃপ্তিভরে।

৩

ও আশ্রমে আনন্দের মহর্ষি আসীন সুখে,
হরষলহরসুধা উঠিছে ছুটিছে মুখে ;
আধি-ব্যাধি ভাসাইয়া প্রবাহিছে অবিরত,
ফুটিছে কানন ভরি মালতি মল্লিকা কত।

৪

আজি দেখিতেছি তাঁরে, অপসৃত করি সুখে
কালের এ অন্তরাল, বিজড়িত সুখে দুঃখে,
আর তাঁর পাশে সেই সুন্দর শিশুটি তুমি ;
শৈশবের সে শোভায় উজলিয়ে পুণ্য ভূমি।

৫

সুন্দর শিশুটি তুমি গাইছ তুলিয়া তান—
"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে" সেই গান ;
আহা যেন বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে ছেয়ে
মধুময় রামায়ণ শিশুকণ্ঠে উঠে গেয়ে।

৬

আশ্রমবালক মোরা শুনিতাম প্রীতি-ভরে
পিতার মধুর গাথা তোমার মধুর স্বরে ;
সে অধ্যায় সুধাময় জীবনের সূচনায়,
শৈশবের সে সৌহার্দ্দ্য জীবনে কি ভোলা যায় ?

৭

সেই চিত্র সুললিত আজি চিত্ত আঁকিয়াছে,
সাধের আলেখ্যখানি এনেছি রাখিও কাছে ;
শৈশবের স্নিগ্ধ স্মৃতি চির প্রীতিকর ভাই,
প্রীতি-ভরে পূর্ব্ব-কথা তুলিলাম আজি তাই।

৮

সেই দীক্ষা শৈশবের ভুল নাই এ জীবনে ;
কবি-দিষ্ট কুঞ্জবনে ভ্রমিয়াছ হৃষ্টমনে ;

আজি নানাবিধ ফুলে, সাজি তব ভরিয়াছে,
পর্য্যাপ্ত প্রসূন-পথ সম্মুখে বিস্তৃত আছে।

৯

'শিশু মানবের পিতা', নহে শুধু কাব্যকথা,
তোমার জীবনে তার আছে পূর্ণ সার্থকতা;
যেই শিশু কলকণ্ঠে রোমাঞ্চিত হ'ত কেশ
আজি তাহে মুখরিত পবিত্র 'তোমার দেশ'।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র

উত্তর

১

অনেক দিনের কথা—ঠিক্ নাহি আসে মনে—
মধুর শৈশবগাথা সে প্রথম জাগরণে;
তবু যেন মনে পড়ে স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়,
এখনও গভীর সেই সামগান শোনা যায়—

২

বিজড়িত সঙ্গে তার—সে নিশার অবসান,—
পবন হিল্লোল আর প্রভাতের পিকতান,
প্রাতঃসূর্য্যবিহসিত সে আমার জন্মভূমি,
সঙ্গে তার বিজড়িত প্রিয়বর আছ তুমি!

৩

মনে পড়ে আজি এই জীবনের এ সন্ধ্যায়
যেন সেই সুগভীর মহাগীত শোনা যায়;
তাহার মধুর স্মৃতি এখনও বাজিছে প্রাণে,
বাজিবে তাহার সুর এ জীবন অবসানে।

৪

ঠিক্ মনে নাই বটে—সেই হাসি সেই গান,—
'দীনবন্ধু' 'কার্ত্তিকেয়' দুই বন্ধু এক প্রাণ,

সেই হাসি সেই গান আমার জীবনে আসি,
বিজড়িয়া রচিয়াছে এই গান এই হাসি।

৫

কিম্বা সব কল্পনা এ! ভালবাস ব'লে তাই,
সকলই সুন্দর দেখ আমার—প্রাণের ভাই!
রচিয়াছি যেই হাসি, যেই গান রচিয়াছি,
সে হাসির সে গানের নহে কিছু কাছাকাছি;

৬

অন্য কোন নাই সুখ, অন্য কোন নাহি আশা,
শুধু চাহি এ জীবনে তোমাদের ভালবাসা!
যদি এই গানে হাস্যে লভিয়াছি তব প্রীতি,
সার্থক আমার হাস্য, সার্থক আমার গীতি;

৭

প্রভাতে এ জীবনের, হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্র ব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি;
জীবনের এ সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি—
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি!

৮

মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের পুণ্য পাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।

৯

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই,
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হোক ভাই;
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি,
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রমণীর মুখ

কি সুন্দরই গড়েছিলে রমণীর মুখ,
বিধি রমণীর মুখ!
মুখময় মাখা প্রেম; গোঁফ নাই মোলায়েম,
—ঈষৎ বেহায়া আর ঈষৎ লাজুক—
বিলম্বিত চারু কেশ, সিঁথিকাটা শিরোদেশ;
(বিদ্যা কি বুদ্ধির লেশ নাই বা থাকুক ;)
বাঁকা ভুরু, টানা চোখ, (কিম্বা টানা নাই হোক,
চাহনিতে সেরে নেয় বিধাতার চুক !)
গণ্ড দুটি পরিপাটি ; অনত্যুচ্চ নাসিকাটি ;
শ্মশ্রুহীন সুগঠিত কোমল চিবুক ;
ওষ্ঠ দুটি পুরোভাগে, দুইটি কমল জাগে
সর্ব্বদা তাম্বূলরাগে করে টুক্ টুক্।
স্নেহসরলতা মাখা, যেন চিত্রপটে আঁকা,
দেখিলে করুণ স্নেহে ভ'রে ওঠে বুক!
আধ ঢাকা ঘোমটায়, আধখানি দেখা যায় ;
ভাগ্য ব'লে মানি তার দেখি যেইটুক!
যেইটুক থাকে বাকি কল্পনায় গ'ড়ে থাকি,
ভাবী আশা দেখিবার রাখি জাগরূক!
—পৃথিবীর সুখ প্রায় অর্দ্ধেক ত কল্পনায়—
অপরার্দ্ধ মাত্র তার বাস্তবিক সুখ।

বিবাহের উপহার

১

করিছ প্রবেশ আনন্দে ভাই
এ বিবাহ-মন্দিরে ;
অত দ্রুত নহে—সংযত হও,
আরো ধীরে আরো ধীরে ;

দীন, নতজানু, কাতর, সাশ্রু,
আগে নম জননীরে ;
আগে চাহ ভাই বিধাতার ক্ষমা,
করজোড়ে নতশিরে ;
প্রার্থনা কর, পবিত্র হও,
প্রবেশের আগে তুমি ;
এ নহে বিলাসবাসর তোমার,
এ মহাতীর্থভূমি !

২

—এখন ভিতরে এস ; চেয়ে দেখ
যুক্ত যুগ্মপাণি,
অর্চ্চনারত, দাঁড়াইয়া আছে
প্রেমের প্রতিমাখানি ;
মুদিত নয়ন, নীরব, শান্ত,
স্পন্দনহীন, স্থির ;
যেন বা সে কোন স্বর্গের দেবী,
যেন নহে পৃথিবীর ;
তুমি তার ধ্যান, তুমি তার জ্ঞান,
আছে তব পথ চাহি,
যুগ যুগান্তর হতে, যেন তার
আর কিছু মনে নাহি।

৩

সহসা ও কি ও! আনন দীপ্ত
রঞ্জিত অনুরাগে ;
ঐ দেখ বুঝি নড়িল প্রতিমা,
ঐ দেখ বুঝি জাগে ;
মেলিয়াছে আঁখি, চিনেছে তোমায়,
তাই বুঝি মৃদু হাসে ;

ঐ দেখ দুটি বাহু বাড়ায়ে সে
তোমার নিকটে আসে।
কাছে যাও আরো কাছে, ধর হৃদে—
সে তোমার তুমি তার—
দুই দীপশিখা মিশে থাক্ আজ
হয়ে যাক্ একাকার।

৪

এক হয়ে থাক্ এক হয়ে যাক্
তবে আজ দুটি প্রাণ,
বীণার মৃদুল ঝঙ্কার সনে
উঠুক গভীর গান;
এক হয়ে যাক্ কলকল্লোলে
আজ এই নদ নদী;
এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ,
—অহরহ নিরবধি—
এক হয়ে যাক্ সাগর আকাশ,
স্বর্গমর্ত্ত্যবাসী;
এক হয়ে যাক্, ইন্দ্রধনুর
বর্ণে, অশ্রু হাসি।
—উৎসব কর উৎসব কর
উৎসব কর সবে;
আলোকে পুষ্পে হাস্য উৎসে
খাদ্যে বাদ্যরবে,
দাও, উলু দাও, বাজাও শঙ্খ,
বাজাও দম্ফ বাঁশি,
দম্পতি'পরে দেবগণ আজ
বরিষ পুষ্পরাশি।

৫

ভাই, ধর এ রত্নে হৃদয়ে, যত্নে
রেখো তারে সমাদরে,
ঘর ছেড়ে আজ পরের মেয়েটি
আসিছে তোমার ঘরে।
সুখে থেকো, সুখে রেখো, দেখ চেয়ে
ঘরখানি আলো ক'রে,
স্বর্গ হইতে নামিয়া তোমার
বৌ আসিতেছে ঘরে।
উৎসব কর বাজাও বাদ্য
গভীর মধুর স্বরে,
বাজাও শঙ্খ দাও উলু দাও
বৌ আসিতেছে ঘরে।

প্রথম চুম্বন

১

নব বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে
আবৃত, নিভৃত, অশোককুঞ্জভবনে ;—
শ্যামলমোহন ; মুখর কোকিলসঙ্গীতে ;
মৃদু কম্পিত নব বসন্ত পবনে ;

২

বেষ্টি আম্রপাদপে মাধবী বল্লরী ;
নম্র মালতিলতিকা বকুলে জড়ায়ে ;
আকাশে উঠিয়া কুসুমগন্ধ উচ্ছ্বসি ;
মূর্চ্ছিত হয়ে কাননে পড়িছে গড়ায়ে ;

৩

নীরব মেদিনী ; দূরবিসর্পী প্রান্তরে,
ক্ষীণ রেখা সম নিলীন তটিনী, অদূরে ;

শ্যামল ক্ষেত্র, সুপ্ত শুভ্র কৌমুদী ;—
শ্যামলে মিশেছে শুভ্র—মধুর মধুরে ;

৪

গগন মধুর ; মধুর ধরণী সুন্দরী ;
মধুর পবন বহিছে শনৈঃ শনৈঃ ;
তার মাঝখানে সুমধুরতম দৃশ্যটি—
সেই নির্জ্জনে যুগল প্রথম প্রণয়ী।

৫

মানবের এই প্রথম প্রণয়সঙ্গমে,
কি ভাবে আবেগে উঠে প্রাণ তার আকুলি !
যেমন প্রথম মলয়, শিশির অন্তিমে ;
যেমন গভীর নিশীথে মুরলিকাকলি ;—

৬

নবীন নীহার সম ; বিকশিত মল্লিকা-
সম সুরভি ; সুগভীর যেমতি সিন্ধু ;
গগনের মত গাঢ় ; উষা সম উজ্জ্বল ;
সুখনিমগ্ন যেমতি পূর্ণ ইন্দু।

৭

মানবের এই প্রথম পেলব যৌবনে—
যখন কেবল আশাময়ী এই ধরণী ;
যখন গোলাপবর্ণে জীবন রঞ্জিত ;
পা'ল তুলে দিয়ে চ'লে যায় শুধু তরণী ;

৮

যখন সকলি কেবল মাধুরীমণ্ডিত—
আকাশে, ভুবনে, সাগরে, তারায়, তপনে ;
তখন সহসা কিশোরহৃদয়মঞ্জরি
মুকুলিত হয় প্রথম প্রণয় স্বপনে।

৯

এমন স্থান সে—নীরব নিভৃত নির্জ্জনে,
এমন শুভ্র নিশীথে, লগ্ন শুভ এ—
যুগল প্রণয়ী ;—করে করতল অর্পিত,
নয়নে নয়ন ; নীরব বিভোর উভয়ে।

১০

প্রকাশ করিবে তাহারা কি ভাষা উচ্চারি,
অসীম সে কথা, নিহিতহৃদয়বাহিনী ?
মানব রচে নি এমন ভাষা কি সঙ্গীতে,
প্রকাশ করে যা প্রথম প্রণয়কাহিনী।

১১

প্রকাশ করিল সে কথা একটি শব্দেতে—
(প্রকাশ করিতে পারে তা একটি শব্দ)—
স্ফুরিত হইল সে কথা একটি চুম্বনে ;—
উঠিল চমকি কুঞ্জ বিনিস্তব্ধ।

১২

কাঁপিল কানন ; কাঁপিল তটিনী সুন্দরী ;
তড়িৎপ্রবাহে আকাশ উঠিল কাঁপিয়া ;
হাসিল চন্দ্র ; চাহিল পুষ্প ইঙ্গিতে ;
শাখার উপর গাহিয়া উঠিল পাপিয়া।

১৩

প্রণয়িযুগল বেষ্টিত ভুজবন্ধনে,
মিলিত অধর অধরে, বক্ষ বক্ষে ;
বিদ্যুৎস্রোত বহিল তাদের অঙ্গেতে ;
লুপ্ত হইল বিশ্ব তাদের চক্ষে।

১৪

প্রণয়ের সেই প্রথম মধুর চুম্বনে,
সে গীতে, সর্ব্ব কোলাহল যায় থামিয়া ;
মানবের ঘোর দৈন্যে, দুঃখে, দুর্দ্দিনে,
আসে একবার স্বর্গরাজ্য নামিয়া।

১৫

জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে ;
যৌবনসার প্রথম মধুর প্রণয়ে ;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে ;
—মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণ এ ।

১৬

মানবের সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে,
একবার আসে সে সুখ জীবনে মরণে ;
একবার দেখি মানবহৃদয়মন্দিরে,
প্রেমের প্রতিমা—মৃত্যু দলিত চরণে !

——

ভালোবাসা

পর্ব্বতের পাদমূলে দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে,
দেখিতেছিলাম, চাহি নিস্পন্দ নয়নে,
বিস্ময়নির্ব্বাক্, তার অভ্রভেদী শির ;
শুনিতেছিলাম তার নীরব গম্ভীর
অকথিত মহামন্ত্র ।—সহসা, পশ্চাৎ,
নামিল কোমল কর স্কন্ধে অকস্মাৎ ।
ফিরিয়া চকিতে আমি করিনু জিজ্ঞাসা—
"কে তুমি কে তুমি দেবি !" "আমি ভালোবাসা ।—
মর্ত্ত্যে জন্ম বটে মম, তাহার শিখরে
আমার ভবন । চাহি মহা আশাভরে
উঠিতে গগনে ; কিন্তু ধরাতলপানে,
এক মহা অনুকম্পা মোরে টেনে আনে ।
ঐ যে দেখিছ উচ্চ গিরিচূড়া, তার
উপরে আমার গৃহ । নহে সে সংসার,
তথাপি নহে সে স্বর্গ । চাহ যদি তাই,
আইস মানব, আমি সঙ্গে নিয়ে যাই ।"

——

মাত্রিক

প্রবাসে

১

শান্ত এ কান্তারপ্রান্তে শ্রান্ত আমি, বন্ধুগণ !
কান্ত এই বৃক্ষতলে বসি আমি কিছুক্ষণ ;
আমারে দিও না বাধা—তোমরা একটু এগিয়ে যাও—
এ সৌন্দর্য্যরাজ্যমাঝে আমায় একটু ছেড়ে দাও।

২

—পড়েছে ঐ সূর্য্যরশ্মি গিরিচূড়ায়—মনোহর !
পড়েছে ঐ সূর্য্যরশ্মি তরুশিরে—কি সুন্দর !
মাঠের উপর রাঙ্গা মাটি, সবুজ—গাছের চারি ধার,
আকাশে এক রঙ্গের খেলা খেলে যাচ্ছে—চমৎকার।
গাভীগুলি দলে দলে বিজন পথে যাচ্ছে সব ;
পাখীগুলি ফির্চ্ছে নীড়ে—কি মধুর ঐ কলরব !
বড় বিজন বড় স্তব্ধ !—এ স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল !
প্রাণের মধ্যে গভীর শব্দে বেজে উঠ্‌ছে বাল্যকাল।
এমনি চেয়ে দেখতাম না কি দেওঘরের গিরিবন !
তথাপি কি প্রভেদ হয়ে !—কি আশ্চর্য্য বিবর্ত্তন !
তখন একটা আশার আলোক ঘেরে থাক্‌ত ললাট তার,
এখন ক্লান্তির অবসাদে ঘেরে আসে অন্ধকার ;
একটা হর্ষ, একটা দীপ্তি, একটা গীতি, আজি হায়,
একটা মহামহিমা—এ মুছে গেছে বসুধায় ;
এখন চোখে ঝাপ্‌সা দেখি, মনের মধ্যে করি বাস,
এখন শুধু চিন্তা আসে, ঘনিয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

৩

সে দিন আমি পাই না ফিরে !—সেই দীর্ঘ অবকাশ,
সেই দীপ্তি, সে অতৃপ্তি, সেই শক্তি, সে উল্লাস।

—আবার বালক হব আমি, শুধু আমি এই চাই—
শিশুর মত ভালবাসি, শিশুর মত হাসি গাই।

৪

জীর্ণ বস্ত্র সম জরায় ছুঁড়ে ফেলে, আবার চাই—
ঘাটের উপর জুটি সবাই ; মাঠের উপর ছুটে যাই ;
গাছে উঠে ফল্‌সা পাড়ি ; আংশি দিয়ে পাড়ি কুল ;
বিছিয়ে কাপড় শিউলি কুড়াই ; জলে হেঁটে পদ্মফুল ;
বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলা ; সকাল বেলা পড়ার ধুম ;
সন্ধ্যাটি না হতে হতেই বিছানাতে প'ড়ে ঘুম ;
পুকুর পাড়ে ঘোড়ার বাচ্ছা ধ'রে চ'ড়ে বেগে ধাই ;
ঝম্প দিয়ে নদীর বক্ষে সাঁতার কেটে চ'লে যাই ;
যৌবনের সেই প্রথম বিকাশ নিজভাবে ওতপ্রোত ;
বাহুর মধ্যে শিরায় শিরায় নূতন শক্তির অনল-স্রোত ;
প্রথম শ্রমের পারিশ্রমিক ; নিজের পায়ে দিয়ে ভর
আবার গিয়ে সাজাই নিয়ে নিজের বাড়ী নিজের ঘর ;
আবার করি দশের সঙ্গে যশের যুদ্ধ—করি জয় ;
বাজ্‌ছে শুনি বিজয় ভেরী উচ্চরবে সহরময় ;
শত্রুগণের পরাভূতি, মিত্রজনের ভক্তিস্তব ;—
করি আবার নূতন শক্তি শিরায় শিরায় অনুভব।

৫

মধুর সে এলোমেলো মলয় বায়ুর পাগল ঢং,
বকুল ফুলের মুকুল গন্ধ, অশোক পাতার কচি রং,
শরৎকালের রঙিন সন্ধ্যা, গ্রীষ্মকালের পলাশবন,
বর্ষাকালে প্রথম মেঘের প্রথম গুরু গরজন,
পাড়াগাঁয়ে বৎসরান্তে 'রাজার বাড়ী' দুর্গোৎসব,
ছেলের ভাতে আঙ্গিনাতে বন্ধু জনের কলরব,
সাগরবক্ষে প্রভাত বায়ে পাইল্ তুলে যাওয়ায় সুখ,
স্বদেশেতে বাল্যস্মৃতি, বিদেশেতে চেনামুখ,

বিয়ের রাতে সাহানাতে প্রথম নিশার অবসান,
যৌবনের সেই প্রথম স্বপ্নে চুম্বনের সেই সুরাপান,
জীবনকুঞ্জে হেনার গন্ধ আকুল অন্ধ বাসনায়,
—কে আছিস্ রে—আজি আমার জীর্ণ প্রাণে নিয়ে আয়।

৬

তবে—উষার মত ভূষায় সেজে হাসিগুলি চ'লে আয়!
রাঙ্গাপায়ে নেচে নেচে আয় রে আমার কোলে আয়!
অধরপুটে দুধের গন্ধ, মুটোর মধ্যে জবাফুল
মাথার উপর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া কালো চুল,
দিয়ে বেতাল করতালি, বেসুর সুরে গেয়ে গীত,
নিজেই বিভোর—নিজের গানে নিজেই যেন বিমোহিত;
ওরে কান্ত, ওরে চপল, কাঁধে আমার দিয়ে ভর,
বুকের উপর লতিয়ে উঠে গলাটি মোর জড়িয়ে ধর।

৭

বাল্যে পড়া মহাভারত রামায়ণের উপাখ্যান—
বিষ্ণুর মহা যোগনিদ্রা, হিমালয়ে শিবের ধ্যান,
রামের হরধনুর্ভঙ্গ, ধনঞ্জয়ের লক্ষ্যভেদ,
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, রামের যজ্ঞ অশ্বমেধ,
জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ, পরীক্ষিতের সর্পভয়,
হনুমানের লঙ্কাদাহ, দশাননের পরাজয়,
জহ্নু মুনির নিঃশেষ করা গণ্ডুষেতে গঙ্গাজল,
ইন্দ্র-বৃত্রে তুমুল যুদ্ধ, বিশ্বামিত্রের তপোবল,
আলাদীনের মায়াপ্রদীপ, আলিবাবার গুপ্ত ধন,
হার্কিউলিসের বাহুবল ও আর্কিলিসের মহারণ,
কন্দর্পের সে পুষ্পধনু, উর্ব্বশীর সে অভিসার,
হেলেনের সে কামাগ্নিতে ট্রয়রাজ্য ছারখার!
ক্লিওপ্যাট্রার কটাক্ষেতে রোমের শৌর্য্য নতশির,
দুইটি জাতির মহা নৃত্য রূপের তালে পদ্মিনীর;—

তোদের চক্ষে তোদের নৃত্যে, কলকণ্ঠে—সেই সব
আবার পড়ি, আবার করি প্রাণের মধ্যে অনুভব।

৮

আবার ছুটি চিন্তারাজ্যে, প্রাণের তৃষায় করি ধ্যান—
জগতের এক নূতন তথ্য, নূতন অর্থ, নূতন জ্ঞান।
পৃথিবী উড়েছে শূন্যে সূর্য্যে করি প্রদক্ষিণ ;
চাকার মত ঘুরে যাচ্ছে ক্রমাগত রাত্রিদিন ;
চৌতালেতে নৃত্য করে—জ্ব'লে উঠে নিভে যায়—
কোটি সূর্য্য কোটি গ্রহ কোটি চন্দ্র নীলিমায় ;
এ মহা স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি—মহাসৃষ্টি মহানাশ—
বক্ষে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে স্তব্ধ নীলাকাশ ;
ভাবে মনে—বিশ্বপতির এ কি খেলা বিশ্বময়,
কেন বা এ মহাসৃষ্টি ? কেন বা এ মহালয় ?
এ কি একটা নিয়ম ? কিম্বা বিশ্বপতির স্বেচ্ছাচার ?
এ কি একটা অধঃপতন ? এ কি একটা অগ্রসার ?
ইহার আদি দেখি নাই ত, জানি না তার কোথায় শেষ ;
জান কি তা—সত্য বল—তুমিই নিজে পরমেশ ?
নিয়ে এস সে সব প্রশ্ন, আমার পাত্র ভ'রে দাও ;
শিরায় শিরায় ঢেলে দাও আজ, আমায় পাগল ক'রে দাও।

৯

—না না—ঐ যে রশ্মিরাজ্য আকাশ থেকে নেমে যায় ;
ঐ যে দূরে যশের ডঙ্কা ধীরে ধীরে থেমে যায় ;
একটা তীব্র উন্মাদনা হয়ে আসে ম্রিয়মাণ,
সন্ধ্যা হয়ে আসে, দিবা হয়ে আসে অবসান।
চ'লে যা সব চ'লে যা রে—শূন্য হাসির অট্টরব ;
তাতে শান্তি ?—মনের ভ্রান্তি—নিতান্তই অসম্ভব।
বাল্য ক্রীড়া, প্রেমের স্বপ্ন, যশের বাদ্য, ডুবে যায়—
মহা শোকের অশ্রুজলে, মহা গভীর সমস্যায়।

১০

তবে আয় রে মলিনমুখী শীর্ণদেহ দীর্ণপ্রাণ !
সর্ব্ব অঙ্গে পদাঘাত ও লাঞ্ছনা ও অপমান ;
রুক্ষ মাথায় উড়্‌ছে ধূলি ; রিক্ত শুষ্ক করতল ;
অঙ্গ বেয়ে পণ্ডশ্রম ও গণ্ড বেয়ে অশ্রুজল ;
নাই ক পেটে অন্নকণা ; শীতে কাঁপে ছিন্নবাস ;
অশ্রুবারি, শুষ্কনেত্র, আর্ত্তধ্বনি, দীর্ঘশ্বাস।
—অশ্রুর রাজ্য নিয়ে আয় রে, হাসির রাজ্য মুছে যাক্‌ ;
অনুকম্পায় কেঁদে আমার সকল দুঃখ ঘুচে যাক্‌।

১১

যেথায় ভগ্ন দেবমন্দির—রুক্ষশিরে তুল্‌ছে বট ;
বিশাল ধূ ধূ মাঠের মধ্যে পরিত্যক্ত শূন্য মঠ ;
মড়ক শুয়ে খাচ্ছে খাবি—ক্রোশের মধ্যে নাই ক কেউ ;
শুষ্ক নদী, ঊষর ক্ষেত্র, মরুভূমির বালুর ঢেউ ;
বাড়ীর ভিটেয় চর্‌ছে ঘুঘু, উঠনে তার জম্‌ছে ঘাস,
মৃত গৃহস্বামীর আত্মা ফেল্‌ছে এসে দীর্ঘশ্বাস ;
শীতের ঘন কুজ্‌ঝটিকা পাকিয়ে উঠ্‌ছে চারি ধার ;
দিবার মৃত্যুর পরপারে ঘনিয়ে আস্‌ছে অন্ধকার ;
ভগ্ন রাজধানীর ধ্বংস ভাব্‌ছে দিয়ে মাথায় হাত,
একটা মৃত শিল্প কর্‌ছে সিন্ধুনীরে অশ্রুপাত ;
একটা লুপ্ত সভ্যতা সে অসভ্যতার ক্রীতদাস ;
একটা আশার শিওরে জেগে একটা মহাসর্ব্বনাশ ;
একটা শুষ্ক ভালবাসা পায় নি যে তার প্রতিদান ;
বাৎসল্য যা হৃদয় দিয়ে কিন্‌ছে শুধু অপমান ;
দাক্ষিণ্য যা ফতুর হয়ে দ্বারে দ্বারে পাত্‌ছে হাত ;
কৃতের প্রতি কৃতঘ্নতা, দয়ার শিরে পদাঘাত ;
সে সব দৃশ্য নিয়ে আয় রে—সুখের দৃশ্য সুখে থাক্‌—
আজি আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা ব'হে যাক্‌।

১২

নিয়ে আয় সেই সীতার ভাগ্য, দময়ন্তীর অশ্রুধার,
শকুন্তলার পরিত্যাগ, আর দ্রৌপদীর সেই হাহাকার,
যুধিষ্ঠিরের রাজচ্যুতি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশোক,
হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বান্তি—নিয়ে আয় সেই অশ্রুলোক।
সীজার হানিবলের পতন, সেকেন্দরের রাজ্যলোপ,
নেপোলিয়ন বিপক্ষেতে সারিবদ্ধ ইয়ুরোপ ;
দারার মাথার উপর খড়্গ, ঔরংজীবের মৃত্যুভয়,
পানিপথে বিশ্বজয়ী মহারাষ্ট্রের পরাজয় ;
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি, যন্ত্রণা ও অশ্রুজল—
ওরে তোরা হাতে ধ'রে আমায় সেথায় নিয়ে চল্‌।

১৩

হাস্য শুধু আমার সখা ? অশ্রু আমার কেহই নয় ?
হাস্য ক'রে অর্দ্ধ জীবন করেছি ত অপচয়।
চ'লে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয় !
গলা ধ'রে কাঁদ্‌তে শিখি গভীর সহবেদনায় ;
সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে সহবাস—
ইহাই আমার ব্রত হোক, ইহাই আমার অভিলাষ।

১৪

পরের দুঃখে কাঁদ্‌তে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয় !
মহৎ দেখে কাঁদ্‌তে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবন দান !
সত্যের জন্য দৃঢ় ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ,
বুভুক্ষুকে ভিক্ষা দেওয়া, ব্যাধির পার্শ্বে জাগরণ,
নিরাশ্রয়কে গৃহ দেওয়া, আর্ত্ত রক্ষা দৃঢ়পণ ;
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ, পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,
ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থিদান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান,
সীতার সে স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান,

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস।
সেই রাজ্যে নিয়ে যা রে, কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে—
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে ;
উঠুক বন্যা, যেন তাহা স্বর্গের রাজ্যে ছড়িয়ে যায়,
শেষে প্রাণের উজান টানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায়।

১৫

গাঢ় হয়ে আসে রাত্রি ; অন্ধকারের আবরণ
প'ড়ে গেছে। ছেয়ে গেছে উপত্যকা গিরিবন ;
উপরে অনন্ত শূন্যে কোটি কোটি জ্যোতিষ্মান
ঋষিবৃন্দ সমস্বরে ধরেছে ঐ সামগান—
এত গাঢ়! সে সঙ্গীতে ডুবে গেছে শব্দ তার,
জ্যোতিতে সে কেঁপে উঠে হয়ে গেছে একাকার।
স্তব্ধ ধরা ; শিওরেতে কাঁদে শুধু ঝিল্লীরব ;
ধরার বক্ষে দুরু দুরু করি মাত্র অনুভব।
শুধু মহামৃত্যু সম কৃষ্ণ নভ ঘন স্থির ;
পক্ষ দিয়ে ঘিরে আছে এ রহস্য পৃথিবীর।

১৬

গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসে অন্ধকার ;
এই বিশ্বে আমি একা, কেহ যেন নাহি আর।
গভীর রাত্রি!—সহযাত্রী—কোথা তারা?—কেহ নাই—
শ্রান্ত পদে অন্ধকারে একা বাড়ী ফিরে যাই।

সোনার স্বপ্ন

১

সে গেছে, আমার মর্ম্মপটে ছায়ার মত ভেসে,
সে গেছে, আমার হৃদয়-তটে ঢেউয়ের মত এসে,

তারে নয়ন ভ'রে দেখেছিলাম,
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে—
ঘুমের, সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সোনার স্বপ্নটিরে।

২

সে, প্রথম সে দিন এসেছিল আমার দৃষ্টিপথে ;
সে, সুখের মত ভেসেছিল আমার মনোরথে ;
তারে, মহারাজার মতন ক'রে
আদর ক'রে যতন ক'রে
নিয়েছিলাম তবে ;
সে দিন ভরেছিল জীবন আমার মহামহোৎসবে।

৩

সে দিন পুষ্পে পুষ্পে কুঞ্জ-ভবন উঠ্‌ল আমার সেজে ;
সে দিন রোমাঞ্চিত ক'রে পবন, উঠ্‌ল বীণা বেজে ;
সুখে হৃদয় আমার ভ'রে গেল,
ডুবে গেল, ম'রে গেল,
—সন্ধ্যাসম মেঘে ;
যেন উঠলাম আমি জন্ম হতে জন্মান্তরে জেগে।

৪

যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে স্বপ্ন গেল টুটে ;
হঠাৎ বীণার তারটি ছিঁড়ে গেল আর্ত্তনাদে উঠে।
এখন রহি সন্ধ্যার গভীর গানে,
বীণার স্বরে, কবির তানে,
চেয়ে নিরবধি—
সেই স্বপ্ন আমার—যুগের ঘুমে একবার আসে যদি।

———

স্মৃতি

১

একটা স্মৃতি—সকল স্মৃতির সেরা
জাগে চিত্ত মাঝে ;
একটা গীতি—দুঃখ দিয়ে ঘেরা
সুখের মত বাজে ;
কন্যার প্রতি মায়ের বিদায়বাণী,
রূপের মত নেশা,
বিরঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘখানি—
সুখে দুঃখে মেশা।

২

উঠেছিলে যখন চিত্তে নামি,
উষার মত জেগে,
কি গরিমা দেখেছিলাম আমি
আকাশে ও মেঘে ;
জন্মান্তরের যেন একটি গাথা
জীবন আমার ব্যেপে,
সৃষ্টির উজ্জ্বল একখান ছেঁড়া পাতা
এল যেন কেঁপে।

৩

ঝাঁপিয়ে গীতি লভিল সে মরণ
ঝঙ্কারেরই কূপে ;
পুড়ে গেল উষার রাঙ্গা বরণ
নিজের তীব্র রূপে ;
ক্ষুব্ধ নই ক—আছে সেই স্মৃতি
জীবন আমার ছেয়ে ;
আকাশ থেকে আছে সেই প্রীতি
আমার পানে চেয়ে।

——

এসো

এসো সন্ধ্যার মত ধীরে, নিশীথের মত ছেয়ে,
মলয়ের মত মধুর ;
এসো কন্যার মত সেবায়, জননীর মত স্নেহে,
ব্রীড়ায় সম বধূর ;
এসো কুসুমের মত শোভায়, জ্যোৎস্নার মত ভেসে,
কল্পনার মত সেজে ;
এসো আকাশের মত ঘিরে, প্রভাতের মত হেসে,
দুঃখের মত বেজে ;
এসো হতাশার উপর ধেয়ে, আনন্দের মত বেগে,
করুণার মত গড়াও ;
এসো আত্মার মত আমার জীবনের মত জেগে,
মৃত্যুর মত জড়াও ।

অভিমান

হাসির তুফান তুলে দিতে পারে সে,
ফোটায় হৃদে কুসুম শত শত ;
নেমে আসে অশ্রুবৃষ্টিধারে সে,
গর্জ্জে কভু বজ্রধ্বনির মত ;
রবির আলো মেঘের অঙ্গে খেলায়ে,
মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু সাজায় ;
অসিখানি শমীবৃক্ষে হেলায়ে,
উদাস প্রাণে মুরলিটি বাজায় ।

আর ত কৈ সে মুরলিটি বাজে না !
—এমনি কি !—কিসের দুঃখ হেন !

আর ত সন্ধ্যা তেমন ক'রে সাজে না !
—তাহার সে দোষ ; আমার দুঃখ কেন !
আমারে সে কৈ ত ভাল বাসে না,
আমার উপর কিসের তাহার দাবী !
সে ত—কৈ সে আমার জন্য আসে না,
আমি কেন তাহার জন্য ভাবি !
—না না—তবু বহু দিনের বাসনা,
বহু দিনের স্মৃতি জেগে আছে ,
—ওগো তুমি কেন আমার আস না,
এসো তুমি এসো আমার কাছে !
বড় রোষে বড় অভিমানে গো,
হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়াছাড়ি ;
সকল ব্যথা গ'লে গেছে প্রাণে গো
এসো আমার—এসো তোমার বাড়ী !

হাসির তুফান আবার দেও গো উঠায়ে,
অশ্রুজলে ভাসিয়ে দাও গো গুণী !
আবার কুসুম প্রাণে দাও গো ফুটায়ে,
আবার তোমার গভীর ধ্বনি শুনি।
অরুণবর্ণ মেঘের সঙ্গে মিশায়ে,
খেলাও আবার ইন্দ্রধনুহাসি।
ছেদি আমার গভীর অমানিশা এ
—এসো, আবার বাজাও তোমার বাঁশি।

——

ফিরিয়ে দাও

(গান)

হৃদয় যদি দিবে না ও,
হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও

যদি বা মিটেছে আশ,
নূতনে বা অভিলাষ,
যাও যেথা তাহা পাও।
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে দাও মোর হাস্যমুখ ;
ফিরে দাও মোর শান্তি সুখ ;
দেশান্তরে চ'লে যাই,
যেন ভালোবাসি নাই,
ফিরে কভু চাব নাও,
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে নাও ও পাষাণ বুক ;
উদাসীন ও হাসিটুক—
কপট অধরপুটে ;
কৃপাহিম ও আঁখি দুটি ;
দিয়েছ যা ফিরিয়ে নাও—
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফেলেছি যে অশ্রুরাশ,
ফেলেছি যে দীর্ঘশ্বাস,
কহেছি কত না জানি,
অবোধ উদ্ভ্রান্ত বাণী ;
ভুলে যাই—ভুলে যাও।
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

এত দিনে বুঝিলাম
প্রণয়ের পরিণাম—
সুখ তৃপ্তি অবসাদ,
মিটেছে মোর সব সাধ ;

চ'লে যাই—চ'লে যাও
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

— —

আহ্বান

১

যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা
তুমি আমার এসো ;
যখন ধীরে প'ড়ে আস্‌বে বেলা
তুমি একবার এসো।
যখন যাবে কলরব থামি,
—যখন বড় একা,
কাউকে খুঁজে পাব না ক আমি—
তুমি দিও দেখা।

২

আমার নাই ক এমন কোন দাবী
—তোমায় আমি পাবো !
আমি শুধু পুর্ব্বকথা ভাবি
—তুমিও কি ভাবো ?
তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে
আমি চেয়ে থাকি ;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে
তুমি আসো নাকি ?

৩

আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন
তোমার কণ্ঠরব ;
তোমার স্পর্শ তোমার হাস্য হেন
করি অনুভব।

সবই ভ্রান্তি এ কি?—সবই মায়া
তোমার এই প্রীতি?
শুধু স্বপ্ন!—শুধুই কি ছায়া?
শুধুই কি স্মৃতি?

৪

যখন হেথায় ছেড়ে যাব শেষে
যাহা কিছু প্রেয়;
তুমি তখন সাগরতীরে এসে
সঙ্গে নিয়ে যেও;
তুমি গেছ আগে; তোমার আছে
জানা সমুদয়;
তুমি যদি থাকো আমার কাছে,
পাব না ক ভয়।

৫

সে দিন তুমি এসো ওহে প্রিয়—
এসো আমার কাছে;
সেই দেশে—আমায় দেখিয়ে দিও
কোথায় কি আছে।
আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো
আঁধার হবে আলো;
তুমি আমায় আগিয়ে—নিতে এসো
তুমি বেসো ভালো।

সুন্দরী কে?

১

কে সে বল সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক?
ভ্রূ দুটি যার টানা টানা? নাসিকাটি বাঁশি-পানা?
ওষ্ঠ দুটি রাঙা রাঙা? পটোল-চেরা চোখ?

নাকটি কিন্তু কুঁচিয়ে রাখে, ওষ্ঠ দুটি বাঁকিয়ে থাকে,
চাহনিতে বিরক্তি, আর কথায় কথায় 'রোখ' ;

আমি বাহির থেকে এলে, মূর্ত্তি যেন বাঘে খেলে,
ঝগড়া একবার বাধ্‌লে পরে যেন 'ছিনে জোঁক' ;
অনেক ভেবে চিন্তে তবে, যাহার কাছে যেতে হবে,
কৈতে কথা প্রতি পদে গিল্‌তে হয় ঢোঁক ;

নয় ক নিজে 'কোন কর্ম্মা', অন্যের উপর 'অগ্নিশর্ম্মা,'
আমার চেয়ে বেশী আমার টাকার দিকেই ঝোঁক ;
হৌক না তাহার গৌর বরণ, হৌক না তাহার নিখুঁত গড়ন,
আমার চক্ষে নহে সে ত সুন্দরী স্ত্রীলোক।

২

তবে কে সে সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক ?
সেই সে যাহার বক্ষে প্রীতি, চক্ষে যাহার সুখের স্মৃতি,
বাক্যে যাহার কলগীতি—ঝরে পুণ্যশ্লোক ;
মুখে পবিত্রতা-রাশি, ওষ্ঠে যাহার সদাই হাসি,
তাহার আবার অন্য রূপের কিসের আবশ্যক ?

হাস্যে আমার সখী সমা, ক্রোধে মূর্ত্তিমতী ক্ষমা,
রোগে দুঃখে চিন্তাজ্বরে—হরে সর্ব্বশোক ;
দৈন্যে আমার উপকারী পাপে আমার পাপহারী,
তাকে অসুন্দরী বলে কে সে আহাম্মক ?

তারেই বলি দেখ্‌তে ভালো, তাহার রূপে জগৎ আলো,
তাহার রূপে মুগ্ধ আমি—যেমনই সে হোক্ ;
নাই বা হ'ল গৌর বরণ, নাই বা হ'ল নিখুঁত গড়ন,
তারেই বলি সবার চেয়ে সুন্দরী স্ত্রীলোক।

দশপদী

কবি

কেন গাহে কবি ?—কেন সূর্য্য ওঠে ? বর্ষে বারি মেঘে ?
কেন বহে নদী ? কেন সিন্ধু শ্বসে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ?
কেন জ্যোৎস্নাপক্ষ তুলে চন্দ্র ভেসে চলে নীলাকাশে ?
রবির কিরণ-স্পর্শ পেয়ে বসুন্ধরা কেন ওঠে জেগে ?
শিউরে ওঠে কুঞ্জভবন পত্রপুষ্পে কেন মধুমাসে ?
পাখী কেন গেয়ে ওঠে ? মলয় পবন কেন ধীরে বহে ?
মাতা কেন ভালোবাসে ? রাখাল বাজায় বাঁশী ? শিশু হাসে ?
নিজের প্রাণের আবেগে সে—তোমাদিগের স্তুতির জন্য নহে।
তোমাদিগের স্তুতির মূল্য—হা রে ! সে কি লাগে তাহার কাছে—
যে ধনে সে ধনী—কবি, যে ভাবে সে বিভোর হয়ে আছে।

বিনিময়

যা পেয়েছি বিধির কাছে—ক্ষুদ্র রোদন ক্ষুদ্র হাস্যখানি,
সামান্য মস্তিষ্কটুকু, শূন্য হৃদয়, পূর্ণ এই প্রাণ ;
তোমাদিগে সে সম্পত্তি করি আমি অকাতরে দান ;
তোমরা ধনী হবে না ক তাতে কিছু—তাহা আমি জানি ;
তাহা দিয়ে আমি যদি তোমাদিগের হৃদে পাই স্থান ;
তা হলেই ফিরে যাব হাস্যমুখে, পূর্ণ মনোরথে।
তোমার কাছে প্রতিবাসী—তাইতে আসি গাইতে এই গান ;
ইচ্ছা তুমি শোনো, দেখ ভাল যদি লাগে কোন মতে ;
আমি ভাবি, আমার ভাবে বিভোর আমি, নত তাহার ভারে—
তোমাদিগের কিছু ভাল লাগ্‌বে না তা—এ কি হ'তে পারে ?

অভিমান

যদি কেউ না শোনে ; তবে—হে কল্পনা নিজেই অনুরাগে
গেয়ে ওঠ উচ্চকণ্ঠে—তোমার এমন দুঃখ নাই ক কোন ;
নিজের কুটীরদ্বারে ব'সে নিজেই গাহ নিজেই তাহা শোনো ;
নেহাইৎ খারাপ সে গান নহে, তোমার যদি নিজের ভাল লাগে।
ঊষার রাগে সন্ধ্যারাগে মিশিয়ে একটি সোনার স্বপ্ন বোনো,
তোমার নিশার নিদ্রাটুকু আলোকিত কর্বে তাহার আলো।
কেন তবে অলস ভাবে দিনের দীপ্ত প্রহরগুলি গোণো ?
গাহো কবি, গাহো, অন্যের ভালো লাগে, নাই বা লাগে ভালো।
আরও—যে সম্পত্তি তুমি নিয়ে কবি এসেছ এ ভবে,
গাইতে যদি নাহি চাহ অভিমানে—গাইতে তবু হবে।

ঊষা

ঊষা যখন নেমে আসে শুভ্রবাসে, ভিজা এলোচুলে,
নতনেত্রে, স্মিতমুখে অলক্তক-রক্তিম চরণে,
চাঁপার মত আঙ্গুল দিয়ে অন্ধকারের দরোজাটি খুলে ;
—জাগে বিশ্ব বিরঞ্জিত মুঞ্জরিত নবীন জাগরণে,
গুঞ্জরি স্বাগত বাণী, কুঞ্জবনে কলকণ্ঠ তুলে,
জানু পেতে ব'সে পড়ে, ভক্তিভরে পদতলে তার ;
ঢেলে দেয়—সচন্দন শত শত বিকশিত ফুলে ;
নেয় ঊষা হাস্যমুখে তাহার সে ভক্তি-উপহার।
মানুষ, চক্ষু চেয়ে দেখ এ মহিমা—নিশা অবসান—
এগিয়ে এসো, সঙ্গে জানু পেতে বোস, সঙ্গে গাও গান !

সন্ধ্যা

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে ঐ—পৃথিবীর এই দৃষ্টিরাজ্য সীমা
হ'তে সীমান্তরে, সুনীল নভোরাজ্যের দূরপ্রান্ত হ'তে
পরপ্রান্ত বিপ্লাবিত করি একটি বায়ব অগ্নিস্রোতে।
ধ্বংসের কৃষ্ণ মহাসিংহাসনে যেন আরূঢ় গরিমা।
সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—যেন ধর্ম্মবীর এক, পরহিতব্রতে,
আলিঙ্গিত মৃত্যুকেও দীপ্ত করে মুক্ত মহিমায় ;—
সেই দৃশ্যে বিশ্বের ছুটি ক্ষুদ্র জানু—সহসা স্বমতে
নুয়ে পড়ে ভক্তিভরে, মৃত্যুদাতাও ধন্য হয়ে যায়।
সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—মানুষ চেয়ে দেখ, নত কর শির,
কৃতজ্ঞ হও যে অন্ততঃ কেহ তুমি এই পৃথিবীর।

গোধূলি

সূর্য্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক, অন্ধকার লেগে
ভেঙ্গে গেছে।—চূর্ণ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যেন একটা ঝড়ে ;
শুয়ে আছে বর্ণগুলি চারি ধারে—আকাশে ও মেঘে।
যেন একটা বর্ণ-সৈন্য ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে প'ড়ে ;
যেমন একটা মহানদী বহে গিয়ে পূর্ণ খরবেগে
শেষে শাখায় উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে ;
যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাছন্দে জেগে,
ছড়িয়ে পড়ে বিকম্পিত শত ভগ্ন মূর্চ্ছনাতে বেজে।
সূর্য্য অস্ত গেল। বিশ্ব ঘেরে এল কৃষ্ণ সুপ্তি নেমে,
মিশিয়ে গেল মহানদী সিন্ধুজলে, গীতি গেল থেমে।

রাত্রি

সূর্য্য অস্তে গেছে ! আলোর স্বর্ণপক্ষ গুটিয়ে নিয়ে, নেয়ে,
নদীতীরে ভিড়িয়ে নিয়ে তরীখানি দড়ি দিয়ে বাঁধে।
নৌকাখানি শুয়ে শুয়ে, অলসভাবে নদীর পানে চেয়ে,
শোনে মন্ত্রমুগ্ধ সম, শ্রান্ত অতি, নদীর কুলুনাদে।
রাত্রি গভীর হয়ে এলো !—তরীখানির শুয়ে পড়ে ছাদে,
ঘুমুচ্ছে কি যাত্রীগুলো !—শুধু তাহার নিদ্রা নাইক চোখে ;
যাত্রীদিগে বক্ষে ধ'রে দোলায় শুধু—দোলায় আর কাঁদে।
জানি না সে কেন এত ব্যথিতহৃদয়, আচ্ছন্ন কি শোকে !
"যাবে এরা, নূতন যাত্রী উঠ্‌বে নায়ে, তারাও পরে যাবে,
যাবে সবাই, রৈবে শেষে শূন্য তরী"—তাই বুঝি ভাবে।

বসন্তে বিরহ

বসন্তে বিরহ বটে সুসঙ্গত—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ;
যবে কোকিল 'কুহু কুহু' গেয়ে ওঠে হঠাৎ কলতানে,
যেন বিদ্ধ স্মরশরে ; মৃদু রৌদ্রে স্নিগ্ধ বাতাস বহে,
যেন সে কোন্ সিন্ধুবারি-বক্ষ হ'তে আসে কেবা জানে ;
শিউরে উঠে আম্রকানন মুকুলিত শ্যামল সুবাসে,
ধরণীর সে শ্যামল মধুর জাগরণ—সে সুপ্তি অবসানে।
বৎসরান্তে সৌন্দর্য্যের সে দুর্গোৎসবে, সবাই ফিরে আসে
নিজ নিজ ঘরে, শুধু আমার শূন্য পুরে নি ক প্রাণে !
বসন্তে বিরহী তাই—শূন্য নেত্রে—আমি শুধু চাহি ;
যাহার যে জন প্রিয়, দেখি, কাছে আছে, আমার শুধু নাহি।

বর্ষায় বিরহ

যখন ভুবন আঁধার ক'রে কালো আকাশ ঘেরে আসে মেঘে,
বজ্র-কড়কড় শুনে বসুমতী কেঁপে ওঠে ত্রাসে ;
বৃষ্টি সঙ্গে শিলা পড়ে ; শীকরস্পৃক্ত বায়ু বহে বেগে ;
তখন আমি মেতে উঠি, নেচে উঠি মহামহোল্লাসে।
কিন্তু যখন বাতাস নাহি, বজ্র নাহি, অনন্ত আকাশে ;
কেবল একটা ধূসরতা—বর্ষে শুধু চূর্ণ বারিধারা ;
তখন আমার হৃদয় অসীম বিষাদে আপ্লুত হয়ে আসে,
তখন একা আমি যেন বিপুল বিশ্বে হয়ে যাই হারা।
বসন্তে বিরহ—শুদ্ধ প্রণয়ীরই—নহে সে দুঃসহ ;
বর্ষায় বিরহ বড় বাজে বক্ষে—সে বিশ্ববিরহ।

—

প্রেম

পৃথিবীতে মানুষ নিত্য মরে বটে, করি আমি স্বীকার ;
পৃথিবীতে অনেক মানুষ মরে, কিন্তু প্রেমে কেহ নহে ;—
নহে কিছু দুরারোগ্য এই সৌখিন প্রেমের মৃদু বিকার,
পড়ে যদি পৃষ্ঠদেশে কৃশ যষ্টি—বৈদ্যশাস্ত্রে কহে।
সে আমারে ভালোবাসে, নাহি বাসে, যায় আসে কি কার,
সে ব্যতীত সুন্দরী বাসিতে ভালো নাহি কি সংসারে ?—
আমি চাই না ভালোবাসা, আমি সুখী ভালোবেসে তারে।
(ইহার পরে প্রয়োজন নাই অন্য কোন ভাষ্য কিম্বা টীকার ;
কিন্তু আরও দুটি পংক্তি বাকি—নৈলে হয় না দশপদী)
তারে কি রেখেছি কিনে, আমি তারে ভালোবাসি যদি।

—

কোকিল

গাহো কোকিল, কলস্বরে মুখরিত ক'রে বনভবন,
ফোটে যখন কুঞ্জে কুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প দলে দলে ;
স্বপ্নরাজ্য হ'তে যখন ভেসে আসে মৃদু মন্দ পবন ;
চন্দ্রালোকে পূর্ণ আকাশ ; বসুন্ধরা পূর্ণ পরিমলে।
সুখের দিনের পাখী তুমি, দুঃখের দিনে উড়ে যাও হে চ'লে,
ডিম্ব পেড়ে রাখ তুমি চুরি ক'রে বায়সেরই বাসায় ;
কুঞ্জে এসে প্রেমের গানে পবে পূর্ণ কর বনস্থলে ;
অতি চতুর তুমি পাখী,—অন্য কথা খুঁজে পাইনে ভাষায়।
ভারি রসিক হে বিলাসী পাখী তুমি, করি অনুমান ;
বায়স যখন ফোটায় যত্নে তোমার ডিম্ব, তুমি গাহো গান।

——

উর্ব্বশী

একটি বর্ণময়ী চিন্তা, একটি ক্ষুদ্র স্বপ্ন স্বর্ণময়,
গীতিময়ী স্মৃতি সম প্রভাত হয়েছিলে—হে উর্ব্বশী !
যে দিন আমার জীবনে এ ;—বুঝেছিলাম এ প্রকৃত নয়,
রবে না এ ;—যবে বিশ্বের সমগ্র মাধুরী মহীয়সী
ওঠে স্বর্গে ধূমায়িত হয়ে, নিঃস্ব করি মর্ত্তভূমে,
শেষে একটি রূপবিন্দু হয়ে ধীরে ধরাতলে নামে ;
সহে না প্রকৃতি তাহা ; আমি যবে মগ্ন মোহঘুমে,
তোমায় বক্ষে রেখে প্রিয়ে,—তুমি (করি বিদলিত কামে
প্রেমসম) সন্ধ্যাবক্ষে রূপপক্ষ প্রসারিত ক'রে
উড়ে গেলে ; মিশে গেলে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অম্বরে।

——

রূপসী

ঐ যে পূর্ণ দেহখানি তরলস্বর্ণপরিস্নাত—যার
চারি ধারে ঘিরে আছে শত লুব্ধ ভ্রমরঝঙ্কার ;
ঐ যে মুখটি বর্ণে যাহার মিশে আছে অগ্নি ও তুষার ;
ঐ যে হাস্য—কভ্র সম কুসুমিত উদিত উষার ;
—রৈবে কোথা, শ্যামলতার উপর যখন চ'ষে যাবে জরা ?
বর্ষভারে নুয়ে পড়্‌বে দেহবল্লী ; স্বচ্ছ ললাটে এ
মৃত্যু কর্ব্বে বাসা ; দুটি চক্ষুর উপর ধীরে আস্‌বে ছেয়ে
কাল-ছায়া ;—তখন কোথায় গর্ব্ব তোমার রৈবে হে অপ্সরা ?
অবহেলেও তোমার পানে কোন পথিক চাবে না সে দিন,
সৌন্দর্য্যের সমাধির উপর ব'সে রৈবে আপনি শ্রীহীন।

সুন্দরী

তোমার রূপটি কালানলে, হে সুন্দরি, করেছ ইন্ধন,
ধীরে তাহা পুড়ে যাচ্ছে, দেখ্‌ছ তুমি দাঁড়ায়ে অদূরে,
সাধ্য নাইক রুদ্ধ কর সেই দাহ ; দেখ অনুক্ষণ
তিলে তিলে মিশে যাচ্ছে একাকারে—ভীষণে মধুরে।
এরই এত আদর এত যত্ন ! ধরি সমস্ত জীবন !
—হে রূপসী ! তোমার অমর হৃদয়রাজ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে,
অনাদৃত পতিতভাবে, আবাদ কর যদি, তাহার কাছে
এ সৌন্দর্য্য কোথায় লাগে ! তাহার কাছে তুচ্ছ এই ধন।
এরই জন্য স্বর্গরাজ্য তোমার, ক'রে রাখ মরুভূমি !
হা রে মুগ্ধে ! তুমিই নিজে জান না যে, কি সুন্দরী তুমি।

চুম্বন

জগতে যা যত কাম্য তত ক্ষণস্থায়ী। পত্র রহে—
পুষ্প ঝ'রে পড়ে। তপ্ত দিবাপরে সন্ধ্যা কতটুক!
দীর্ঘ বর্ষে সুগন্ধ হিল্লোলে আসে বসন্ত, বিরহে
আলোকিত মিলনের এক ক্ষুদ্র স্বপ্নসম তীব্র সুখ।
বাষ্প হয়ে উড়ে যায় সে অবিলম্বে। আনন্দ না সহে
গুরুভার। ছিঁড়ে যায় সেই তানপুরার উচ্চ বাঁধা তার
বেজে উঠে তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে। তাই ব'লে তুচ্ছ নহে
সেই সুখ। সেই এক মুহূর্ত্তে যুগ; মুহূর্ত্তে অপার।
হা অদৃষ্ট! প'ড়ে থাকুক প্রেমে প'ড়ে থাকা চিরদিন!
আমি হয়ে যেতে চাই একটি ক্ষুদ্র চুম্বনে বিলীন।

দুঃখ

জগতে যা যত ভীষণ তত ক্ষণস্থায়ী।—জলোচ্ছ্বাস
ক্ষুধার্ত্তরাক্ষসসৈন্য-সম উর্দ্ধে উঠি অকস্মাৎ
পুরপল্লী প্রকাণ্ড ব্যাদানে তাহার করে এসে গ্রাস;
ভূমিকম্প—রম্য উচ্চ হর্ম্ম্যরাজি করে ধূলিসাৎ;
অদৃশ্য ভুজঙ্গসম মহামারীর বিষাক্ত নিশ্বাস
করে পরিণত মহাশ্মশানে নগর জনপদ;
ঘূর্ণী ঝঞ্চা ছুটে আসে আচম্বিতে ক্রুদ্ধ অন্ধ মদ-
মত্ত মাতঙ্গসম—সঙ্গে লয়ে ধ্বংস সর্ব্বনাশ।
মহাদুঃখ ব'সে ব'সে কদাপি না পা ছড়িয়ে কাঁদে,
ম'রে যায় একবারই চীৎকারি সুতীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে।

কারাগার

পারো মুক্ত ক'রে দাও এ—তোমার বক্ষের গবাক্ষ ও দ্বার,
তোমার অন্ধ কারাকক্ষে চন্দ্র-কিরণ তবে পড়্‌বে হেসে ;
নাহি পারো—ভাগ্যে তব নিরানন্দ আছে অন্ধকার ;
পূর্ণ জ্যোৎস্না রুদ্ধদ্বারের কদাপি না পায়ে ধর্ব্বে এসে।
মধুমাসের স্নিগ্ধ বায়ু কুঞ্জবনে ধীরে যাচ্ছে ভেসে,
তুমি যদি জ্বরাক্রান্ত—সে ত নহে তাহার অপরাধ ;
বাঁশির ধ্বনি শুনে যদি তুমি ওঠো ক'রে আর্ত্তনাদ,—
কর যত পারো মূর্খ! বিশ্বমাঝে তবু বাজিবে সে।
তপ্ত ধরাতলে শীতল সুপবিত্র বহে যাচ্ছে নদী,
অন্যে ধন্য হবে তাহে, তুমি নাহি স্নান কর যদি।

অপেক্ষা

রুদ্ধ কর স্রোতস্বিনী।—কীটে বারি ভ'রে যাবে ক্রমে ;
রুদ্ধ কর মুক্তবায়ু—মারী তাহায় বস্‌বে জুড়ে শেষে ;
রুদ্ধ কর চিন্তাশক্তি—কলুষিত হবে তাহা ভ্রমে ;
রুদ্ধ কর হৃদয়—তাহা পূর্ণ হবে হিংসা আর দ্বেষে।
তুমি যদি নাহি নড়, ব্যাধি তোমায় তেড়ে ধর্ব্বে এসে ;
তুমি যদি নাহি এগোও, কাহার ক্ষতি! তুমি পড়্‌বে পিছে ;
তুমি যদি নাহি ওঠো হা রে মূঢ়, তুমি যাবে নীচে ;
তুমি যদি চেয়ে থাকো, কালের স্রোতে তুমি যাবে ভেসে।
সুপ্ত যদি থাকো তুমি, কেহ এসে খাবে না ক চুমা,
কেহ বল্‌বে না ক এসে ভালোবেসে "ঘুমা যাদু ঘুমা"।

অনুতাপ

সিক্ত কর উপাধানটি নিত্য যদি তিক্ত অশ্রুজলে,
হাহাকারে দীর্ণ কর আকাশ যদি শীর্ণ অনুতাপে,
হয় না পাপের প্রায়শ্চিত্ত ; শুধু তুমি বাড়াও কৃত পাপে ;
বাড়ে না ক পুণ্য, শুধু ক্ষুণ্ণ কর কৃত পুণ্যবলে।
অনুতাপ ত শিশুর রোদন—পাপের ফল ত আপনিই ফলে ;
স্পর্শ যদি কর অগ্নি, অগ্নি, সে ত আপনিই দহে ;
আপনিই শিশু আবার স্পর্শে না ত প্রদীপ্ত অনলে ;
পূর্ব্বকৃত পাপরাশি পূর্ব্ববৎই পুঞ্জীভূত রহে।
সাধ পরহিত ব্রত—যদি সত্য চাহ পাপক্ষয়ে,
কর কর্ম্ম—ধর্ম্মে শুধু প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপে নহে।

মোক্ষ

পুনর্জ্জন্ম হতে মুক্তি—ইহাই মোক্ষ, হিন্দুধর্ম্ম কহে ?
জন্ম শুধু দুঃখহেতু ? বৃথা মিথ্যা মায়া এ সংসার ?
কিন্তু যে লভেছে জন্ম—ছেড়ে দিতে কেহই ব্যগ্র নহে ;
যথেষ্ট আগ্রহ বরং এই দুঃখ দীর্ঘ করিবার।
মানব-জীবন নহে শুদ্ধ আলো, কিন্তু নহে শুদ্ধ ছায়া ;
নহে শুদ্ধ হাস্য বটে, কিন্তু শুদ্ধ নহে হাহাকার ;
নহে বটে পূর্ণ সত্য, তথাপি সে নহে শুদ্ধ মায়া।
সুখ ও দুঃখ দুই দিকে, মানব-জীবন দোলে মধ্যে তার।
দু'দিক্ থেকে দেবতা ও পিশাচ এসে মিশেছে জীবনে,
হয়েছে এ জীবন সৃষ্ট পাপ-পুণ্যের প্রণয়ালিঙ্গনে।

মানুষ

হা মনুষ্য! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ হেন দর্পভরে—
ইচ্ছা যেন কর একটি পদক্ষেপে অতিক্রম এ ধরায়;
ইচ্ছা যে ভ্রূক্ষেপে তোমার তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গ খ'সে পড়ে;
ইচ্ছা বটে সূর্য্য চন্দ্র এসে তোমার পদতলে গড়ায়।
হা রে মূঢ়! জান না কি—রে পতঙ্গ, উড্ডীন এ ঝড়ে;
উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত তুমি, শুদ্ধ তাহার পদাঘাতযোগ্য।
যতক্ষণ না ভূমে পড়—জড়জন্তু মিশে যাও জড়ে।
তোমার এত স্পর্দ্ধা, ভাব সৃষ্টি শুধু তোমার উপভোগ্য?
ভাব যে বিধাতা বাধ্য তোমায় শুদ্ধ দিতে হেথা সুখ?
তোমার সুখ কি তোমার দুঃখ এ ব্রহ্মাণ্ডে বাধে এতটুক!

সুখ

সেই সে প্রেয়সী শান্তি—যেই শান্তি বিশ্বে প্রীতিভরা;
সেই সে শ্রেয়সী গীতি—অনুকম্পায় বাঁধা যাহার সুর;
সেই গরীয়সী চিন্তা—পরহিতে যেই চিন্তা করা;
সেই মহাকাব্য—সহবেদনায় যাহা সুমধুর।
—সেই শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম—যেই ধর্ম্ম পরদুঃখ করা দূর;
পরার্থে-ই দুঃখ সহা—সেই মহাদুঃখ মহাসুখ।
সেই সে পরমানন্দ—পরসুখে আনন্দ প্রচুর!
সেই মহানন্দ কাছে স্বার্থের যে আনন্দ—কতটুক!
সেই সুখ তুলনায় সূর্য্যোদয়ে পূর্ণচন্দ্র প্রায়—
স্বার্থ-সিদ্ধির অতি তুচ্ছ এ আনন্দ পাণ্ডু হয়ে যায়।

ধর্ম্ম

এই সৃষ্টি—চলেছে সে একই সে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি
কেন্দ্র হতে বৃত্তে, আদ্য হতে পরে,—এই বসুধায়।
সভ্যতাও চলেছে সে—সেই একই মহা লক্ষ্য ধরি—
স্বার্থ হতে পরার্থে, স্ববৃত্তি হতে সহবেদনায়।
ঈশ্বর নহে মাথার উপর, ঈশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে—
মনুষ্যে পতঙ্গে কীটে। হতভাগ্য—যেই দুঃখ সহে,
তাহারে যে সুখী করে, যথার্থতঃ সেই পূজা করে;
আর—জেনো ধ্রুব, তাহার সেই পূজা ব্যর্থ কভু নহে।
চাই স্বর্গ?—স্বর্গ! সে ত মানুষেরই নিজ হাতে গড়া;
ধর্ম্ম—পরহিতব্রতের মহাতন্ত্র—নহে মন্ত্র পড়া।

স্বর্গ

স্বর্গ! কোথা স্বর্গ? তাহা আকাশে কি পরপারে নয়;
স্বর্গ কবির স্বপ্ন নয় ক; স্বর্গ পুণ্যের নহে পুরস্কার;
স্বর্গ সে পদার্থ নয় ক; সে ধারণা নহে; বাসনার
লক্ষ্য নহে; সুখের স্থানও নহে স্বর্গ; স্বর্গ দুঃখময়।
ক্ষুদ্রতম সরীসৃপ, যে ভূতলে লুকিয়ে থাকে, পাছে
কেহ পায়ে দ'লে যায় বা—জেনো ধ্রুব, স্বর্গ আছে তার;
চলেছে ঐ অবিশ্রান্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ—দিগন্ত প্রসার
করি পরিব্যাপ্ত দূরে,—তাহাদেরও জেনো স্বর্গ আছে;
স্বর্গ সে স্বকীয় ধর্ম্মকর্ম্ম করা, স্বর্গ মহাযোগ,
স্বর্গ পরহিতব্রত; স্বর্গ পরহেতু দুঃখভোগ।

প্রহেলিকা

একে একে স্বপ্ন সম চ'লে যাচ্ছে দিবসগুলি এসে—
কভু রৌদ্র, কভু বৃষ্টি, কভু আসে কুজ্ঝটিকা ঘিরে ;
মাসের পরে আসে মাস, আর বর্ষের পরে আসে বর্ষ ধীরে,
দীর্ঘযাত্রা ক্রমে ক্রমে দেখি, সাঙ্গ হয়ে আস্‌ছে শেষে।
তবু জানি না ক আমি কিছুমাত্র কোথায় যাচ্ছি ভেসে,
জানি না ক আছে সেথায় অরণ্য কি গিরি কিম্বা নদী,
কিম্বা মহামরুভূমি, কিম্বা মহাদিগন্ত জলধি
করে ধূ ধূ ; জানি না ক আছে কি না মানুষ সেই দেশে,
এমনই অন্ধ মূঢ় মানব ! এমনই ধূমে আচ্ছন্ন এ শিখা !
এ কি স্বপ্ন ! এ কি ভ্রান্তি ! এ কি সত্য ! এ কি প্রহেলিকা !

শান্তি

একে একে চোখের সামনে কুসুমগুলি প'ড়ে যাচ্ছে ঝ'রে,
ধীরে ধীরে পশ্চিমের ঐ পীতাকাশে নিভে আস্‌ছে আলো ;
ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে জগৎ ; সোনার বরণ হয়ে আস্‌ছে কালো ;
চক্ষু দুটি মুদে আস্‌ছে ক্রমে ক্রমে যেন নেশার ঘোরে ;
বাজ্‌ছে দূরে বিজয়-ডঙ্কা—শুন্তে পাচ্ছি লাগ্‌ছে না ত ভালো ;
ইচ্ছা শুধু, পক্ষ দুটি গুটিয়ে এখন নীড়ে আসি ফিরে।
কে তুমি হে পরিচিত প্রিয়-বন্ধু কে আছ কুটীরে ?
এইছি আমি তোমার কাছে, এখন তোমার সন্ধ্যা-দীপটি জ্বালো ;
শ্রান্ত আমি ভ্রান্ত আমি, চিনেছি গো নিজ জন্মভূমি,
দেখাও কোথায় শান্তিশয্যা পেতে আমার রেখেছ গো তুমি।

অবসান

করেছি কর্ত্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা ;
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকুই খরচ—দিও বাদ।
তোমাদিগে যেটুকু দিয়েছি দুঃখ, ক'রো ভাই ক্ষমা ;
তোমাদিগে যেটুকু দিয়াছি সুখ—ক'রো আশীর্ব্বাদ।
তোমাদিগের মধ্যে আমি আসি নি ক কর্ত্তে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই ;
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম অপরাধ ;
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি—কোন দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশী হয়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ ;
জমা যদি বেশী থাকে, তোমাদিগের সেটা অনুগ্রহ।

গান

[অষ্টম সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

স্বর্গীয় পিতৃদেবের যে গানগুলি ইতঃপূর্ব্বে "হাসির গানে" ও "আর্য্যগাথা"য় প্রকাশিত হইয়াছে, নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় সেগুলি আর ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল না।

পুস্তকের প্রথমেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের অপ্রকাশিত গানগুলি সন্নিবেশিত করা হইল। তৎপরে তাঁহার নাটকাদিতে প্রকাশিত গানগুলি নিবদ্ধ হইল।—১লা আশ্বিন, ১৩২৯।

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

৺পিতৃদেবের আরও কতকগুলি গান এই সংস্করণে প্রকাশিত হইল, যেগুলি নানা কারণে এ যাবৎ এ সংগ্রহের মধ্যে প্রকাশ করা ঘটিয়া উঠে নাই। তা ছাড়া অনেকগুলি গানের সুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ভুল দেওয়া ছিল; সেগুলি বর্ত্তমান সংস্করণে সংশোধিত করিয়া দিলাম।

নিবেদক

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গান

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ,
তুই কি না মা গো তাঁদের জননী! তুই কি না মা গো তাঁদের দেশ?
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"!

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্ন বেশ!
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"!

উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাসও গাইল গান;

যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত না সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।

যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য ! মানুষ আমরা নহি ত মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !
(কোরাস্)—
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ" !

———

সাধের বীণা

ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝ'রে, আকুল করে আমার প্রাণ।
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান।
(কোরাস্)—
পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাই রে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—আঁখির জলে অবসান ;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠ্‌বো নেচে, মরা মানুষ উঠ্‌বে বেঁচে,
(আমি) পাই না সুধা-সাগর ছেঁচে—ভাগ্যে শুধুই বিষপান !

(কোরাস্)—
পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চ রবে,
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান ;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয়,—যাতে, সবাই আবার মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গাইতে পারি দয়াময়—কর এই বরদান।
(কোরাস্)—
পারো যদি জাগো বীণা, ধর আরও উচ্চ তান,
গাইব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

ভারতবর্ষ

ইমন্-ভূপালী—একতালা

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত!
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।
(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !
(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
(কোরাস্)—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

ইমন্-ভূপালী—একতালা

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষা।

(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ।

ভগবদ্গীতা গায়িল স্বয়ং ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে ।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম ।
(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ।

আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র !
তোমার গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ ।
(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হোক্ খর্ব্ব ;
দুঃখ কি, যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !
(কোরাস্)—
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !

এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে, আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি !

(কোরাস্)—

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ।

ভৈরবী—কাওয়ালী

গিরি-গোবর্দ্ধন-গোকুল-চারী,
যমুনা-তীর-নিকুঞ্জ-বিহারী,
শ্যাম, সুঠাম, কিশোর, ত্রিভঙ্গিম
চিত্ত-বিনোদন-কারী ।
পীতাম্বর, বনপুষ্পবিভূষণ
চন্দন-চর্চ্চিত, মুরলী-ধারী,
যিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন
উছলত যমুনা-বারি ।
নূপুর-শিঞ্জিত, নৃত্য-বিমোহন,
কপট-চপল চতুরালী,
প্রেম-নিমীলিত, নয়ন-বিলোল
কদম্ব-তলে বনমালী ।
নন্দকি নন্দন, মায়ি যশোদা,
নয়নাঞ্জন ব্রজবাল পিয়ারী,
যিসি লাগি থি কুল ছোড়ি রাধা
আকুল সব ব্রজনারী ।
কংস-বিনাশক, মথুরাপতি জয়,
নিখিল-ভকত-জন শরণ,
দুর্জ্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক,
সুর-নর-বন্দিত-চরণ ।

জয় নারায়ণ, শ্রীশ, জনার্দ্দন,
জয় পরমেশ্বর, ভব-ভয়-হারী,
জয় কেশব, মধুসূদন, জয়
গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি।

বাগেশ্রী—একতালা

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই;
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে আমি কই নাহি দেখিতে পাই।
সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান, বলী বলহীনে করে অপমান,
তুমি সর্ব্বশক্তি তুমি ন্যায়বান্, দূরে কি বসিয়া দেখিছ তাই?
ধনীর আস্পর্দ্ধা কপটের জয়, ধর্ম্মের পতন তবে কেন হয়?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়, এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী?
তার চেয়ে বলি শোক, দুঃখ, জরা, পীড়ন, পেষণ, অবিচার-ভরা,
আপনি চলেছে অরাজক ধরা, এ রাজ্যের রাজা কেহ ত নাই।

ছায়ানট—ঢিমা তেতালা

কেন এত সুন্দর শশধর? (ও সে)—তারই মুখ-অনুকারী।
কেন এত সুবর্ণ শতদল?—(ও সে) তাহারই বর্ণ-হারী।
কেন এত সুললিত পিকসঙ্গীত?—তারই কলবাণী করে ঝঙ্কৃত।
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয়?—পরশ বহিয়া তারই।
আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহারই রূপেরই আলো,
তারই পদযুগ ধরে হৃদে ব'লে ধরারে বেসেছি ভালো;
জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি
ও দুটি আঁখির কিরণেরই তবে সকলই ভুলিতে পারি।

কীর্ত্তন—একতালা

ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
ঢ'লে ঢ'লে পাগলেরই প্রায় ।
ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা ।
(ও সে) বলে 'কৈ ত কেউ পর নাই'
(ও সে) বলে 'সবাই যে নিজ ভাই'
(ও সে) বলে 'শুধু হেসে শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই ।'

ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই ?
সব, দ্বেষ-হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি
(ও তার) ধূলি-মাখা দুটি রাঙ্গা পায় ।

বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই !
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই !
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?
(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) জয়ধ্বনি ওঠে নীলিমায়,
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে হরি ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চ'লে আয় !

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি,
জীবন, জল-বিম্ব-সম, মরণ, হ্রদ-হৃদি ;
দুঃখ মিছে কান্না মিছে, দু'দিন আগে দু'দিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী ।
একই ঘোর আঁধারে আছে ঘেরিয়া চারি ধারে,
জ্বলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে,
অসীম ঘন নীরবতায়, উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি একই খেলা চলেছে নিরবধি !

ঝিঁঝিট—যৎ

আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার,
আজি সহসা ঝরিল চোখে কেন বারিধার ?
স্মৃতি-জোয়ারে দু'কূল ছেয়ে,
দশ বরষ উজান বেয়ে
চলেছে প্রাণ তোমারই কাছে মানে না বাধা আর ।
আজি আমার কাছে বর্ত্তমান ভেঙ্গে ও ভেসে যায়,
আজি আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায় ;
আজি আমার নয়ন পাশে,
এ কি আঁধার ঘেরিয়া আসে,
পাষাণ-ভার চাপিয়া ধরে হৃদয়ে বার বার ।

বাউল—একতালা

একবার গালভরা মা-ডাকে ।
মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্, মা ব'লে ডাক্ মাকে ।
ডাক্ এম্নি ক'রে, আকাশ, ভুবন সেই ডাকে যাক্ ভ'রে,
আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে যাক্ যেখানে যে থাকে ।

দুটি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাক্ রে মা মা ব'লে,
আর নেচে নেচে আয় রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে ;
মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধ'রে আন্ রে মায়ে লুটে,
ছেলের শুন্‌লে সে ডাক্ দেখ্‌ব সে মা কেমন ক'রে থাকে।
দিয়ে করতালি মা মা বলি ডাক্ রে এম্‌নি ভাবে,
উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে,
মায়ের বুকের উপর আছড়ে প'ড়ে চক্ষু দুটি মুদে,
আমার গান ভেসে যাক্ প্রাণ ভেসে যাক্ দেখি শুধুই মাকে।

ইমন্ কল্যাণ—ঢিমা তেতালা

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই, আমার এ দুখ আমি
দিতে ত পারি না ;
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ পূরিবে সব সাধ, নিরাশা কভু যদি
ললাট ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।

হয়ত ধন দিবে সে সুখ আনি, দিতে যা পারে নি এ হৃদয়খানি,
তাহাতে সুখী হও আমারে ভুলে যাও, নিরাশ হও যদি
ধনে কি সুখে—
তখনই ফিরে এস আমার বুকে।

অথবা ধন চেয়ে তুমি বা যশ চাও তাহাতে সুখী হও ফিরিয়া
চেয়ো নাও,
(যদি) না পূরে অভিলাষ, অথবা মিটে আশ, পরি সে
গরিমার মুকুট শিরে—
যদি বা প্রাণ চায় এস হে ফিরে।

হয় ত দিতে পারে অপর কেহ, আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ,
মিটিলে সব সাধ, ভাঙ্গিলে অবসাদ প্রাণের নিরাশায়
গভীর দুখে—
যদি বা প্রাণ চায় এস এ বুকে।

এ হৃদি যাও চলি চরণে দলি তায়, অথবা তুলে ধর আমার
বলি তায়,
রবে সে চিরদিন, তোমারি পরাধীন, যখনই মনে পড়ে
অভাগিনীরে—
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।

ইমন্—একতালা

তুমি ত মা সেই তুমি ত মা সেই চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব, গরিমা;
তুমি ত মা আছ তেমতি উচ্চ, আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ,
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম, জানি না কি পাপে এ তাপ সহি মা!
এখনো তোমার গগন সুনীল, উজ্জল তপন তারকা চন্দ্রে,
এখনো তোমার চরণে ফেনিল, জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে;
এখনো ভেদি হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি পড়িছে যমুনা গঙ্গা,
ঢালিয়া শতধা পীযূষ পুণ্য, তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা!
তুমি ত মা সেই সুজলা সুফলা, এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে;
তোমার বিভব পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে তুমি ত মা সেই মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী মা!

ভৈরবী—যৎ

পাগলকে যে পাগল ভাবে,
এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল
একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নয় কে পাগল ভুবন 'পরে?
কেউ বা পাগল মনের তরে,
কেউ বা পাগল রূপের লাগি, কেউ বা পাগল ধনলোভে।

নিমাই সন্ন্যাসী হ'ল প্রেমের পাগল হ'য়ে শুনি,
জ্ঞানের পাগল হ'য়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি,
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি,
পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশান-ভূমে বেড়ায় ভোলা উদাসভাবে।

— —

ভৈরবী—কাওয়ালী

আনন্দময়ী বসুন্ধরা
চির-অভিরামা তরুণী শ্যামা, সুহাসিনী পিককলস্বরা!
গহন কুন্তলা, কুসুম আরক্তিম শ্যামা, সুশ্যামলাম্বরা,
তটিনী-হার-বিলম্বিত-হৃদয়া তুষার-হীরক-মুকুট-পরা।
জলধিনীলে বক্ষোনিমগ্না সূর্য্যো মাতা বন্দে,
বিহঙ্গ ছন্দে মন্দ সমীরণ সিঞ্চিত কুসুম সুগন্ধে,
তরুণ উষায় অরুণ মৃদুরক্তিম তরুণী প্রণয়স্মিতাধরা
ভানুনিলীন নয়ননলিনী কি প্রেমবিমুগ্ধ, কি ভক্তিভরা।

— —

বুঝেছি বুঝেছি রাখো ওই উপহাস হাসি,
মুখে মধুময় বাণী অন্তরে গরলরাশি।
বল, কোন প্রাণে হাসিমুখে
সদা ব্যথা দাও মোরি বুকে
সেই প্রাণে হানে বজ্র যেই প্রাণে ভালবাসি।
এই অনুনয়-নম্র এই সে তাচ্ছিল্য-ভরা,
হায় গো পুরুষ-প্রাণ না জানি কি দিয়ে গড়া,
আদর কি অবহেলা
শুধু নারীপ্রাণ নিয়ে খেলা
এই এসে ধর পায়ে এই দাও গলে ফাঁসি।

— —

ইমন্ কল্যাণ—একতালা

আজি গো তোমার চরণে, জননি ! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান !

(কোরাস্)—
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান !

জান কি জননি জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা ! যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে মহৎ মান,

(কোরাস্)—
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান !

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায় পিইয়া তোমার বচন-সুধা ,
মরুভূমে সম যখন তৃষায়, আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

(কোরাস্)—
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান !

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটি।

চাহি না ক কিছু, তুমি মা আমার,—এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ !

(কোরাস্)—
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও ছুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

পিলুবারোঁয়া—যৎ

এস মা, এস মা আজি, অভয়া বরদা তারা।
হরষমগন কিবা ভুবন আপনহারা।
উঠেছে মধুর গীতি, উথলে জগতে প্রীতি,
প্রভাতের সমীরণ বরিষে অমিয়-ধারা।
চেয়ে আছি পথপানে হৃদয়-ছুয়ার খুলি,
এস গো করুণাময়ি, দাও মা চরণ-ধূলি,
ভুলায়ে দাও মা শত, হৃদয়-বেদনা ক্ষত,
ভেঙে দাও ধনমদ বিষয়-বাসনা-কারা।
উঠেছে উষার আলো ছাপিয়া জগৎকূলে,
লেগেছে তাহার ঢেউ তোমার চরণমূলে,
দাঁড়ায়ে ছুয়ারে সারি, দেখ কত নরনারী,
ভকতি-বিহ্বল-চিত, পুলকিত মাতোয়ারা।

নটমল্লার—যৎ

মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তরব্যথা সযতনে তুমি নাশিবে।
রবি শশী তারা সুনীল আকাশ,
সকলে দিয়েছে তোমার আভাস,
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ, তুমি এসে ভালবাসিবে।

মম মর্ম্মমুকুরে দূর হ'তে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
সেথা অন্তরলোকে প্রেমপুলকে গড়েছি স্বপন কায়া
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি,
তোমারই লাগিয়া উঠেছে উছসি,
কবে তুমি আসি অধর পরশি,
মুখপানে চেয়ে হাসিবে।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

মনে কত ভালবাসা আঁধারে লুকায়ে আছে,
ফুটিতে পারে না ভয়ে হিমে ঝ'রে যায় পাছে,
হৃদয় গোপন ক'রে, রবে নিজ মানভরে,
পারে না মরম-কথা কহিতে কাহারো কাছে।

সিন্ধু—একতালা

কেন দুরাশ ছলনে ভুলি হইনু হৃদয়হারা,
কেন মানব হইয়ে চাহি পিয়িতে অমিয়ধারা ?
অবোধ কুমুদ কাঁদে, কেন লো চুমিতে চাঁদে ?
যখন অযুত তারা শশিপ্রেমে মাতোয়ারা।
সমানে সমানে হয়, প্রণয়েরি বিনিময়,
মেঘ কি বিজলী ছাড়ি ধরে হৃদে দীপজ্বালা ?
রাজা কে কিসের আশে, ভিখারী-দুয়ারে আসে ?
জোনাকীর প্রেমে কভু নেমে কি আসে লো তারা ?

বাউল—একতালা

আমরা খাসা আছি,—
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
তুলে চন্দ্রবদনখানি, গল্পগুজব কর্ত্তে জানি।

চন্দ্রমুখে আহার করি দুগ্ধ-সর-চাঁচি ;
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
দাঁড়িয়ে যদি থাক্‌তে পারি, চল্‌তে ফির্‌তে বেজার ভারি ;
বস্‌তে পেলে দাঁড়াই না ক, শুতে পেলেই বাঁচি ;
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।

——

শঙ্করা—একতালা

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে ॥
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক্‌ না কেটে ;
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে ?
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, কোমর এঁটে—হাস্যমুখে ॥
এ ভবে রাজা প্রজা সবাই সমান,—দেখ্‌লে একটু ভিতর ঢুকে ॥
আছিস্‌ তুই পেঁচার মতন ব'সে কেটা ?
যাচ্ছিস্‌ কে উড়িয়ে ধূলো ?—যা না বেটা !
দু'দিনে ভবের মজা ভবের লেঠা যাবে চুকে,
বাহবা ! মজাদারি ! বলিহারি ! বোম্‌ ভোলানাথ—কপাল ঠুকে ॥

——

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী

দূরে থেকে দেখ্‌তে ভালো, দেখ নয়ন মেলে,
পস্তাবে গো আরো বেশী কাছে ঘেঁষে এলে।
আমরা, হেল্‌ছি দুল্‌ছি, তুল্‌ছি ফণা কাল-ভুজঙ্গিনী।
একান্তই মন্দভাগ্য কাছে আসেন যিনি,
পাশ কাটিয়ে চ'লে যেও, পথে দেখা পেলে।
আমরা নিজে পুড়ি, অন্যে পোড়াই কেরোসিনের আলো,
দেখো, ভুলে হাত দিও না চাহো যদি ভালো ;
জ্বল্‌বে তখন বিষম রকম, হাত পুড়িয়ে ফেলে।

আমরা যাচ্ছি ব'য়ে ভবের মাঝে রূপের মহানদী,
তীরে থেকে দেখো তারে—দেখ্‌তে চাহো যদি—
রূপতরঙ্গে ঝাঁপ দিও না, ঝাঁপ দিলে ত গেলে।

কীর্ত্তন—একতালা

ঐ সে দিন নাই রে ভাই, আর সে দিন নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সে দিন আর নাই,—
ঐ ক্ষত্র হোক্, বৈশ্য হোক্, শূদ্র হোক্—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিত রে যবে ;
যবে গণ্ডূষে সাগর-জল করিলাম পান ;
যবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগর-সন্তান ;
যবে দ্বিজ-পদাঘাত-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি,
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হতেন শ্রীহরি।—
(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।
ঐ সে দিন নাই রে ভাই, আর সে দিন নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সে দিন আর নাই ;—
ঐ গেয়েছিনু যেই দিন সামবেদগান ;—
ঐ রচেছিনু যেই দিন দর্শন, পুরাণ ;
ঐ লিখেছিনু যেই দিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা ;
ঐ ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গো-ব্রাহ্মণে কর্ত্তে চায় জবাই।—
(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।
ঐ সে দিন নাই রে ভাই, আর সে দিন নাই রে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের আহারের সে দিন আর নাই ;—
ঐ উঠে গেল যাগ যজ্ঞ কলিকালের ফেরে ;
ঐ প্রণামও করে না শূদ্র দেখি ব্রাহ্মণেরে ;
বরং বিলেত থেকে ফিরে এসে পাইলে সুবিধা,
ঐ ব্রাহ্মণেরেও জেলে দিতে করে না ক দ্বিধা ;

আর আমরাই তাদের করি নতশিরে সেলাম ;
ঐ কলিকালের মহাঘোরে—এবার আমরা গেলাম !
(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া ।

খাম্বাজ—ষৎ

হে সুধাংশু, কেন পাংশু বদন তোমার ?
বিষাদের রেখা কেন বা আননে ?
নিরখি অরুণোদয়, হাসে বিশ্ব সমুদয়,
ও মুখ প্রফুল্ল নহে সে কিরণে।
ধীরে ধীরে রবি পানে, চাহিয়ে বিষণ্ণ প্রাণে,
পড়িছ ঢলিয়া পশ্চিম প্রাঙ্গণে ;
এই ছিলে হাসি হাসি, ঢালি কর-সুধারাশি,
ভাসি নীলাম্বরে শত তারা সনে ;
লুকালো সে তারা সব, অস্তমিত সে গৌরব,
আর কি হে শশী ফিরিবে গগনে।

বাগেশ্রী মল্লার—আড়া

কেন আর ভাঙ্গাঘরে মারিস্ তোরা সিঁধকাটি ?
ছিন্ন তরুর মূল হ'তে কেন তুলে দিস্ মাটি ?
বিষে জর জর প্রাণে, কেন হানিস্ বিষবাণে ?
পাপের বন্যাভরা দেশে, আনিস্ নরক খাল কাটি ?
কেন শীর্ণ মলিন দুখে, মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে ?—
দু'দিন গেলে দিস্ রে ফেলে—পুরাস্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

মনের বাসনা বুঝি বা র'য়ে যায়।
পথ চেয়ে চেয়ে বুঝি বেলাটি ব'য়ে যায়।

আসে শুধু সমীরণ করুণ মর্ম্মর-তানে,
'আসে নি আসে নি সে'—এ বারতা ক'য়ে যায় ;
ফিরে যাই শূন্য ঘরে বিরহ-হুতাশে ;
ধীরে ডুবে যায় রবি, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
ধিক্ ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ জনম মোরি ;
এ যৌবন বুঝি সখি, বিফল হ'য়ে যায়।

কীর্ত্তন—একতালা

কেন খুঁজতে যাস্ রে বিমল প্রেমে,—এ জগতে ভাই।
কেন মিছা খুঁজা, পাবি না যা—হেথা রে তা নাই।
হেথা শুধু রে প্রাণ-দান—প্রতিদান বেচা-কেনা হয় ;
এ প্রেম অভিলাষ, আর অবিশ্বাস, আর অভিমানময় ;
শুধু যৌবনস্বপন, বিরহ, মিলন, চাহনি চুম্বন ছাই।
এ প্রেম টাকার জমক, রূপের চমক, কুল মান চায় ;
এ প্রেম পূর্ণ হ'লে আশ, মিটিলে পিয়াস, মিলাইয়ে যায় ;
কেন চাস্ হেথা বল্ সে প্রেম অটল, তারা সম স্থির ;
সে সঙ্গীত মহান্ গগনের গান,—নয় এ পৃথিবীর ;
বার দু' একটি কর—পথহারা স্বর—মাঝে মাঝে মোরা পাই।

ভৈরোঁ—একতালা

ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসি মধুর সম্ভাষি যমুনায় বাঁশী বাজে ;
ঐ কানন উছলি 'রাধে রাধে' বলি—যায় চলি বনমাঝে।
পড়ে ঘুমাইয়ে ঐ তারাকুল সই, অধরে মিলায়ে হাসি ;
ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জ্যোছনারাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে উছলে যমুনাবারি ;
সখি ত্বরা ক'রে আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলী-ধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি রে, জাগিল পূরবে ভাতি ;
ঐ কুঞ্জে গীত উঠে কুঞ্জে ফুল ফুটে—সখি রে পোহাল রাতি।

লুম খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা

হেসে নেও—এ দু'দিন বৈ ত নয় ;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটে ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝ'রে যাবে হায় ;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায় ;
এলে মলয় পবন ক'দিন রয়।
আসে যায় আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায়, সে কিন্তু ফেরে না আর ;
পিয়ে নেও যত মধু তার।
—আহা যৌবন বড় মধুময়।
আছে ত জীবন-ভরা দুখ,
আসে তায় প্রেমের স্বপন—দু'দণ্ডেরই সুখ ;
হারায়ো না হেলায় সেটুকু,—
ভালবাস ভুলে ভাবনা ভয়।

——

কালাংড়া—খেম্‌টা

বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয়-বায়,
পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ছুটে, কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল গায়।
হাতে ল'য়ে ফুলধনু, ফুলধনু হেসে চায়,
বকুল ফুলের মালা গলে, পদ্মফুলের নূপুর পায়,—
বলে 'আজি আমি রাজা,—পথ ছেড়ে আজ দাও আমায়'
না মানিলে ফুলশরে, হৃদি বিঁধে চ'লে যায়।

——

আলেয়া—ঝাঁপতাল

ধীর সমীরণে মধুর মধুমাসে
নিয়ত কিসের মত কি যে প্রাণে ভেসে আসে—

না জানি কেন এত সুধা মলয় বাতাসে,
কি সুখে ধরা ফুলভরা এত হাসি হাসে,
প্রেমের কথা পবন মনে পাঠায় সে কাহার পানে,
এত কুহুস্বরে প্রাণ ভ'রে কারে ভালবাসে।

গৌড়সারং—ঝাঁপতাল

কি জানি কেন কোয়েলা গায়, এত মধুর তানে!
ও কুহু কুহু, কুহুর তান শিখিল কোন্‌খানে!
কত যে নব মিলন-কথা, কত দীর্ঘ বিরহ-ব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বুঝি "এসেছি আমি, ওগো, এসেছি আমি,
বিশ্বভরা অমিয় ল'য়ে স্বর্গ হ'তে নামি,
সঙ্গে ল'য়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধ ভরা,
সঙ্গে ল'য়ে মলয়-মধু তব সন্নিধানে।"
মধুরতর মিলনগাথা গেয়েছে কবি শত;
গায় নি কেহ বিরহ-গান পাখী রে তোরই মত।
কি অনুরাগ কি অনুনয়, কত বাসনা বেদনাময়,
ও কুহু তাই আকুল করে বিরহিজন-প্রাণে!

বেহাগ—আড়খেম্‌টা

সে কেন দেখা দিল রে না দেখা ছিল যে ভালো,
বিজলীর মত এসে সে কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখিতে না দেখিতে সে কোথা যে গেল রে ভেসে;
যেন কোন্ মায়া-সরসী ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।
যেন কোন্ মোহন বাঁশি রে সুমধুর জ্যোছনা-নিশি—
বাজিতে না বাজিতে সে জ্যোছনা গেল রে মিশি,
যেন বা স্বপনেতে কে আমারে গেল গো ডেকে,
প্রভাত-আলোরই সনে মিশাল যেন সে আলো।

ভৈরবী—একতালা

আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে,
কত গীতে, সুগন্ধে, শোভাতে,
আহা যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন মঞ্জু কুঞ্জ ভবনে,
মরি কি গান গাহিছে পাপিয়া।
আজি প্রভাত কনক মহিমোজ্জ্বল
শান্ত সুনীল গগন
তার চরণে নিলীন মধুর ধরণী,
কিরণমুগ্ধ মগন,
আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি রে,
মম হৃদয় কাহার লাগি রে,
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

আপন মনে কি যে বলে, আপন মনে কি যে গায়।
আপন মনে হেসে হেসে ঢ'লে ঢ'লে চ'লে যায়॥
হাসিতে তার মাণিক ছড়ায়, অশ্রুতে তার মুক্তা গড়ায়,
নয়ন-কোণে অশ্রুকণা দেখ্‌লে কি আর থাকা যায়।
আদর ক'রে সোহাগভরে বুকের 'পরে নিই গো তায়॥

বনের তাপস মোরা থাকি বন-ভবনে,
কান্তারে, প্রান্তরে, শ্যাম পুষ্পিত উপবনে।
প্রভাতে কোকিল পাখী কুঞ্জবন মাঝে থাকি,
জাগায় মোদের ঢালি স্বরসুধা শ্রবণে।
মধ্যাহ্নে তরুর ছায় ব'সে থাকি চাহিয়া,
দেখি নদী ব'হে যায় কুলুরবে গাহিয়া;
সায়াহ্নে প্রকৃতি আসি, অধরে মধুর হাসি,
শুনাল অমর গীত মৃদুমন্দ পবনে।

আমি বুঝি সং ?

তোমরা যে সব হাসছ দেখে আমার বেজায় নূতন ঢং ?
ভাবছ আমার টল্‌ছে পা ?—
মিথ্যে কথা, মোটেই না।—
শুধু ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ বাহির কর্চ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি ?—
ইচ্ছে ক'রে শুদ্ধ ভাষা গুছিয়ে বল্‌ছি নি।
ব'সে রৈলাম হ'য়ে গোঁ,
কর্চ্ছে মাথা ভোর্-র্ ভোঁ।
তোমরা যে সব হাস্‌ছ দেখে হচ্ছি আমি রেগে টং।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

হীরা কি আঁধারে জ্বলে, হিমে কি ফুল ফোটে হায়!
অবহেলা অনাদরে প্রেম লো শুকায়ে যায়!
গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা ?
কুহরে কোকিল কি লো, বিনা সে মলয়-বায় ?
নিরাশা, বিয়োগ, ভয়, প্রেমের মরণ নয়,—
বাঁচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায়।
ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর, আকুল তৃষা
অতি অধীরা ;
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত-ঢেউ—ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর বসন্ত সিঞ্চ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন-ভবনে ;
গাও বিকম্পিত করি দিগন্ত বিমুগ্ধ অপ্সরা-রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্মথ-হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

ফুলমালা গলে পরি, ফুলরেণু গায়ে মাখি,
ফুলসাজ পরি কেশে, ফুলে নব তনু ঢাকি।

ফুলধনু ধরি করে, হানি হৃদি ফুলশরে,
ফুলবাসে ছেয়ে আসে অলস অবশ আঁখি।
ফুলখেলা ফুলবঁধু, পান করি ফুলমধু,
ফুলদল 'পরে শুয়ে, ফুল পানে চেয়ে থাকি।

গৌড়মল্লার—কাওয়ালী

বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে দশ দিক্ তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয়-আবেগে রাখিতে রাখিতে নাহি পারি।
চমকে চপলা, চিত চমকে, সঘন-ঘন-গরজনে কাঁপে
হিয়া সখি রে—
ঝর ঝর অবিরল বহে জলধারা, ঝর ঝর চোখে বহে বারি।
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে, বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে শূন্য নয়নে রহি চেয়ে ;
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত, হৃদয়ে জাগিয়া
উঠে সখি রে—
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা, ধিক্ ধিক্ জনম আমারি।

বারোঁয়া—আদ্ধা কাওয়ালী

আজি মোর প্রাণ কি চায়।
জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল বাসনায়॥
আজি এ অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,
কোন্ অজানিত টানে কার পানে ভেসে যায়॥

মদন রতি। আমরা এম্‌নি ক'রে মজাই কুল।
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টেরই মূল।
মদন। আমি বুকে হানি পুষ্পশর ;
রতি। আমি হানি বক্ষে বক্ষ; অধরে অধর ;

মদন। বিছায়ে দি পাতার শয়ন ;
রতি। ছড়ায়ে দি ফুল !
মদন। প্রেমের শ্বাসে দিইছি সুবাস, প্রেমের ভাষে গান ;
রতি। অধর-কোণে দিইছি মধু, নয়ন-কোণে বাণ ;
মদন। আমি করি সৃষ্টি স্বর্গলোক ;
রতি। আমি করি বৃষ্টি সুধা—মিলন-সম্ভোগ ;
মদন। উড়ায়ে দি আঁচলখানি ;
রতি। এলায়ে দি চুল !
মদন। দেবতা জানে আমার প্রতাপ মানুষ কিবা ছার ;
রতি। আমি কিন্তু ষোল কলা পূর্ণ করি তার ;
মদন। আমি কেবল রটাই প্রেমের জয় ;
রতি। আমি শুধু প্রেমের বিপদ্ ঘটাই ভুবনময় ;
উভয়ে। আমাদের সৃষ্টি করা বিধির বিষম ভুল।

ভাসিয়ে দে রে সাধের তরী পাল তুলে দে ভেসে চল্।
উঠেছে ঐ উজান বাতাস কর্চ্ছে নদী টলমল ॥
যুক্তি মিছে, ভাবনা মিছে, দুঃখ প'ড়ে থাক্ না পিছে,
ভাস্‌ব শুধু হাস্‌ব শুধু কর্ব্ব শুধু কোলাহল ॥
ফির্ত্তে সে ত হবেই হবে আবার নীরস কঠিন তটে,
পাওনা দেনা হিসাব নিকাশ কর্ত্তে সে ত হবেই বটে !
ডোবো যদি ডুব্‌বে তরী, মর্ব্ব যদি নেহাইৎ মরি,
মর্ব্ব না হয় খেয়ে খানিক ঘোলা নদীর ঘোলা জল।

রামকেলী—আড়া

আর একবার ভালবাসো, বাস্‌তে যেমন আগের দিনে।
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিছে প্রাণে।
একবার নাথ তুলে ধর, হৃদয় হৃদয় 'পর হে,
শান্ত হোক্ প্রাণ যাহে, আজ শত তীক্ষ্ণ শেল হানে।

তোমারি হারানো বাঁশী লুটায় ধরণী 'পর,
মলিন—তোমারি তবু, আদরে তুলিয়া ধর ;
ভাঙা চুরা প্রাণের বাঁশী, তেমনি ক'রে আজ রে ;
নাথের করে, মধুর স্বরে, বাজ রে—বাজ রে।

——

বারোঁয়া—কার্ফা

আমি শুধু প্রেমের ব্যাপারী।
আর কিছুর কি তক্কা রাখি, আর কিছুর কি ধার ধারি।
বিম্বাধরে সুধারাশি কুন্দ দাঁতে মুচ্‌কে হাসি,
কালো তারায় চাউনি মিঠে,—করি ইরির দোকানদারি ;
তার বিষয়ে দুটো কথা শুন্‌তে চাও ত বল্‌তে পারি !
বেণী বাঁধা কৃষ্ণকেশে, লম্বা ক'রে পৃষ্ঠদেশে,
যদিও সে অনেক সময় পরের ধনে পোদ্দারি ;
কালো রঙে ফর্সা সেজে, যতদূর হয় ঘ'সে মেজে,
প'রে রঙিন শাড়ী সঙিন, পুরুষ কেমন ভোলায় নারী ;
তারি বিষয় শুন্তে চাও ত দুটো কথা বল্‌তে পারি।
চোখের কাজল ঈষৎ রেখায়, বাঁকা টেনে কেমন দেখায়,
কালো ঠোঁটে আল্‌তা দেওয়া, আমার কর্ম্ম সর্কারি ;
নয়ন নীচু কর্ত্তে জানা, আঁচলখানি বুকে টানা,
সময়মত বাহির করা ছটাকখানিক অশ্রুবারি ;
এসব বটে কতক জানি এসব কতক কৈতে পারি !

——

সুরটমল্লার—একতালা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো ! মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা !
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত পবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা।

সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু,--মা !
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা ;
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি,
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরি !
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !

———

সিন্ধু—একতালা

ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, আস্‌ছে ভেসে মলয়-বায়।
সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্চে ভেসে নীলিমায়॥
বনের মধ্যে কোকিল পাখী, থেকে থেকে উঠ্‌ছে ডাকি ;
শিরীষ আম্রমুকুল গন্ধ ভেসে ভেসে আস্‌ছে তায়॥
এমন দিনে, এমন বায়ে, এমন সময়ে, এমন ঠাঁয়ে,
আপন মনের মানুষ বিনা প্রাণ ধ'রে কি থাকা যায়॥

———

ভৈরবী—একতালা

যাচ্ছে ব'য়ে প্রেমের সিন্ধু উঠ্‌ছে পড়্‌ছে প্রেমের ঢেউ ;
কেউ বা খাচ্ছে হাবুডুবু ভেসে চ'লে যাচ্ছে কেউ।

কারো বক্ষে এ প্রেম আনে অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ,
মর্ম্মদাহে রহে এ প্রেম কারো বক্ষে জাগরূক।
প্রেমে লিপ্সা, প্রেমে ঈর্ষা, প্রেমে পুণ্য পরিণয় ;—
কারো ভাগ্যে বিষের ভাণ্ড, কারো ভাগ্যে সুধাময় ;
প্রেমের টানে টেনে আনে জনার্দ্দনে ধরায় জীব,
পাগল, উদাস, শ্মশানবাসী প্রেমে ভোলা সদাশিব।
কেউ বা প্রেমে সর্ব্বত্যাগী, কেউ বা চাহে উপভোগ ;
কারো পক্ষে প্রেম আসক্তি, কারো পক্ষে মহাযোগ ;
প্রেমে জন্ম, প্রেমে মৃত্যু, প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে নাশ ;
প্রেমের শব্দ উঠে মর্ত্ত্যে, প্রেমে স্তব্ধ নীলাকাশ।

———

বনে কত ফুল ফুটেছে কুঞ্জতরু শাখে শাখে—
কুহু কুহু কুহু স্বরে পাতার মধ্যে কোকিল ডাকে।
আয় লো সখি কর্‌বি খেলা, আজ এ শান্ত সন্ধ্যেবেলা,
গীতিগন্ধ বর্ণে রচি রাশি রাশি হাসির মেলা ;
সন্ধ্যাকাশে ছড়িয়ে দে না—উড়ে যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আকাশ থেকে পড়্‌বে তারা, হয়ে আবার বৃষ্টিধারা,
মানুষের এই হৃদয় মাঝে হয়ে যাবে আপনহারা ;
অঙ্কুরিত কর্ব্বে প্রাণে রাশি রাশি বাসনাকে।
গর্ব্ব তারা করে বড়, গর্ব্ব দেখি কোথায় থাকে।

———

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি।
করি যদি সত্য কথা জারি—
উঠ্‌লাম ভয়ে দিয়ে লম্ফ, ভাব্‌লাম হ'ল ভূমিকম্প—
তখন পড়ে গেলাম জগঝম্প—(হ'য়ে) ত্রিভঙ্গ মুরারি !
(তখন) ভয় পেয়েছি ভারি !
এবার বেঁচে গেছি প্রাণে, বাড়ী ফিরি মানে মানে,
আসন্ন বৈধব্য তাঁদের ঘুচাই যদি পারি—
ওরে দ্বার ছেড়ে দে দ্বারী।

———

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা

সখি বদন তোল ; চাহ ফিরে ;
মুছে ফেল তব নয়ন-নীরে।
তোমার বিদেশী বঁধু, হৃদয়ভরা মধু—
এসেছে ঘরে।
সোনার ঢেউ এসে লেগেছে তীরে।
তবে বাঁধ তারে তোমার প্রেমহারে,
ফুল-ডোরে—
হৃদয় দিয়ে তারে রাখ ঘিরে।

——

কীর্ত্তন

সারিয়া। ও তার কটিদেশে পরা নহে পীতধড়া নাহি শিখি-চূড়া শিরে।
হামিদা। ও সে বাজায় বাঁশী মুখে মৃদু হাসি, নিকুঞ্জে যমুনাতীরে গো!
সারিয়া। ও তার রাজীবচরণে বাজে না নূপুর, রিনিনি ঝিনিনি কি দিন দুপুর ;
হামিদা। নহে সুবঙ্কিমঠাম, নবঘনশ্যাম—কথা নাহি কয় ধীরে গো।
সারিয়া। ও সে জানে না ক ছলা কলা গো ;
হামিদা। হাতটি ধরিতে ভুল ক'রে যেন ধরে না কাহারও গলা গো।
সারিয়া। ও সে বেণীটি ধরিয়ে হাসিতে হাসিতে খায় না ক কানমলা গো।
হামিদা। কারো কানে কানে কথা কয় না যে কথা সাদরে যায় না বলা গো।
সারিয়া। সে নয় কালো শশী (যা কেউ কোথায় দেখে নি গো।)
হামিদা। সে নয় কেলেসোনা (যা কোথাও কেতাবে লেখে নি গো।)

উভয়ে। সে নয় মদনগোপাল,—ননীর অঙ্গ ;
কুঞ্চিত কেশ বাঁকা ত্রিভঙ্গ ;
রমণীর মত জানে না রঙ্গ
অপাঙ্গে চায় না ফিরে।

কীর্ত্তন

সারিয়া। নিদয় বিধাতা, কেন না আমারে জগতে পাঠালে
রমণী ক'রে রে।
হামিদা। শুধু সহিব না প্রসববেদনা দশ মাস তারে জঠরে ধ'রে রে!
সারিয়া। পরিতাম মালা, খাইতাম মধু,
হামিদা। ডাকিতাম শুধু প্রাণনাথ, বঁধু,
সারিয়া। বাঁধিতাম বেণী
হামিদা। দেখিতাম শুধু প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরে রে।

কীর্ত্তন

হামিদা। ও তাঁর বিশাল দেহ, দেখে নি কেহ,
হেন বাহু দুইখানি।
সারিয়া। তাঁর উচ্চ ললাট বক্ষ বিরাট, মেঘগম্ভীর বাণী গো!
হামিদা। ও তাঁর প্রকাণ্ড গোঁফ্—
সারিয়া। বৃষস্কন্ধ—
হামিদা। শিরোপরি নাহি কেশের গন্ধ—
সারিয়া। সখি রে তোমার কপাল মন্দ—
হামিদা। জানি সখি তাহা জানি গো ;
সারিয়া। নাহি যদি পাও তাঁহারে—
হামিদা। তোমার ভাগ্য বলিয়া মানি গো।

ভৈরবী-আশাবরী—চৌতাল

কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি, কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে।
কঠিন হীরা-হেম-রজতে সাজায়ে পূরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি প্রভাত-কনক-কিরণে অতুল, উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলী ঘন হ'তে পাড়ি, গাঁথি হার গলে দি পরায়ে।
জলধিনীলে অঞ্জন করি দি ও আঁখি-অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারা-হীরা-ভাতি চারু কর্ণে দুল দি দুলায়ে;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত, কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কূজন-গঠিত নূপুর চুম্বি যুগল চরণে বাজিবে।
মেখলা—দিব ভানুলেখা আনি নবঘন স্নেহে সিনায়ে;
দিব রে বসন—সান্ধ্য মেঘে রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলক্তক—কবির গীত-ভকতিরাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ—কিশোর প্রেমস্বপন হাসি।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে গেছে আজ
প্রাণে মিশে গেছে প্রাণ।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাবের নদী
বহিছে উজান। (ওলো সই)
জাগিছে বর্ণে মধুর গন্ধ
মধুর ভাবেতে বহিছে ছন্দ,
কাঁপে সুরলয়ে মহা আনন্দ,
—উঠিছে গভীর গান;
সুকণ্ঠ সাধা, সুরে সুর বাঁধা
—উঠিছে গভীর গান।
শৌর্য্যে মিশেছে রূপের রাশি,
রৌদ্রে মিশেছে ফুলের হাসি,
মহান্ আবেগে বিষাদ বিরাগ
হ'য়ে গেছে অবসান;

প্রণবের নব প্রভাতে রজনী
হ'য়ে গেছে অবসান ॥

বসন্ত—ঝাঁপতাল

আঁধার-জোয়ার আসে ঐ ধীরে ধীরে তায়
সোনার জগৎখানি কূলে কূলে ছেয়ে যায়।
সে জোয়ারে আসি ভাসি,
অনন্ত আলোকরাশি,
অনন্ত অভয়ভরা দিব্য হাসি নীলিমায়,
ঘরে ঘরে শান্তি সুপ্তি প্রীতি সুধা বসুধায়।
সন্ধ্যার সেতুর 'পরে,
এমনি এমনি ক'রে,
তার পথ চাহি চাহি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে হায়,
আমি শুধু ফিরে যাই নিতি নব নিরাশায়।

নিশা। এস এস সখী সন্ধ্যার তারা
মুখে ল'য়ে মৃদু-মধুর হাসি।
শুক। আলোক-সাগরে এই যে গো আমি,
আঁধার-জোয়ারে এসেছি ভাসি
নিশা। সোনার আকাশ দেখ না চেয়ে—
ধূসর বরণে আসিছে ছেয়ে,
—সখীরা কোথায়?
তারা। এই যে এসেছি
যেমতি নিত্য নিশীথে আসি।
তারাকুল। গভীর নিশীথে অসীমে গগনে
আমরা যে গান গাই;
আলোক-বিন্দু হইয়ে ধরায়
ঝরিয়ে পড়ে গো তাই।

আমাদের আছে ঘেরি চারি ধার,
কেবল আঁধার—কেবল আঁধার—
রাশি রাশি রাশি কেবল আঁধার—
নাই, আর কিছুই নাই ;
তাহার মধ্যে হইতে অনাদি
সে গান শুনিতে পাই।

হুজীর। নিয়ে বারো হাজার তুরুক সোয়ার
সোরাব এল সবাই কয়।
আফ্‌রিদ্‌। তার উদ্দেশ্যটা ?—
হুজীর। ঠেক্‌ছে যেন কর্‌তে চায় এ দুর্গজয়।
আফ্‌রিদ্‌। তোমরা কেন অলস এবে, যুদ্ধ কর—
হুজীর। দেখ্‌ছি ভেবে,
আফ্‌রিদ্‌। বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছেড়ে দেবে !
হুজীর। সত্যি সত্যি তাও কি হয় ?
আফ্‌রিদ্‌। পর বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ—
লও ভল্ল অসি ধনুর্ব্বাণ ;
হুজীর। যাঁর ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে যান।
আফ্‌রিদ্‌। সেনাপতি !
হুজীর। যিনি চান—
আসুন, এ পদ কর্চ্ছি দান ;
আফ্‌রিদ্‌। দেশের জন্য দিচ্ছ প্রাণ—
হুজীর। প্রাণটি এমন তুচ্ছ নয়।

—

আমরা নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসি।
যখন অসীম আকাশ ব্যেপে
পিঙ্গল আভা ওঠে সে কেঁপে,
গুরু গুরু গুরু গরজি গগনে
ঘেরে ঘন ঘোর বারিদরাশি।
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ তর্‌ তর্‌ তর্‌
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া,—

পড়ি ধরণীর তৃষিত অধরে, শূন্য আকাশ দিয়া ;
আমরা, তুচ্ছ করিয়া মেঘের ভ্রূকুটি,
ঝঞ্ঝাপৃষ্ঠে চড়ি যাই ছুটি ;
যখন গগন গরজে সঘন,
করতালি দিয়ে আমরা হাসি।

বেহাগ—একতালা

বাজ্ ভেরী আজ উচ্চ নিনাদে, উড়ুক্ পতাকা মৃত্যু আঁকা।
নাচুক্ তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া 'বিজয়' নরের রক্ত মাখা।
যাক ঘুরে যাক বিধির নিয়ম, আজ আছে নারী কাল আছে যম,
বাজিস্ যে ভেরী ঝম্ ঝম্ ঝম্ শুধু সে রোদন ঢাকিয়ে রাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক চাকা।
না উঠিলে সনে কারো হাহাকার, সুখটি পূর্ণ হয় না ক আর ;—
বলিহারি বিধি বিধাতা তোমার—এখন সে কথা থাকুক ঢাকা ;
জীবন মরিবে, মরণ বাঁচিবে, নৃত্য কাঁদিবে, রোদন নাচিবে,
আকাশের তারা খসিবে, উড়িবে ধরণীর ধূলি মেলিয়া পাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্ ঝনন্ ঝনন্, সনন্ সনন্ ঘুরুক্ চাকা।

ছায়ানট্—একতালা

কেন তারি তরে আঁখি ঝরে মোর,
মন ফিরে ফিরে যায় তারি পাশে।
আমার হবার সে ত কভু নয়,
তবু মন তারে কেন ভালবাসে।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ,
তবু তারে কেন পাবার এ সাধ,
আমাদের মাঝে পর্ব্বতের বাঁধ,
মহা অবসাদে মন ছেয়ে আসে।

চল চল যাই আমরা সবাই ইরাণের বীর নারীগণ।
নাচিব রঙ্গে রণ-তরঙ্গে, এইখানে শেষ নহে রণ।
একটি যুদ্ধে নয় এর শেষ, এক পরাজয়ে যায় না ক দেশ,
হয়েছি বিফল একবার যদি, করিব নবীন আয়োজন ;
বর্ম্মে সাজাব এই বরতনু, এ কোমল করে লব শরধনু ;
বিজলীর মত যাব ঝলসিয়া জ্বলিয়া, ধাঁধিয়া দু নয়ন ;
করিব দুর্গ পুনঃ অবরোধ, লব প্রতিশোধ লব প্রতিশোধ,
শুন হে তুরাণ শুন হে ইরাণ, রমণীর এই দৃঢ় পণ ;
উড়াও নিশান, বাজাও বিষাণ, গাও তবে আজ গাও এই গান ;
যতদিন মান ততদিন প্রাণ—নহিলে কি ছার এ জীবন।

সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব আমরা আজি বীরের প্রাণে।
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন ছেয়ে দেব গানে গানে।
আকাশ থেকে শুনবে তারা, মানুষ হবে মাতোয়ারা,
হয়ে যাবে আপনহারা বিশ্বে আছে যে যেখানে।
কানন পাহাড় উঠ্‌বে নেচে, আপনি মরণ উঠ্‌বে বেঁচে,
সকল দুঃখ ডুবে গেছে সুখের গীতি-সুধাপানে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

আমি র'ব চিরদিন তব পথ চাহি,
ফিরে দেখা পাই আর না পাই।
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহি না ক, আর কোনও সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব, প্রাণ!
ভালবেসেছিলে, জানি, মনে শুধু রবে তাই ;
আমি তবু তব লাগি, নিশি নিশি র'ব জাগি,
এমনই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।

ওগো, আমরা ভুবন ভোলাতে আসি।
ওগো, কখন আমরা গৃহের লক্ষ্মী, কখন আমরা সর্ব্বনাশী।
আমরা, আধেক কঠিন, আধেক তরল, আধেক অমিয়া, আধেক গরল,
আধেক কুটিল, আধেক সরল,
আধেক অশ্রু, আধেক হাসি।
আমরা, ঝঞ্ঝার মত অধীর বিরাট, মলয়ের মত স্নিগ্ধ শান্ত;
আমরা, বজ্রের মত ভীষণ অন্ধ, কুসুমের মত কোমল কান্ত।
আমরা, আনি ঘরে যত আপদ্ বালাই;
ব্যাধির মত আসিয়া জ্বালাই;
দাসীর মত সেবা করি (এসে) দেবীর মত ভালবাসি।

ঢাল সুধা ঢাল ভর পিয়ালা,
জুড়াই আজ এ প্রাণের জ্বালা।
শোক অপমান নাই—কিছু নাই—সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই;
সুখের পাথার, দেব রে সাঁতার, বিষাদ বিরাগ ছুটিয়া পালা—
আয় রে প্রাণের সুহৃদ্ আমার, যশ মান সুখ মিছা সে কি ছার।
ঢাল সুধা ঢাল ঢাল রে আবার, দে ঐ পাত্র অমিয়া ঢালা!
কিসের জীবন!—সে ত এ সুরার বিম্বের মত উঠে পড়ে, আর,
কিসের বিজয় কঙ্কালসার গলে কঙ্কালমুণ্ডমালা—
বাজাস্ ডঙ্কা যতই না—ঠিক্ চলেছিস্ সেই মৃত্যুর দিক্,
যতই বাঁচিস্, ততই মরিস্, যতই ভাবিস্ ততই জ্বালা।

ভৈরবী—কাওয়ালী

একটু আলো ও একটু আঁধার, একটু সুখ ও একটু ব্যথা—
না কহিতে হায় ফুরায়ে যায়—একটু প্রাণের একটু কথা।
একটু আলাপ কলহ বিলাপ, একটু বিশ্বাস, আশা, ভয়, গো—
সাঙ্গ এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, ফুরাইয়ে যায় অভিনয় গো।
একটু হৃদির একটু স্পন্দন—স্তব্ধ হ'য়ে যায় পরে সব,
একটু হাসি একটু ক্রন্দন—থেমে যায় এই কলরব।

ধনের গৌরব, যশের গৌরব, রূপের গরিমা, সবই হায় গো—
এক সঙ্গে শেষে চোখের নিমেষে ধূ ধূ ধূ ধূ ক'রে পুড়ে যায় গো।

ভৈরবী—দাদ্‌রা

বঁধু হে আর কোরো না রাত।
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।
তুমি খেলে আমি খাব, এ কথা না মূলে ভাব,
কখন আমি শুতে যাব, (তাই) ভাব্‌ছি দিয়ে মাথায় হাত।
ছেলেরা সব নাই ক বাড়ী, মেয়ে আছে জেগে,—
দাসী কর্চ্ছে বকাবকি—আমি যাচ্ছি রেগে ;—
ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা,
বিরহিণীর দশ দশা, জানই ত প্রাণনাথ।

মিশ্র ইমন্‌—কাওয়ালী

এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো ;
ওগো বল, আমি—তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাব কি ?
শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে, "হুঁ হুঁ" ক'রে ভৈরবী ভাজ্‌ছিল সে ;
তাই শুনে বাপ্‌—তুই তিন ধাপ্‌, ডিঙিয়ে এলাম মেরে এক লাফ্‌—
উপরতলায় যে খুসী সে যায়, ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায় ;
সখি বল, আমি—আদা দিয়ে কচুপোড়া খাব কি ?

খাম্বাজ—কাওয়ালী

ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো।
এ ভব-সংসার মাঝে আমায় একা ফেলে গো।

রাস্তা ভারি এঁকাবেঁকা, কেমনে চলিব একা,
প্রাণপতি দাও হে দেখা (পায়ে) দিও না ক ঠেলে গো।
রেঁধেছি ইলিশ মৎস্য, খিচুড়ী ও ছাগবৎস,
একা আমারই খেতে হবে (ওগো) তুমি নাহি খেলে গো।
পাকা কলপ দিয়ে মাথে, কে হাস্‌বে আর বাঁধা দাঁতে,
প'রে মিহি কালাপেড়ে, যেন কচি ছেলে গো।
হাত দুইখানি ধরি, কে ডাকিবে "প্রাণেশ্বরি" ?
আহা, উহু, ওহো মরি—তুমি নাহি এলে গো।

খাম্বাজ—জলদ্ একতালা

আরে আরে সৈঁইয়া ইস্‌মে কেয়া কাম্।
ইসি জাড়ামে মুঝ্‌কো কুছ্ দে না ইনাম্।
হাত্‌মে দে চুড়ি আওর কান্‌মে দে দুল,
গলামে দে হাস্‌লি আওর নাক্‌কে দে ফুল,
মেরি জান হো জায়গি বড়ি মস্‌গুল্,
বড়ি পিয়ার তোম্‌কো করেঙ্গী হাম্।

বাউল—একতালা

ওরে সিন্দুক-ভরা টাকা—
মিছে বন্ধ ক'রে রাখা।
যদি, লাগ্‌ল না কার উপকারে, এলো না ক ব্যবহারে,
সে টাকা ত ধনীর ঘাড়ে শুধুই মুটের ঝাঁকা।
যে, টাকার জন্য মর্চ্ছ ভেবে,
বারো ভূতে উড়িয়ে দেবে,
তোমার ভাগ্যে রইল শুধুই উপোস ক'রে থাকা।
ওরে টাকার উচিত ব্যবহারে
রীতিমত আয়ু বাড়ে,
এই কথাটি একেবারে ব'লে গেলাম পাকা।

সে আসে ধেয়ে, এন্‌ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্‌ ধিনিক্‌ ধিনিক্‌ ধিনিক্‌—চায়ের গন্ধ পেয়ে।
কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্‌-মট বুটশোভিতপদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ!
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে ;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রইং রুম্‌টি ছেয়ে।

———

গৌরী—কাওয়ালী

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে ব'সে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারা নিশি তব লাগিয়া,
র'ব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে দাঁত বের ক'রে হাসিও।

———

মিশ্র খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা

আর তো চাটগাঁয় যাবো না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি কল্‌কাতায়।
চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি, চাটগাঁর খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পিলে আর ম্যালেরিয়ায় ;
খাঁটি কথা—যাচ্ছি না আর তোমাদের ঐ চাটগাঁয়!
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, আপাততঃ বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও রে সেওড়াতলায়—
ঠানদিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে আছে টায় টায়।

———

এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে ;
ওহে দন্তমাণিক এসো হে ;
এসো সরিষাতৈল-স্নিগ্ধকান্তি, পমেটম চুলে এসো হে।
ওহে লম্পটবর এসো হে,
কহে বক্কেশ্বর এসো হে ;
ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক—ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে।
ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে,
ওহে পেড়ে ওড়নায় এসো হে ;
ওহে অঞ্চলদড়িবন্ধন গরু, গোয়ালেতে ফিরে এসো হে,
এসো পূজার ছুটিতে এসো হে ;
ওহে বড়দিনে ফিরে এসো হে ;
এসো Good Fridayতে Privilege leave,
French leave নিয়ে এসো হে।

ভৈরোঁ—একতালা

এখনও তপন উঠেনি গগনে পূরব ভাগে ;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাহার লাগি।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নিবিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপপুঞ্জ,
শুধু আছে চাহি মেঘকুল, সাজি ভূষিত অরুণকিরণ-রাগে
ধীরে ধীরে ঐ উঠিল গগনে দিবসরাজ ;
ছড়ায়ে পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ ;
অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুমগন্ধ,
ঢুলিল চামর শীতল সমীর পরশে ভুবন উঠিল জাগি।

—সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমিররাশি।
স্ফুলিঙ্গ সম এ আঁধারে মোরা কোথা হ'তে ছুটে আসি।

কতটুকু পথ আলোকিত করি—কিছু দেখিতে না পাই।
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে এ আঁধারে মিশে যাই।
অস্ফুট ভাতি উপহাস করি, প্রদীপশিখার পাছে,
বিরাট মরণ সমান বিরাট আঁধার জাগিয়া আছে ;
মহাসমুদ্র আঘাতে ক্ষুদ্র তরণী ভাঙ্গিয়া যায়,
নিভে যায় ক্ষীণ নক্ষত্র ও দিগন্ত নীলিমায়।

কীর্ত্তন

(—আহা কিবা মানিয়েছে রে—
ওহো কিবা মানিয়েছে।)

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
যেন কৃষ্ণের পাশে বলরাম ; (ব্রজের কুঞ্জবনে)
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি,
আর টপ্পার সুরে হরিনাম। (বাহবা রে বাহবা)

যেন কপির সঙ্গে মটরশুঁটি,
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ; (বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে)
যেন মুড়ীর সঙ্গে পাঁপর ভাজা,
আর মদের সঙ্গে হরিনাম। (বাহবা রে বাহবা)

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ; (ও সেই দ্বাপর যুগে)
যেন বিয়ের সঙ্গে রসনচৌকী,
আর মরণকালে হরিনাম। (বাহবা রে বাহবা)

সুরট মল্লার—কাওয়ালী

এ কি শ্যামল সুষমা, মধুময় বিশ্ব শিশির ঋতু অন্তে ;
নবঘনপল্লব কোকিলমুখর নিকুঞ্জ সুমধুর বসন্তে।

সুন্দর ধরণী, সুন্দর নীল সুনির্ম্মল অম্বর ভাতি,
অরুণ-কিরণ-অনুরঞ্জিত তরুণ জবা বনমালতী জাতি !
এ কি স্নিগ্ধ সুললিত বহে তনু শিহরি পবন মৃদুমন্দ ;
এ কি স্বপ্নবিজড়িতপদে পড়ি মূর্চ্ছিত কুসুম সুগন্ধ ;
কার মুখচ্ছবি অরুণ কিরণ সহ হৃদয়ে উঠিছে ধীরে ;
কার নয়ন দুটি অঙ্কিত করিছে চম্পক সরসী-নীরে।
আনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি, মলয়জ করি অনুকম্পা ;
কার হাস্যটুকু করি পরিলুণ্ঠন গর্ব্বিত বিকশিত চম্পা ;
কার প্রেমমধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে—
চপলপবনবিকম্পিতকিশলয়পল্লবমর্ম্মরতানে।

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া ;
বাহিরে শিশিরঅশ্রুনয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।
—ভিতরে আলোকশিখা চারি দিকে, ঠিকরিয়া পড়ে
মুকুরে স্ফটিকে ;
বাহিরে পড়িয়া অসীম আঁধার—বনপ্রান্তর ঘন আবরিয়া।
উছলে কক্ষে সঙ্গীতরব নৃত্যলহরী, রহিয়া রহিয়া ;
সুদূর মলয়ে নিঠুর শীতের কঠোর বাতাস যাইছে বহিয়া ;
তোরণস্তম্ভশিরে দোলে যবে গোলাপমালিকা কুলটা গরবে ;
—বিজন বিপিনে নিভৃতে নীরবে তিমিরে শেফালি
পড়িছে ঝরিয়া।

এ হৃদি কুঞ্জবনে তুমি রহ হে প্রাণসখা মম জীবন ভাতি !
নিখিল শান্ত নব, নিরতি-নিভৃত সব, নীরব সে, দিন রাতি !
স্নিগ্ধবসন্তসুসেবিত, পুষ্পিত চম্পক বেলা মালতী জাতি।
বিহর তথা মম হৃদয়বিলাসী ! শতফুলগন্ধে মাতি ;
রহ ঘিরি মোরে তব ভুজডোরে হে চিরজীবনসাথী ;
দিব পিককূজন, মলয় সমীরণ, কুসুমহার দিব গাঁথি ;
শয়ন তরে দিব শিশির-সুশীতল কিশলয়-কোমল এ বুক পাতি।

এস তারাময়ী নিশি এস ধরা মাঝারে !
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।
হুহু করি হৃদিতলে দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি নিভাও গো তাহারে।
হায় সে সময়ে হৃদে, হৃদয়ে যে শেল বিঁধে—
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে !

———

ভৈরবী—কাওয়ালী

আমার আমার ব'লে ডাকি, আমার এ ও আমার তা ;
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিও না ক আমার যা।
আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে ;
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা আমার মা,
আমার পতি, আমার পত্নী ;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ ভবে তাও রেখে যেতে হবে ;
আমার ব'লে কারে ডাকি ?—চোখ বুজলে কেউ কারো না।

———

খাম্বাজ—একতালা

কে পারে নিবারিতে হৃদয়েরই বেদনা,
সে বিনে নিজ করে দিয়াছে যে তাহারে ;
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে নিবারে, যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরে সে বিনে।
নাহি আর মধু রে মধুর অধরে ;
শরত চাঁদিমা চরণে লুটায়ে অনাদরে ;
হাসে কি গগন, ঘন ঘন আবরিলে তারে ?
বিফলে চন্দ্রমা তারারাজি ভায় তায় রে।

———

ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো।
রূপের সঙ্গে তীব্র মদিরা লাগে ভালো ভারি লাগে ভালো।
স্বর্ণপাত্রে ঝর তুমি সুরা, সরসরক্ত-অধর মধুরা,
চুম্বন দাও শিরায় শিরায় লালসাবহ্নি জ্বালো জ্বালো।
আমরা ঢালিব রূপের আহুতি, জ্বলিবে দ্বিগুণ কামানল;
কামের সাগরে উঠেছি আমরা উর্ব্বশী, তুমি হলাহল;
আমরা ঝড়ের মত ব'য়ে যাই; বন্যার মত এস তুমি ভাই।
সর্ব্বনাশটি না করিয়া আজ যাব না লো সখি যাব না লো।

——

শঙ্করা—জলদ একতালা

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝিছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দু'দণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে মুখের হাসি হাস্‌তে হবে;
চোখে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে যান বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে মুছায় আঁখি।

——

হাম্বির—মধ্যমান

(ওগো) জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে,
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে, আধ-জাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারি তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দার-সৌরভের মত বসন্ত বাতাসে;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি ব'লে যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

——

খাম্বাজ—খৎ

বসিয়া বিজন বনে, বসন-আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান ;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে ক'রে সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
সোহাগ, আদর, মান, অভিমান, দিবারাতি।

ভীম-পলশ্রী—মধ্যমান

বাঁধি যত মন ভালবাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরই চরণে লুটায়!
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায়।

বাঁরোয়া—ভরতঙ্গা

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়!
তা হ'লে কি পান করি মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায় ;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টক-জ্বালা ঘুচিবার নয়।

খাম্বাজ—একতালা

(এ কি,) দীপমালা পরি হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি।
এ কি নিশীথ বনে ভবনে ভবনে, বাঁশরী উঠিছে বাজি।
এ কি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
এ কি, রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।

গায় "জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু উত্তরে হিমালয় ;
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে ভুবনে।
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি।

কীর্ত্তন—একতালা

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে আমি চিরদিন তারি ;
চরণে ধূলি ধুয়ে দিতে তার দিব নয়নের বারি।
(তারে) দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, রব তারি অনুরাগী ;
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহার লাগি।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে অভিমান নাই রে ;
সুখে সে থাকুক্ চিরদিন তবু হবে দু'জনার ঠাঁই রে ;
নিরবধি কাল—হয়ত কখনও ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

মিশ্র ভৈরবী—ঢিমা তেতালা

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে ?
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর,
কেন রহে পিছে পড়ি পাপবাঞ্ছা পরধনে।

পূরবী—যৎ

কোথা যাও হে দিনমণি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই।
নিয়ে যদি গেলে চ'লে, তোমার সর্ব্ব গরিমাই।
চাহে কেবা রৈতে ভবে, আঁধার ছেয়ে আসে যবে!
—চাহে যে সে থাকুক্ প'ড়ে আমি ত না রৈতে চাই।

তুফান মাঝে সিন্ধুনীরে আশার ভেলায় বেঁধে বুক,
থাকুক্ তারা যাদের কাছে বেঁচে থাকাই পরম সুখ ;
যতদিন এ জীবন রাখি, আমি যেন সুখে থাকি,
সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চ'লে যাই।

মিশ্র খাম্বাজ—মধ্যমান

কেমনে কাটাব সারা রাতি রে সে বিনে সই!
—পলক না হেরে যারে বাঁচিনে বাঁচিনে সই।
রাখি এ হৃদয়পুরে, যারে, মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি র'ব কেমনে জানি না সই।

ছায়ানট—একতালা

হৃদয় আমার গোপন ক'রে, আর ত লো সই রৈতে নারি।
ভরা গাঙে ঝড় উঠেছে, থর থর থর কাঁপছে বারি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্য তুলে, ছাপিয়ে উঠে কূলে কূলে,
বাঁধ দিয়ে এ মত্ত তুফান আর কি ধ'রে রাখ্‌তে পারি।
মানের মানা শুন্‌ব না আর মান অভিমান আর কি সাজে,
মানের তরী ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দেবো এই তুফান মাঝে ;
যাব তার তরঙ্গে চড়ি, দেখ্‌ব গিয়ে কোথায় পড়ি ;
জীবন যখন করেছি পণ সরমের ধার আর কি ধারি।

মেঘমল্লার—জলদ কাওয়ালী

ঘন ঘোর মেঘ আই, ঘেরি গগন,
বহে শীকরস্নিগ্ধ'চ্ছুসিত পবন,
নামে গভীর মন্দ্রে, গুরু গুরু গরজন।
ছুটি উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা, এসে
বিশ্বতলে পড়ে—লুণ্ঠিত কেশে
—মুখে হা হা স্বন।

পিঙ্গল দামিনী মুহুর্ম্মুহু চমকে
ধাঁধি নয়ন—কড় কড় কড়কে
বজ্র সঘন।

বাহার—কাওয়ালী

এস প্রাণসখা এস প্রাণে,
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।
কর, তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, তব প্রেমসুধারসদানে।
বন আকুল বন-ফুলগন্ধে, বন মুখরিত মর্ম্মর ছন্দে,
বহে শিহরি পবন মৃদুমন্দ গাহে আকুল কোকিল
কুহু কুহু তানে
এ কি জ্যোৎস্না-গর্ব্বিত শর্ব্বরী ; এ কি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ ;
এ কি সুন্দর নীরব মেদিনী ; এ কি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ ;
ব'সে আছি পাতি মম অঞ্চল, অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল,
এস হে প্রিয় হে চিরবাঞ্ছিত !—মম প্রাণ অধীর
প্রবোধ না মানে।

ভূপালী—একতালা

আহা কি মাধুরী বিরাজে।
নন্দনকানন ভুবন মাঝে॥
উঠে রূপ রঙ্গে, তরঙ্গভঙ্গে,
নৃত্য-বিঘূর্ণিত শত পেশোয়াজে—
মণ্ডিত মোহন বিচিত্র সাজে।
চরণে কিঙ্কিণি, রিনি নি রিনি ঝিনি
তালে তালে উঠে—তাজ বেতাজে
বেণু বীণা ঘন মৃদঙ্গ বাজে॥

সিন্ধুড়া—একতালা

যাও সতি পতি কাছে—
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা।
পৃথিবীর যত দুঃখ শোক দেহ সনে পুড়ে ভস্ম হোক্ ;
যাও মা অক্ষয় স্বর্গলোক মাঝে মা !
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা !
দেখ ঐ গগনে দেবগণ করে সবে পুষ্পবরিষণ ;
ঐ শুন জয়ভেরী ঘন বাজে মা !
পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা !

——

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী

যদি এসেছ এসেছ বঁধু হে—
দয়া করি কুটীরে আমারি ;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি।
আমি যাব কি ও হৃদি 'পর ছুটিয়া ?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া ?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি ?
যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি ;
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে, কুড়ায়ে পেয়েছি মণি ;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি ;
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি ;
রহিব পড়িয়া দিবস রাতি হে
—চরণে তোমারি।

——

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা

এস এস বঁধু, বাঁধি বাহুডোরে, এস বুকে ক'রে রাখি।
বুকে ধ'রে মোর আধ ঘুমঘোরে সুখে ভোর হ'য়ে থাকি।

মুছে যাক্ চোখে এ নিখিল সব,
প্রাণে প্রাণে আজ করি অনুভব,
মিলিত হৃদির মৃদু গীতিরব—আধ নিমীলিত আঁখি।
বহুক বাহিরে পবন বেগে,
করুক গর্জ্জন অশনি মেঘে,
রবি শশী তারা হ'য়ে যাক হারা, আঁধারে ফেলুক ঢাকি।
আমি তোমার বঁধু, তুমি আমার বঁধু, এই শুধু নিয়ে থাকি ;
বিশ্ব হ'তে সব লুপ্ত হয়ে যাক—আর যা রহিল বাকি।

খাম্বাজ—একতালা

নীল গগন, চন্দ্রকিরণ, তারকাগণ রে !
হের নয়ন—হর্ষমগন চারু ভুবন রে !
নিদ্রিত সব কূজন-রব, নীরব ভব রে !
মোহন নব হেরি বিভব মেদিনী তব রে !
বাহিত ঘন স্নিগ্ধপবন জ্যোৎস্না মগন রে !
নন্দন-বন-তুল্য-ভুবন—মোহিত মন রে !

বাউল—একতালা

জীবনটা ত দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে, মরণটাকে দেখ্‌বি—
ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি, ওরে মরণটাকে দেখ্‌বি চল্ !
প'ড়ে আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার ;
অঙ্গ এলে অবশ হ'য়ে সবাই যাবে রসাতল।
উপরে ত গর্জ্জে ঢেউ, সে দণ্ডমাত্র নয় ক স্থির ;
নীচে প'ড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর—
এতদিন ত ঢেউয়ে ভেসে দিলি সাঁতার উপর দেশে—
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌ব নীচে কতখানি গভীর জল।

খাম্বাজ—মধ্যমান

তবে, আর কেন বহে মলয় পবন আর কেন পাখী গায় গান !
আজি, হৃদয়কুঞ্জে সুখমধুমাস হ'য়ে গেছে যবে অবসান !
আজি, চ'লে গেছে এক সঙ্গীত, ছিল ছেয়ে যা আকাশ ভুবনে—
আমার নয়ন হইতে নিভে গেছে জ্যোতি, হৃদয় হইতে গেছে প্রাণ।

——

মিশ্র ইমন্—একতালা

অতুল চিরবিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম।
শত স্মিতপরীবিহরিত, কুসুমিত, সুশ্যাম।
শত শীতল ঘন নিকুঞ্জ, শত বিহঙ্গ-মুখরিত রে,
শত নির্ঝর ঝর্ঝর ঝঙ্কারিত অবিরাম।
—মলয়ানিলসেবিত মৃদু অমররূপরাশি রে—
বন উপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধ হাসি রে ;
হা অনাথা অমরাবতী ! কি সুখে হতভাগিনী !
হাস হাস হাস তবু সুভূষিত অবিরাম।

——

সিন্ধু—মধ্যমান

কি শেল বিঁধে আমার হৃদে আমারই প্রাণ জানে গো।
কি যাতনা সেই বুঝে, যারই বক্ষে হানে গো।
মিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ,
ফিরে আছে কি আঁধার আমারই এ প্রাণে গো।
কিরণময় এক ভুবন মাঝে চলেছি এক ছায়া গো ;
নীলাকাশে যাই গো ভেসে কালো মেঘের কায়া গো ;
উঠে হাসি—মাঝে তার আমিই শুধু হাহাকার—
আমিই বিসংবাদী সুর এই বিশ্বের মধুর গানে গো।

——

ভৈরবী—জলদ কাওয়ালী

আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে,
প্রকৃতি সতীরে সাজায়ে দাও গো!
আজি, সাগরে, ভুবনে, আকাশে, পবনে,—
নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো!
আজি, পুরাণো যা কিছু, দাও গো ঘুচিয়ে;
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে;
—শ্যামলে, কোমলে, কনকে, হীরকে,
ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো।
আজি, বীণায় মুরজে, স্বননে গরজে,
জাগিয়া উঠুক গীতি গো।
আজি, হৃদয় মাঝারে, জগত বাহিরে,
ভরিয়া উঠুক প্রীতি গো।
আজি, নূতন আলোকে, নূতন পুলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোকে দ্যুলোকে
নূতন হাসিতে বাসনারাশিতে,
জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।

———

ভূপালী—যৎ

গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে—
শিঞ্জিনী ঝিনি ঝিনি উছলে সঙ্গে।
সুন্দর মনোহারী, চঞ্চল সারি সারি,
নাচিছে নটনারী—বিবিধ ভঙ্গে;—
হাস্যে হাস্যে, বিভ্রম রঙ্গে।
উঠ তবে সঙ্গীত তালে তালে—
ছাও গগন সে ঘন স্বরজালে;
ছিঁড়িয়া বন্ধনে ফাটিবে ক্রন্দনে,
ক্রমে সে যাবে মিশি আকাশ-অঙ্গে,
শোক-বিনীরব তান-তরঙ্গে।

———

মিশ্র ছায়ানট—ঢিমা তেতালা

—কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়,
যদি না জাগাতে হাসি রাশি রাশি বসুধায় ?
তবু যদি হাসে ধরা মুখের সে হাসি হায়—
অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্ব'লে যায় জ্ব'লে যায়।

খাম্বাজ—একতালা

আমরা এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।
আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুম-গন্ধ-রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন এসে যাই।
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী ;
আমরা শরত ইন্দ্রধনুর বরণে, জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
চপলার মত চকিত চমকে চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, কান্ত, শান্তি, সুপ্তি ভরা,
আমরা আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে, গানে, সুগন্ধে,
কিরণে—নিখিলে,
স্বপ্নরাজ্য হ'তে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

নিতান্ত আমারই তবু যেন সে আমার নয়,
নিতি নিতি দেখি তবু নাই পাই পরিচয় ;
বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়া না পাই কাছে,
অন্তরে রয়েছে সদা তবু কেন—কেন ভয় ?
যত ভালোবাসি যেন তত ভালোবাসি নাই ;
যত পাই ভালোবাসা—আরো চাই আরো চাই,
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায়ে যাই,
মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময়।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর,
বিরাট্ দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে সেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন-সৈন্য, ক্ষত্রবীর।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—রঞ্জিত করি কাগার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজায় গর্জ্জনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয়-গর্ব্বে বাপ্পা বীর!
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর;
সবার—সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভিস্নিগ্ধ পবন ধীর।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কাননতীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার-সুন্দরীর।

(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

গৌরী—আড়াঠেকা

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি আজ তোদের কাছে,
হৃদয়ভরা প্রেম ল'য়ে আজ এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব, আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি, কেবল তোদের ভালোবাসা!
নাহিক আর বিরস হৃদয়, নাহিক আর অশ্রুরাশি ;
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে জড়ায় হাসি ;
ভাঙ্গা ঘরে শূন্য ভিতে শুন্‌বি না আর দীর্ঘশ্বাসে।
কি দুঃখেতে কাঁদবে সে জন প্রাণ ভরে যে ভালোবাসে ?
আজ যেন রে প্রাণের ভিতর কাহারে বেসেছি ভালো ;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।

একতালা

জাগো জাগো পুরনারী।
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি!
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্য্যবংশ ;
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার-গর্ব্ব,
এসেছে মেবার-ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি।

আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক,
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—
দাঁড়াইয়া সারি সারি।
আরো, যারা প'ড়ে আছে সমরক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাও গো—দুইটি
বিন্দু অশ্রুবারি।

—

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্যভরিত, দশ দিক্ কলরব-মুখরিত,
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নব বিকশিত পুষ্পিত বন পলকে,
হাস—উজল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে,
কহ—স্নিগ্ধ অমিয়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার—
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবন হরষে।
কেশে তব নৈশ নীল, অরুণভাতি বরণে;
অঙ্গে ঘিরি মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে;
কুসুমহারজড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্ত সরসে।

—

গৌরী—ঢিমা তেতালা

প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয় না ক হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।

সাগর মিলে আকাশতলে, আকাশ মিশে সাগরজলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে, মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমে গান গগনভরা, প্রেমে কিরণ ভুবনময়।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি শাস ধরা অসীম প্রতাপে।
তব শৌর্য্যে যক্ষ রক্ষ অসুর সুর নর—ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জগজ্জন ;
করে মেঘ মৃদঙ্গগরজন ;
করে আরতি আকাশে রবি শশী, টলে মহীধর তব পদদাপে।

খাম্বাজ—একতালা

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস, চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী, আর কি ঘরে রৈতে পারি।
কুঞ্জে পাখী গেয়ে উঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকূল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার ঐ নীলবারি।
রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ও সে) আকুল হ'ল কেঁদে কেঁদে ;
শত ভাঙ্গা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে ;
আয় লো ফেলে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে,
(ও সে) কেমন চতুর দেখ্‌ব আজি, কেমন চতুর বংশীধারী।

ললিত—ঝাঁপতাল

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোছনার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।

যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে ;
চ'লে যায় অমনি সে হ'য়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গূঢ়তর ;—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম-গন্ধ, যায় না ক কুহুস্বর ;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায়, গীতরব ;
শুকায় সৌরভ ; যায় সব সুধা বসুধার।

মিশ্র মূলতান—মধ্যমান

কত ভালবাসি তায়—বলা হ'ল না।
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না।
হৃদয়ে বহিল ঝড়, বাষ্প রোধিল স্বর ;
মনের কথা মনে র'য়ে গেল—বলা হ'ল না।
যদি ফুটিল না মুখ—কেন ভাঙিলি না বুক—
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হ'ল না।

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর !
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায় !
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

গাহে না কো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ হরষগান ;
ফোটে না কো ফুল, আসে না আকুল ভ্রমর করিতে সে মধু পান ;
আর নাহি বয় শিহরি মলয় ; আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ ;
মেবার নদীর ম্লান দুটি তীর, করে না কো আর সে কলনাদ।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

মেবারের বন বিষাদ-মগন ; আঁধার বিজন নগর গ্রাম ;
পুরবাসী সব মলিন নীরব ; বিষাদ-মগন সকল ধাম ;
নাহি করে আর খর তরবার, আস্ফালন সে মেবার-বীর ;
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার-সুন্দরীর।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

এ ঘন আঁধার ! কিবা আছে তার ! সান্ত্বনা আর কে করে দান,
চারণ কবির বিনা সে গভীর অতীত মেবার-মহিমা-গান !
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্।
চারণের মুখে সান্ত্বনা-সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্।
(কোরাস্)—
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর,
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

ভৈরবী—যৎ

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি,
রাখি না কেনই যত কাছে ;
যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে ?
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালবাসা।
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
দিয়া প্রেম মিটে না ক আশা।

হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা,
জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ।

ইমন্—একতালা

সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি ;
সেথা, গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।
(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে ;
সেথা, বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে।
(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, নাহি অনুনয়, নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে ;
সেথা, রুধিররক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বাজে।
(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা ;
হেথা, হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর,
হয়ত মরিয়া হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
(কোরাস্)—
সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

কাওয়ালী

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমহার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি, কর বঁধু কর তায় পান ;
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছলজলদলকলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান ;
আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব ব'লে, আসিয়াছি তোমার নিধান ;
আজি সব ভাষা সব বাক্,—নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

ঝিঁঝিট—একতালা

আমি, সারা সকালটি ব'সে ব'সে, এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারই গলায়, মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু, বকুলের তলে বসিয়া বিরলে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া;
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া;
তখন, প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি, কুসুমকুঞ্জভবনে;
আমি, তার মাঝখানে, বসিয়া বিজনে, মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে;
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ-গীতি, কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু, তব মধুময় হাসি গো;
ধর গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।

——

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে;
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয়বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে চ'লে যেতে বাধে চরণে,
এ যে, বিরহে বাজে স্মরণে,
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

——

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

বেলা ব'য়ে যায়—
ছোট মোদের পান্‌সী-তরী, সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল, যুথী দিয়ে গাঁথা সে,

রেশমী পাইল উড়্‌ছে মধুর মধুর বাতাসে ;
হেল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায় ।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর ;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর ;
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠ্‌ছে ছুটে ফোয়ারায় ।
পশ্চিমে জ্বল্‌ছে আকাশ সাঁঝের তপনে ;—
পূর্ব্বে ঐ বুন্‌ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে ;
কর্চ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায় ।

—

একতালা

ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি ।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ;
(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি ।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি ।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ;
(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
(কোরাস্)—
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

———

মিশ্র ভূপালী—একতালা

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা দেখব তোমার মধুর হাসি ;
তুমি কভু দয়া ক'রে বাজিও তোমার মোহন বাঁশী ;
শুন্‌তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু ! আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হ'য়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী ;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালবাস নাহি বাস, নই ক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

———

খাম্বাজ—একতালা

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে ;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি ;
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।

——

ইমন্—একতালা

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা ;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা ;
দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে ;
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটি ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে ;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

——

কীর্ত্তন—একতালা

আর, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে পাব না।
আজি, তবু তারে স্মরি, সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী;
কেন, এ প্রাণের মাঝে নিশিদিন বাজে, সেই এক মধুরাগিণী।
শুনি,—উঠে সেই গান নীরব মহান্, যায় সে আকাশ ছাপিয়া;
দেখি, শুনি সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া;
আমি, চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে;
কেন—রহি এ মহীতে সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো।
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক্ আমরণ মম স্মরণে;
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

মিশ্র ইমন্ ভূপালী—জলদ্ কাওয়ালী

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী—
গর্জ্জে সিন্ধু; চলিছে তরণী!—
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর!—
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি
এই ত এসেছি আর চিন্তা নাহি—
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটি ধর।
লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এসেছি ত আজি।
কোথায় জননী? গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
এ কি!—কুটীর যে মুক্তদ্বার!
নির্ব্বাণ দীপ!—গৃহ অন্ধকার—

কোথায় জননী ! কোথায় জননী !
শূন্য যে শয্যা—শূন্য যে ঘর।”—
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে,
চরণাঘাতে বজ্র-নিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী’পর।

খাম্বাজ—চৌতাল

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজাও মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু সাগরে জীবন-তরণী।
উলসি উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল-চল-চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে,
ফুটুক হাস্য সরস অধরে ; ছুটুক ভাতি নয়নে ;
উঠিয়া গীতি-মধুর-মন্দ্র
লুঠিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র,
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি ধরণী অরুণবরণী।

মিশ্র দেশ—দাদ্‌রা

(ঐ) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, “আয় চ’লে আয়,
ওরে আয় চ’লে আয় আমার পাশে” ॥
বলে “আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা, হেথা নাই ক মৃত্যু নাই ক জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥

কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে ;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে,
আয় চ'লে আয় আমার পাশে ॥
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ !
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে আছিস্ পরবাসে !"

মিশ্র বাগেশ্রী—আড়া

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী।
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি ॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি।
তব শতমনোরথে, তোমার কিরণপথে,
দাঁড়াব না আমি আসি তোমার করুণা মাগি।
তুমি শুধু সুখে থাক,—আমি কিছু চাহি না ক,—
শুধু দূরে, অনাদরে, র'ব তব অনুরাগী ॥

ইমন বিভাষ—একতালা

তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর, তুমি হে আমার প্রাণ !
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার, সকলই তোমারই দান।
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি,
হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি, নয়নের জ্যোতি,
কণ্ঠের মৃদু গান ;
সকলই তোমারই দান, সে যে বঁধু ! সকলই তোমারই দান।

যা আছে আমার—নয়নের ধার,
নিরাশার শ্বাস, হৃদয়ের ভার,
যাতনার বাণী, প্রাণের আঁধার,
জীবনের অপমান ;—
যা আছে আমার—আমারই থাকুক,
করিব না ম্লান ওই হাসিমুখ,
শুধু দিব গান, শুধু দিব সুখ,
দিব আশা, যশ মান ;
হৌক্ সে তোমারই দান, ওহে বঁধু—হৌক্ সে তোমারই দান।

—চেয়ে দেখ ঐ সান্ধ্য আকাশে—
দিবসের আলো ম্লান হয়ে আসে ;
মিশে যায় আশা হতাশার শ্বাসে, থেমে যায় হাসি গান ।
ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল আমার,
আর কেন বঁধু চেয়ো না ক আর,
আর কিছু নাই তোমারে দিবার, হ'ল দিবা অবসান।
লহ লহ তবে চরণে তোমার—এ জীবন বলিদান !

এই সব—হে অসীম ব্যোমবিহারী
দেব ব্রহ্ম !—এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি
খণ্ডরূপ। মহাশূন্য অব্যয় অক্ষয়
তোমারি জ্যোতিতে কাঁপে।—মহাশক্তিময় !—
তোমারি শক্তিতে ঘুরে প্রদীপ্ত আকাশে
বিক্ষিপ্ত বিপুল পৃথ্বী। তোমারি নিঃশ্বাসে
প্রশ্বাসে অসীম বিশ্ব। নিত্য নিভে জ্বলে
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তব পদতলে।
আসে যায় রাত্রি দিবা নিত্য,
নৃত্য করি আবর্ত্তে বসন্ত বর্ষা ধরণী উপরি।
গম্ভীর গর্জ্জনে বজ্র তোমারি মহিমা
নির্ঘোষে। তোমারি সৌম্য নম্র মধুরিমা

সুগন্ধ কুসুমে হাসে! তুঙ্গ শৈলশির,
উচ্চ সানু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
নির্ম্মল নির্ঝরকান্তি, ভূকম্প, ঝটিকা,
ধীর স্নিগ্ধ মলয়, মাধুরী মাধবিকা,
দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ, শস্যশ্যামলতা ছবি,
মনুষ্য, পতঙ্গ, কীট, নগর অটবী,
ক্রোধ, স্নেহ, সুখ, দুঃখ ;—এ নিখিল ভূমি—
সর্ব্ববিশ্বে, সর্ব্বভূতে—বিরাজিত তুমি।

সিন্ধুড়া—একতালা

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,
বিপিনে কলতান মুরলী উঠিল বাজি।
মৃদুমন্দসুগন্ধপবনশিহরিত তব কুঞ্জভবন,
কুহু কুহু কুহু ললিততানমুখরিত বনরাজি।
পর সখি পর নীলাম্বর, পর সখি ফুলমালা ;
চল সখি চল কুঞ্জে চল, বিরহবিধুরা বালা।
করিগে চল কুসুমচয়ন, রচিগে চল পুষ্পশয়ন,
ফিরিবে তব নাথ সজনি, হৃদয়ে তব আজি।

একতালা

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঁঝের কিরণমাখা।
উড়্ছে যেন বিশ্বশোভার শুভ্ররঙ্গিন জয়-পতাকা।
আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চ'লে যাই ঐ পরীর দেশে ;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ্ না কেমন দেখ্তে মানুষ, দেখ্ না কেমন দেখ্তে ধরা ;
জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য্য করা?
কি হবে রে সে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ ক'রে নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধুলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

ঝিঁঝিট—একতালা

আমরা—মলয় বাতাসে ভেসে যাব
শুধু কুসুমের মধু করিব পান ;
ঘুমাব কেতকী-সুবাস-শয়নে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান।
কবিতা করিবে আমাকে বীজন, প্রেম করিবে—স্বপ্ন সৃজন,
স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান।
সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল, ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার ;
তারায় করিব কর্ণের দুল, জড়াব গায়েতে অন্ধকার ;
বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুঠিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব, ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

মিশ্র খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

কি বিষম মরুভূমি হ'ত জীবন, বৃথাই হ'ত ভবে আসা—
যদি না রৈত হেথা প্রাণের ভিতর ভুবনভরা ভালোবাসা।
প্রকৃতি, কুঞ্জে গাছে, লতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে,
শুধু এক, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ফুটে আছে ভালোবাসা।
ও শুধু, চিন্তা করা, হিসাব করা, অঙ্ক কষা, টাকা গোণা ;
এ শুধু, চক্ষু মুদে হেলান দিয়ে বিভোর হ'য়ে বাঁশী শোনা।
ও শুধু, তর্ক করা, এ গলা জড়িয়ে ধরা,
এ শুধু, বুকে রাখা, চেয়ে থাকা—শুধু হাসা, শুধু হাসা।
ও শুধু, তুষ্ট করে, পুষ্ট করে—ক্ষুধায় শুধু খেতে পাওয়া ;
এ শুধু, মধু খাওয়া, মধু খাওয়া, চক্ষু মুদে মধু খাওয়া।
ও শুধু, ধূলায়, কাঁটায়, শুধু তাড়ায়, শুধু হাঁটায় ;
এ শুধু, জ্যোৎস্নালোকে মৃদুল হাওয়ায় নৌকা ক'রে জলে ভাসা।

মেঘমল্লার—ধামার

বন্দে রত্নপ্রভবমধিপং রাজবংশপ্রদীপং
শক্রত্রাসং প্রবলমতিশঃ ক্ষেমমৌলিং বরেণ্যম্।

ধন্যা কাশিস্ত্বয়ি সমুদিতে ধন্যমেতৎ কুটীরম্
আগচ্ছ স্বঃপ্রতিমনগরীং স্বাগতং তে ক্ষিতীশ।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাব না লো।
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে;
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ ক'রে শোন্ বাইরে এসে;
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে—
এখন যদি মর্ত্তে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো।
সাঙ্গ আমার ধূলা-খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা;
এয়েছি ক'রে হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ও মা কোলে তুলে নে না;
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো।

বাঁরোয়া—কাওয়ালী

কি সুখে জীবন রাখি।
আমার, চন্দ্রসূর্য্য নিভে গেছে অন্ধ আমার দুটি আঁখি।
দেখি শুধু চারি ধার
ঘন ঘোর অন্ধকার,
কেন আর কেন আর কেন আর বেঁচে থাকি।

ভৈরবী—কাওয়ালী

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে!

কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি,
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—কত শত যুগ যুগ বাহি,
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্যতরঙ্গে।
নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জ্জটিজটিলজটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।
পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গভৈরব বিষাণভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী।
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জ্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী,
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি।
স্থাণু কপর্দ্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী।

ভৈরো—কাওয়ালী

আজি সেই বৃন্দাবন কেন মনে পড়ে হায়!
আজি এ বিজন তীরে—সেই সব পুনরায়!
সেই যমুনার হাওয়া, সে সুবাসে ভেসে যাওয়া,
সে নীরব পথ চাওয়া, সে শারদ জ্যোৎস্নায়।
অধরে শুধু সে বাঁশী, অন্তরে শুধু সে হাসি,
শুনি শুধু জলরাশি—উছলিত যমুনায়।
সেই সব সেই সব করি আজ অনুভব—
কাহার নূপুররব দূরে ঐ শোনা যায়।

কাফি—ঠুংরি

সে যে আমার নিখিল জগৎ, সে যে আমার অন্তঃস্থল ;
সে যে আমার মুখের হাসি, সে যে আমার চোখের জল।
সে যে আমার বুকের জ্বালা, সে যে আমার গলার হার ;
সে যে আমার চাঁদের আলো, সে যে আমার অন্ধকার।
সে যে আমার দুখের মরণ, সে যে আমার সুখের গান ;
সে যে আমার নিশার প্রভাত সে যে আমার অবসান
সে যে আমার ইহজীবন সে যে আমার পরপার—
সে যে আমার বিজয়ভেরী, সে যে আমার হাহাকার।

মিশ্র সিন্ধু—কাওয়ালী

যেন এম্‌নিই হেসে চ'লে যাই।
বয়সের ভ্রুটি, জরার ভ্রূকুটি—
চরণের তলে দ'লে যাই।
আপনার দিকে ফিরেও চাব না,
দুঃখের সীমা ঘেঁষেও যাব না,
পাব কি পাব না রবে না ভাবনা,
পরের দুঃখে গ'লে যাই।

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা (এবার) পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ী।
ফেলেছিলি গোলোক-ধাঁধায়—মা হ'য়ে কি এমন কাঁদায়!—
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর) কেঁদে উঠ্‌ল
মায়ের নাড়ী।
হাতে ধ'রে নিলি মোরে (আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে (তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে ;

ভবার্ণবে দিশেহারা—পাচ্ছিলাম না কূল-কিনারা,
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা (অমনি) তারা ব'লে
দিলাম পাড়ি।

ইমন্—একতালা

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি, নিভৃতে নয়ন-নীরে করি অভিষিক্ত নৈশ-উপাধান।
ঊষা অনাদরে এসে ফিরে যায়,
লাগে এসে বায়ু কিরণের গায়,
তন্দ্রাজড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিকগান।
আমি, জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা এসে হেসে চ'লে যায় ;—
আমি, অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি, বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ,
—জীবন শুধুই জীবনধারণ ;
আমি, চাপিয়া চক্ষে রাখি আঁখিবারি,
চাপিয়া বক্ষে অপমান !

সিন্ধু কানাড়া—ষৎ

আর কেন মা ডাক্‌ছ আমায়, এই যে এইছি তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে দাও মা চুমা এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা-খেলা, হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা এখন তোমায় হারাই পাছে !
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।

এবার যদি পেইছি শ্যামা, আর ত তোমায় ছাড়্‌ব না মা—
ও মা, ঘরের ছেলে পরের কাছে মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

ভৈরবী—মধ্যমান

পেয়ে মাণিক হারালাম মা আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।
আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাই নে, কোথায় আছিস্‌ দে মা সাড়া।
আপন যারা ছিল পাড়ায়—একে একে স'রে দাঁড়ায়,
তুইও শেষে যাস্‌ নে ভেসে—ও মা এসে কাছে দাঁড়া।

বাগেশ্রী কানাড়া—আড়া

তোমারেই ভালবেসেছি আমি
তোমারেই ভালবাসিব।
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।
তব সোজ্জ্বল-বিকশিত-শতদল—
বিতরিব তোমারই গৌরব পরিমল ;
সজলজলদজাল-ম্লান-গগন-তলে
তোমারই নয়নজলে ভাসিব।
মিলনে—করিব তব চিত্তবিনোদন
তোমারই মিলন-গীতি গাহিয়া ;
বিরহে মলিনমুখে শূন্য নয়নে দুঃখে
রহিব তোমারি পথ চাহিয়া।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারই, তোমারই কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।

এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
এ কি নিখিল বিশ্বহাসি,—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নিঝর।
কভু কোকিল মৃদুগীতে—
উঠে জাগি শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণুগান মধুরতান করি বিলাপ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।
এ কি কোটি মুগ্ধ তারা!
এ কি মধুর দৃশ্য—প্লাবি বিশ্ব চন্দ্রকিরণ-ধারা—
এ কি স্তিমিত নয়ন, শিথিল শয়ন, অলসবিভল শর্ব্বরী—
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধ মগ্ন সুপ্ত স্বপ্ন সুন্দর।

ভৈরবী—কাওয়ালী

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গাড়,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ, প্রাণ, মন,
সুখ, দুঃখ, এই জীবন, মরণ,
—এও বিধাতার পুতুল খেলা,
—শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা!

ভৈরবী আশাবরী—ষৎ

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা ;
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।
এ কি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা।
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।
আয় মা এখন তারারূপে স্মিত মুখে শুভ্র বাসে ;
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে ;—
এত দিন ত কালী, ভীমা,—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল, এখন মা তোর অসি নামা।

ভীমপলশ্রী—আড়া

এ জগতে আমি বড়ই একা, আমি বড়ই দীনা।
বিদেশিনী আমি হেথা, তোমা বৈ কারেও চিনি না।
দীর্ঘ দিবা অবসানে, ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত প্রাণে,
তোমার কাছে ধেয়ে আসি, কে আছে আর তোমা বিনা।
ল'য়ে শত প্রাণের ক্ষত তোমার কাছে ছুটে আসি,
তোমার বুকে রাখ্‌তে মাথা, তোমার মুখে দেখ্‌তে হাসি ;
শুষ্ক ধরা, শূন্য ধরা, অসীম তাচ্ছিল্য ভরা,
তুমিও মুখ ফিরায়ো না, তুমিও ক'রো না ঘৃণা।

ঘোর ঘোর আমার ঘানি।
আমি শুধু চক্ষু বুঁজে কেবল টানি কেবল টানি।
কত বর্ষা শীতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ঘুরে ধরাখানি,
ঘোরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা তুই বেটা ত ক্ষুদ্র প্রাণী ;

আমরা ভব ঘোরে মর্চ্ছি ঘুরে কেন ঘুরি নাহি জানি।
জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণটা হিঁচড়ে টেনে আনি,
এ প্রাণের তবুও ত না যায় ক্ষুধা কেন জানেন ভগবান্‌ই ;
(হোক্) তবু যদি তোমার পানেই চক্ষু থাকে তবেই ঘোরা
ধন্য মানি।

———

কাফি—ঝাঁপতাল

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল !
আকুল জীবনে সখে তুমি মানব-সম্বল।
নিতান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের সুহৃদ্ ব'লে,
ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল।
এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে,
জ্বলে যে হৃদয়বহ্নি নিবাও সে চিতানল।
এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল !

———

সোহিনী—আড়া

কি সুখে বিহঙ্গবর ঢাল এত সুধারাশি
এ দুখ-মরতভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি।
বুঝি এর দুখ সব, পশে নি হৃদয়ে তব,
তুলি তাই কণ্ঠরব গাও রে পিক উল্লাসি।
নরের মধুর গীত বিষাদ তানে মিশ্রিত
নির্ম্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা অভিলাষী।
হয়ে ব্যথিত অন্তর এ গহনে পিকবর
শুনিতে ও মধুস্বর তাই এ বিজনে আসি।

———

আলেয়া—আড়া

এস শান্তিময়ি দেবি, দেও ক্রোড় সুকোমল।
তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল।

কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা
দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল।
চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণিক মুদিত রাখি
প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল।
যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি নদী অহরহ
ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল ঊর্ম্মিদল।
বায়ুর্ম্মি-তাড়িত মম অস্তিমে মা পোত-সম
তুমি পোতাশ্রয় দেবি ধরিও এ বক্ষঃস্থল।

ভৈরবী—কাওয়ালী

কেন ভাগীরথী, হাসিয়ে হাসিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো॥
ঢলিয়ে ঢলিয়ে সৈকত পুলিনে, বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো॥
নিরখি মা আজ ভারতের দশা, এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো॥
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।
অধীন ভারতে বহিও না আর, এ কলঙ্করেখা মুছায়ে দেও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে, সপূত ভারত-হৃদয় ছাড়ো গো॥

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি ;
ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি।
কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার
অন্তরে অন্তরে জ্বাল জান কি অনলরাশি ?
জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী,
জান কি আছে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে ?
তুমি আপনার নয় এ কথা কি প্রাণে সয়!
কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে।
বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি
হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি॥

চন্দ্র

গগন-ভূষণ তুমি জনগণ-মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভোবিহারী।
হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি যাও কোন্ দেশে,
চারি ধারে তারাহারে রহে ঘোরে সারি সারি।
হেলে দুলে, ঢ'লে ঢ'লে,
পড়িছ গগনতলে,—
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি।

——

নীহার

সুন্দর নীহারবিন্দু পবিত্র কোমল।
নীরবে নিশীথে ঝর মধুর নির্ম্মল।
নীহার কি স্বর্গবাসী, ফেলে এই অশ্রুরাশি,
তারাও কি কাঁদে শোকে হইয়ে বিহ্বল?
কিম্বা তপ্ত রবিকরে, ধরার স্নানের তরে
আনেন রজনী দেবী বারি সুশীতল;
কিম্বা বিভু প্রেমরাশি তরল হইয়ে আসি,
সুপ্ত ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল।

——

জন্মভূমি

বাগেশ্রী—আড়া

কি মাধুর্য্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,

তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচোখে প্রিয়ছবি হেরি বার বার।
তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে;
অভূষণ শোভারাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার।

———

ঐ—প্রাণে প্রাণে মিশি

প্রাণে প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ি যার,
পারে পাসরিতে সে কি ও মূরতি আর।
যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার!
আসিলাম যেই দিন ত্যজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মম আসিতে কি চায়;
যেন বিপরীত বায়
তটিনী বহিয়ে যায়
প্রতিকূল উর্ম্মিমালা খেলে বার বার!

———

শিশুহাসি

শিশু সুধাময় হাসি হাস আর বার।
মুহূর্ত্তের তরে শোক ভুলি একবার।

শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি,
উহাই অনন্ত সুখ জীবনে আমার।
হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি,
উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট—কপোল দিয়ে ;
ভ্রমর নয়ন দুটি, হাসিপূর্ণ ছুটি ছুটি,
বেড়াক নলিনমুখে কান্তশোভা বিকাশিয়ে ;
পড়ুক এ চিত্তনীরে প্রতিবিম্ব তার।
হাস তবে চারুফুল হাস আর বার।

প্রকৃতি অন্তিম দিনে

প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।
তাপিত সন্তানে মাতঃ ল'য়ো তব ক্রোড়ে ধরি।
শান্তিময় দীপ সম,
ধরিও মা ক্লান্ত মম,
তরঙ্গ-তাড়িত দেহ ডুবিলে এ ভব তরী।
তায় শত ক্লেশ ভুলি,
যাব হর্ষে পক্ষ তুলি,
নির্ভয়ে মৃত্যুর পাশে তোমারে নিকটে হেরি।
সেই দিন মা তোমার
সাশ্রুনেত্রে একবার
—শেষ দিন—প্রেমময়ি নিরখিব প্রাণ ভরি
চাহি তব মুখপানে
ধীরে মুদিব নয়নে,
রহিবে নয়নে শেষ বিয়োগের অশ্রুবারি।
সে দিন শুইয়ে কোলে,
—স্থিরনেত্রে—পদতলে,
স্নেহের সন্তান তব যাবে বিশ্ব পরিহরি।
প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।

কাঁদিবে কি স্নেহময়ী

কাঁদিবে কি স্নেহময়ি জননি আমার ;
ভকত সন্তান তব ত্যজিলে সংসার ।
যে ভালবাসিত এত,
পূজিত মা অবিরত,
দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার ;
শেষ দিন যে তোমারে
বিদাইল নেত্রধারে,
তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রসার ?
স্থির পাণ্ডু মুখপানে
চাহিয়ে স্থির নয়নে,
হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার ?
কাঁদিবে কি সেই দিন জননি আমার ?
অথবা মা গুণযুত
হেরিয়ে অপর সুত
এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর ।
না মা, এ পুত্রেরও তরে,
তরু পত্র মরমরে,
গাবে অধোমুখে মৃত্যু সঙ্গীত তাহার !
সান্ধ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননি আমার !

জানি না জননি কেন

জানি না জননি কেন এত ভালবাসি ।
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে,
জানি না তোমারি কাছে কেন ধেয়ে আসি ।

চাহিলে ও মুখপানে কেন সব ভুলে যাই,
দূরে যায় কেন তাপ দুখ তমোরাশি।
জানি না আননে তব কি মধু সান্ত্বনা আছে,
জানি না কি মোহমন্ত্রে জড়িত ও হাসি।
জানি না জননি কেন এত ভালবাসি।

স্মৃতি

এস স্মৃতি প্রিয়সখি এস রে আমার।
মিশায়ে চিন্তার সনে মূরতি তোমার।
উঘাটি হৃদয়দ্বারে, ল'য়ে বাতি ধীরে ধীরে,
ভাসাও মধুরালোকে হৃদয়-আগার।
কভু নাহি পাব যাহা, একবার হেরি তাহা,
অস্পৃশ্য শৈশব ছবি মুকুর মাঝার।
এস এস প্রিয়সখি এস রে আমার।

চিন্তা

এস এস প্রিয় সহচরী।
খেলাও হৃদয়ে মোর ভাবের লহরী।
প্রতি সমীর লহরে, প্রতি পত্র মরমরে,
প্রতি জলধর রাগে নব বেশ ধরি।
নিদ্রিত জীবনে মম, সুখময় স্বপ্ন সম,
আন সেই বাল্যছবি চিত্তমুগ্ধকরী।

পূর্ণিমা নিশীথে দূরাগত মুরলীধ্বনি শুনিয়া

কে গায় রে সুমধুর স্বরে;
হৃদয় আকুল করে, প্রাণ মন হরে।

সুদূর আকাশে বসি, গায় কি রে পূর্ণশশী,
তা না হ'লে এত সুধা কোথা হতে ঝরে।
এ জ্যোৎস্নায় ঢালে কাণে, কিবা জ্যোৎস্নাময় গানে,
আনে রে কি মধু প্রতি সমীর লহরে।
ঘুমন্ত জগত দিয়া যায় স্বপ্ন বরষিয়া,
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায়ে অন্তরে।
কে গায় রে সুমধুর স্বরে।

——

ঐ—শৈশব বসন্ত যবে

শৈশব বসন্ত যবে ফুরায়েছে জীবোদ্যানে।
প্রাণের সুহৃদ্ আছে মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে।
আমার জীবনে হায়, কিবা আর শোভা পায়,
কি শোভে তামসী নিশি নীহার-সলিল বিনে।
নাহি শোভে হাসি আর, আজ দিন কাঁদিবার
হেসেছি হৃদয় ভরি সুখের হাসির দিনে।
শিশুদের শোভে হাসি, আমাদের অশ্রুরাশি,
রহিও নয়নে যবে গাইব বিষাদ গানে।
ল'য়ে ও সম্বল সাথে, চলিব জীবনপথে,
রহিও নয়নে অশ্রু! ভবলীলা অবসানে।

——

স্বদেশ-স্তোত্র

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসাবে নেত্র
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণছটা, সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,

নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।
কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্তকরে শোভারাশি তাঁর ?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন ?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধবরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

——

উৎসর্গ

১

এসেছ তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছ তুমি
শুধু উজ্জলিতে ; স্বর্গীয়,
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোন সূর্য্যালোক হতে এসেছিলে নেমে,
এক বিন্দু কিরণ শিশির ;
শুধু গাথা—গীত
আলোক ও প্রেমে ;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি ?
মর্ম্মরপ্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু ;—সে কি তুমি ?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকসিত হয়েছিল "কুমারী" বয়ানে ?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময়কথা
কালিদাস-মুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি ?

৩

হ্যাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম ;
আজি তুমি, আমার নিকটে।
আস নি আজি সে বেশ পরি ;—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত—হৃদয়।
নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে ;—নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম ;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

৪

আরো ;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা দূরে।

তখন কি জানি,—
কিরূপে সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে ;
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।—
কিন্তু আজি যৌবন সোত্তম ;
প্রভাত-শিশির
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনি সম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাস সম স্থির ;
গাঢ়, নীল আকাশের মত ;—
সে দৃঢ়নির্ভর প্রেমে মোরই পানে নত !

৫

ছিলে বা তখন
পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর প্রবল ;
ছিলে বা তখন
প্রাতঃস্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল ;
ছিলে নক্ষত্রের সম অর্দ্ধ রজনীর—
শান্ত, দিব্য, স্থির ;—
কিন্তু দূরস্থায়ী।
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই ;

৬

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশ-নীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত ; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার হইত ;
হইত আশ্চর্য্য তাহা।

কিন্তু হইত না অৰ্দ্ধমধুরসংগীত ও
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

——

কীর্ত্তন

১

ছিল বসি সে কুসুমকাননে;
আর অমল অরুণ উজল আভা ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল, এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে,)
ছিল, ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি অতুল গরিমা ভাসি;
তার কপোলে সরম, নয়নে প্রণয়,
অধরে মধুর হাসি।

২

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো,)
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি—হাসি, হরষ, আশা;
সেথা, ঘুমায়ে ছিল রে পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।—

৩

তার সরল সুঠাম দেহ (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো);
যেন যা কিছু কোমল, ললিত, তা দিয়ে রচিয়াছে তাহে কেহ;
পরে সৃজিল সেথায় স্বপন সঙ্গীত,
সোহাগ, সরম স্নেহ।

৪

যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে,)
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি সুমিলিত সমতান;
যেন সজীব—সুরভি, মধুর মলয়,
কোকিলকূজিত গান।

৫

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো,)
যেন বাজিল বীণা, মুরজ, মুরলী, অমনি অধীর প্রাণে ;
সে—গেল কি দিয়া, কি নিয়া বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে, কে জানে।

——

বেহাগ—চৌতাল

১

আয় রে প্রাণের আলো, আয় লো হৃদয়ে মোর।—
রজনীর দুনয়নে লেগেছে ঘুমের ঘোর ;
অধীর হৃদয় পড়ে
মূরছি জ্যোছনাপায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

২

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎ-পাশে চাঁদের অলস প্রাণ ;—
আয় লো স্বপনখানি,—
যামিনী বহিয়ে যায় ;—
অধরে মধুর হাসি
আয়—আয়—আয়।

৩

যেমতি ভাসিয়ে আসে নিশীথে বাঁশীর স্বর,
মেঘখানি হতে নামে তরুণ রবির কর,
সাঁঝের তারার মত,
বসন্তে মলয় প্রায়,
আয় লো যমুনাবালা
আয়—আয়—আয়।

——

পূরিয়া—একতালা

আমার প্রাণ কি আমার আছে
দিব তোমায় নূতন ক'রে।
যা ছিল এ প্রাণে মোর
সবই দিয়া দিছি তোরে।
তোমার নিঠুর প্রাণে
চাও না তাহারি পানে,
দেখ্‌বে তারে পায়ের কাছে
বারেক চাহিলে পরে।

——

কেদারা—কাওয়ালী

১

বসি শ্যাম উপবনে,
শত ফুল্লফুল সনে,
শুনি নদী কুলুস্বরে শুনি সান্ধ্য সমীরণে ;
শূন্য পানে চেয়ে থাকি,—
আকাশেতে উড়ে পাখী,—
আকাশেতে ভাসে মেঘ সোনার কিরণ,—
একা একা ব'সে তাই হেরি লো আপন মনে।

২

কে দাঁড়ালে কাছে এসে কুসুমের রাণী,
কে দাঁড়ালে ভেসে এসে স্বর্ণমেঘখানি,
কে কথা কহিলে কাণে,
কে চাহিলে মোর পানে,
চাহিয়ে কাহার মুখে স্তব্ধ হ'য়ে রই ;—
প্রেমের প্রতিমা কাছে, আর আমি একা নই।

——

ভৈরব—আড়া

১

ওঠ্ লো ওঠ্ লো দেখ্
নিশি হ'ল ভোর,
ধীরে ধরণীর দেখ্ ভাঙে ঘুমঘোর।
শোন্ লো বকুল কাণে কি কহিছে সমীরণ,
কি কহে কমল ভৃঙ্গ তার মনচোর
ওঠ্ লো ওঠ্ লো দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

২

যায় লো আকাশ দিয়া
পাপিয়া ঝঙ্কারি ওই—
নীরব কেন ও কণ্ঠ বিহগিনি মোর ;
ওঠ্ লো ওঠ্ লো দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

৩

অরুণপরশে জাগে,
কমলিনী দেখ্ ওই
কেন লো মুদিত ইন্দীবর আঁখি তোর
ওঠ্ লো ওঠ্ লো দেখ্
নিশি হ'ল ভোর।

কীর্ত্তন—একতালা

১

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই সব ভুলে যাই ;
অবাক্ হইয়ে থাকি।

ভুলি দুখ পরিতাপ যাতনা, যখন
রহি লো তোমারি কাছে ;
ওই মুখ পানে চাই ; ও মুখকমলে
জানি না কি মধু আছে।

২

আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তোর রূপরাশি ;
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে
নিরখি তোমার হাসি ;—
সখি তোমারি কারণে দুখময় ধরা
সুখভরা সম দেখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
তোমারে হৃদয়ে রাখি।

বাউলের সুরে—একতালা

১

ও কি কাব্যময় সে আঁখি দুটি, হায় !
তারে কে এঁকেছে পদ্মপত্রে প্রেম-তুলিকায়।
জানি না কত আশা,
জানি না কি পিপাসা,
ভেসে তার ভাসা ভাসা আঁখি দিয়ে যায় ;
ওরে কত জ্ঞান কত শক্তি,
কত স্নেহ দয়া আনুরক্তি,
কত ঘৃণা, কত ভক্তি প্রকাশে গো তায়।

২

এই দুখে ছল ছল,
এই সুখে ঢল ঢল,
এই স্থির, এই চঞ্চল, চপলাপ্রভায়,

এই, লাজভরে ঢ'লে পড়ে,
এই, নিজ মনে স্বপ্ন গড়ে,
এই সে রোষভরে, মানভরে, চায়।

৩

কত যে বিরহব্যথা,
কত যে মিলনকথা,
নিরাশার কাতরতা, মাখান তথায় ;
লেখা—শকুন্তলার প্রেমের গান,
সীতার ধর্ম্ম, রাধার অভিমান,
সতী সাবিত্রীর প্রাণ, বীণার ভাষায়।

জয়জয়ন্তী—একতালা

১

(মোর) হৃদয়ের আলো তুই রে সতত থাকিস্ হৃদয়ে ভাসি রে ;
(মোর) বিরাগে বাসনা, ব্যথায় বিস্মৃতি, অশ্রুতে উজল হাসি রে ;
লোকালয় বন, বিহনে লো তোর ;
গৃহে আমি রে উদাসী ;
তোরে সাথে ল'য়ে সংসার ছাড়িয়ে
বনে আমি গৃহবাসী রে।

২

গরিমা আমার, গৃহিণী আমার, আমার কুটীর-রাণী,
প্রণয়ের খনি, প্রীতির নির্ঝর, আশার প্রতিমাখানি ;
মলয়ের মত কি মধু ঢালিয়ে
দিস্ রে পরাণে আসি ;
কোথা চ'লে যাস্ উদাস করিয়ে
কাড়ি কি রতনরাশি রে।

কেদারা—মধ্যমান

১

চেও না, হেন নিঠুর নয়ানে।
চেও না বিরাগে মাখি, হিম আঁখি তুলি মোর পানে।
অভিমানভরে চাহ ভর্ৎস মোরে,
বুঝিব শুধু এ প্রেম লুকানো রে,
বিঁধো না ও উদাসীন, রোষহীন চাহনি পরাণে।

২

ভানুমুখ'পরে ঢাকে মেঘ আসি,
হাসে ভানু পুনঃ সে পুরান হাসি,—
ঘৃণার তুহিন দিয়ে, সে ত প্রিয়ে, ঢাকে না বয়ানে।

দেওকিরী—সুরফাঁক

দুদিনের হাসিটুকু আর
রোষ দিয়ে ক'রো না ক আঁধার,—
বসন্ত রয় না চিরদিন,
—ক্ষীণ অবসর হাসিবার।
না জানি কখন হায় স্বপন মিলায়ে যায়;—
এস আজ যত পারি হাসি,
না জানি বা কাল ফুটি রবে কি না ফুল দুটি;
আজ যত পারি ভালবাসি।

সোহিনী—পোস্তা

সব চেয়ে মুখে তোর কি প্রকৃতি হাসে?
দেখায় আমারে তার মায়াখেলা অথবা সে?
সব চেয়ে ও বরণে খেলে রবিকর;
সব চেয়ে তোরই কেশে নবঘন পরকাশে;

সব চেয়ে তোরই ভাষে ভাষে কুহুস্বর,
সব চেয়ে নীলাকাশ তোরই আঁখিনীলে ভাসে।
সব চেয়ে গন্ধে তোরই কুসুম ঘুমায়,
সব চেয়ে মধু তোর পরশে শিহরি আসে ;
কেন ইন্দ্রধনু আসি ধরে তোরি পায়,
জ্যোৎস্না ধরিয়া হাতে শুধু তোরে ভালবাসে ?

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

১

শোন্ রে—শোন্ রে ঐ করুণস্বরে বাজে বাঁশি ;
সে কেন রুক্ষকেশে
মলিন বেশে,
কাঁদে মোদের কাছে আসি ?

২

লয়ে তার প্রাণের কথা,
প্রাণের ব্যথা,
গেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে ;
কভু বা মনের দুখে
অধোমুখে,
ভাসে নীরব অশ্রুধারে।

৩

সে যে মোর প্রাণের পাশে
ভেসে আসে,
কি যেন তার বুকে ল'য়ে ;
দেখে তায় ফুটে ফুটে
কেঁদে উঠে—
আকুল প্রাণে অধীর হ'য়ে।

৪

জানি না, কি শেল বিঁধে
বাঁশির হৃদে,
ভেঙ্গেছে কি সুখের আশা,
যারে সে ভালবাসে,
বুঝি বা সে—
ফিরে দেয় নি ভালবাসা।

বসন্ত—একতালা

বহিতেছিল সুমৃদুল মলয় ;—
চেয়েছিল চাঁদ, সে তোরই লাগি ;
আয়াসে খুলিয়ে ঘুমন্ত নয়ন
কুসুমের কুল ছিল লো জাগি।
এলি না দেখিয়ে শশী মোর চেয়ে
হুতাশ, পশ্চিমে পড়িল ঢলি,
ঘুমায়ে পড়িল চেয়ে চেয়ে ফুল,
মলয়ও ফিরিয়ে গেল লো চলি।

সারঙ্গ—কাওয়ালী

নিতি নব মুখ তারি যখনই নিহারি রে,
নিতি প্রাণ জাগে
তারি অনুরাগে ;
অতৃপ্ত পিয়াসভরা আনন পিয়ারি রে।

মুলতানী—একতালা

১

তোর, কি মোহ কুহক এ খেলাস্ পলকে নয়নে বিজলি হাসি ;
রাখিস্ কোন্ মায়াবলে, অধরযুগলে লুকায়ে অমিয়রাশি।

তুই দিস্ মায়াময়ি, বিরাগিণী রহি
দিনকে করিয়ে রাতি ;
পুন হাসিরাশি দিয়ে, আঁধার দলিয়ে,
আনিস্ অরুণভাতি।

২

তুই এ হৃদয়ে জাগি, র'স্ দূরে থাকি ; নিকটে রহিয়া দূরে ;
সদা খেলিস্ চাতুরীময় লুকাচুরি হৃদয়ের অন্তঃপুরে।
তুই করিস্ দিবায় গতিহীন প্রায়,
যখন বিরহী আমি ;
তোর মিলন হরষে, করিস্ বরষে
পল সম দ্রুতগামী।

৩

তোর করস্পর্শে চিনি মলয় কাহিনী, ভাষায় কূজনরাশি ;
তোর নিঃশ্বাসের কাছে কত শুয়ে আছে মন্দারসুরভি আসি।
হেরি বসিয়ে একেলা, তোর মায়াখেলা ;
অবুঝ সমান সব এ ;
মানি প্রেমের পাশায়, নিতি তোর পায়
সুমধুর পরাভবে।

বাগেশ্রী—আড়া

মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর,
মধুমাখা, হাসিমাখা, স্বপনে বিভোর !
একই সে মুখ প্রিয়
আলো করি রহে গৃহ ;
সে মুখ বিহনে শূন্য ঘরখানি মোর।
মায়াময় মোহময় মুখখানি ওর।

কীর্ত্তন

১

সে কে? এ জগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে? অধীন হইয়ে, তবু রহে যে আমার প্রভু ;
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;

২

সে কে? দূর হ'তে দূরাত্মীয়, প্রিয়তম হ'তে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন!
সে কে? লতা হ'তে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারি না আজীবন ;

৩

সে কে? দুর্ব্বলতা যার বল ; মর্ম্মভেদি অশ্রুজল ;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার ;
সে কে? যার পরিতোষ, মম সফল জনম সম ;
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার ;

৪

সে কে? হ'লেও কঠিনচিত শিশু সম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে,
সে কে? বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার ; অপমান নাই
শত বার পা দুখানি ছুঁয়ে ;

৫

সে কে? মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ;
শৃঙ্খল নূপুর হ'য়ে বাজে ;
সে কে? হৃদয় খুঁজিতে গিয়া, নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদি প্রহেলিকামাঝে।

হাম্বীর—একতালা

১

তোমায় রাখিব নয়নে নয়নে ;
পলকে হারাই যেন রে সদাই মনে হয় যেই ধনে।
স্বর্ণের সমান কৃপণ মতন,
রাখিব তুলিয়া অতুল রতন
মরমে বাঁধিয়া করিয়া যতন
রাখিব রে প্রাণপণে।

২

প্রাণের অধিক! দিব না ত ছাড়ি ;
সর্ব্বস্বে আমার কে লইবে কাড়ি ?
যে লবে—নিঠুর—লইবে উপাড়ি
এ হৃদয় তারি সনে।

৩

প্রেমের নিগড়ে বাঁধিব চরণ ;
দেখিব এ ধন কে করে হরণ ;
ভুলি হাসি ভালবাসিবে মরণ,
কি ছার অপর জনে!

ইমন্ কল্যাণ—কাওয়ালী

এই যে যমুনাতীর ওই সে পাহাড়মালা,
সেই যে চাঁদিমা রাতি মধুর কিরণডালা
সেই ত বসন্তে নব মোহন ধরা
যমুনা হৃদয়খানি জোছনাভরা
সেই সব—সেই সব—নাই রে শুধু
তোর মুখখানি বালা।
মনে কি পড়ে গো সেই মিলন মদিরা ঘোর
করেছি দুজন যাহে কত হেন নিশি ভোর ;

আবার সে মোহময় মোহন বেশে
আয় লো প্রাণেরই প্রাণ দাঁড়া লো হেসে
একবার—একবার ধরি লো হৃদে
জুড়াই প্রাণেরই জ্বালা।

—–

বিহংগড়া—মধ্যমান

১

কত ভালবাসি
বুঝি রে, বুঝি রে শুধু বিরহে।
কত যে লুকায়ে, সুখ ও আনন ভরি
রেখেছিস্ প্রাণেশ্বরি ;
বুঝি না যবে সে নিকটে রহে।

২

যখন ও প্রেমময় হাসি আঁধারে হারাই মোর,
বুঝি কত প্রিয় কতই মধুর হাসি মুখখানি তোর ;
বুঝিবে তখন, অদৃশ্যে কি প্রেমডোরে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে ;
বুঝি রে তখন এ প্রেম-নদী কত গভীর বহে।

—–

কানেড়া—কাওয়ালী

১

হরষে বরষ পরে যখন ফিরি রে ঘরে,
সে কে রে আমারি তরে, আশা ক'রে রহে বল ;
স্বজন সুহৃদ্ সবে উজলনয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজল।

২

তবে কার সঙ্গোপনে, কপোলে সরম সনে
জাগে রে মরম হাসি প্রভাময়, নিরমল ;
উদ্ভ্রান্ত অধর'পর কহিতে কাঁপে রে স্বর,
চলিতে চরণে বাধে—করে সে গতিবিহ্বল ।

৩

ঘোমটা ভিতরে থেকে কত যে লুকায়ে দেখে
কাছ দিয়া যায় সে কে সদা করি নানা ছল ;
বিরলে সে বাহু দুটি, গলেতে জড়ায় উঠি,
অধরে হৃদয় ফুটি কার কথা কহে বল ।

———

আড়ানা—ষৎ

১

আমি আস্‌চি—আস্‌চি—আস্‌চি প্রিয়ে ;
আবার তোর বাহুবাঁধে—আস্‌চি ফিরিয়ে ।
ব্যাকুল, বিভ্রমগতি, মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি,—
দৌড়িয়ে দাঁড়া এসে—দেখ্‌ জানালা দিয়ে,—আমি আস্‌চি—

২

নিয়ে—মোর বাহুহার দিতে গলে তোর জড়ায়ে,
চুম্বনের রাশি দিতে অধরে তোর ছড়ায়ে,
কত, নীরব চাহনিকথা, হৃদয়মিলনব্যথা,
(কত) কুসুময় রাতি দিন তোর লাগি নিয়ে, আমি আস্‌চি—

৩

—বিহগ, কি সমীরণ—যা রে আগে যা গিয়ে
বল্‌ তারে আমি ত্বরা আস্‌চি তার লাগিয়ে,
অতি ধীরগতি রথ, অতি বা দীরঘ পথ,—
অথবা তৃষিত প্রাণ অধীর অতি এ ।—আমি আস্‌চি ।—

———

সুরট—তেওট

১

হাসো উপবন সুমধুর হাসি,
জাগ রে কুসুম কোমলতম ও নয়ন বিকাশি ;—
ঢাল শশী তারা—এ মিলনরাতি ;—
তোমাদের যাহা স্নিগ্ধতম ভাতি ;
দেও আজি ঋণ ও দিব্য কররাশি ।

২

জাগ রে বিহঙ্গ ;—শিহরি কানন
তব ধীরতম বহ সমীরণ,—
গাথাময়ী নদী, যাও রে উচ্ছ্বাসি ।

ছায়ানট—ঢিমেতেতালা

সে কি সখি তা জানে,
যে দিবা নিশি সেই জাগে আমারি প্রাণে ।—
সেই যাগ, সেই কর্ম্ম,
সেই যোগ, সেই ধর্ম্ম,
(আমি) তারি ভক্ত রহি সদা তাহারি ধ্যানে ;
পুণ্য ভালবাসা তারে,
স্বর্গ ভালবাসা তার হে,
তাও ভাবি কভু কি লো আমারে সে মনে আনে ।

গান্ধারী তোড়ী—মধ্যমান

জাগে মহী চাহি তার ভানু পানে ।
জাগে ফুলহাসি ধীরে ধীরে কোয়েলিয়া গানে ।
প্রিয়া ঘরে নাহি নাহি রে, কার পানে চাহি—
কার স্বরে জাগিবে—বিরহী প্রাণ এ ।

সাহানা—ঝাঁপতাল

১

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভালবাসে না সে।
কি দৈব গুণে, কে জানে, তারি পায়ে বাঁধা প্রাণ এ ;
দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন আশে ;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভালবাসে না সে।

২

ফিরে কি লো যায় উল্কা ধরণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী ;
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাঁধা কারো আদেশ কি অভিলাষে ;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভালবাসে না সে।

——

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আয় রে আমার সুধার কণা আয় রে ননীর ছবি
আয় রে নিশার সোনার চাঁদ আয় রে উষার রবি ;—
উড়ে উড়ে বনে বনে তুই বেড়াস্ বনের পাখী,—
যাস্ নে ওরে, আয় রে তোরে বুকে ক'রে রাখি।
উঠায়ে তোর হাসির লহর কোথায় যাস্ রে চ'লে,
পাষাণ-ভাঙ্গা নির্ঝরিণী—ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোলে ;—
ঘাড়ের কাছে সোনার বরণ—চুলগুলি তোর দোলে ;
—যাস্ রে কোথা—আয় রে যাহু, ঘুমা আমার কোলে।
তুই রে শিশু দুষ্ট বড় আসিস্ না ক কাছে,
ভাবিস্ কি রে অশ্রুনীরে ভিজে যাস্ রে পাছে ?
না যাহু তোর হাসিতে মোর দুঃখ যাবে দূরে,
ফুটবে মধুর চাঁদের আলো এ আঁধার পুরে !

তবে যদি তোর সুখে সুখী আমার অশ্রু ঝরে,
— আমার স্বভাব কেঁদে ফেলি রে হাস্‌তে হৃদয় ভ'রে—
চোখের নীচে হাসিস্‌ শিশু জড়িয়ে আমার গলে,
রচিস্‌ তাহে ইন্দ্রধনু—আমার অশ্রুজলে।
ভোরে উঠে ছুটে ছুটে খেলিস্‌ মনের সুখে,—
ছেড়ে খেলা সন্ধ্যেবেলা আসিস্‌ আমার বুকে ;
এমনি ক'রে পাড়াব ঘুম দিয়ে শত চুমো,
সোনা আমার মাণিক আমার, যাদু আমার ঘুমো।

হেমখেম—আড়া

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি কাঁদুক মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনা হীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি তারে—ক্ষম দেব অপরাধ।
বুঝিব পুরুষ কত জানে কঠোরতা ছল,
হৃদয় পাষাণে লাগি ভাঙ্গিবে সে অসিবল ;
নিদয়ে অশ্রুর ভাষা স্বরা নাহি হয় বোধ ;—
নির্ম্মম, গরব ঘৃণা—শুধু তার প্রতিশোধ।

পিলু—ষৎ

এ কি রে তার ছেলেখেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখবে বল্‌বে "ও মা এনে দে ও মা দে"।
'নেবো নেবো' সদাই কি এ ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদ্‌তে গিয়ে হেসে ফেলে, হাস্‌তে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,—
বলে কি না দিতে পেড়ে,—
—অসম্ভব যা—তারায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।

শুন্‌ল কারো হবে বিয়ে,
ধর্‌ল ধুয়ো অমনি গিয়ে—
"ও মা আমি বিয়ে কর্‌ব"—কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অমনি আঁচল ধর্‌ল আসি—
"ও মা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান

কেন রে ঝরিলি আজি প্রাণের গোলাপ তুই,
দেখ্, এখনও হাসিছে বেল, বকুল, মালতি, জুঁই।
দেখ্, এখনও কোকিল ডাকে, বহিছে মলয় বায়,
দেখ্, এখনও বসন্ত আছে, প্রাণের গোলাপ, আয়।
আজি মাটিতে পড়িয়ে কেন মলিন বদন তোর,
একবার চাও রে বদন তুলে, হৃদয়ের নিধি মোর ;
ডাকি হাত তুইখানি ধ'রে, ওঠ্ রে প্রাণের ফুল,
আয়, মুছায়ে দি মুখখানি, বেঁধে দি তোর এলো চুল।

কীর্ত্তন

১

একবার—
দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবানিশি,—
তোমা বিহনে, বঁধু হে ;
তোমা বিনে তপন আভাহীন, উদাস মলয়,
তোমা বিনে শূন্য ভুবন অন্ধকারময় ;
তোমা বিনে শুষ্ক ফুলমেলা, নীরস সাঁঝের মেঘের খেলা,
তোমা বিনে, পূর্ণ চাঁদ ম্লানমুখে চায় ;

তোমা বিনে শিথিল জীবন, এক ধারে প'ড়ে কাঁদে মন,
ছিন্নতার আশা-বীণা করে হায় হায় ;
তোমা বিনে নিরুদ্দেশ মম প্রবাসী-হৃদয় ;
তোমা বিনে সব সাধ নাথ ধূলিসাৎ হয় হে।

২

কত সাধ করেছিনু হে—
তোমায় রাখিব হৃদয়ে গৃহদেব করি, (মনে ছিল)
তোমায়, পূজিব জীবন দিয়া প্রাণ ভরি, (মনে ছিল)
খুঁজি, জীবন-নদীর পুণ্যতম তীর
বসাইব সেথা তোমার মন্দির, (মনে ছিল)
দিয়া ভকতির ধূপ নিত্য পূজা দিব, (মনে ছিল)
দিয়া পায়ে প্রেম ঢালি আশা মিটাইব, (মনে ছিল)
তাহে উঠিবে হৃদয়ে প্রীতি, তার সহ
প্রবাহিবে শান্তিভরা গন্ধবহ (মনে ছিল) ;—
মনের সাধ মনে রইল হে।

৩

বড় সাধে নিরাশ কৈলে নাথ,
বড় আশায় নিরাশ কৈলে নাথ—
প্রাণনাথ হে, বঁধু হে
বড় সাধে—
প্রাণের সাধ প্রাণে রৈল হে নাথ—
নিভে গেল, দীপ নিভে গেল, আশার
দীপ নিভে গেল ; বিনা তৈল হে নাথ ;
অমনি জগত আঁধার হৈল হে নাথ,
একবার দেখে যাও—

৪

মনে ছিল, কভু ক্রীড়াছলে হব আমি রাজা তব,
উদ্ভাবিব নিতি নিতি সাজা নব নব।—

বিদ্রোহী বলিয়ে তোমায় লব বন্দী করি,
বাহুবন্ধ দিয়া তব গলদেশ 'পরি ;
দেখাইব কারাগার—অপূর্ব্ব মধুর
নিভৃত মলয়কুসুময় অন্তঃপুর ;
সেথা লব তোমায় দিয়া পরাইয়ে বালা,
বাঁধাইব বেণী মম, গাঁথাইব মালা ;
করায়ে লইব শত প্রণয়ের ক্রিয়া,
শাসিব বিদ্রোহোদ্যম অভিমান দিয়া ;
ভাঙ্গাব বুকের তব পাষাণ, ও তাহে
বহাইব মন্দাকিনী প্রবাহে প্রবাহে।

৫

কেন জাগিলাম—
সুখের স্বপন দেখিতেছিলাম—জাগিলাম ;
শতবীণাধ্বনি শুনিতেছিলাম—জাগিলাম ;
চাঁদের হাসিতে ভাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
প্রেমের চরণে হাসিতেছিলাম—জাগিলাম ;
মলয় পরশে শিহরিতেছিনু—জাগিলাম।
নন্দনকাননে বিহরিতেছিনু—জাগিলাম ;
আঁধারে কেন জাগিলাম, অকূল আঁধারে কেন জাগিলাম,
এ শূন্য, নীরব প্রদাহী আঁধারে কেন জাগিলাম হে।
একবার দেখে যাও—

৬

মনে ছিল—খেলিব প্রেমের পাশা আমরা দুজনে,
হার জিত বুঝে লব তৃষিত চুম্বনে ;
নীরব হৃদয়ভাষা তাহে রবে পণ,
রবে পণ—কণ্ঠমালা বাহু আলিঙ্গন ;
খেলায় তোমার যদি পরাজয় ঘটে,
বুঝে লব প্রতি কড়া তোমার নিকটে ;—

দিব বাঁধি করতল করতল দিয়া,
সহস্র পুষ্পের ভাষা রহিব চাহিয়া,
দেখাব জগতে আছে নিভৃত হৃদয়,
দেখাব জগত নহে শুধু বিনিময়,
তার রাজ্যে—গীতভরা ধরণী আকাশ ;
—দেখাব সে রাজ্যে আমি প্রভু তুমি দাস—

৭

মনে ছিল, সাজাব তোমারে মোর প্রেমিক সন্ন্যাসী ;
সাজিব আপনি তব সন্ন্যাসিনী দাসী,—
বিহরিব কুঞ্জে কুঞ্জে তপোবন ছলে ;
করিব প্রেমের তপ আমরা বিরলে ;
দেখিব মিলিতবক্ষ সে কাননে বসি—
মলয়ের উপদ্রব, শরতের শশী ;
দেখিব বিজলি শ্যামা বরিষা অধরে ;
দেখিব বর্ণের খেলা নিদাঘের ঘরে ;
বিশ্বদুঃখ ভেদ করি চলি যাব, হাসি
ছড়াতে ছড়াতে পায়ে পুষ্প রাশি রাশি ;
উথলিবে যুগ্ম বক্ষে কাকলীর ভাষা ;
বুঝিব—জগতে এক মহা ভালবাসা।

৮

কোন্ প্রাণে ভুলে আছ প্রিয় সখে—
তন্ময়জীবনারে ?
এত কি কঠিন সংসারের বেড়—
ভাঙ্গিতে পার না যারে ?
এত শুষ্ক কি হে পুরুষের প্রাণ
শুকাইয়ে যায় যাহে—
যা কিছু জীবনে পবিত্র, মধুর,
সুন্দর, উজ্জ্বল,—তা হে ?

৯

সখে—রমণী পুরুষখেলনা,
—প্রণয় পুরুষ খেলা,—
এখনি কত আদর,
এখনি অবহেলা—
পুরুষ রমণী-দেবতা,—
প্রণয় রমণী'রাধনা—
পুরুষ রমণী-স্বরগ হে,—
প্রণয় রমণী-সাধনা।
সখে—প্রণয় তব বিলাস হে,—
প্রণয়ই মম করম;
প্রণয়ই মম জ্ঞান,
প্রণয়ই মম ধরম;—
শিখে বালিকাহৃদি নীরবে
অস্ফুট প্রণয়ভাষা;
সে হৃদয়ে আজীবন
জ্বলে শৈশব-ভালবাসা।
হায়—পুরুষ প্রণয়ে হাসে, রমণী
পোড়ে অনুরাগে;
পুরুষ ঘুমায় প্রণয়ে, সখে
রমণী প্রণয়ে জাগে;
প্রণয় পুরুষ প্রহর,
ক্ষণিক জ্যোৎস্না আলো;
প্রণয় রমণীজীবন,
ইহকাল, পরকাল।

১০

একবার এসে দেখ হে—
অলস চিকুর মম পৃষ্ঠবিলম্বিত
রুক্ষ উড়ে অবসাদে;

কেশ ভূষণ সব—বিমলিন নীরব
মম ঘরময় পড়ি কাঁদে ;—
সীমন্তে মম সিন্দূরবিন্দু
অৰ্দ্ধবিমূর্চ্ছিত শয়নে ;
ক্ষীণ গণ্ড দিয়া মুহুর্মুহু বরষিত
বারি হীনপ্রভ নয়নে ;
পাংশু অধর'পর যায় সভয়গতি
অস্ফুট কম্পিত বাণী ;—
তুর্দ্দিন সখসম ত্যজত বলয় হত-
বৈভব বাহু দুখানি ;—
চাহে না বহিতে পদ বিপ্লব-
অৰ্দ্ধ-ভগ্ন মম দেহ ;—
প্রণয় চায় নিতি নিতি তেয়াগিতে
শূন্য এ হৃদয়-গেহ ।

কীৰ্ত্তন

কই তবু সে ফিরে এল না এল না ।—
ব'লে গিয়েছিল যে সে শীত-ঋতুশেষে
রবে না সে, দূরে বিদেশে ।
ঐ শিশির ত অস্ত, এল বসন্ত
মলয়ের ঢেউ'পর ভেসে ;
ঐ ধরণী নাথে কুহুরবে ভাষি,
সাজি শ্যামল বেশে,
প্রেমে ধরিল ত বক্ষে সুমধুর হাসি
ফুলকুল পরি এলোকেশে ।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না !
কত রহি, সে কি জানে, চেয়ে পথ পানে
সে মুখদরশন-আশে ;

বড় নিঠুর নিদয় সে, কঠিনহৃদয় সে,—
—এল না তবু মোর পাশে ;
সে কি জানে না, কি জ্বলে অন্ধ অনলে
প্রেম লো বিরহিত প্রাণে ;
কি শত শেল বিঁধে, বিরহিণী-হৃদে ;—
সে কি রে তাও না জানে।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না !
সে কি জানে না, সে চরণে দিয়াছি ঢালি
ধন, মন, হৃদয়, দেহ ;
সে কি জানে না, সে মোর প্রভু, অরি, আলি,
সে মোর দেশ কি গেহ ;
সে কি জানে না, সে মোর কর্ম্ম, বিশ্রান্তি,
প্রেম, কলহ, অভিমান ;
মোর আশা, নিরাশা, চিন্তা, শান্তি,
সুখ, দুঃখ, জীবন, প্রাণ।
তবু কেন সে ফিরে এল না এল না !

———

ইমন্—আড়া

নিয়ে চল—নিয়ে চল—পথ দেখাইয়ে মোরে ;
দুর্গম প্রান্তরে নাথ—নিয়ে চল হাত ধ'রে।
আঁধার নিবিড় অতি, এ জ্ঞানের ক্ষীণজ্যোতি,
তোমারি আলোকে দেব উজলো তিমির ঘোর এ ;
নিয়ে চল—নিয়ে চল—পথ দেখাইয়ে মোরে ।
গরবে, তোমারি আলোভাঙ্গা এক কণা পেয়ে,
এত দিন, প্রাণেশ্বর চাহে নি ও মুখে চেয়ে।
এত দিন—মূঢ় আমি চিনে নি আপন স্বামী—
ভুলে যেও প্রাণনাথ—অপরাধ দয়া করে।
চল সিন্ধু গিরিশৃঙ্গ মরু,—যেথা দিয়ে বল,
গহন, কান্তার, শৈলে—শুধু তুমি নিয়ে চল ;—

সুখে দুখে শুধু নাথ হে, রেখো পায়ে থেকো সাথে,
কি বসন্ত বরিষায়, কি ঘোর নিশীথে, ভোরে ;
নিয়ে চল—নিয়ে চল—পথ দেখাইয়া মোরে।

ভীমপলাশী—যৎ

আমি উঠিতে কি পারি
তুমি না তুলিলে হাত ধরিয়ে আমারি।
সদা নীচগামী, স্বতঃ সিন্ধুবারি,—
ভানুর কিরণে সেও গগনবিহারী ;—
তুলে ধর তুলে ধর বাহু প্রসারি।
আছি তব লাগি চেয়ে পথ পানে,
নিশি নিশি জাগি আকুল পরাণে ;
শুধু তব—নাথ—দরশভিখারী।
যদি আস কভু ত্বরা চলি যাও,
দীন বলি তবু ফিরে নাহি চাও ;
এত কি কঠিন হৃদয় তোমারি।

মিশ্র হিন্দোল—একতালা

১

চিরজীবন সুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুলপ্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধার, মধুরকোকিলমৃদুস্বরা রে ;
দিব্যগঠনা লজ্জাভরণা, বিনতভুবনবিজয়িনয়না,
ধীর, মলয়ধীরগমনা, স্নেহপ্রীতিভরা রে।

২

শিশিরস্নিগ্ধমেদুরা, কিশলয়পেলবা বামা,
অপরাজিতানম্রা, নবনীলনীরদশ্যামা,
নিবিড়কেশী, মুক্তাদশনা, রক্তকমলাধরা রে।

পতিপ্রিয়া, পতিভকতা, সখী পতি সহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নিঠুরভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণু সম এ ধরা রে ;
দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে,
সাবিত্রীসীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতী রে,
মর্ম্মরদৃঢ়চরিতা, জলকোমলাঙ্গধরা রে।
কে বলে কালো রূপ নয় যে হেরেছে ঘননীলাম্বুরাশি,
ধবল তুষারে চাহে কে মূঢ় মণ্ডিতে বসন্ত হাসি ?
ত্যজি নব ঘন কে চাহে শ্বেতমেঘ শোভা প্রখরা রে।
জীব-প্রেমভরিতহৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি তুহিনে শুভ্রচরিতে,—বঙ্গজ্যোৎস্না বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে কালো চিকুরে, কালো রূপে অমরা রে।
হা, এ রত্ন দাস হৃদয়ে—পঙ্ক পতিত চন্দ্রহাসি—
পরুষভীরুরমণীদস্যুরমণী—স্বার্থদাসদাসী—
কে দিল পশু সাথ বাঁধি স্বর্গের অপ্সরারে ॥

আলেয়া—আড়াঠেকা

অনন্ত হেঁয়ালী এই রচনা তোমারি।
কি যেন কুয়াসা দিয়ে রেখেছ আঁধারি।
সাধিতে কি মহাকাজে, রেখেছ আকাশ মাঝে
কোটী সূর্য্য কোটী ধরা দিগন্ত প্রসারি।
সুনীল বিশাল সিন্ধু কেন বা কল্লোলে ;
কেন কাঁদে নদ নদী বসুধার কোলে ;
কেন এ পাহাড় বন, কেন বহে সমীরণ
চপলা চমকে, কেন মেঘ বর্ষে বারি !
এ অনন্ত জীবে কেন ব্যাপিয়ে রেখেছ ধরা ;
কেন ক্ষুধা, কেন তৃষ্ণা, কেন মৃত্যু, কেন জরা
দুদিনের তরে এসে, কেন সবে কেঁদে হেসে,
কোথায় চলিয়া যায় বুঝিতে না পারি।

বসন্ত মালকোষ—তেতালা

জগত যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না আর তায়,
নিয়ে যায় সব ভেঙ্গে চূরে শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।
একবারই আসে বসন্তে তেমতি স্নিগ্ধ মধুর মৃদু বায়,
একবারই হাসে তেমতি ধরণী বিমল শারদ জ্যোছনায়।
যৌবন জীবনে একবারই আসে, ফিরে সে কভু না আসে হায়,
বিবাহের নিশি তেমতি করিয়ে একবারই শুধু বাঁশি গায়;
নিয়ে যায় চলি নবীন শৈশবে নবীন উদ্যম প্রতিভায়,
নিয়ে যায় চলি তরুণ যৌবনে আকুল উন্মাদ বাসনায়।
গরবিণী ধরা হাসে ফুলভরা সৌরভটি শুধু রেখে যায়,
যে ফুলটি হায় ঝ'রে গেছে শুধু ফোটে না সে ফুল পুনরায়।

সরলা ও সরোজ

সরলা সরোজ দুজনায় ছিল
এ আঁধার পাড়া করিয়া আলো;
দুজনায় ছিল দুজনে মগন,
এমনি দুজনে বাসিত ভালো।
দুজনে দুজনে করিত খেলা;
বেড়াত দুজনে প্রভাত বেলা;
হাত ধরাধরি, কাননে, মাঠে,
ঘুরিয়া বেড়াত, পথে ও ঘাটে;
গাইত কখন হরষ ভরে,
ধ্বনিয়া কানন মিলিত স্বরে।

বরিষার কালে একদা দুজনে
বেড়াইতে গেল নদীর কূলে;
ভেসে যায় পদ্ম; কহিল সরলা—
"এনে দাও ফুল, পরিব চুলে।"

ঝাঁপিয়া সরোজ পড়িল স্রোতে,
আনিতে সরোজে লহরী হ'তে ;
স্রোতে সে কুসুম ভাসিয়া যায়,
বহুদূর গিয়া ধরিল তায় ;
ফিরিতে চাহিল নদীর ধার,
অবশ শরীর এল না আর ।

কহিল সরোজ—"সরলা" "সরলা"—
অধরে কথা না সরিল আর ;
ডুবিল সরোজ, দেখিল সরলা,
মূরছি পড়িল নদীর ধার ।
—সরলা চলিয়া গিয়াছে দূরে,
ধনীর গৃহিণী অবনীপুরে ;
পালিছে আপন সন্তানগুলি,
সরোজে তাহার গিয়াছে ভুলি ;
মাঝে মাঝে হৃদে ভাসিয়া যায়,
কে যেন সরোজ স্বপন প্রায় ।
এই ভাঙ্গা বাড়ী সরোজের ঘর
ছিল এই ছোট উঠান মাঝ ;
বাড়ীর উপরে উঠেছে অশ্বত্থ ;
উঠানে জঙ্গল জনমে আজ ।
কত দিন এই উঠান 'পরে
সরোজের হাত সাদরে ধ'রে,
কহেছে সরলা, সরোজে 'তারি',
"তোরে কি সরোজ ভুলিতে পারি !"
সরলার আজ মুকুতা গলে,
সরোজ—আজ সে অতল জলে ।

———

ছায়ানট—ঢিমা তেতালা

হৃদয় যদি দিবে না ও,
হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।
যদি বা মিটেছে আশ,
নূতনে বা অভিলাষ,
যাও যেথা তাহা পাও।
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে দাও মোর হাস্যমুখ ;
ফিরে দাও মোর শান্তি সুখ,
দেশান্তরে চ'লে যাই,
যেন ভালবাসি নাই,
ফিরে কভু চাব নাও,
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফিরে নাও ও পাষাণ বুক ;
উদাসীন ও হাসিটুক—
কপট অধরপুটে ;
কৃপাহিম ও আঁখি দুটি ;
দিয়েছ যা ফিরিয়ে নাও—
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

ফেলেছি যে অশ্রুরাশ,
ফেলেছি যে দীর্ঘশ্বাস
কহেছি কত না জানি,
অবোধ উদ্‌ভ্রান্ত বাণী ;
ভুলে যাই—ভুলে যাও !
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

এতদিনে বুঝিলাম
প্রণয়ের পরিণাম—

সুখ তৃপ্তি অবসাদ,
মিটেছে মোর সব সাধ,
চ'লে যাই—চ'লে যাও
—হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরাই যদি শত্রু হ'স্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভাল বাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে;
সবার বাড়া শত্রু সে,—আবার তোরা মানুষ হ'।
জগত জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক্;
পুণ্য সেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রুর হোক্;
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক্,—ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'॥

THE LYRICS OF IND

[*From the 1st edn. published in London in 1886*]

THIS BOOK IS DEDICATED

TO

EDWIN ARNOLD, Esq., C. S. I.,

As a token of sincere respect, love, and admiration,
By the Author.

PREFACE

My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian poetries as they ought to be. Both are beautiful ; but whilst the one is visionary and sensuous, the other is vigorous and chaste ; whilst the one dreams, the other soars ; whereas the one makes a poetry of Religion, the other makes a religion of Poetry. If it has pleased God to unite England and India in the strong ties of wedded interests, and in the still stronger, more sacred, and indissoluble bond of mutual love and gratitude, it is the aim of the author to establish a marriage and an intellectual commerce between their poetries as well.

The author has no desire to make unnecessary apologies for undertaking such a difficult and sacred task with his feeble resources ; and he leaves it to others to say how far he has succeeded in his self-imposed mission.

LONDON, SEPTEMBER 1886. D. L. R.

THE LAND OF THE SUN

There's a land rank and blazing with beauty
Where a radiance perpetual shines,
Where Love's angels sleep pillowed in Terror,
And round Grandeur frail Loveliness twines—

Where soft murmurs the love-dreaming brooklet,
In her sleep, as the *kokilas* sing ;
Bloom the odorous *bakul* and *jati*,
As the sun wakes the zephyr in Spring—

Where green Autumn floods Earth with a verdure,
Makes the sky reel with moonlight above,
And bright Summer fills Eve's fleecy sun-clouds
With the glittering visions of love—

In the arms of the slumbering valleys
The young moonbeams enamoured repose,
And the loveliest stars faint, entangled
In the mazes of *champak* and rose—

Whom the Year woos with tears, smiles, and whispers,
Whom the Seasons with rave treasures greet ;
Where Dawn blushes with fragrance and music,
And the sunset is glorious and sweet.

Here, too, fierce is the sun in his splendour,
The snakes coil in their cavernous home ;
Here, 'midst wilderness lightless and shoreless,
Its imperial denizens roam.

Here, too, rings the wild song of the tempest,
Through the deserts and forests untrod,
Flock black clouds over clouds nursed in darkness,
And wild howls the chained thunder of God.

In her breast surge the mightiest rivers ;
At her feet foams the wildest of seas ;
By her watches the monarch of mountains ;
O'er her sweet beams the bluest of skies.

There too Poetry glows in the sunlight,
Beauty sings and the sweet Voices dance ;
There a heavenly, glorious transport
Melts away into dream and romance.

O my land ! can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled ?
O dear Bharat ! my beautiful maiden,
O sweet Ind ! once the queen of the world.

And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name ;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the mist of thy shame.

HYMN TO THE SPIRIT OF LOVE

I

Is it thou, flaming spirit !
Who with thy *smile* that glows ethereally,
Illuminest all that thou gazest on ;
Curbest rude discords of the earth and sky,
And out of them weavest this unison ?
Is it thy *magic* glance that makes so bright
Night's sorrow with thy starry ministers
Of brilliant visions ; makes the heavens beam
With a celestial, calm, eternal light ?
Is it thy *breath*, when fades the myth of stars,
That bids on earth the floral rainbows gleam ?

II

Without thy presence, Love !
The earth were hard and cold, the heavens were bare ;
But in thy light they glow with loveliness ;—
The heavens are glorious, and the earth is fair
Even as a blooming maid, in her excess
Of virgin beauty ; bright the roses are,
Wild bursting from Earth's warm prophetic soul,
That in those blushing words e'er speaks of youth
And joy ; and in the sky each silent star
Shines like a dream, and through night's gloom doth roll,
Sweet as a poem, deathless as a truth.

III

But deeper still and deeper,
A swelling weird concord from afar,
A lovely sound as not of sky or earth
Sweeps from beyond the sunshine, rose and star,
Or from their founts of inspiration ; worth
The blended sweetness of a universe
Of music or the golden clouds of eve :—
Yes, in the world I see a blaze,—a sea
Of life, of beauty a perennial source ;
What spirits speak ? what angels sing ? and weave
This orient light, this song, this ecstasy ?

IV

The earth was ne'er so sweet ;
I never dreamt, that we poor mortals, hurled
'Midst grief and gloom, would, in the tender glance
Of love-illumined eyes, find hid a world
Of light, and life, and transport, and romance ;
Nor thought that in the soft love-whispering breath
Would sleep a fragrant dew come from above ;
Nor knew a sunshine lay entwined among
Love's kisses ; nor that at Love's touch grim Death

Himself would wake as from a dream, and love ;
That words could hide a universe of song.

V

But whence breaks this wild radiance ?
—The star is beautiful no more,—each star
Transformed a living beauty shines above ;
The voices of the world a music are ;
Earth is no longer lovely, but is love :—
Fled is the chaos of the starless night,
Drowned is the cry of agony and pain,
Hushed is the storm of want and misery ;—
What gloom can bear this Hope's sweet dawning light ?
What cry could stand this rushing flood of strain ?
What tumult bear this stormy melody ?

VI

—No no, the music fades,
It is no more a measured harmony,
It's half a tumult—a tempestuous song,
A deep wild concord—soaring to the sky,
Wanting with sounds to storm its lucent throng,
And with its tuneful army fill the deep ;—
Sweeps through my brain a wilderness of light,
Like Ocean's distant roll upon the shore,
—Like Thunderclouds rocked in their sunset sleep,
Like Madness charioteered by angels bright,
I faint—O cease, for I can bear no more.

VII

—Yet no ; once more, bright spirit !
Once more bid rise thy living notes ; sing on,
Ye heavenly singers ! angels of the sky !
Bright with Love's smile, and rosy with the dawn
Of hope and light and immortality.
Sing on ! I'll have excess of it, and reel
Drunk with that wild chaotic harmony ;

On, on, ye with your tuneful revelry,
Invisible ministers ! let me feel
The throb, the wild pulsation, th' agony
Of love, and in that madness let me die.

THE FALL OF LODORE

I Love thee, thou perennial fount !
And near thee I could sit for hours
In silent joy ; where from the breast
Of a stern barren cliff—a mount,
Rugged and wild, and weirdly drest
In heather brown,—perhaps some flowers,
Perpetually a liquid poem showers :—

From hills mute, stern as *Jogees*, lost
Amidst Life's muter mysteries ;
With a soul vexed and wildly tost
By storms of doubts ; yet ever bent
On catching, 'mid bewilderment,
The strains of sunny prophecies,
Beyond the clouds of human miseries.

Thou art the mountain's daughter fair,
With rainbow tresses ; silvern wings ;
A smile of sunshine ; and a dance
Perpetual, that the stars might share ;
And songs like what an angel sings ;
And still with a love-flooded glance,
And ever dreaming of a high romance.

Like the soft words of solace sweet
Prophetic, of a mighty seer,
Who, in his lonely wild retreat,

Draws inspiration from above ;
And without raising gloomy fear,
Murmurs these rippling words of love,
Blended with sunbeam-hopes still playing there.

—Words that are songs,—a harmony
Of many truths that never jar ;—
True revelation that ;—it is
The only gospel that will be
The light of man ; all, all that are
Lovely and true, will never cease
To blend for him celestial melodies.

Thou flowest like the simple faith
Of the primeval man, as free
From scepticism ; as innocent ;
With a hope circumscribed content ;
A lake thy goal ; and not the sea,
Wild deep beyond the shores of death,
Like to a hope in an eternity.

Thine is the privilege to teach
The poets, who alone can see
A meaning in thy music low,
And read a God-sent prophecy
Writ on thy calm and loving brow ;
To happy minstrels thou dost preach,
Who draw their tuneful messages from thee.

Thine is the privilege to sing
To rocks a poem ; sweetness rain
On thirsty vales ; a charm impart
To Earth's bare ruggedness ; and bring
News hopeful to the fainting heart ;
Not prophesy a world of pain ;—
To preach, and not to raise a hurricane.

THE FOUNTAIN

I

Come stand in the garden of beauty,
'Mong roses thou loveliest rose !
When Dawn with her sweet breezy kisses,
Will wake their night's dewy repose ;
And dance in their revelry fragrant
The fair floral nymphs of the grove ;
Stand thou, in their midst, let me worship
That spirit incarnate of love.

II

Come, sit on the beach, whilst the ocean
Will roll, singing free as of yore ;
The breakers still foaming in madness
Will chafe on the stern, barren shore :
There sit, while the daylight is fading,
The sea foams and surges along,
I'll gaze at that glorious picture,
I'll feast at that banquet of song.

III

Come sleep by the moon-flooded window,
When those starry Fays of the night
With songs, and their mystical dances,
Will sail through the blue sea of light ;
Then sleep in the arms of the moonlight,
And smile in thy love-dreaming trance ;
The moon will lend tune to that poem,
I'll drink at that fount of romance.

IV

For years and for years, though I drink of
That fountain of love as of yore,
Unwearied, I yearn for that rapture,
Unsated, I thirst for it more.

V

Drink deep of the fountain of beauty,
That plays 'mid our briers of cares ;
It's fed from the heavens, and born of
Woe-stricken humanity's prayers.
It is a perennial blessing,
On it never lighted a curse ;
Thrice holy, of duties the parent,
Of love the pure essence and source.

VI

Drink, drink of the fountain of beauty,
Drink deep, till the transport is pain ;
Then rest, till the sacred thirst blazes,
And yearns for that madness again.
No virtue, no holiness ever
Deeds mortal did gild from above,
But when they were sprinkled with beauty,
And decked with the flowers of love.

THE PARTING

I

In the moonlight as we did sever
For long, long years—perhaps for ever—
She stood by me,—so pale, so fair ;
Her words would come, her lips did quiver,
But in faint whispers faded there ;
As fails the breeze on the evening roses,
As fades a dream on the bygone years,
As the thought of a withered love reposes
In the arms of sweet remembering teers.

II

She spoke not, and her golden hair
Was streaming in the midnight breeze,

Which cradled Flora's daughters fair
That oped their eyes from on the trees
Where they had slept, to see the sight
Of their new sister, they would fain
Gaze on, but Sleep reclaimed her right ;
They gazed and gazed, and slept again.

III

She spoke not ; in that cloudless night
On her fair form the moon did shine ;—
Ne'er shone it on a fairer sight ; –
She stood, her hands long locked in mine,
In that calm, lovely fragrant wood,
Under the starry canopy,
By me still, motionless she stood,
—The spirit of that solitude.

IV

She stood there by the river's brink,
The moon-kissed stream flowed at her feet,
Fain would it stay its course to drink
Her voice's lovely melody ;
—And the stars glistened in the sky ;
And the wind to the leaves sang sweet.

V

She spoke not ; and her tearful eyes
Were fixed upon the streamlet's flow,
And claimed a kinship in the skies
With the stars' moist and steadfast glow ;
And dreamy like those spheres above
They spoke the words of tearful love.

A CHILD'S SMILE

Smile on, dear child ! your smile's sweet beams
Will drown my crosses, cares, and pain ;
And bring Elysian realms of dreams
To me ; sweet seraph ! smile again :
Your sunny locks will wave in air,
And make a golden music there.

Ever your smile's a harmony,
Aye 'tis a sweet seraphic strain ;—
When tears empearling still your eye
Your smile, 'tis sunshine after rain ;
When morning gilds your happy dream,
Your smile,—a lotus on the stream.

And merrier than the melody
Of the morn's bard that sings above ;
Or the cloud's sunset revelry ;
Or Dian's nightly dream of love :
Serener, lovelier, purer far
Than the beams of the morning star.

Whene'er you smile 'tis ever sweet,
Heaven's purity is mirrored there ;
You know not the world's fraud, deceit ;
Its crosses you have not to bear.
—Pure as the dew, bright as the flower,
Fresh, lovely as the vernal shower.

Dear lovely being ! from thy sweet face
Let rosy smile perennial rain ;
No clouds shall mar thy happiness ;
Then beauteous seraph ; smile again ;
We smile, 'tis poisoned with some care ;
You smile, no cankers visit there.

A few more days, you too will weep ;
Your childhood's holidays being o'er ;
Where smile sits withering Care will creep,
And you too thus will smile no more ;
Till smile gives place to bitter tears,
Enjoy your dreamy sunny years.

Cradled in fancies, bathed in love,
In Innocency's sweet embrace,
And fresher than the stars above,
Smile best sits on *thine* angel face,
On the green vale like April shower,
Like Dawn's first kiss on the fairest flower.

Fresh rose—amidst the fading flowers !
Fair lily in our vale of tears !
Bright sunshine in our gloomy hours !
Smile on, child ! free from griefs and fears ;
Sweet antidote to mortal pain,
My lovely angel ! smile again.

THE STREAM

I

I am a homeless wanderer
On earth, helpless alone I rove ;
I am bound for the shoreless sea,
The sea of truth and light and love.
I search my way through grove and vale,
And through wild deserts night and day ;
I do not find it, strangers kind !
Tell me where lies my shortest way.

II

I am the daughter of a cloud,
My mother is the fairest hill,
And cradled in her rocky lap
I grew up to a virgin rill.

III

I find my way too rough for me,
Hills, mountains oft my course would stay ;
I cannot climb them, they are rude
Obstructions, and I turn away.

IV

I left my mother dear to me,
In her dark, grim, and rocky home,
And bleak as Bigotry ; and I
Among you thus a stranger roam.

I broke through those stern, frowning walls,
And severed flowery chains of love ;
Because one night my spirit woke,
And heard soft whispers from above :—

"Leave this thy dark and bleak abode,
This is no proper home for thee ;
Go, where the shoreless ocean rolls,
There is thy home—the sunny sea.

"The ocean surges, foams, and flows,
There rise wild songs af ecstasy,
The sky joins with his starry hymn ;
Come, there's a happy home for thee.

"It is a home wide as the sky,
There's free, eternal, endless all,

And freely blow the storm and breeze,
And freely billows rise and fall.

"There are no clay impurities,
Its passionless romance to mar ;
It mirrors deathless lucent truths—
The sun and every shinning star.

"Oft too the wind plays with the lights,
That oftener there unquivering lie ;
And breaks them into lovely dreams,
And weaves a radiant poesy."

V

Hope rode on that low-whispering voice,
My soul responded to the call,
I left my mother dear to me,
My playmates—woods, and rocks, and all ;
Thus braved the doubts' wild storm and blast,
Thus from my friends far, far away,
I helpless rove ; ye strangers kind !
Tell me where lies my shortest way.

VI

Some say, I'm cruel to have left
My mother lone my loss to mourn ;
But know they not how sore my heart
For her doth oft in silence burn.

When Nature sleeps in Night's soft arms,
The heavens with starry rapture glow,
Sad visions flit across my sight,
—The dreams of days—long, long ago.

The stars I gaze at, with whose beams
I played, when I was but a spring ;

Then think of long-departed years,
They back again those visions bring.

Then think I of my mother dear,
Whom I left mourning years ago ;
Then bursts my heart, I sob and weep,
And cry in muffled murmurs low.

In Evening's mingled light and shade
I sing in a sad, mournful strain,
For those days nursed in childhood's bliss,
For them I shall not see again.

VII

Still Joy not seldom visits me ;—
I love the morning's roseate beams ;
I love the moon's sweet silvery rays,
Like poems garlanded with dreams.

I pave the way, for Eve, with gold,
For Night a starry garment spread ;
I scatter many a golden wave
Beneath Aurora's breezy tread.

VIII

They say, I am so young and sweet,
They say, that I am passing fair,
Each wishes me to stay with him,
And from this pilgrimage forbear.

They say I have auroral locks,
Which in their golden splendour flow ;
They say, they see a high romance
In my poetic murmurs low.

IX

But I'm not bound for hill or vale
Confined and cribbed I cannot stay ;
I'm bound for Ocean's shoreless realms—
Where, thither, lies my shortest way ?

X

Though daughter of the hill and cloud,
From Sea I came, the voice did say ;
From there I came, must thither go ;
Tell me where lies my shortest way ?

My soul is not of Earth's gross mould,
Though vested with an earthly frame ;
It yearns for Ocean's free career,
As heavenward ever tends the flame.

HYMN TO THE SPIRIT OF TRUTH

Thy years of agony are past,
Thy stormy days are o'er ;
Too long hast thou among us mourned ;
Smile now and weep no more ;
Thy painful dreary nights are past,
Thy happy days have dawned at last.

Born 'midst a tearful starless gloom,
And cradled in the storm ;
Thy beauty unimpaired still glows,
Still godly is thy form :
The hissing Furies born of gloom
Dared not blast earth's best, fairest bloom.

Around thee raved the howling blasts,
Above, the thunder's roar ;

And thou didst look, calm was the storm ;
The thunder growled no more ;
Thy voice so heavenly, smile so sweet,
Who came to scourge, prayed at thy feet.

The winds were chained, and round thee soft
The odorous breeze did blow ;
The star-wreathed moonbeams hung around,
Love kissed thy laurelled brow ;
From the chaotic howling skies
Descended sister-harmonies.

The storms have passed, thou still art firm,
Even as the rocks, and pure ;
The clouds roll by, still as eterne
The stainless stars endure :
Those singing peerless angels rain
Their lucent gospel once again.

They tried to chain thy soaring soul
And quench thy heavenly glow ;
No, thou hast risen, quelled grim Pain,
There vanquished lies thy foe ;
When every shining light will die,
Thou, thou shalt burn eternally.

Though Hope may gasp, and Love may fade,
Thy flaming flag, unfurled,
Will wave, amidst the crash and wreck
Of a bright, glorious world ;
Amidst a ruin and a curse,
The chaos of a universe.

THE PSALM OF LIFE

No, tell us not, thou dark-browed prophet !
    There is a Hell beyond the grave,
Where icy Torments glare and Torture,
    And fiery Furies hiss and rave.

After our long and dreary troubles,
    After our mortal cares and pain,
O tell us not, more woes are coming,
    That we must sigh and groan again.

We are our Father's blessed children,
    We shall not taste His vengeful curse ;
To blast and doom His own creation
    He did not make this universe.

We have above no frowning despot,
    To hold in awe a slavish race ;
We have 'midst us a loving Mother,
    Clasping all men in her embrace.

Then crouch no more with fawning faces,
    Come, with your shivering fears away ;
This world with woes, is still a garden,
    Make life itself a holiday.

Let Love o'erflow your cares and sorrows,
    And o'er the sandy banks the Nile ;
See holiness in Beauty's glances,
    Feel music in the children's smile.

There are no storms in the blue heavens,
    No burning anger frowns above ;

There are the moon, the sun, the starlight,
—They beam with an eternal love.

No mighty despot frowns and threatens
To hurl us to eternal fire ;
Fair Nature rules, and not a tyrant,
She burns with love and not with ire.

We shall be just through smiles and sorrows,
We shall be loving as we can ;
No iron rule dictate or justice,
Our law be "Love for Fellow-man."

No "deluge", "plague", no "snake", no "famine",
No frowns, no lurid glares above
Can win our love, though they may threaten ;
Love only can command our love.

Deluded men ! no Hell awaits us,
No fiery torture, stormy pain ;
No gloomy anarchy is coming,
No murder's dark chaotic reign.

Come, let us make our brethren happy,
And they will make us happy then ;
Come, let us make the earth a heaven,
Make angels of our fellow-men.

No better heaven, than when men love us,
And when we love our brethren well ;
A life both hating and deserted,
Why, that is torment—that is Hell !

We, armed with love, in justice armoured,
Defy the hell-fire, plague, and dearth ;

Whilst Science triumphs, Beauty blazes,
We all can make a Heaven on earth.

AN APOLOGY

Do not anatomise her beauty,
Her true beauty to discover,
You must hear her inner music,
You must, friend ! first learn to love her.

I never said she was a fairy,
Or the sweet spirit of a rose :
Still she is to the careless, lovely,
And beautiful to him that knows.

Love her first if you will know her,
Then she will grow ever fairer ;
Judge her not with your rules of beauty,
Make your heart, not head, the mirror.

Reason, like sunlight's partial justice,
Doth brightest on the brightest fall ;
Love, like Dian's equal bounty,
Gilds, and smiles beauty over all.

Reason will show all that is lovely,
The faults with scrutiny discover ;
But the blemishes and beauties
Seem as lovely to the lover.

A BIRTHDAY ODE

June 15, 1885.

I

One more year is dead and gone,
　　With her mingled hopes and fears,
With her rainbow-life of youth,
　　Woven with her smiles and tears :—
　　　　She is gone, and let her shroud
　　　　Be a fading sunset cloud ;
　　　　And in Past's hoary sepulchre
　　　　Sleep she ; oblivion cover her.

II

She was fair, though not a fairy,
　　Sweet child ! I did dearly love her ;
She had faults, still on her virtues
　　Rained their starbeams from above her.
　　　　Do not blame her ; she had woes,
　　　　Woes enough to make her weep,
　　　　The thorns on her life's dewy rose
　　　　She reaped, made her bleed—let her sleep.

III

One that bloomed on the far-spreading
　　Tree of time, is dead—sweet flower :
Sleep, my child ! and sleep thou under
　　Time's oblivious-leafy shower,
　　　　'Midst thy brothers, sisters dead,
　　　　—(Woeful or else happy years) ;
　　　　Oft I will come, dear child ! and spread
　　　　O'er thee fresh flowers bedewed with tears.

IV

Sorrows ! bear her floral bier ;
　　Follow, Disappointments pale !

Memory ! sing her doleful dirge ;
Melancholy ! murmur wail.
There my lovely child reposes,
O'er her, Summer ! scatter roses ;
Free from care, calm rest she there—
Fairies guard a child so fair.

THE RIVER OF JOY

Come, there flows a stream of joy,
Singing on for ever ;
Like a lovely Naiad's child,
A blue crystal river ;
Singing many a merry tune,
And dancing in its flow,
With golden locks ; and on her cheeks
Still with a sunset-glow.

The sun has done his glorious work ;
His daily mission o'er,
He's sailing now across the sea
To his sweet home—the nightless shore.
The stars begin to bloom, and weave
A glory in the skies,
There is a blush on every tree,
Fair Nature smiles a Paradise ;
Earth blazes with a peerless beauty,
The heavens glow above ;
And floats across the murmurous river
A madrigal of light and love.

"Why do ye moan, why do ye weep ?
Come, do not sigh and do not grumble,

There is enough of bliss on earth
For all, their lives however humble.

"The earth is full of joys and hopes,
Where Beauty smiles and Love reposes ;
'Tis not a weedy waste, it is
A garden of the fragrant roses."

Come, let us take a boat of love,
'Twill hold us all together ;
With floral oars, we'll go on rowing
In this calm, bright, and lovely weather ;
For a while forget your cares,
For a moment drown your troubles,
Quarrels, strifes for fame and wealth
Forget, they are but empty bubbles.
With a dark future's misty spectres
Do not crowd your sunny years,
Do not shrink from present pleasure,
Trembling at the phantom fears.

There is no gloom in the blue sky,
No threatening storms, no thunder ;
The sky sings there the golden clouds,
The river murmurs under ;,
Mild zephyrs kiss the odorous flowers,
Earth's smile blends with bright Heaven's above,
Fair clouds lie in the arms of Sunlight,
And all is beauty, all is love ;—
For a while we shall be free .
From the world's haughty hate and sneer ;
No scrutiny or critic glance
Will haunt our dreamy sweetness here.

The river is of happiness,
The ripples are its laughter

That think not of the worldly cares,
And think not of hereafter ;—
Forgetful of the tears and sighs,
And of the blasting, withering woes,
But thinking of the present joys,
The dreamy music of repose—
Its lovely smile glows in its depth,
In the soft sunlight's quivering glances,
Its murmurs are its songs of joy,
Its curling waves, its rapturous dances.

THE PROPHET

I

From time to time, in some age and clime,
To Man the human God appears ;
Robed in Truth's light, through mist and sin,
To scare away the cold gloom of years.

II

Amidst the flame, which in *their* God's name,
The holy harpies rouse, unawed
By torture, scorn, and murderous shouts,
He wakes the truth and the law of God.

III

When the deep gloom, wove in Hell's dark loom,
Shrouded the earth and plagued the men,
Volcano-like, the fire of truth
Burst from its fount again and again.

IV

He, great and brave, like a surging wave
Of light, came in our time of dearth ;
Yet every man that lives to-day
Must preach and must act a law on earth.

V

There's not a soul, though in sin it roll,
Hath not a spark of the divine ;
That holy light, however dim,
Through mist and through gloom in him
doth shine.

VI

Those were dark years, men palsied with fears,
The prophets wrapt in visions, dreams ;
Their dreams must fade, their light e'er shine
In brotherhood with Truth's fresher beams.

VII

Those years are o'er, our faith shall no more
Be built on love or hope or fear ;
Reason's our worship, Truth our God,
He grows diviner from year to year.

NIGHT AND MORNING

Aurora slowly comes, and does illume
The starry dreams of slumber-cradled Earth,
And gives them hues and odours in the birth
Of the bright, fragrant flowers, who, in their bloom
Of youth and loveliness, dance and perfume
The breezy morn ; for earth brings from above
A dewy garment wove in Héaven's loom ;
Brings sunbeams,—red-robed ministers of love ;
And the sweet waking, dreamy melody
Of the wild-warbling minstrels of the grove ;
Yes, these she brings ; but Night's serenity,
For which in vain in daylight would we rove,
She sweeps away ; the calm sublimity ;
The sky's blue transport ; Dian's golden dream ;

And the deep shoreless, solemn, waveless sea
Of silence ; and the stars' celestial hymn,
In their wild dance, in the blue distance dim.
Morn has her frantic floral revelry,
But drowns she worlds that are, and worlds that seem,
And flings us on Life's cold reality :—
Fate brings no woes where shines no brilliant star,
She builds no joy but on a sepulchre.

THE DIVINE RIGHT

I

Bright spirit of a heavenly beauty !
 Angel ! I love thee and adore ;
Meet not my love with scornful hatred,
 I only love thee—nothing more ;—
I only love thee, as of beauty
 An ardent lover I was born ;
I beg of thee nor love nor pity.
 Fling not on me thy hate or scorn.

II

I kiss the rose-entangled moonlight,
 I drink the lark's morn-carol loud,
I revel in the starry heavens,
 I feast on Hesper's lordly cloud :—
I love all that is bright and lovely,
 In th' world beneath, the sky above ;
I love as born 'midst heavenly glories
 I have a right divine to love.

III

Yes, thou mayst spurn my tearful worship,
 Still Love will glow and burn within ;
Scorn not my love, it is too holy,—
 At least to love is not to sin.

Star of my life ! I only love thee,
Of thee beg nothing in return ;
Love has one heritage from Heaven,—
It claims its sacred right—to burn.

IV

Yes, love is free and high and holy,
It hath no need to cringe or crawl ;
It hath the charter of the sunlight;
To kiss and clasp and brighten all :
Though flesh to flesh it cannot marry,
Yet let it join soul unto soul ;
Bold and strong as a mighty current
Then let it sweep from Pole to Pole.

LOVE'S PHILOSOPHY

Mine is a heart that weeps with gratitude,
And for a word or deed of love, that would
Cry childlike ; weave a wreath with many a tear ;
In grateful worship, even before it kneel ;
But from beloved lips an accent rude
Might rend my heart in twain, that none could heal,
And my life's flowery days might blast and sear.

Give me a heart that loves me, that I love,
And happiness is mine ; and there would spring
On earth a poem out of mortal care,
Even as the cloud-kissed rugged mountains wear
A wreath of sparkling rivulets, and sing
A glory to the rocks ; sweet hopes will bloom,
And wild soul-thrilling concords, through a gloom
(Perhaps the darkest), meet me from above.

What bitterness, what griefs, what sorrows are,
That would not hush, when the eve's sun would play

On th' glittering clouds' bright rosy harps, and breathe
A harmony of colours ?—when each star
Will sing, as Earth's wild tumults die away ?
Or when the blushing roses will enwreathe
The laughing plants to welcome dawning Day ?

Grieve not for fancied woes, and though you have
Brief days for your enjoyment, do not crowd
Bright sunshine with the phantoms dark again ;
There are no clouds of care beyond the grave ;
But rest—and if from joy, rest too from pain.
If Hope smiles not for you, there frowns no Fear :
Come, from your brow take off the dark'ning cloud,
No sin dares stain your happy laughters here.

If there's a world beyond your mortal sight,
It cannot be much bitterer than this,
The dreams are over in the wake of light
Of an *eternal* pain, eternal bliss
For your *brief* deeds ; nor think when once ye die,
Your dooms are sealed for aye ; deluded men !
Grope not amidst a dark futurity ;
And when it comes, try to be happy then.

O for a touch of an Orphean hand
On Nature's silent lyre, that doubts might be
Drowned in that music sweet ; O for a light
Midst mortal fears and sorrows, as men stand
Perplexed amidst immensities, and see
Infinity from the dark shores of Night,
And grow blind, staring at Eternity.

— —

TO A CHILD

I

Are you to the world a stranger,
To its sobbing cares and woes ?
Child ! you know not doubt nor danger,
Child of joy and sweet repose !
Happy as the lark's shrill pleasure,
You are as you run about ;
Fairies seem to guard your treasure,
And to keep the cares without.
Happy as the lark's shrill pleasure,
To you seem the world around ;
Music, sweet beyond all measure,
Seems to blend with every sound.

II

Know you under that cloak of laughter
Lurk how many a cankering care ?
Know you how many a hope are after
Turned to bitter dark despair ?
Smiles that last but for an hour,
Turned to tears that cry in vain ;
How many a blooming Beauty's flower
Blasted by the sighs of pain ?
Happy you are ;—a dreamy ocean
Though your life to you may be ;
You know not Friendship's strong emotion,
Or Love's ardent ecstasy.
You feel in Nature's high romances
No sweet concord nor a plan,
No sacredness in Beauty's glances,
No divinity in man.
Yes, childhood has its flowery fancies—
Children of a sunny bliss ;

They wheel their fragrant breezy dances,
Dimpled with Dawn's dewy kiss.

III

Yes, it has fancies born and dying,
Like the ripples on the stream,
Like the morn-dew on lily lying,
Like the sweet visions of a dream.
Childhood is fair,—let angels guard her
From youth's care and misery ;
Youth's woes illumined with love's ardour
May not pine for infancy.
Yes, youth has thorns, but has its roses,
It has hopes to chase its fears ;
Oft, rainbow-like, its smile reposes
Even in the arms of tears.

A FAREWELL

(*From a Bengalee song*)

O tell me wilt thou weep for me
When by thy side I'll be no more ;
With loving tears who worshipped thee,
Wrung from the heart by passions sore ?—
Thy lover, in whose mournful hours,
To thee his heart for solace turned ;
For thee, who lived his dreary days ;
For thee, whose soul in silence burned.
But I must go, and from thee, sweet :
Be swept away, and we must part,—
Must part, never again to meet ;—
I weep to think—it breaks my heart.
But thou art silent ; hast no words
Of love for me, no parting tear ?

Look, at thy feet thy lover weeps,
Without a hope, without a fear.

I loved thee ; my most happy years
Have been wreathed with thy loving smile,
I praised thee o'er with tuneful tears,
In thy face did my cares beguile ;
Yes, thou hast worthier worshippers ;
They might chant sweeter hymns to thee ;
But therefore was no less my love,
Because less sweet my songs might be.

My solace, friend, and counsel thou !
To me all that I reckon dear,
I loved thee ever, love thee now ;
Canst thou forget me when not near ?
No ! thou wilt weep and sing my dirge
With wailing murmur of the trees,
And shed tears with the morning dew,
And sigh with the nocturnal breeze.

THE PHILOSOPHY OF CHERRIES

(The following three stanzas are from one of the Indian nursery rhymes to illustrate the selfishness of childhood.)

"Why are you sad ?" "I will have, ma,
Those lovely grapes of Harry's."
"You had some ; come, what have you there ?"
"Some cherries, ma, some cherries."

"Why don't you eat them ?" "Could not now,
My tooth's as bad as ever."
"Give some to sister Alice, then."
"O, ma ! *that* I will never."

"Look, she has none." "What's that to me ?"
"Are you not Jack, her brother ?"
"Why does she not get some herself ?
She'll have none of *mine*, mother."

I

Man ! look at man unveiled, look at the child
Who "fathers" manhood's virtue, with its wild
Tempestuous passions which lead it to "sin,"
The wisdom and the crimes of sober age ;—
Here is thy first and "glorious" heritage !
If tyranny and hatred burn within
The youthful heart, if Earth's a den of lies,
It is this embryo selfishness unfurled
That doth our noble manhood satanise,
And that infernates this bright sunny world.
If youth is noble, earth a paradise,
Man ! bow to Nature and her magic plan,
That makes this seed unfold into a flower,
Subdues this God-sent monster into man,
And with love, pity, honour, and a dower
Of virtues, builds for man a happy bower.

This is 'sweet' childhood—'breathing purity,
Love, innocence embalmed in loveliness,
Angelhood mirrored in humanity' ;—
O earth were poor, indeed a wilderness,
Had this been *all* our virtue and romance ;
But man lives to a better, nobler state ;
Youth, with its crimes, passions insatiate,
Can soar above this pettiness, and dance
To higher music—yes, childhood is pure,
Lacking th' intelligence to fall in vice ;
'Tis beauty unexpressed in strength and form ;
'Tis innocence, as less temptations lure ;

Where would you find youth's loving sacrifice,
Its beauty, strength e'er warring the storm ?

II

She is the rose of maidenhood ;—so fair,
So young, so beautiful ;—but why so pale ?
Where is her beauty's blush, youth's lustre ? Care
Sits on her eye ; and on her brow a tale
Of bygone whirlwinds of distress and pain
Lies writ ; but yet her sorrows are not o'er ;
For her lie still more bitter griefs in store ;
To nurse a dying brother—though in vain—
She scorned love, joy, and hope ; and courted grim
Want, vigil, poverty, and care ;—but why ?
Is this pure sacrifice ? Ah no ; it is
Because 'twould be *more pain* to part with him,
And less with him to suffer ; not o'er me
She'd watch ;– ah, *e'en love* makes no secrifice.
Yes, youth is noble ;—and morn's sunbeams fill
And gild its deeds, even its selfishness
Savours of abnegation ; and though still
'Tis slavery of self, 'tis none the less
Beautiful ; in the chaos of our life,
Amidst its deeper gloom and dirt and strife,
This selfishness shines radiant as a star :
Yet if oft angels live 'midst us and die
For men, 'tis but as taught from infancy ;
Society has made them what they are :—
Upon the level sea of self, there rise
No waves but what the breeze and tempest stir ;
There gleams no holy light of sacrifice
On this dark earth, but what comes from afar.

III

There have been martyrs 'mong us, they who died
On beds of irons, dungeons, stakes, and flames ;

And like the dying lightnings who defied
The tyrant's frowning thunder-clouds ; their names
Are holy, and sublime their memories ;
The very spots are sacred where they trod ;
They died for truths and warring against lies ;
Their deeds are deathless,—worthy of a God.
Ask not why they the crucial torments bore,
Lift not the veil ; for then what would you see ?
No sacrifice, but love of self-reared faith, .
Of fame, or frenzy ;—a futurity
Their Fancy-bright made torments feared no more ;
They would not for their doubts or hell court death.

IV

The law that made the self-concentred boy
Bear mother's frown for his small objects dear,
Bade the kind sister-nurse scorn hope and joy,
And for her brother court want dark and drear ;
Cheered up the martyrs 'midst their tortures rude.
The law that makes the apples kiss the ground,
Binds universes in a brotherhood.
Man spins a less or greater orbit round,
Himself the centre still ; round him he moves,
And weaves his acts, his passions ; and sustains
His hopes, his martyrdoms, his hates and loves ;
He can have only higher pleasures, pains—
And nobler raptures, wants ;—O prate no more
Of virtue, man is selfish to the core.

O talk no more, a *just* Omnipotence
Will to *eternal* fire His children doom ;
Born in a world with this inheritance,
—A world of craft ; and nursed in grief and gloom,
To war through life with error and with sin ;
Armoured in selfishness, and armed with doubt ;

With the wild passions' whirling storm within,
The threatening gloomy flames of want without,
With many roads to wrong and crime and shame,
And one alone to righteousness and truth ;
O priests ! scourge men no more and blast their youth
With fear of hell ; and in Religion's name,
Plant not on earth th'unholy flag of Lie,
Dark emblem of a dark eternity.

THE MARRIAGE

I

I have a soul that burns and yearns for ye,
Fair children of a glorious Mystery ;
In noisy towns or sylvan solitude,
Whoever breathe and move,
Join hands with me in holy brotherhood,
In sacred sympathy and love.

II

There's none so mean, so poor of beauty,
That I cannot love and kiss ;
Ah no, Love is a holy duty,
And higher than the stars it is ;
On every face the sun doth shine,
Each is a part of the divine ;
In every being there still doth lie
A portion of Divinity.

III

There's no deformity, no hate, no sin,
But 'tis a darkened Beauty, Love, or Good ;
On every form smiles Beauty ; in each heart
Sweet Virtues weaves a sacred brotherhood ;

No ugliness, but where entangled lie
Some workings traced by Beauty's fingers ;
No sin without a trace of righteousness,
No gloom but where some light still lingers.

IV

Deformity's but less a beauty,
Sin Righteousness' less holy state,
Love cools—it is Indifference,
Cools further still—and it is Hate.

V

Hate is the discord of Love's music,
Joy, and not Woe, to man was given ;
And Satan is but least a Deity ;
And Hell is but least a Heaven.

VI

And Man of Happiness the blessed hair,
Why should he then still weave a life of pain ?
Life is a sweet perpetual Summer, where
Divinest Truth and heavenly Beauty reign ;
Of that eternal moral warmth and light
That from Truth and Love's fountains ceaseless flow
Why should he lack, and turn day into night,
And make this world into a world of woe ?

VII

Let man to man be joined in love,
And dance to its sweet measure ;
Let soul to soul be married here,
Our high-priest will be Pleasure.
As the blue heavens kiss the sea,
As the sea clasps the river ;
Let heart to heart now blended be
For ever and for ever.

AN INVITATION

Ye weary of the cares and woes,
Come to this island of repose,
        From th' stormy waves a sheltering shore ;
It is a vale where verdure gleams,
A cradle of the sunny dreams,
        Beneath a sky where Fancies soar ;
It is the home of love and peace,
Where earthly frets and tumults cease,
        And man for sorrows weeps no more.

It is a lovely noiseless isle,
        Quiet, save where the deep shoreless sea
Plays on the pebble-stringed shore,
        And weaves a tuneful poesy ;
A music rising evermore ;
        Come to this verdant flowery isle
If you will drink this melody,
        And feast on Nature's radiant smile.

There is a cot more noiseless still,
        Save where the softly whispering breeze
Wakes with its weird music sweet
        The leafy sleep of summer trees ;
Save where the birds with ditties meet
        Hesperus and Aurora hail ;
Save where the ever-prattling rill
        Flows lisping its own childish tale.

There is a grove where to the flowers
        Sings Night's sweet minstrel nightingale,
Makes musical her dream of love,
        And pours her soft and melting tale

That floods the sky, the earth, the grove,
Sings love's keen pang and ecstasy,
Enwreathes with songs Earth's starry hours,
And breathes a dreamy melody.

When summer weaves the floral glories,
And when blushing Beauty smiles,
Then Fancies come to tell the stories
Of the azure skyey isles—
Those realms where e'er a light reposes,
And where gush out the suncloud-springs ;
And then they wake,—my infant-roses,
Then my soul in rapture sings.

True, there are sad unhappy hours ;
True, Winter gloomy days must bring ;
Then drop the leaves and fade the flowers,
The minstrel-birds no longer sing ;
My cot is still, o'er glade and hill
The woods with leafless moanings ring,
Then Rapture dies, and my Soul lies
Sad, waiting for the leafy Spring.

True, life is not a revelry
Unbroken by a single groan,—
It is the wild and lovely sea,
Which the sun gilds, the storms blow on.
There are hard struggles oft, and tears
Of disappointment and sore pain,
There are perhaps some gloomy years
To roll by, ere Smile wakes again.

Still Winter has its gloomy charms,
Even when Nature smiles no more ;
There is a magic in its storms,
A spell in the unceasing pour ;

A sweetness in the wailing winds,
That sing their dole from door to door,
A gloomy rapture in its moans,
A music in the thunder's roar.

And the clouds weep to bring on earth
In Spring a festal verdant reign,
The thunder purifies the air,
Nor even the storms blow in vain.
Come, I will give you *words* that bloom,
Smile fragrance, and yet hide no guile,
I'll give you true unfeigned *tears*,
A love-illumined starry *smile*.

Instead of wrath and gloomy fear,—
The shadows of a tyrant's curse,
There is a fairy's garden here,
There is a blooming universe.
This isle is strewn with songs and light,
Here are no dark prophetic sighs—
An isle of beauty and delight,
A garden and a Paradise :
Here the gentlest breezes blow,
Here the softest flowers glow.

KRISHNA TO RADHA

An Indian Legend

Forget ?—can I forget th' ambrosial love
That gleams like a star through the haze of years ?
Forget the love more precious than the wreath
Strung with a starlight out of Angels' tears ?

Can I forget life's proudest, sweetest hours ?
Ah no, though to remember them would cost me many
a tear ;
O still it is a luxury to weep,
When I recall that music of our souls careering through
the golden atmosphere.

Why did I love thee ?—when I knew too well
There was a gulf between us and that you could ne'er
be mine ;
O chide me not ;—for wert thou not to me
Sweet as a dew-drunk rose, so charming, beautiful, divine ?

Should Dawn forget her beauty and complain
That the clouds, gorgeous with her smile, should be rapt
in her maddening glance ?
And should the champak frown that th' murmurous
bees
Should still besiege her with their tales of love's romance ?

O chide me not ; didst thou not love me too ?
And say I would be thy soul's star, thy joy for ever ?
Whenever we did part, didst thou not weep,
Turn pale ?—did not thy voice with a tempestuous sorrow
quiver ?

—Why did we love, and drink the honeyed poison ?
Why did the sunlight stream into Hope's cottage and
with dreams the hamlet fill ?
Why did the thrush make music through the
wood-lands
If 'twas to plunge them back into a deeper, gloomier
silence still ?

Do we complain ?—do not the sunshine hours
Of speechless love we had still radiate through our gloomy
vacancy ?

Ah, yes ! I yet could build a palace high
With their diffused, reflected rays, and dream away a life
of care and misery.

We loved, we weep ;—are not our very tears
Luminous with the beams—now withered, dead—whereon
they lay ?
Are not the sighs still odorous with the rose
They kissed before it died away ?

—Sad visions flit across my tear-dimmed eyes ;
O I am maddened with the thought and stormed by an
angelic sorrow deep ;
I can have just a glimpse of that sweet light
Wherein I basked, but which and I have long been
strangers in this prison where I weep.

Still, still I think—was it a dream ?—you by my side,
The glistening dews, the perfumed jasmines, smiled o'er
by the lighted heavens above ;
A thousand harps vibrating through the calm
With the united beating of our hearts, and a whole
Paradise concentring in a kiss of love.

O, I was feasting on a golden cloud
Woven out of the perfumed mist, and sunshine, music,
and delight ;
But the tyrannic Wind swept it away ;—
Hushed was the odorous song, the transport died, faded
the orient light ;

Ah ! weepest thou ?—yes, thou hast cause to weep,
As I have too ; it is a sin to cause thy tears, meseems ;
Yet weep, thy fertile tears will sow the earth
With fragrance, sunshine, and with dreams.

—I have but loved thee ; for that they have flung
At me their poisonous darts of slanders false, and lies ;
Because my love has not been carnal too,
Because it has not been enslaved by marriage ties.

Love is not marriage ; and it soars above
The worldly, finds a heaven in the orient clouds of Dawn ;
Love breaks the social bars of wealth and rank,
Brings near the distant souls, she harmonises all she
smiles upon.

She binds the distant ages, distant climes ;
She blends the nationalities and faiths remote as Pole
from Pole.
Here vanish thoughts of wedded interests :—
Love is the concord of the *heart*, the music of the soul.

—Come, come my love ! my own sweet Radha ! come,
The evening melts away ; hushed is the distant chant
of the woodland choristers ;
The roseate clouds have darkened :—come to me ;—
Earth is being strewn with the rare lucid pearls, the
heavens with the stars.

The bees have slept ; noiseless the zephyr blows ;—
Only the crickets weave a doleful dirge o'er the departed
day :
O I am thirsting for a smile from thee,
A loving word full of the heavenliest music,—come away.

When two magnetic, loving spirits meet,
They'll ever clasp and kiss, and flash into a wild electric
spark ;—let them rave.
When two souls beat one time they'll ever send
A weird thrilling harmony through the tempestuous
dark—let them rave.

O come to me ; my Radha ! come ; come thou
Over my sorrows like a golden wave ;
Let me once feel thy lightening touch and hear
The harps of angels in thy voice ;—O come, my sweetest !
let them rave.

THE ISLAND

Sweet isle of the noble, the brave, and the free,
And crowned with a beauty divine !
Thou smilest ; what spirit soft whispers to thee ?
What madness, what transport is thine ?
Though born in the mist and caressed by the gloom,
Yet thine are the rainbow-hued flowers that bloom
In the woodlands ; wild songs in thy valley and glen ;
Thy daughters are angels, and gods are thy men.

Thou, parent of Science of luminous birth !
Sweet friend of the heavenly Art !
Kind nurse of a Poetry matchless on earth !
To gild and ennoble the heart :—
Thou bold as an eagle and meek as a dove,
The strength of a Titan curbed, tempered by love,
The flag of thy wisdom and prowess, unfurled,
Emancipate Bondage, illumine the world.

Sweet isle of fair mountains and valleys and streams,
The nightingale, lily, and rose !
One arm ever cradling and nursing thy dreams,
The other repulsing thy foes :
Brave isle ! foreign strands from the continents pour
Their harvests, pearls orient unto thy shore ;
Thou sendest thy glorious light to each clime,
Dispel their wild chaos,—thy mission sublime,

ODE TO THE STARS

Are ye bright visions of the dreaming Earth,
Now rocked in Night's low humming melody—
That went to wander daily from her birth
—(Love and Truth's pilgrim through eternity),
Now weary sleeps ?—you bring some golden gleams
From her bright future, to illume her nightly dreams.

Or are ye lucent islets of the sky ?
Where live the happy and the glorious fair,
Where Death holds not his grim festivity,
Unfading Beauty triumphs radiant there ;
Tears, wailings, sorrows, visit not those isles,
But tuneful Laughters dance, and play still sweeter
Smiles.

Are ye the souls of the fair progeny
Of Earth, where Beauty blooms but to grow pale ?
Sweet Love that fades, Love's worshippers that die,
Truth and its happy martyrs, songs that fail
On the bleak wind ;—all beautiful that are,
Each wafts its sweetness there, and dies into a star.

Or are ye fairies ?—ye that nightly sail
O'er yon blue-billowed heavens, and rehearse,
When darkness veils the world, a fairy-tale,
And lull to quiet the listening universe.
Come, lovely guests ! to Earth's most lonesome hour,
Twine dreams round dreams, and for her make a
fragrant bower.

Ye heavenly musicians ! sweetly sing
Of truth and love, and teach us in that sea

Of songs to merge our frets ; and with you bring
To this bleak world the reign of poesy :
Come, singing bards immortal of the skies :
And in your melting chorus drown our wails and cries.

Come, beauteous angels ! bid the roaring cease
Of mortal jars ; from those love-beaming eyes
Rain on these civil discords tuneful peace,
And bring to men a lovelier paradise ;
Banish Hate, Envy, from Earth's flowery face,
And bid all men join in a loving, warm embrace.

Ye travellers of the azure wilderness !
Ye lovely apparitions of the sky !
Ye emblems of a reign of happiness
Of man ! save us from death—we faint, we die :
On earth, where men like preying vultures roam,
Preach your love-gospel—bid us build a common home.

Come, holy messengers of peace and love !
Through this black world where ceaseless discords rage,
And desolation reigns, O from above,
You guide us in our dreary pilgrimage ;—
Create a rainbow of our painful tears,
And cease this flood of hate and bring in happy years.

A UNIVERSAL PRAYER

Bless them, O Lord !
Who doubt ; and in unravelling Mysteries
By Reason's light are taught ;
Who preach by arguments not dogmatise ;
Who teach, but threaten not.

Bless them, O Lord !
The bold who think, through Error and through Sin ;
Who hate Authority ;
Though erring, bear no crawling soul within,
Cribbed, cramped, or steeped in Lie.

Bless them, O Lord !
Who think not, but who work for common good ;
And, with their hard hands, feed
Mankind ; bless the rough-visaged brotherhood,
Whatever be their creed.

Bless them, O Lord !
Who love ; are happy with their "weans and wives,"
Through joys and miseries ;
Who with religious hate stain not their lives ;
Who love, and live in peace.

সূচিপত্র

আর্য্যগাথা, ১ম ভাগ ১

প্রকৃতিপূজা

ঈশ্বর-স্তুতি

বিষাদোচ্ছ্বাস

আর্য্যবীণা

আর্য্যগাথা, ২য় ভাগ ৭১

কুহু

পিউ

হাসির গান ২৬১

মন্দ্র ৩৩৩

* পূর্ব্বে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত। † মৎপ্রণীত ইংরাজী কবিতা হইতে অনূদিত।
⁂ নূতন রচিত।

আলেখ্য 403

ত্রিবেণী 489

* পূর্ব্বে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত। † মৎপ্রণীত ইংরাজী কবিতা হইতে অনূদিত।
‡ নূতন রচিত।

গান ৫৪৫

The Lyrics of Ind ৬৬৭